

Out of Print

978

শব্দপ্রতিষ্ঠা প্রবীণ কবি

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত

প্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য ৮০

তৃতীয় সংস্করণে কবিতাগুলি আশ্রয় সংশোধিত
এবং তিনটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে ;
তন্মধ্যে ‘মানব-বন্দনা’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

শব্দ (নব প্রকাশিত) মূল্য ৮০

অগ্ৰাগ্র কবিতা ব্যতীত ইহাতে কবির অনেক-
গুলি গাইশ্যকবিতা আছে ।

কনকাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ১।০

ইহাতে ৫২টি প্রেম-কবিতা আছে । ৬০ পৃষ্ঠা
মসৃণ কাগজে নূতন অক্ষরে সুন্দর ছাপা ; সুচারু
বাধাই । প্রিয়জনদিগকে উপহার দিবার যোগ্য ।
পুস্তক অল্পই আছে ; এরূপ উৎকৃষ্ট সংস্করণ পুনঃ
প্রকাশিত হইবে না ।

প্রদীপ, কনকাঞ্জলি ও শব্দ সম্বন্ধে যে সকল
বিস্তৃত সমালোচনা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল,
তৎসমুদয়ের কিয়দংশ এই পুস্তকের শেষে উদ্ধৃত
করিয়া দিলাম । পুস্তকগুলি আমার নিকটে পাওয়া
যায় । আমিই একমাত্র প্রকাশক ।

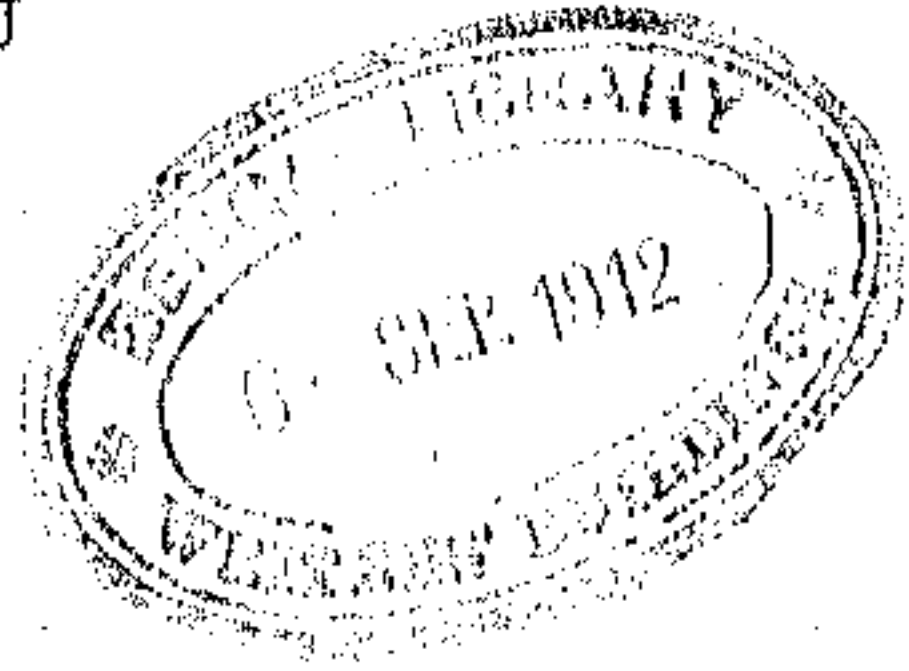
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

2. No. 912. 21.

এষা

গীতিকাব্য



শ্রী অক্ষয়কুমার বড়াল

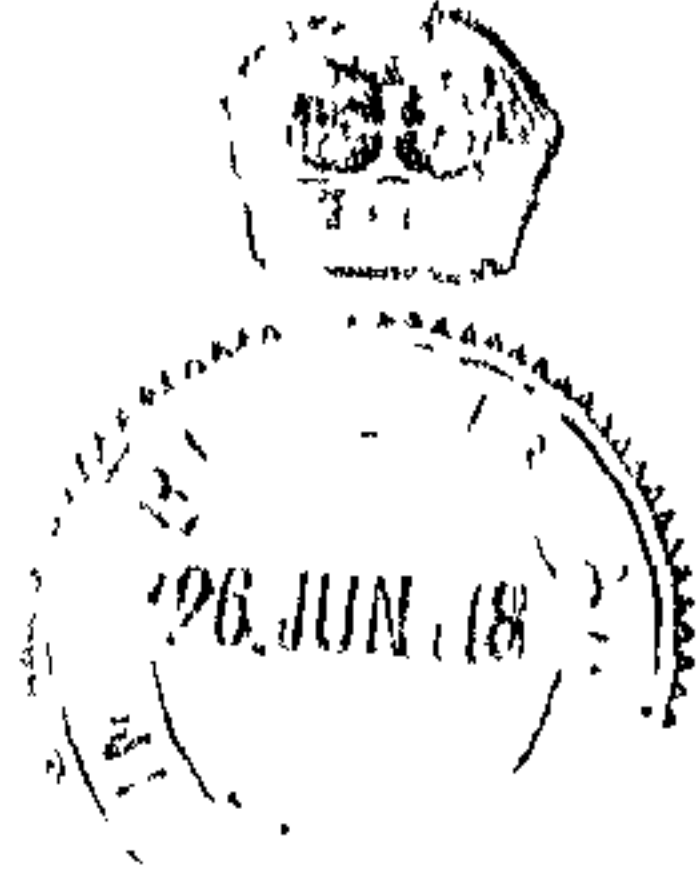
প্রণীত

কলিকাতা

২০১, কণ্ঠওয়ালিস্ স্ট্রীট

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত

Out of Print.



কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন

কালিকায়দ্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত

নামকরণ

বৈদিকযুগের প্রথমাংশে আমরা ‘এষঃ’ ও ‘এষা’ পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই উভয় শব্দই ‘ইয়্’ ধাতুনিপ্পন্ন, অর্থ—‘অন্বেষণযোগ্য’, ‘অরণযোগ্য’, ‘বাঞ্ছনীয়’।

“যুবং হু ঘর্মং মধুমন্তমব্রবেহপো ন ক্ষোদোহরুণীত মেঘে”

—ঋগ্বেদ ১।১৮০।৪

অন্তঃপর যখন এই একান্ত বাঞ্ছনীয় অরণযোগ্য ব্যক্তি কে—তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য আর্ঘ্য স্ময়িগণ বদ্ধপারিকর হ’ন, যখন বহু দেবতার মধ্যে দৌকে খুঁজিয়া একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন তাহারা দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণুকেই ‘এষঃ’ নামে অভিহিত করেন।

“মরুত এবদ্যাবো বিযোরেযশ্চ প্রভৃথে হবামহে”

—ঋক্ ২।৩৪।১৯

মহাভারতেরও এক স্থানে বিষ্ণু অর্থে ‘এষ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,—

“বিচক্রমে পৃথিবীমেব এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্গনুযে দশশৃন্ ত্তর্জুরেযণে”

—মহাভারত ১,৮৩৯৯

তার পর আমরা নিঘণ্টু, নিরুক্ত*, সুদগল ও সায়ণ ভাষ্যে ‘অরণযোগ্য’ অর্থে ‘এষঃ’ ও ‘এষা’র প্রয়োগ বহুবার পাইয়াছি ; যথা,—

ঋক্ প্রাঃ, ৪, ৭ ; শতপথ ব্রাঃ ২।৪।২।৪ ; নিরুক্ত ৫, ২ ; অথর্ক প্রাঃ ১, ৬৭ ; ইত্যাদি।

প্রাকৃতেৰ মধ্যে ‘টকী’ ও ‘পৈশাচী’ রীতিৰ কোন কোন স্থানে
‘স্মরণযোগ্য’ অৰ্থে কেবল ‘এয়া’ৰই প্রয়োগ আছে,—

“হোসেসা তুবং পিউচ্ছাতি”—প্রভৃতি ।

‘প্রাকৃতলক্ষীণামমালা’রও ‘স্মরণযোগ্য’ অৰ্থে ‘এয়া’র উল্লেখ আছে ।

ফলতঃ বাঙ্গালায় ‘এয়া’ শব্দেব এই প্রথম প্রচার হইলোও সংস্কৃত ও
প্রাকৃতেৰ অনুসরণে ইহার প্রয়োগ নিতান্ত সূচু এবং ‘In memoriam’
অপেক্ষা গভীর ভাব-দ্যোতক হইয়াছে ।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, }
২৪শে শ্রাবণ । }

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ.

সূচী

উপহার	১৩
নিবেদন	১৭
মৃত্যু	১৯—৪২
১। “বাবা, মা—কেন এত	২১
২। পত্রবাহী ডাকে	২৩
৩। এই কি মরণ ?	২৫
৪। মরণে কি মরে প্রেম ?	২৯
৫। ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে	৩২
৬। গৃহতলে আছে বসি’ পুত্রকণ্ঠাগণ	৩৪
৭। এই কি জীবন ?	৩৬
অশৌচ	৪৩—৮৪
১। এই কি প্রভাত ।	৪৫
২। মৃত্যু !—প্রতিদিবস ঘটনা	৪৮
৩। গৃহ নিরানন্দ অন্ধকার	৫১
৪। হে বিগ্রহ	৫৪
৫। হে পুত তুমসী	৫৮
৬। দ্বিপ্রহর ; বর্ষানিশা	৬১
৭। জড়বাদ	৬৪*

৮।	দেববাদ	৬৭
৯।	গীতাবাদ	৭১
১০।	বিজ্ঞানবাদ	৭৫
১১।	সম্মত জ্যেষ্ঠপুত্র	৭৯
১২।	দাও শান্তিজল !	৮২

শোক	৮৫—১৪২
১। উঠিছে ডুবিছে তারাগণ	৮৭
২। হে প্রিয়, ভাবিয়াছিলে	৮৯
৩। দুস্তর প্রান্তর	৯২
৪। জীবনে চাহি না কিছু আর	৯৪
৫। নাহি সে উৎসাহ, আশা	১০০
৬। অজয়ে জিজ্ঞাসে দাসী	১০৩
৭। গেছে নিশা !	১০৪
৮। আবার দুঃস্থল সেই !	১০৭
৯। আসে সন্ধ্যা	১০৯
১০। প্রভাত প্রশান্ত স্থির	১১১
১১। সুপ্ত গ্রাম	১১৪
১২। অপগত মেঘ-আবরণ	১১৭
১৩। শোকাচ্ছন্ন, পুরীপ্রান্তে	১১৯
১৪। যায়, দিন যায়	১২৪

১৫। ওই বহি—ওই ধূম	১২৬
১৬। শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা	১২৭
১৭। এখনো কাঁপিছে তব	১২৯
১৮। গোলাপের দলে দলে	১৩১
১৯। জ্বরল আলোকে গেছে	১৩২
২০। প্রকৃতি—জননী—জননী।	১৩৫
২১। আবার এসেছি আমি	১৩৯

সান্ত্বনা	১৪৩—১৬৮
১। সে সময়ে দিও দেখা!	১৪৫
২। সতী, মরণে ভাবি না আর	১৪৭
৩। হে মরণ, ধন্য তুমি!	১৫০
৪। গৃহ-চূড়ে নর যথা	১৫২
৫। ধর মোর কর	১৫৪
৬। কি স্বপন স্নগধুর!	১৫৬
৭। হা প্রিয়া—শশান-দগ্ধা	১৬৩

এবং

Whoe'er you be, send blessings to her—she
Was sister of my soul immortal, free !
My pride, my hope, my shelter, my resource,
When green hoped not to grey to run its course ;
She was enthroned Virtue under heaven's dome
My idol in the shrine of curtained home.

Victor Hugo.

কত যুগ-যুগ পরে—
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে-গড়া সোনার সংসার !
কবিত্ব-কল্পনা-ভরা,
জীবন-মরণ-হরা,
ত্রিভুবন-আলো-করা প্রীতি দু' জনার !

বৈতরিণী-তীরে বসি'
 মরণের তরে শ্মসি—
 আশা-তৃষ্ণা-হীন বৃদ্ধ—রুদ্ধ-অশ্রুভার !
 তুমি কেন—পৌর্ণমাসী,
 আবার উদিছ আসি'
 দুখ-শিরে-শিরে করি' কোমুদী-বিস্তার !

প্রেমের কুহক-মন্ড্রে
 কি বাজাবে ভাঙ্গা যন্ত্রে—
 বুঝি না এ ছিন্ন তন্ত্রে কি বাজাবে আর !
 আছি কি জীবন নিয়ে—
 তুমি বুঝবে না, প্রিয়ে,
 আপনি ভাবি না ভয়ে কথা আপনার !

কেন জাঁখি ছল-ছল ?
 স্বর্গ-মর্ত্য—রসাতল !
 বারিছে হৃদয়-ক্ষতে নব রক্তধার ।
 আবার যে প্রেমোচ্ছ্বাসে
 শত প্রাণ ছুটে আসে !
 ছিন্ন হয় শত গ্রন্থি মিথ্যা-সান্দ্রনার !

তব বরাভয় করে
ধর কর চিরতরে !
চল—চল নিজ গৃহে—দূর-মেঘপার !
প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে,
কোথা তুমি—কোন্ দিকে !
জীবনে—মরণে আমি তোমার—তোমার !

নিবেদন

কোথা পাব বাণীকির সে উদাত্ত স্বর ?
কোথা কানিদাস-কণ্ঠ যড়জ-মধুর ?
কোথা ভবভূতি-ভাষ—গৈরিক-নিব্বার ?
ভিন্নকণ্ঠ পিক আগি, মরণ-আতুৰ ।

সে নহে সাবিত্রী, সাতা, দময়ন্তী, সতী—
চিরোজ্জ্বল দেবীমূর্তি কবিত্ব-মন্দিরে ।
জ'য়ে ক্ষুদ্র সুখ দুখ গমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটীরে ।

নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক ;
বাস্তব জগত এই, মর্মান্তিক ব্যথা ।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য বসাত্মক ;
মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা ।

স্বত্ব

কৃষ্ণপক্ষ, চতুর্থী, শনিবার, দিবা ৩।০ ঘটিকা, ১৯শে মার্চ, ১৩১৩ সাল ।

“বাবা,

মা—কেন এত জপে কর আজ,

করে এত ঠাকুর-প্রণাম ?”

কাছে যা, বাছা রে, শুনা গে তাহারে

জনমের মত হরি-নাম ।

“বড় ভয় করে, তুমি এস ঘরে,

এলোগেলো কি বলে কেবল !”

গঙ্গা-মূর্তিকায় লেপে দাও গায়,

দাও গিয়া মুখে গঙ্গাজল ।

“চোখ বড় রাজা, গলা ভাজা-ভাজা,
 দিদিমা ঠাকুমা বড় কাঁদে !”
 কর গে বারণ, ঘুমাবে এখন ;
 বাঁধিও না আর মায়া-কাঁদে ।

“তবে মা আমার—” ইচ্ছা বিধাতার,
 এখনো ত রয়েছে জীবন ।
 যতক্ষণ শ্বাস— ততক্ষণ আশা ,
 ভক্তিভরে ডাক নারায়ণ ।

“ডাকি বার বার—” কাঁদিও না আর,
 যাও, তার পদধূলি লও ।
 বাছা, প্রাণ ভরি’ আশীর্বাদ করি,—
 তারি মত সতীলক্ষ্মী হও !

পত্রবাহী ডাকে,—“চিঠি আছে ।”

দেখি পত্র খুলি’—

কর্ম্মস্থল হ’তে আসিয়াছে

শুষ্ক তিস্ত বুলি ।

“অময়ের চিঠি ?—ভাল আছে ?”

গুগুযু জিজ্ঞাসে ।

(সংবাদ দেইনি পুত্র কাছে—

কি ভুল হুতাশে !)

অশ্রুভরা কাতর নয়ন

এক-দৃষ্টে চায় ;

নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,

উত্তর-আশায় ।

হে দেবতা, লই তব নাম,
 এই মিথ্যা শেষ,—
 ‘ভাল আছে, করেছে প্রণাম,
 পড়িতেছে বেশ ।’

বক্ষ হ’তে নেমে গেল ভার—
 গভীর নিশ্বাস ;
 লান মুখে ফুটিল আবার
 ধীর স্থির হাস ।

শান্ত—তৃপ্ত, কৃতজ্ঞতা-নীরে
 উজ্জ্বল নয়ন ;
 শান্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে’
 করিল শয়ন—
 ফুরাল জীবন !

এই কি মরণ ?

এত দ্রুত—সহসা এমন !

টিরতরে ছাড়াছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়াকাড়ি,

নাই তার কোন আয়োজন !

বলিবে না কোন কথা, জানাবে না কোন ব্যথা,

ফিরাবে না বারেক নয়ন !

মন কি গো কাঁদিছে না ? প্রাণে কি গো বাধিছে না

যেতেছ যে জনের মতন !

হও নাই গৃহের বাহির ;

আজ তুমি কোথা যাবে ? কার মুখপানে চাবে

স্থখে দুখে হইলো অস্থির ?

অচেনা অজানা ঠাই, কেহ আপনার নাই,

কে মুছাবে নয়নের নীর ?

কোমল সরল অতি, পতি গতি, পতি মতি ;

কে বুঝাবে মর্যাদা সতীর !

এ কি দেখি জাগিয়া স্বপন ?
 দুই যুগ জানাজানি— আজ কিমে মিথ্যা মানি—
 দুই দেহে এক প্রাণ-মন ?
 এত আঁসা, হাসা কঁাদা, এত বুক বুক বাঁধা,
 এত ভক্তি মমতা যতন,—
 ভাবি নাই একবারো তুমি যে মরিতে পারো,
 পারো মোরে ভুলিতে এমন !

বুঝিতে যে চাহে না হৃদয় !
 বলিতে সোহাগে রাগে,— মরিবে আমার আগে,
 এ যেন তাহারি অভিনয় !
 এখনো যেতেছে দেখা অধরে হাসির রেখা,
 মুখ যেন কথা কয়-কয় !
 আশেপাশে কোন্‌খানে লুকায়ে রেখেছ প্রাণে—
 অভিমান আর নয়—নয় !

মা—মা, কঁাদিও না আর ।
 শ্বাস ওই পড়িল না ? দেহ ওই নড়িল না ?
 খুলে দাও জানালা ছয়ার ।

দেখ—দেখ এই কর যেন কিছু উষ্ণতর,
 দাও তাপ সর্ববাস্তে আবার ।
 দাও, মা, চরণ-ধূলি, আশিস' হৃদয় খুলি',
 সত্য হোক আশিস্ তোমার !

বাঁচাও—বাঁচাও, দয়াময় !
 ভিক্ষা মাগি যুড়ি' হাত, করিও না বজ্রাঘাত,
 জ্বলে পুড়ে যায় সমুদয় !
 সহস্র প্রণাম করি, নিও না—নিও না হরি'
 একমাত্র সাধনা-আশ্রয় !
 ধরণীর এক কোণে লইয়া আপন জনে
 আছি স্মৃতি—সন্তুষ্ট-হৃদয় ।

মেলা আঁখি, সর্ববস্ত্র আমার !
 ম'রো না—ম'রো না, প্রিয়ে, একমাত্র তোমা নিয়ে
 আমার এ সাজান সংসার ।
 চেঁচটা করি', প্রাণেশ্বর, নয়—তবে দয়া করি'
 নিশ্বাস ফেল গো একবার !
 না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি দান
 শ্বাসে—শ্বাসে অধরে তোমার ।

নিও না গো—নিও না কাড়িয়া !

একা—একা, অতি একা ! এই দেগা—শেষ দেখা !

যায—যায হৃদয় পুড়িয়া ।

কোথা হ'তে কি যে হয় । শূন্য—সব শূন্যময় !

নিষ্ঠুরতা জগত জুড়িয়া !

অশ্রুবোধ—শ্বাসবোধ, অসহ্য জীবন-বোধ !

হৃদয়টা ফেলি উপাড়িয়া ।

মরবে কি মবে প্রেম ? অনলে কি পোড়ে প্রাণ ?
 বাতাসে কি মিশে' গেল সে নীবব আত্মদান ?
 জীবন-জড়ান সত্য—সকদি কি মিথ্যা আজ ?
 গৃহ ছাড়ি' গৃহভক্ষণা শুইয়া শাশান-মারা !

সহসা নিদ্রার মাত্রে এ কি জাগরণ মম !
 এই ছিলে—আব নাই, চলে গেছে অগ্ন সম !
 প্রতিপল-পরিচি তা ! তোমারে বিচ্ছিন্ন কবি'
 কেমনে এ শূন্য মনে এ শূন্য জীবন ধবি !

কি ছিমে আমার তুমি—প্রেমসী না ক্রীতদাসী ?
 দুটি হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি !
 একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
 সব আশা—সব সাধ আগাতেই জাগরুক !

জাগে শোকে অভিমান,—কেন এত ভালবেসে
 আভাসে বল নি তুমি, এত দুখ দিবে শেষে !
 তুমি অভিশপ্তা দেবী—কেন বল নাই আগে,—
 শুধু স্বরগেব ছায়া দেখাইছ অনুরাগে !

একে একে প্রতিদিন প্রতি কথা মনে পড়ে,
 আবার যে হয় ভ্রম,—তুমি বসে আছ ঘরে !
 পরিজন-মুখপানে কাতর-নয়নে চাই,
 আকুলিয়া ওঠে প্রাণ, নাই তুমি, নাই—নাই !

আকাশের পানে চাই,—কোন দেব আসি' যদি
 দেন মৃত-সঞ্জীবনী, দেন কোন মল্লোষধি !
 কি আদরে বুকে করে' ঘরে ফিরে ল'য়ে যাই !
 আকুলিয়া ওঠে প্রাণ, সে তপস্যা নাই—নাই !

ধূধু ধূধু জ্বলে চিতা, ওঠে শূন্যে ধূম-ভার ;
 চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—স্বপ্ন মোহ, কে কাহার !
 অশ্রাহীন দন্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া,
 বুকে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া ।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
 পশ্চাতে আলোক-ছায়া স্বর্গে মর্ত্যে অবিভেদ।
 সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন !
 অগিতেছি শোক-বৃক্ষ দান হীন উদাসীন।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, নিবিতেছে চিত্তানল,
 জ্বলদ করণ-প্রাণ ঢালিতেছে শান্তিজন।
 বিধবা বিস্ময়-দৃষ্টি, সধবা প্রণাম করে ;
 শ্মশিয়া—শ্মশিয়া বায়ু কাঁদিতেছে বনান্তরে।

বিদায়—বিদায় তবে ! দিবা হ'ল অবসান ;
 জানি না মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান !
 যেথা থাক—সুখে থাক ! বারে তপ্ত অশ্রুভার ;
 অদূরে জাহ্নবী বহে, ধরা অতি অন্ধকার।

ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জ্বালা না জুড়ায় ।
 নহে দূর—নহে দূর
 ওই মরণের পুর !
 আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায় ।

উথলি' উছলি' ছলি' চলে জলরাশ ;
 হৃদয়-শ্মশান খুলে'
 ধরণী পাড়িয়া কূলে ;
 নিকটে এসেছে নেমে বিষণ্ণ আকাশ ।

নাহি তারা, নাহি তরী, জলদ ঘনায় ;
 ঘুরে ঢেউ আশেপাশে,
 কত কল-কল ভায়ে,
 ঝাঁপায়ে পাড়িয়া বুকে তলাইতে চায় ।

হৃদয় উদাস অতি, নয়ন উদাস ;
 সম্মুখে গভীর বারি
 ডাকে দীর্ঘবাহু নাড়ি' !
 মনে পড়ে দূর গৃহ—পড়ে দীর্ঘশ্বাস ।

এই ত জগতে সুখ, এই ত জীবন !
 সহে না নিমেঘ-ভর,
 মরণেরি নামান্তর !
 দেখি না—দেখি না তবে মরণ কেমন !

নাহি আশা, নাহি তৃষা, জীবন যন্ত্রণা ;
 মরিয়া জুড়াতে চাই,
 মরিতে সাহস নাই !
 নিখিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা ।

গৃহতলে আছে বসি' পুত্রকন্যাগণ
 করিয়া মণ্ডল ;
 নববস্ত্র-পরিহিত, বাক্যহীন, সঙ্কুচিত,
 শান মুখ, রুদ্ধ কেশ, নেত্র ছল্ ছল্ ।

মধ্যে বসি' ক্ষুদ্র শিশু, কিছু নাহি বোঝে
 কেন যে এমন !
 দেখে বস্ত্র আপনার, দেখে মুখ সবাকার,
 দেখে দ্বার-পানে চাহি'—কাতর-নয়ন ।

প্রাঙ্গনে ধূলায় পড়ি' কাঁদিছেন মাতা
 গুমরি' গুমরি' ;
 সৌদরা বুঝাতে যায়, সেও কাঁদে উত্তরায় ;
 অদূরে কাঁদিছে দাসী হাহাকার করি' ।

এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে' কাঁদে বিড়ালীটি,

কি দীন ক্রন্দন !

অতি বিশৃঙ্খল ঘর, বহে গেছে মহাবড় !

আসে যায় প্রতিবেশী নিঃশব্দ-চরণ ।

জ্বলে দীপ ক্ষণপ্রভ, ত্রিয়মাণ শিখা

কাঁপে ঘন ঘন ;

প্রাচীরে পড়িছে ছায়া, যেন তার স্নেহ-মায়া

এখনো ঘুরিছে ঘরে—এখনো—এখনো !

রয়েছি জানালা দিয়া শূন্যপানে চাহি'—

অতি শূন্য মন ।

স্তুক স্তুক অন্ধ তমঃ— ভীষণ দৈত্যের সম—

ঘুমার—ছড়ায় দেহ—ভরিয়া গগন ।

এই কি জীবন ?

এত শ্রম—এত ভ্রম—এত সংঘর্ষ !

কত-না কামনা কবি’

আকাশ-কুসুম গড়ি !

কত গর্ব-অহঙ্কার—কত আশ্ফাঙ্গন !

ধরা যেন পায়ে ঘুরে,

পড়ে থাকি বিশ্ব জুড়ে,

আপন মহিম্ন-স্তবে আপনি মগন ।

তার পর, এ কি আজ !—নির্মোঘ গগন

মধ্যাহ্ন মধুব অতি,

সমীরণ ধীর-গতি,

রচিতেছি নিজ মনে দিবস-স্বপন ;

সহসা কি ভয়কব

শত বজ্র ঝড় ঝড় !

প্রিয়জনে আঙুলিতে কত প্রাণপণ ।

নিমেষে নন্দন-বন শাশানি ভাষণ !

বিশ্বাসিতে হয় ভয়,

তবু বিশ্বাসিতে হয় !

আঁখি হ'তে গেছে মুছে কুহক-অঞ্জন ।

স্বথ-স্বপ্ন গেছে টুটে,

হৃদয় পুলায় চুটে,

মুখে নাহি কথা সরে—বাবে না নয়ন ।

অহো, কি মানব-ভাগ্য—কি পবিত্রতন !

ধরা—জড় পরমাণু,

প্রাণ—বজ্রদগ্ধ স্থাণু,

বহি এক কি দুর্বল নিবাসায় মন—

মরিতে পারিলে বাঁচি,

শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু যাচি,

দূরে—দূরে সরে যায় নির্দয় মরণ ।

কাহার সজ্ঞান এই দুঃখ জীবন ?

এ কি শুধু প্রাহেলিকা ?

ওই আলোয়ার শিখা

জ্বলিতে—জ্বলিতে গেল নিবিয়া যেমন ।

বাঁধিতে বাঁধিতে সুর
 সপ্তস্ববা শতচূব !
 মেলিতে—মেলিতে আঁখি মিলাল স্বপন ।

এই প্রাণ !—এব লাগি কত-না যতন !
 কামে ক্রোধে সদা অন্ধ,
 লোভে মোহে কত ধন্দ্ব,
 কত-না মাৎস্য-মদে জগত-মর্ষণ !
 কত আধি ব্যাধি সহি,
 কত দুখ ক্লেশ বহি,
 স্তব্ধ-ভ্রমে করি কত অভাব সৃজন !

এই কি এ জগতের শুভ বিবর্তন ?
 এই হাড়ে হাড়ে শোক
 দেখাবে কি পুণ্যালোক ?
 ভূমিকম্প—ঘূর্ণবাত্যা কি করে সাধন ?
 স্বর্ণ-মন্দিরের চূড়া
 বজ্রাঘাতে করি' গুঁড়া,
 পাতিব অঙ্গাবে ভস্মে কোন্ দেবাসন ?

কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন ?
 কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
 এমন নির্দয় অতি ?
 আমিও ত কবিতেছি সন্তান-পালন—
 কত বাগি চোখে মুখে,
 তখনি ত টানি বুকে,
 মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন !

এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন ।
 গিয়াছে প্রাণেব সার,
 মর্মে মর্মে হাহাকাব,
 নিরাশার অন্ধকাব ঘেরিয়া ভুবন !
 মরণের পথে আজ,
 দূরে ফেলি' ঘুণা লাজ —
 কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ ?

কই শোকে সমাশ্বাস—স্নেহ-নিদর্শন ?
 কত শোভা বুকে ধরি'
 অকালে সে গেল মরি'—
 কে দেবতা স্মরি'—স্মরি' করিল রোদন ?

বুথা আসি, বুথা যাই,
কিছুই উদ্দেশ্য নাই ; .
উন্মি সম মৃত্যু-সিন্ধু করি সম্পূরণ !

এ যে অদৃষ্টের স্রুধু নিঃস্রম পেষণ ।
যায় দিন—পায় পায়,
সুখ যায়, দুখ যায় ;
কত আসে, কত যায়—কে করে গণন !
যায় দিন—যায় আশা,
যায় প্রীতি, ভালবাসা,
ভাবনা, ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপন ।

যায় দিন—যায় জীব, নি-স্তার গগন ;
শতধা-বিদীর্ণ ভানু,
স্নাত অগ্নু পরমাগ্নু ;
লুপ্ত শলী, লুপ্ত ধরা—উদ্দীপ্ত মরণ !
বিধাতা নিষ্কম্প-দৃষ্টি,
হেরিছে—তাহার সৃষ্টি
মরণের স্তরে স্তরে করে আরোহণ !

হৃদি-হীন বিধির কি দুর্বোধ্য সৃজন !
 নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
 নাহি লক্ষ্য আনুরক্তি,
 নাহি অনুভব-তৃপ্তি—সূক্ষ্ম দরশন ;
 উন্মত্ত কবির মত,
 গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
 ল'য়ে এক অন্ধ শক্তি—কল্পনা ভীষণ !

ଅମ୍ବୋଡ଼

এই কি প্রভাত !
 এতক্ষণে পোহাল কি শোক-দীর্ঘ রাত ?
 ওই সেই উষালোকে—
 সেই ধরা জাগে চোখে !
 সত্যই জীবিত আমি দেহ-মন সাথ !

রবি নিরুজ্জ্বল
 আকাশের এক প্রান্তে কবে টল্ টল্ ।
 সমস্ত আকাশ ভরি'
 ছিন্ন ভিন্ন মেঘ পড়ি'—
 নিশীথে চেষ্টে শূন্য যেন দৈত্যদল !

ছিন্ন ভিন্ন সব !
 মুক পশু পক্ষী প্রাণী, জগত নীরব ।
 বায়ু বহে কি না বহে ;
 মানুষে কতই সহে !
 কি শূন্য-জীবন আজ করি অনুভব !

জন্মেছি ত একা !
 না হয় কৈশোর-শেষে তার মনে দেখা ।
 তার গিলনের আগে,
 কিছুতে না মনে জাগে
 কেমনে কাটিত দিন—কি অদৃষ্ট-লেখা !

কে বলিবে আজ—
 কি ছিল কৈশোর-আশা, কৈশোরের কাজ !
 সেই আদি-সূত্র ধরি'
 আবার জীবন গড়ি—
 সে যদি মুছিয়া যায় জীবনের মাঝ !

এথা

কি গড়িব আর ?

আমি শুক ছিন্ন সূত্র—দেব-মানিকার !

কোথা হ'তে কি যে এলো,

গেল—গেল, সব গেলো—

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ—সর্বস্ব আমার !

গেছে—যাক যাক,

বলিতে পারি না আর শোক-গর্ব বাক ।

হৃদয় পুড়িয়া ছাই,

নাই—আর কিছু নাই !

ধূলায় গিশিয়া যাই—

দু' পায়ে দলিয়া যাক শত দুর্বিপাক ।

মৃত্যু !—প্রতি- দিবস ঘটনা ;
 তাহে কেন এত শোক ?
 সবাই মরিবে, সবারি মরেছে,
 চিরজীবী কোন্ লোক ?

পিতা ভাবে,—কবে অবসর ল'বে,
 পুত্র তার হ'লো কৃতী ;
 কর্মক্ষেত্রে ঘুরে আজো বৃদ্ধ পিতা
 ল'য়ে শোক-দীর্ঘ স্মৃতি ।

স্ববিরা জননী, একই বাছনি,
 পূজা না হইতে শেষ,—
 পথে পথে ওই ছুটে পাগলিনী,
 আলুথালু, রূক্ষ কেশ ।

বিধবা ভগিনী পথ চেয়ে রবে,
 বুঝিবে না কোনমতে—
 মাতৃপিতৃহীন ক্ষুদ্র ভ্রাতা তার
 সেই যে গিয়াছে পথে !

দেশে আসে পতি, নবীন যুবতী—
 বুকে না আনন্দ ধরে ;
 কুলে ডোবে তরী, ধরাধরি করি'
 বিধবায় আনে ঘরে ।

বিত্রস্ত জনক, মাতৃহীন শিশু
 কিছুতে নাহি যে ভোলে—
 পথে পথে যাবে, ঘোমটা দেখিবে—
 কাঁদিবে 'মা—মা' ব'লে ।

ঘরে ঘরে মৃত্যু— শোক-হাহাকার,
 আমার একেলা নয় !
 সবাই সহিতে, আমিও সহিব,
 সময়ে সকলি সয় ।

কাবা ছিল কাল ? কে আমরা আজ ?
 পবন আসিবে কারা ?
 হাসিয়া কাঁদিয়া অন্ধ মৃত্যু-মুখে
 ছুটিছে জীবন-ধারা ।

কোথায় মিলায় ? কে জানে কোথায় !
 কোথায়—কোথায়, প্রিয়া !
 আকুলিয়া বায়ু চিত্তভঙ্গ্য তার
 দেয় দেহে মাথাইয়া ।

কোথায়—কোথায় ? আসে প্রতিধ্বনি—
 আবার শ্মশান-যাত্রী !
 মেঘে মেঘে মেঘে দিবস ফুরাল,
 সম্মুখে আঁধার রাত্রি ।

৩

গৃহ নিরানন্দ অন্ধকার ।
আমি কি এ গৃহ-স্বামী ?
চোরেব মতন আমি
ভয়ে ভয়ে হেরি চাবিধার !

সারাদিন ঘুরি পথে পথে,
মিলি জন-কোলাহলে ;
হৃদয় বাঁধিয়া বলে,
বিশ্বাস করিয়া কোনগতে—

ফিরিয়াছি গৃহে আপনার ।
আঁখি মেলি' দেখিবারে
সাহসে কুলায় না রে—
পাছে ভুল ভাঙ্গে পুনর্ববার !

নিঃশব্দে দাঁড়ায়ে আছি দ্বারে ;
 জগৎ আঁধার স্তব্ধ,
 হৃদয়ে দারুণ শব্দ—
 ভুলিতে পারি না আপনারে !

আবার আশায় করি ভর ;
 ঘরে বা তুলসীতলে
 যদি তার দীপ জ্বলে—
 যদি তার শুনি কণ্ঠস্বর—

ঘুচে যায় এ চিত্ত-বিকার !
 বলি তারে,—‘আয়ুষ্কীৰ্ত্তী
 দেখেছি দুঃস্বপ্ন অতি,
 কি যে কষ্ট—নহে বলিবার !

‘পা দিও না আর মৃত্তিকায় !
 মিলন-কাতরা ধরা
 রোগ-শোক-মৃত্যু-ভরা,
 বিরহ ফিবিছে পায় পায় ।

‘এস, বুকে রাখি লুকাইয়া—
 কঠিন এ অস্থি-চৰ্ম,
 গভীর হৃদয়-মৰ্ম,
 দীৰ্ঘ—এই দীৰ্ঘ—প্রাণ দিয়া !

‘তার পর—যা হয় তা হোক ।
 মবনে মরনে যোগ—
 একত্র স্বরগ-ভোগ,
 না হয় একত্র প্রেতলোক !’

হে বিগ্রহ, পাষণ-হৃদয়,
 এই কি তোমার সৃষ্টি ? তুমি সেই স্থির-দৃষ্টি !
 তুমি ত আমার কেহ নয় ।
 কি দেখিছ স্বর্ণচক্রে ? প্রলয় ছুটেছে বক্ষে !
 নর-ভাগ্যে অহো কত সয় !

কি মাগিব—কি দিবে আমার ?
 ধূপে পুষ্পে দীপালোকে, স্তব-স্ততি-মন্ত্র-শ্লোকে,
 মুগ্ধ তুমি নিজ মহিমায় ;
 ষড়ৈশ্বর্য্য যড়্ভুজে— কাতর-নয়ন খুঁজে
 স্বপ্নময়ী হারাল কোথায় !

এয়া

বুঝিবে না, বধির দেবতা !
চিরদিন লক্ষ্মী সনে বিরাজিছ সিংহাসনে,
ভাবিতেছ বিশ্বের বারতা ।
কাংস্ৰ-ঘণ্টা-শঙ্খ-রোনে তবু না শ্রবণ খোলে,
পশে না নরের ক্ষুদ্র কথা ।

কিছু নাই আমার প্রার্থনা ।
সে অতি-প্রত্যাষে উঠি' আশিত হেথায় ছুটি',
করিত এ মন্দির মার্জনা ;
তুলি' ফুল, গাঁথি' মালা, সাজাত নৈবেদ্য-ডালা,
সচন্দন তুলসী, 'অর্চনা' ।

জানু পাতি'—কৌষেয়-বসনা,
স্থির-নেত্রে, যুক্ত-করে, বার-বার অশ্রু বারে,
তোমা-পানে চাহি' একমনা !
পড়ে কি না পড়ে শ্বাস, মিলে মুক্ত কেশ-রাশ,
শিথিল-অঞ্চলা, স্নিতাননা ।

আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি'
 দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া—প্রণমিয়া
 ফুরাত না তার ভক্তিরামি !
 প্রহর বহিয়া যায়— ধ্যান তার না ফুরায়,
 কতক্ষণে উঠিত নিশ্বাসি' !

এখন সকলি বিশৃঙ্খল ।
 হয় কি না হয় সেবা, তবু তার লয় কে বা !
 তুমি তাহে নহে ত চঞ্চল ।
 অনুরাগে কি বিরাগে তোমার না চিত্ত জাগে,
 'দেব' 'দৈত্য' কথা কি কেবল !

দিনু পদে কত অর্ঘ্য-ভার,
 সারা নিশা পড়ি' দ্বারে ডাকিলাম হাহাকারে,
 বুঝিলে না যন্ত্রণা আমার !
 শত্রু হ'লে, আমি প্রাণী— লই তবু বুকে টানি',
 নাহি হানি বজ্র বুকে তার ।

দেব-দয়া নাহি চাই আর !

ইচ্ছা হয়,—দৈত্যসম ল'য়ে নিজ তমঃ ভ্রম

মৃত্যুরে আক্রমি একবার—

গ্রহ-উপগ্রহ টানি' প্রিয়ারে ফিরায়ে আনি !

দেখি মৃত্যু কি করে আমার !

ভ্যজ'গৃহ, যাও নিজ স্থান ।

আর আগি পূজিব না, হৃদয়ে যে পারিব না

তোমা মত হইতে পাষণ !

গেছে সুখ, গেছে প্রীতি, আছে বুকভরা স্মৃতি—

যাবে দিন করি' তার ধ্যান ।

হে পূত তুলসী, বিষ্ণুব প্রেয়সী,
বিবর্ণ তোমাব দল ।

প্রভাতে আসিয়া প্রণাম করিয়া,
কে বা মূলে ঢালে জল !

সন্ধ্যায় আসিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া
কে বা তলে দীপ জ্বালে !

নীরস মঞ্জরী পড়ে বারি' বারি',
লুতা-তন্তু ডালে ডালে ।

বলিত আশায়,— নমিতে তোমায়
দুঃখ পুষ্প তিল দিয়া,
তোমার নিশ্বাসে সর্ব রোগ নাশে,
যায় দুঃখ পলাইয়া ।

আর—এ অন্তর ছিল কি সুন্দর !

প্রায়-স্বপনে লীন !

সহজ, সরল, কবিত্ব-বিহ্বল,

সুখে দুখে উদাঙ্গীন ।

ছিল এই ধরা কত মনোহরা ।

নয়নে নয়ন পড়ে—

আকাশে বাতাসে দেবতা নিশ্বাসে,

জলে স্থলে সূধা বারে !

হেরি নরে—মম হ'ত ধাষি-ভ্রম ;

নারী ছিল দেবী সমা ;

মন্দার-কলিকা বালক বালিকা ;

বিধাতা সাক্ষাৎ ক্ষমা !

আজ প্রেম-হারা এরা সব কারা ?

স্বার্থ-ভরা নারী নর !

জগৎ—নরক, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ;

মৃত্যু এক সর্বেশ্বর !

বিধি বিধিহীন, চলে যায় দিন—
 চেয়ে আছি যেন কেহ !
 উঠি চমকিয়া, বুকে হাত দিয়া
 বুঝি—এ আমার দেহ ।

হুহু করে প্রাণ, এ গৃহ শাশান ;
 বৈকুণ্ঠ—শাশান-মাবা !
 চিতা-ভস্মে তার উড়িছে আমার
 সুখ-স্বপ্ন-আশা আজ !

চল হে তুলসী, ভস্মে তার বসি',
 স্মরি' তারে—স্মরি'—স্মরি'—
 আলোক মরুক, আঁধার বারুক,
 আমরা নিঃশব্দে মরি ।

দ্বিপ্রহর ; বর্ষানিশা ;
 অন্ধকার দশ দিশা,
 দুর্গদ্বারে একা সাদ্রী মত,
 জীবনে জাগিয়া অবিরত !

প্রতি পলে, প্রতি শ্বাসে,
 জীবন গুটায় আসে—
 বুঝিতেছি অতি পরিকার !
 উঠি, বসি, চলি বার বার ।

নিশা না পোহাতে চায়,
 জীবন না ছুটি পায় !
 দূরে বাজে রাজার তোরণে
 তৃতীয় প্রহর—কতক্ষণে !

একে একে, গণি গণি—
 মিলাল ঘটিকা-ধ্বনি
 ছলে ছলে সমীরে, তিমিরে,
 নদীপারে, অরণ্যের শিরে ।

দ্বিগুণ নিস্তরঙ্গ সব ;
 করিতেছি অনুভব—
 নিশ্বাস হ'তেছে ক্ষীণতর,
 বাড়িছে মৃত্যুর পরিসর ।

কিছুতে কাটে না কাল,
 রচিতেছি চিন্তাজাল
 কত কি যে জড়ায়—জড়ায়,
 'গুটী' সম, আপনা হারায়ে ।

মাঝে কোথা ভুলে যাই—
 আকাশের পানে চাই
 অভ্যাসে জুড়িয়া দুই কর ।
 শূন্য দৃষ্টি—কি শূন্য অন্তর ।

পেচক ডাকিল দূরে,
 বাহুড় পলাল উড়ে,
 ফেরুপাল করিল চীৎকার ।
 অচল অটল অন্ধকার !

নাহি আশা, নাহি ত্রাস,
 খুলে দেছি বগ্নোবাস,
 এস মৃত্যু, নির্মম বিজয়ী !
 প্রতীক্ষায় শত মৃত্যু সহি ।

[জড়বাদ]

একবার চীৎকারি'—চীৎকারি',
 দেখি ওই গগন বিদারি'

কোথা সে আমার !
 পশু পক্ষী কীট অগণন,
 সকলেরি রয়েছে জীবন ;
 শুধু—নাই তার !

গেল কি—গেল কি একেবারে ?
 মরিলেও পাব না তাহারে ?

ফুরাল সকল !
 প্রাণ তবে, নয়—কিছু নয় ?
 দেহে জন্মি' দেহে হয় লয়—
 ,পুষ্পে পরিমল ?

বীণে যথা সুর-আলাপন,
 সংযোজনে তাড়িত-স্ফূরণ,
 তেমনি কি প্রাণ—
 স্রু—স্রু রসায়ন-ক্রিয়া ?
 পঞ্চভূত পঞ্চভূতে গিয়া
 লভিছে নির্বান ?

প্রীতি, স্মৃতি, ভাবনা, কল্পনা,
 সকলি কি ক্ষণিক ছলনা—
 অলীক স্বপন ?
 অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার !
 জড় ধরা—জড় দেহ সার ?
 মৃত্যু কি ভীষণ !

যেতেছিল জীবন বহিয়া—
 নিজ ক্ষুদ্র স্রু ছুঃখ নিয়া
 সরল বিশ্বাসে ;
 আচম্বিতে সিন্ধুশৈলে ঠেকি—
 মরণে প্রত্যক্ষ আজ দেখি !
 জাগি সর্ববিনাশে !

মনে হয়,—বসিয়া গন্তীরে,
 জগতের প্রতি শিরে শিরে
 ঢালাইতে ছুরী ;
 ছিন্ন ভিন্ন তন্ন তন্ন করি',
 প্রতি অণু পরমাণু ধরি'
 দেখি কি চাতুরী !

জীবনের এ শোক-বিশ্বাদ—
 শুধু কি জীবের অপরাধ,
 জীবের নিয়তি ?
 একদিন কেহ একবার
 করিবে না তোমার বিচার,
 হে অন্ধ-শক্তি !

[দেববাদ]

নাই যদি—নাই লোকান্তর,
 জীবনের অভিনব স্তর,
 পবিত্র বিকাশ ;
 প্রতিদিন কেন প্রাণী তবে
 স্ব-ইচ্ছায়, গরবে, গৌরবে
 করে দেহ-নাশ ?

কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস,
 কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস—
 মৃত্যু যদি শেষ ?
 কেন তবে কিসের কারণ
 জ্ঞানী যোগী ভক্ত অগণন
 সহে তপঃক্লেশ ?

যেথা গেলে, কেন ভাবে প্রাণী,
নাহি রয় ধরণীব গ্লানি,

তুচ্ছ দুঃখ শোক ?

নাহি রয় বিফল বাসনা,
পাপ, তাপ, অদৃষ্ট-ছলনা ;
বিমুক্ত নিম্মোক ।

সূক্ষ্ম দেহ, মন নির্বিবকার,
কি আনন্দ স্থির চেতনার—

আনন্দে মগন !

শত্রুমিত্র সনে দেখা হয়,
নাহি আর পূর্ব-পরিচয়,
বিস্মৃত স্বপন ।

দেবলোকে দেবত্ব লাভিয়া

সে কি গেছে দেবত্বে ডুবিয়া ?

সে নাই 'সে' আর ?

জ্যোতির মণ্ডলে বসি'—বসি'

সে কি আর উঠে না নিশ্বসি',

স্মরি' গৃহ তার ?

কি দেবত্ব !—তীত্র ভয়ঙ্কর !

ভাবিতে যে শিহরে অন্তর,

হয় না ধারণা—

প্রতি মুহূর্তেব সে বন্ধন,

সকলি কি প্রলাপ-বচন—

বিকৃত বদ্বনা ?

জগৎ কি স্খু নাট্যালয়,

জীবন কি স্খু অভিনয়,

মিথ্যা—মিথ্যা সব ?

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ে,

যে যাহার চলে যাই যরে—

বিভিন্ন মানব ?

নাই তবে—আর তবে নাই,

যাহা ছিল, যাহা আগি চাই,—

যরের যরণী,

সুখে দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী,

শুদ্ধা, হুত্বা, শুভ-আকাঙ্ক্ষণী,

পুঞ্জের জননী ।

দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক
এতদিনে কি কবিল ঠিক ?

স্বধুই বথায়—

জগতের সুখশোভা নিয়া,
আব এক জগৎ গাড়িয়া

ভুলায় বথায় ।

অহো, সেই অনির্দেশ-দেশ,
যেথা জীব করিলে প্রবেশ

আর নাহি ফিরে ।

আমরা ছলিতে আপনায়,
মৃতজনে পূত কল্লনায়

রাখি সদা ঘিবে ।

[গীতাবাদ]

✓ কেন শোকে মূঢ়ের মতন,
 ত্যজিয়া বিশ্বাস সনাতন,
 করি হাহাকার ?
 ল'য়ে নিজ ভ্রান্ত মতামত
 কেন—কেন আত্মহত্যা-পথ
 করি পারিষ্কার ?

সত্য দেহ, সত্য এই প্রাণ,
 সত্য এই সুখ-দুঃখ-জ্ঞান,
 সত্য এ জগতী ;
 আদি নাই, অন্ত নাই যার—
 কভু সত্য হয় মধ্য তার ?
 অর্থহীন অতি ।

ছিলু, আছি, বব' চিবকাল,
সে-ও আছে, চোখের আড়াল—
এইমাত্র ভেদ ।

যতদিন ছিল কৰ্ম্মভোগ,
সয়েছিল দুঃখ শোক রোগ ;
কেন তাহে খেদ ?

আমার রয়েছে কৰ্ম্মফল,
তাই আমি হ'তেছি বিহ্বল—
পাগলের প্রায় ।
আগিও আমার কৰ্ম্মশেষে
পলাইব, তার মত হেসে,
—জানি না কোথায় !

জীর্ণ দেহ করি' পবিহার,
নব দেহ ধরিয়া আবার
আসিব কি ভবে ?
মানুষে মানুষ পুনঃ হয়,
পশু পক্ষী—অন্য জীব নয় ?
কে আমারে কবে !

আবার কি হইবে মিলন ?

গতজন্ম নাহি ত স্মরণ—

নূতন সকল ।

এত আশা, এত ভালবাসা

পারে না এ জীবনের ভাষা—

এ জন্ম বিফল ?

না না, না না, কর্ণে আছে ধাৰা,

কত গ্রহ রবি শশী তারা

বয়েছে আকাশে—

সে আমার নিশ্চয় কোথায়

বসিয়া আমার অপেক্ষায়,

গভীর বিশ্বাসে !

অণুতে অণুতে সন্মিলন,

আজায় আজায় আলিঙ্গন,

সুখ দুঃখ চূর্ণ !

শির'পরে সময় না চলে,

বাধা বিঘ্ন নাহি পদতলে,

প্রেম পূত পূর্ণ ।

সে পেয়েছে তার কর্মফলে,
আমি পাব কোন্ পুণ্যবলে,
সেই পরকাল ?

ধর্মো, কর্মো, লক্ষ্যো, আচরণে
কি বিভিন্ন ছিলাম দু' জনে—
আকাশ পাতাল !

কি বিশ্বাসে বাঁধি বুক আর ?
কোথায় মিলন দু' জনার—
বিফল কামনা !

পুরাতনে নূতনে মিলায়ে
ফেলিতেছি সকলি যুগায়ে,
কোথায় সান্ত্বনা !

দু' জনে ঢেউয়ের মত ফুটে,
গায়ে গায়ে, হেসে, কেঁদে, লুটে—
নিমেষের তবে,
কে বলিবে নয়—নয়—নয়,
কে কোথায় হ'তেছি বিলয়
কারণ-সাগরে !

১০

[বিজ্ঞানবাদ]

নিশ্চয় আছেন এক জন ।
যে অর্থ আমরা বুঝি, যে অর্থে তাঁহাবে খুঁজি,
হয় ত তেমন তিনি নন ।
কত দূরে সূর্য্যকায়— জলে পড়িয়াছে ছায়া,
ছায়ামাত্র করি নিরীক্ষণ !

সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ-দল,
সবে চলে তালে তালে ; নীহারিকা বাঁধা জালে,
ধুমকেতু সময়ে উজ্জ্বল ।
যুরে ধরা নিজ কক্ষে, বর্ষ ষড়্-ঋতু-বক্ষে—
মরণ কি স্মধু বিশৃঙ্খল ?

নদ, নদী, হ্রদ, প্রান্তবন,
 উত্তাল সাগর-ভঙ্গ, চঞ্চল জলদ-রঙ্গ,
 কত ছন্দে করে বিচরণ!
 করে ত প্রবল বন্যা ধরণীরে রসে ধন্যা—
 কি করিছে অকাল-মরণ ?

প্রকৃতির নাহি ব্যভিচার ।
 বজ্রাঘাত, বায়ুঘাত, স্থলিত তুষার-পাত,
 আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদগার,
 ভূমিকম্প, জলস্তুপ, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-দম্প—
 রাখিতেছে সমতা ধরার ।

মরণ ত সৃষ্টির বাহিরে ।
 বীজে তরু, ফুলে ফল, ফলে পুনঃ বীজদল ;
 বারে বৃষ্টি, উঠে বাষ্প ধীরে ।
 শিখর পড়িছে টুটে, ভূধর তেমনি উঠে—
 জীবন কি আসে পুনঃ ফিরে ?

সতী মরি' জন্মিল পার্শ্ববতী ;
 সে ত পুরাণের কথা, মৃত্যুঞ্জয় নিজে যথা
 স্কন্ধে ল'য়ে প্রাণহীনা সতী,
 ছুটিল পাগল-পারা, ত্রিভুবন শোকে সারা—
 মরণ পলাল দ্রুতগতি ।

নহি দেব—সামান্য মানব ;
 মৃত্যুভয়ে সदा ভীত, মৃত্যুনামে নিয়মিত,
 একমাত্র জীবন বিভব ।
 ক্ষুদ্র জীবনের তরে কি না সহি অকাতরে—
 মরণে করিতে পরাভব !

কভু ভাবি,—তাহারি জীবন
 রয়েছে স্বজন ভরি', স্বজনে জীবন্ত করি',
 বায়ু যথা ভরিয়া ভুবন !
 অপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ, ঘট-পট-শূন্যাকাশ—
 আমাদেরি বিভ্রান্ত নয়ন ।

দেখিতেছি পাষাণে চেতনা,
 শুনিতেছি ধাতু-মাঝে জীবন-স্পন্দন বাজে,
 জীবন-চঞ্চল অণুকণা।
 স্থাবর, জঙ্গম, জীব, জল, স্থল, শূন্য, দিব,
 ধূলি, বালু—তাহারি ব্যঞ্জনা।

কভু দেখি,—মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
 ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র কীট— ধরিত্রীর পাদপীঠ ;
 শস্যকে প্রবালে দ্বীপোদয়।
 কি গূঢ়-উদ্দেশ্য তরে মরিতেছি স্তরে স্তবে—
 দিয়া আত্মা, করি বিশ্বজয় ?

সে আমার কোথা গেল চলি' ?
 ছিল সত্য, ছিল স্থল, হ'লো সূক্ষ্ম, হ'লো ভুল,—
 মনেরে বুঝাব এই বলি' ?
 ব্যপ্তিতে সমষ্টি-ভাব ? ক্ষুদ্রত্বে মহত্ত্ব-লাভ ?
 'আবার যে রহস্য সকলি !

সত্যস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
 বসি' কুশাসনে ;
 গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘশ্বাস,
 পড়ে মল্ল গাঢ়-স্বরে, স্থলিত-বচনে ।

কনিষ্ঠে লইয়া কোলে জ্যেষ্ঠা কন্যা বসি',
 গলে বস্ত্র দিয়া ;
 শুনে মল্ল একসনে, মুছে অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে,
 ক্ষণে ক্ষণে শূন্যপানে দেখিছে চাহিয়া ।

গায়ে গায়ে আছে বসি' ক্ষুদ্র বন্যা দুটি,
মলিন-বদনে ;

কভু ধীরে অশ্রু বারে, কভু চায় পরস্পরে,
কভু দু' জনার চক্ষু মুছায় দু' জনে ।

চঞ্চল অবোধ শিশু হ'তেছে চঞ্চল,
চারি দিকে চায় ;

সবাই কাঁদিছে কেন ? ভয়ে সে আড়ফট যেন,
বারেক উঠিতে পেলো ছুটিয়া পলায় ।

উজাড়ি' সমস্ত গৃহ আনিছেন মাতা,
কিসে স্বর্গ পায় !

কভু কাঁদি' উচ্চরোলে করেন আমারে কোলে,
বলেন কাঁদিয়া কভু,—‘তীর্থে রেখে আয় !’

‘যে জীবা—অনল-দগ্ধা’, পড়ে পুরোহিত,
বণ শোকাকুল ।

তাহাবি তৃপ্তির তরে দিতেছি যতন-ভরে
তৈজস, তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল ।

কি অদেয় তারে আজ ! তেমনি হাসিয়া
 সে কি লবে আর ?
 সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে !
 সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার !

পিতা নাই, মাতা নাই, পতি পুত্র নাই,
 অতি অসহায়—
 সঁকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে’—
 অনলে, অনিলে, শূন্যে, কোথায়—কোথায় !

কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
 কোথা প্রেতপুরী !
 আগি আজ ধরাতলে, সন্ততি নয়ন-জলে,
 মাগিতেছি মুক্তি তার, দুই কর জুড়ি’ ।

দাও শান্তিজন !

দাও—দাও, ঘুচে যাক যন্ত্রণা সবল ।

সংসার—শ্মশান-ভূমি,

কোথা দেব, কোথা তুমি !

চিতাধূমে অন্ধ চক্ষু, দগ্ধ মর্মান্বল ।

নিরাশার হা-ছত্যাশে

কত কি যে মনে আসে !

কোথায় তোমার স্নেহ—অমৃত-শীতল !

করহ সংশয় দূর,

অশুভ অসত্য চূর,

দুর্বল হৃদয়ে, দেব, দাও পূত বল !

দূর কর দুঃখ শোক,

জীবন সার্থক হোক,

ধন-ধায়ে মধুগয় কর ধরাতল !

কর বায়ু মধুগতি,
 মধুময়ী স্রোতস্বতী,
 মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল,
 মধুময়ী নিশীথিনী,
 মধুময়ী পয়স্বিনী,
 মধুময় সূর্যালোক, মধু মেঘদল !

যুচে যাক্ হাহাকার,
 গর্ব, দর্প, অহঙ্কার,
 অবিচার, অত্যাচার, স্বার্থ-কোলাহল ।
 যুচে যাক্ হিংসা দেয়,
 ব্যাধি জরা হোক শেষ,
 ছুরাশা, ভাবনা, ভয়, কপটতা, ছল ।

যুচাও এ তমঃ ভ্রম,
 মুছাও নয়ন মগ্ন,
 ভুলোকে ছ্যলোকচ্ছায়া হউক উজ্জ্বল !
 যেন মনে প্রাণে মানি,—
 লইতেছ কোলে টানি',
 তোমারি সন্তান আগি, হে চির-মঙ্গল ।

শোক

উঠিছে ডুবিছে তারাগণ,
 জন্মিছে মরিছে কত মেঘ,
 আসিছে শ্বসিছে সমীরণ—
 প্রাণহীন কিবা নিরুদ্বেগ !

তেজোহীন রবি দিন দিন,
 মসীযন শশীর গহবর,
 বার্দ্যক্যে প্রকৃতি শোভাহীন,
 ধরা — শুষ্ক পতিত প্রান্তর ।

মৃত প্রিয়া । মৃত্যু সর্ববভুত,
 মৃত্যুর নাহিক কালাকাল ।
 গেছে সুখ, নাহি ডরি দুখ,
 জীবন ত অধু ইন্দ্রজাল ।

শূন্য—ওই শূন্য ছিন্ন করি',
 ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসি ধাতায়,—
 'শূন্য হস্তে আছ শূন্য ধরি',
 সত্য সুখ দুখ কেন ভায় ?

'সেই প্রেম—সে কি গো কুহক ?
 এখনো নয়নে মনে ভাসে !
 এই স্মৃতি—জীবন-শোষক,
 এও কি শূন্যতা হ'তে আসে ?'

হে প্রিয়, ভাবিয়াছিলে,—হয়েছি কাতর
 প্রিয়াব মরণে ;
 তার কথা—ছুটি কথা, কথা অবান্তর
 কহিনু ছ’ জনে ।

হয় ত একটি শ্বাস,—নহে দীর্ঘ স্পর্শ,
 ছিলে তুমি শুনি’ ।
 বলেছিলু,—“বড় কষ্ট !—কি এসব কষ্ট ?”
 কথা শুনি’ শুনি’ ।

নহি শিশু, নহি নারী,—ছুটি দিশি দিশি
 করিয়া ক্রন্দন ;
 নহি নির্বিবকার-চিত্ত, জ্ঞানী, ভক্ত, ধাৰি—
 বিমুক্ত-বন্ধন ।

এ দুঃখ বরণ্য ভূগা—জীবনের সাথী,
 মরণ-সম্মল,
 অসহ্য, অপরিহার্য,—বক্ষে দিবারাতি
 জ্বলে যজ্ঞানল !

ইচ্ছা মল্ল কেহ যথা করে না প্রকাশ—
 গুপ্ত অতিশয়,
 নাহি রয় পবিত্রতা দূততা বিশ্বাস,
 সিদ্ধি নাহি হয় ;

ধরনী অন্তরে ধরে প্রচণ্ড অনল,
 বক্ষে শপাভার ;
 প্রকৃতির ধীর শ্বাস সুবাস-চঞ্চল,
 প্রাণে হাহাকার ;

আকাশের ছায়া যথা সমুদ্র-হিয়ায়
 রহে সদা পড়ি' ;—
 তেমনি তাহার স্মৃতি বিবিধ মায়ায়
 মনঃপ্রাণ ভরি' ।

উড়ে পাখী, স্রোতে যথা ক্ষুদ্র ছায়া তার
 নিমেঘে মিলায় ;
 অন্ত সুখ দুঃখ আজ হৃদয়ে আমার
 আশ্রয় না পায় ।

এ নয় কল্পনা, তর্ক, কবিত্ব-বিচার,
 নিমেঘের ভাণ ;
 হয়েছি উন্মত্ত কি না—দুঃখ ধারণার
 নহে পরিমাণ ।

চক্ষে স্বপ্ন কুহেলিকা, বক্ষে মরীচিকা,
 মৃত্যুর তিমিরে—
 নিঃশব্দে তাহার প্রীতি—দীপহীন-শিখা
 ধূমাইছে ধীরে ।

দুস্তর প্রান্তর— নাহি যেন শেষ,
যত যাই—যত চাই ।

নাহি তরু লতা, নাহি তৃণ গুল্ম,
ধরার সম্পর্ক নাই ।

ক্রোধতপ্ত বায়ু ছুটিছে আক্রোশে,
উড়িতেছে ধূলারানি ;
তাত্রতপ্ত রবি মধ্যাহ্ন-আকাশে
হাসিছে নিষ্ঠুর হাসি ।

নিঃসঙ্গ একক শুষ্ক ভগ্ন তরু
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া ;
একমাত্র তার দীর্ঘ শীর্ণ বাহু—
শূন্যপানে বাড়াইয়া !

আসে না মধুপ, বসে না বিহগ,
 আসে না পথিকজন ;
 আকাশের তলে দাঁড়ায়ে একাকী,
 গত-সুখ-নিদর্শন !

শরতে আর সে হয় না সরস,
 বসন্তে ফুল না ধরে,
 বরষায় তার বারে না নয়ন,
 নিদাঘে নাহিক মরে ।

আমি—আর আমি ? জীবিত না মৃত ?
 জগৎ করিছে ধূ ধূ ;
 এক তার আশা— দীর্ঘ শীর্ণ আশা—
 শূন্যে চেয়ে আছে সুধু !

জীবনে চাহি না কিছু আর,
 শুধু তারে দেখি একবার,
 একবার তার মুখখানি !
 জলুক—যতই জলে প্রাণ,
 করিব না কোন অভিমান,
 স্থখী হ'ব, 'স্থখে আছে' জানি' ।

জীবনে সে পায় নাই স্থখ,
 দুখে কভু ভাবে নাই দুখ,
 রোগে শোকে হয় নি চঞ্চল ;
 সরল অন্তরে, হাসিমুখে,
 সকলি সহিয়াছিল বুক ;
 কাঁদিলে যে হ'বে অমঙ্গল ।

বলেছি অনেক রুঢ় কথা,
 দিয়েছি অনেক বুকে ব্যথা,
 সকলি সয়েছে ভালবাসি' ।
 অনাদরে ফাটিয়াছে বুক,
 তবু ফুটে নাই কভু মুখ,
 হাসিতে ঢেকেছে অশ্রুবানি ।

পায় নাই যতন আদর,
 তবু—তবু ছিল কি সুন্দর !
 ইঙ্গিতের বিলম্ব না নয়—
 প্রাণের মমতা যত্ন দিয়া
 সব দুখ দিত মুছাইয়া,
 দিত পায় পাতিয়া হৃদয় ।

সুখে দুখে ছিল চিরসাথী,
 জগৎ-জুড়ানো জ্যোৎস্নারাত্তি !
 জীবনের জীবন্ত-স্বপন !
 আপনারে হারায়ে—হারায়ে
 'গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে,
 প্রতিদিন-অভ্যাস মতন ।

পড়ে' আছে নয়নে নয়ন—

অসঙ্কোচে করি আলাপন ;

দেহে দেহ, নাহিক লালসা ।

হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন—

অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন ।

এক আশা ভাবনা ভরসা ।

ছায়া সম ফিরি' নিরন্তর,

কখন দিত না অবসর

বুঝিতে সে প্রেমের মহিমা ;

মর্মে মর্মে বুঝিতেছি আজ,—

তার প্রতিদিবসের কাজ,

চলা, বলা, চাহনি, ভঙ্গিমা ।

আহারে বসিলে, বসি' কাছে,

“খাও, নাও, কেন পড়ে আছে ?”

কত তৃপ্তি, কত ব্যাকুলতা !

নিশায় চরণ-সেবা করি',

নিদ্রায় আনিত বলে ধরি' ;

প্রভাতে চরণে অবনতা ।

যখন যা করেছি মনন—

আগেভাগে করি' আয়োজন,

অপেক্ষায় রহিত বসিয়া ।

ক্ষুদ্র দুখ, তুচ্ছ অনটন—

যখনি হয়েছি অগ্ন্যগ্ন,

অগ্নি চেয়েছে নিশ্বসিয়া ।

রোগে জাগি দ্বিপ্রহর রাতে—

শিয়রে বসিয়া পাখা হাতে,

নাহি নিদ্রা, নিমেষ নয়নে ।

স্বপ্নে যদি কভু কঁাদিয়াছি,

বলিয়াছে,—“এই কাছে আছি ;”

দেছে ঘর্ম্ম মুছায়ৈ যতনে ।

ঘর দ্বার জগৎ সংসার,

সকলি—সকলি ছিল তার ।

আমি নিত্য অতিথি নূতন ;

দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই,

গৃহপানে কভু চেয়ে রই—

অনায়াস দিবস কেমন ।

দিত মনে কি ধীর উল্লাস !

দিত প্রাণে কি দৃঢ় বিশ্বাস !

শোকে দুখে কি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা !

কত শক্তি আপদে বিপদে !

কত শোভা গৌরবে সম্পদে !

ভুলে ভ্রমে নীরব মার্জনা ।

আজ বুঝি—আগি অপরাধী,

মর্ম্মে মর্ম্মে তাই এত কাদি,

বহি নিজ পাপ-তুষানল ।

অহঙ্কারে রুদ্ধ করি' মন,

করেছিলু প্রেম-সংঘমন,

খুঁজেছিলু ছলনা কেবল ।

বলি নি, বলিতে ছিল কত !

লুকাইতে ছিলাম বিভ্রত,

ল'য়ে অভিমান রাশি রাশি ।

মন খুলে—প্রাণ খুলে তারে

বলি নাই কেন বারে বারে,—

‘ভালবাসি—বড় ভালবাসি !’

শূন্যগৃহে বসে' আজ ভাবি—

করেছি প্রেমের স্মৃধু দাবী !

সে দেছে সর্বস্ব হাসিমুখে !

শূন্য প্রাণে চেয়েছে কাতরে,

প্রেমবিন্দু দেই নি অধরে !

জানমুখ চাপি নাই বুকে !

ল'য়ে তুচ্ছ বাদ-বিসংবাদ

ফুরাইল জীবনের সাধ !

অপ্রকাশ রহিল সকলি !

জীবনে সহজ ছিল যাহা,

অরণে দুর্লভ আজ তাহা !

কে ক্ষমিবে ? সে গিয়াছে চলি' ।

নাহি সে উৎসাহ, আশা, কামনা, কল্পনা ;
 আজ আমি মরণের ত্যক্ত আবর্জনা ।
 শীতে যথা শুষ্ক সরঃ পড়িয়া নীরবে,
 কুয়াসা-দুর্গন্ধ-ভরা গলিত-পল্লবে ।
 উবে গেছে সুখ শোভা সুরভি সুসার ;
 রয়েছে শৈবাল পক্ষ—যা নহে যাবার !

রাখিয়া গিয়াছে মোর কি দীন জীবন !
 প্রভাত আনে না আর নব-জাগরণ ;
 মধ্যাহ্নে পড়ে না আর সে ত্রাণ-নিশ্বাস ;
 সায়াহ্নে আসে না আর আপনে বিশ্বাস ।
 আসে যায় দিনরাত, সেই অবসাদ—
 মানে, জ্ঞানে, কর্মে, ধর্মো নাহিক আশ্বাদ ।

ধরা জুড়ে পড়ে' আছে শুধু সেই দিন,—
সে ফুল উজ্জ্বল চক্ষু হ'তেছে মলিন !
চায়—চায়—তবু চায়, কি বলিতে চায়—
হৃদয়ের ভাষা তার অধরে মিলায় !
হাতে ধরি, বুকে পড়ি, মুখে রাখি কাণ ;
শীতল নিষ্পন্দ দেহ, মুদ্রিত নয়ান !

মরণ-কালিমা দেহে, তবু কি সুষমা !
রাহুর কবলে যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রমা !
কি মহিমা—কি ভঙ্গিমা—নির্ভয় হৃদয়,
এখনি জাগিবে যেন করি' মৃত্যু জয় !
কোথা তুমি—কোথা আজ, মৃত্যু-বিজয়িনী—
সর্বার্থসাধিকে গৌরী শিবে নারায়ণী !

দিয়া তব রূপগুণ না হয় মরণে—
বাঁচিলে না কেন আর দু' দিন জীবনে !
শুধুই বুঝিয়ে গেলে,—কি ছিলে আমার !
জগতের সর্বস্বত্ব, জীবনের সার !
না লইলে প্রেমপূজা—প্রেম-প্রতিদান,
না করিতে আবাহন, দেবী অন্তর্দান !

মনে হয়,—ছুটে যাই পিছে পিছে তব,
 হউক না যত দুখ, সব দুখ স'ব।
 এক দিন—কোন দিন—যদি কোন কালে,
 চোখে চোখে দেখা হয় মেঘ-অন্তরালে !
 বলিব না কোন কথা ; ছুটি করে ধরি',
 চেয়ে—চেয়ে মুখপানে র'ব বুকে মরি' ।

অজয়ে জিহ্বাসে দাসী,—“কোথা মা তোমার ?”

মুখপানে চেয়ে রয়,

মনে যেন হয়-হয় ;

“মা—মা—আমা(র) মা”—বলে বার বার ।

যেন ক্রমে ক্রমে বোঝে,

আঁখি চারি দিকে খোঁজে,

ক্রমে ফুলে’ ওঠে ঠোঁট, আঁখি ছল্ ছল্ ।

“গিয়েছে মামার বাড়ী ?”

সায় দেয় মাথা নাড়ি’,

আঁচল ধরিয়া বলে,—“চ(ল্)—চ(ল্)—চ(ল্) !”

“কোথা যাবে ? অন্ধকার—”

মানা নাহি মানে আর,

* লুটায়—লুটায় ভূমে কাঁদে অবিরল ।

গেছে নিশা ! দুঃস্বপ্ন অনিদ্রা ল'য়ে তাব ।
 হৃদয় বাঁচিল যেন ফেলিয়া নিশ্বাস !
 সেই পরিচিত গৃহ—সম্মুখে আমার,
 ঘুমাইছে শিশুগুলি, মুখে স্বপ্নহাস ।

ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, কভু বা কাবরে ;
 ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে ।
 এখনো সূর্যুপ্ত গ্রাম—তরু-ছায়ান্তরে ;
 শুদ্ধ মাঠে শ্রান্তপদে শূন্য দিন আসে !

অদূরে নধর বট, দূরে ত্রস্ত শিবা,
 খসিছে হরিদ্র পত্র মিত্র শূন্যিকায় ;
 এনায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুটিয়া গ্রীবা
 ভিজিছে বায়স দুটি বসিয়া শাখায় ।

জনহীন গ্রাম্যপথ কর্দমে পিচ্ছল ;
 গলিত বনজ-গন্ধে বায়ু ওতপ্রোত ।
 অন্ধুবিত ধান্মক্ষেত্রে ‘কাণে কাণে’ জল,
 কোথা বা বুদ্ধুদ উঠে, কোথা বহে স্রোত ।

ক্ষীণা সরস্বতী আজ দুই কূল ভবি’
 পড়ে’ আছে গতিহীনা হরিত-বরণা ;
 ভাসিছে শৈবাল-দাম, ক্ষুদ্র তালতরী ;
 বংশ-সেতুপরে ক্রোধী মুদ্রিত-নয়ন ।

তীর-রেণুবনে উঠে ভেক-কণ্ঠস্বর ;
 ডাকিছে চাতক দূরে আসার-পিপাসী ;
 সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর ;
 রুতিপাশে শেফালিকা, মূলে পুষ্পরাশি ।

কচিৎ তড়িৎ-মুখে যান হাসি লুটে ;
 কচিৎ বলাকা যায় নভঃতলে ভাসি' ;
 কচিৎ প্রভাত-আলো মেঘ ভেদি' ফুটে ;
 কচিৎ সমীর ছুটে গভীর নিশ্বাসি' ।

সারা নিশা ঘুরিয়াছি কত গ্রহলোকে,
 জন্মিয়াছি—মরিয়াছি কত শত বার !
 কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কত রোগে শোকে
 খুঁজিয়াছি—মিলে নাই তবু দেখা তাব !

আবার দুঃস্বপ্ন সেই !—আবার পরাণ
 জগতের দেহখানা জগতে ফেলিয়া
 ছুটিতেছে উদ্ধমুখে—উল্কার সমান,
 রাশি বাশি বায়ুরাশি ছ' হাতে ঠেলিয়া ।

স্পর্শনে—ঘর্ষণে বায়ু উঠে জ্বলি'—জ্বলি',
 দাপটে—ঝাপটে মেঘ দূরে সরে' যায় ;
 ছুটে আসে অন্ধকার উচ্ছ্বসি'—উচ্ছলি' ;
 বিজলী অশনি শিলা পায়ে আছড়ায় ।

হ'তেছে নিশ্বাস-বোধ—নাহি বহে বায়,
 ঘুরে ঘুরে সরে' গেছে পদ হ'তে ধরা ।
 সম্মুখে অসহ সূর্য্য—ক্রুদ্ধনেত্রে চায়,
 তরল প্রলয়-আগি ক্ষতবক্ষে ভরা ।

কত গ্রহ উপগ্রহ, বিচিত্র দর্শন,
 ছুরিয়া বিবিধ বর্ণ ঘুরে নিরন্তর !
 কোথাও দহন স্রুধু, কোথাও বর্ষণ,
 কোথা গিরি, কোথা মরু, কোথা বা সাগর !

কোথা আমি !—ল'য়ে ক্ষুদ্র গ্রহ-পরিবার
 চক্রবালে ক্ষুদ্র রবি ধীরে অস্ত যায় ।
 এ কি সেই ছায়াপথ—সম্মুখে আমার !
 পড়ে মোর দেহচ্ছায়া তারায় তারায় ।

উর্দ্ধে—ক্রমে উর্দ্ধে—কোথা কিছু নাহি আর,
 স্রুধু করি অনুভব ঈষৎ কম্পন !
 স্রুধু শূন্য—চির শূন্য—অসীম—অপার !
 আলোক-আঁধার-হীন স্তব্ধতা ভীষণ !

কোথা তুমি প্রাণাধিকা !—প্রতিধ্বনি ছুটে,
 কি তুমুল কোলাহল, শূন্য শতখান !
 কোথা ফুঁসে, কোথা ছলে, কোথা ধসে, টুটে !
 চমকি তরাসে—দেখি দিবা অবসান ।

আসে সন্ধ্যা, মুখে ল'য়ে ছুরন্ত বাটিকা,
 রাশি রাশি শুকপত্র ঘুরে উড়ে যায়।
 ডুবিয়া গিয়াছে রবি, দুটি রশ্মি-শিশা
 আছাড়িছে পূর্বাকাশে মৃত্যু-যন্ত্রণায় !

তর্ তর্—থর্ থর্ উঠে মেঘরাশি ;
 ছিন্ন ভিন্ন পিকদল নীড়মুখে ধায় ;
 মড়মড়ে অরণ্যানী কাতরে নিশ্বাসি' ;
 উর্দ্ধপুচ্ছে গাভীকুল ছুটে গায় গায় ।

ঝোপে-ঝোপে তরুতলে আঁধার ঘনায় ;
 বিকিমিকি করে আলো নারিকেল-শিরে ;
 হাঁকিছে—ডাকিছে সবে আপন জনায়,
 ফুলিয়া—ফুলিয়া নদী আছাড়িছে তীরে ।

বাপটে—দাপটে বায়ু ছাড়িছে হুঙ্কার,
 ভাঙ্গে শাখা, পাড়ে চাল, তরু উপড়ায় ;
 দেখিতে—দেখিতে ধরা মেঘে অন্ধকার,
 তড়তড় বারে বৃষ্টি মুঘল-ধারায় ।

উঠিতেছে চারি দিকে হাহাকার ধ্বনি,
 মেঘ হ'তে মেঘান্তরে ঝলসে বিজলী ;
 কড়কড় মুহূর্হ গবজে অশনি ;
 তরুশিব, গৃহচূড়া উঠে ধ্বংস জলি' ।

মনে হয়,—পাই যদি ওই বজ্রবল,
 ধরারে গুঁড়ায় ফেলি ধূলার সমান !
 ঘুচে যায় দুঃখ শোক ভাবনা সকল,
 নাহি রহে বিশ্বে আর জন্মমৃত্যু-স্থান !

প্রভাত প্রশান্ত স্থির ;
 সম্মুখে বিহগ-নীড়,
 বিহগী পড়িয়া তরুণুলে,
 ঘোলা চোখ, কাদা-মাখা পাখা ছুটা তুলে' ।

অন্ধক শাবকগুলি,
 জিহবা মেলি', মুখ তুলি',
 নড়ে-চড়ে, চীৎকারে কাতরে—
 প্রভাত-বায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্ম্মরে ।

হৃদয় কেমন করে—
 শিশুগুলি মনে পড়ে !
 আশঙ্কায় ঘরে ছুটে যাই,
 চাপিয়া—চাপিয়া বুকে, মুখে চুমো খাই ।

মরেছে তাহার দেহ,
 মরে নি ত প্রেম-স্নেহ—
 রেখে যেন গেছে সমুদয় !
 সেই ক্ষুদ্র স্তূথ দুখ আশা তুষা ভয় ।

তারি হৃদি হৃদে ধরি'
 তারি গৃহকার্য্য করি ;
 প্রতিকার্য্যে স্মবি অনুক্ষণ,
 মরমে মরমে কাঁদি, মুছি ছু' নয়ন ।

সদা কাছে কাছে রই,
 কত হাসি, কত কই,
 রাখি চোখে চোখে, কোলে কোলে ;
 কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে !

ভেমনি পাতিয়া কোল
 দিতেছি আদর-দোল—
 কত সুরে করি গুণ্ণুণ !
 দিন দিন আগি কত স্নেহে স্ননিপুণ !

ভালবাসি বুক পূরে,
 তবু—তারা দূরে দূরে !
 প্রাণ ভরে' তেমন না হানে,
 ঘুমায়ে—ঘুমায়ে তারে খোঁজে আশে-পাশে !

বকাবকি ঘুমাঘুমা—
 আমি যদি কভু রুষি,
 এক জোটে সবে ওঠে কাঁদি' !
 আমি শেষে অপরাধী—জনে জনে সাধি ।

সুপ্ত গ্রাম । দ্বিপ্রহরা অগা-নিশীথিনী,
 দৃঢ় আলিঙ্গনে তার মূর্চ্ছিতা মেদিনী ।
 পথ পাট নদী মাঠ অবণ্য প্রান্তর
 অভেদে মিশিয়া গেছে—কত দূরান্তর !
 আলোকে ভুলোকে যেন ছিলাম হাবায়ে,
 আঁধারে আমাবে পুনঃ পেতেছি কুড়ায়ে ।
 মৃচ্ছগতি হৃৎপিণ্ড, শিথিল শরীর ;
 হৃদয় বাসনাহীন, উদাস, গম্ভীর ।
 জন্ম মৃত্যু, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কত মনে হয়,—
 কি ভীষণ নরভাগ্য—চিব-নিরাশ্রয় !
 কাতর-অন্তরে ভয়ে ভাবি বারংবার,—
 কোথা জীবনের শেষ—সমাপ্তি আগার !

বৃথা কৃটবুদ্ধি, তর্ক, জ্ঞান-অভিমান !
 কাবণ-সাগরে স্রুপ্ত পুরুষ-প্রধান ;
 জন্মিল সযত্ন-হৃদে সৃষ্টির কল্পনা,
 কেমনে—কখন—কেন, হয় না ধাবণা ।
 কল্পনাব পরিণতি—জন্মিল শক্তি,
 নাহি জানি,—অন্ধ কিংবা সংবেদ-সংহতি ।
 সেই শক্তির ক্রিয়া—এই ভূমণ্ডল,
 দ্রষ্টা দৃশ্য উভ আমি—কর্ম্য কর্ম্যফল ।
 অবরোহে জীব আমি, অধিবোহ-ক্রমে
 লভিব ব্রহ্মদ্ব শেয়ে—কত পবিত্রমে !
 নতুবা নিস্তার নাই, জন্মি' বারংবার
 সহিতে হইবে মোবে নিজ অত্যাচার !

অদূবে ডাকিল শিবা, চমকিল হিয়া,
 পুনঃ ক্ষুদ্র স্রুপ্ত দুঃখ উঠিল জাগিয়া ।
 বক্ষে বিশ্বশোণী তুষা—আজন্ম বদ্বন্দ্বা,
 কেন গণ্ডুষের লাগি' কাতর প্রার্থনা ?
 যে চক্ষে ডুবিছে বিশ্ব প্রলয়-ভিমিরে,
 কেন তারে রুদ্ধ কবি ঘেরিয়া প্রাচীরে ?

হে সত্তা—হে পরমাত্মা ! এস একবার,
 তোমায় আশ্রয় হোক সম্বন্ধ-বিচাৰ ।
 ঘুচে যাক দেশ-কাল-পাত্রাপাত্র-ভেদ,
 মিলনের সুখ শান্তি, বিরহেব খেদ ।
 যাক ঘটিকার শঙ্কু চিরতরে থামি,
 সৃষ্টি নাই—স্রষ্টা নাই, নাই তুমি—আমি !

অপগত মেঘ-আবরণ ;
 নিৰ্ম্মল আকাশ আজি ; উজ্জ্বল তারকা-রাজি—
 নিৰ্নিমেষ হাসিত-নয়ন ।
 শুভ্র সূক্ষ্ম মেঘগুলি হেথা-হেথা ওঠে তুলি'—
 অমবীর চঞ্চল গুণ্ঠন ।
 দেবতাবা মূর্তি ধরি' নাগিছে আকাশ ভবি' ।
 সৌরভে আকুল সমীধণ ।
 আমি এই ক্ষেত্র-তীরে, যুক্তকবে, নেত্রনীবে,
 করি, দেবি, তোমায় বন্দন ।

কর, মা গো, এ শোক মোচন !
 মুছিয়া নয়ন-জলে হাসে ধরা ফুলে ফলে,
 কাঁপে বুকে শ্যামল বসন ।
 পূজিতে ও রাজাপদ বিল-ভরা কোকনদ,
 জবা-ভরা মালধ্ব, অঙ্গন ।

যবে যবে পূবাজনা দেছে দ্বাবে আলিপনা,
 পূর্ণকুন্ত, পল্লব-গ্রন্থন।
 পূজাগৃহে, গ্রাম মাতো, বলিব বাজন। বাজে,
 মা মা ধ্বনি—শুভ সন্ধিক্ষণ !

মূহূর্ত্তেক—সুস্থিত ভুবন,
 বসি' যেন যোগাসনে, অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে,
 হেরিছে তোমার পদার্পণ !
 অর্দ্ধ-শলী অষ্টমীর, চিত্রে যেন আছে স্থির—
 দিক-প্রান্তে ছড়ায় কিরণ !
 কি সন্ধ্যমে—কি আতঙ্কে— নতজানু ভূমি-অঙ্কে,
 শিহরে সযনে প্রাণ মন।
 সে যেন গভীর শ্বাসে, ছায়া সম বসি' পাশে,
 মানমুখ উপবাসে,
 গল-বন্ধে—আমা সনে যাচে ক্রীচরণ !

শোকাচ্ছন্ন, পূবীপ্রান্তে শান্তিব আশায়
 ধীরে পাদচারে একা ভ্রমি সিন্ধুতীরে ;
 বিষণ্ণ সাযারু—দূব-দিগন্তে মিশায়,
 ধবণী মলিনমুখী তরল তিমিরে ।

সমীর অধীর কভু, কভু ধীর-শ্বাস ;
 সরোষে আক্রোশে উর্ষি আক্রমিছে বেলা ।
 বিগত—বিশ্বাস ভ্রম সুখ দুঃখ ত্রাস ;
 জীবনে মরণে আক্রমণ অবহেলা ।

জ্বলিছে পশ্চিমে তমঃ কুণ্ডলি'—কুণ্ডলি',
 কাঁপিতেছে পূর্বাকাশ—অপূর্ব সুখমা !
 বাজিছে মঙ্গল-শব্দ ; উচ্ছলি' উজ্জলি'
 উদ্ভাসি' বিচিত্র মেঘ, উদিছে চন্দ্রমা ।

কল্ কল্ ছল্ ছল্ মন্ত অট্টহাস,
 উবেল উদাম সিন্ধু পড়ে আছাড়িয়া ।
 কত গাশা—কত ভাষা—কত অভিনায়
 আলোড়িয়া মর্ম্মস্থল উঠে ঘর্ঘরিয়া !

কি নীলিমা—কি অসীমা—ভঙ্গিমা হৃদয়ে !
 মহিমা—গবিমায় ভীষণ মহান্ !
 বিগূঢ়—আনন্দে ভরে, সৌন্দর্য্যে বিস্ময়ে—
 কি তুচ্ছ মানব-দুঃখ-গর্ব্ব-অভিমান !

তবঙ্গে তরঙ্গে ছন্দ—শব্দ-আবর্তন,
 নাহি মাত্রা, নাহি যতি, অতৃপ্তি-বিহ্বল !
 অনন্ত দুরন্ত বক্ষে অব্যক্ত ক্রন্দন—
 ছন্দহীন শব্দহীন স্পন্দন কেবল !

দূর গিরি—মেঘ সম মেঘে গেছে মিশি' ;
 বায়ুর হিলোল মিশে সাগর-কল্লোলে ।
 চন্দ্রালোকে স্তম্ভ ধরা, স্তম্ভ দশ দিশি ;
 একা সিন্ধু—স্মৃক দৈত্য, গর্জে দৃপ্ত রোলে ।

আকুলিয়া ক্ষণে ক্ষণে—সর্ব মনঃপ্রাণ
 আসিছে নয়ন-অগ্রে, ভাষা না কুলায় !
 ওই সাগরের যেন আজীবন-গান
 আছাড়িয়া পড়ি' কূলে নিমেঘে মিলায় !

দীপিছে কম্পিত আলো দূর-স্তম্ভচূড়ে ;
 উড়িছে তির্যক্-গতি সাগর-কপোত,—
 এই জলে, এই স্থলে, এই কাছে—দূবে,
 যেন শুভ্র চন্দ্রকণা স্রোতে ওতপ্রোত ।

পুলকে বালকে প্রান্ত, প্লথ নিদ্রালসে,
 শুভ্র, নবনীল অভ্র স্তরে স্তরে পড়ি' ।
 কচিৎ তড়িৎ-ক্ষীণ ঈষৎ উল্লাসে ;
 কালো মেঘে আলো দিয়া শশী যায় সবি' ।

নীল—সুগভীর নীল—ফেনিল সাগর
 তাঁরে রাখি' ফেনরেখা সরে ধীরে ধীরে ।
 ভারিতেছি,—ইতি নেতি, জন্ম জন্মান্তর—
 ধূসর দিগন্ত ধীরে মিলায় তিমিরে ।

আমি কি তোমারি ক্রিয়া, হে অন্ধ প্রকৃতি !
 মুহূর্ত-বিকার-মাত্র—ওই উন্মি-প্রায়—
 ল'য়ে ক্ষণ-সুখ-দুঃখ-মুখা-ভ্রমণ-ভীতি,
 ফুটিয়াছি বিশ্বমাবে অতি অসহায় !

বৃথা এই জন্মমৃত্যু, বৃথা এ জীবন !
 অদৃষ্টেব ক্রৌড়নক, স্বজনের ক্রটি !
 বিধাতার কোন্ ইচ্ছা করি সম্পূরণ
 বাসনায় উচ্ছৃসিয়া, নিবাণায় টুটি' !

আলোকে আঁধারে দ্বন্দ্ব পূরব-সীমায়—
 নবীন জীবনে যেন জাগিছে জগতী !
 জাগিছে ধূসর সিঁদু নব-নীলিমায়,
 সুদূর মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি ।

হে ধর্ম্য ! হে দারুভ্রম ! কেন কর্ম্মভূমে
 জীবের অবোধগম্য মৃত্যু-পরিণাম ?
 লোক হ'তে লোকান্তরে কামনার ধূমে
 ছুটিছে কি ক্ষুদ্র আত্মা—লুপ্ত অবিশ্রাম ?

এ নিত্য অদৃষ্ট-যুদ্ধে—নিত্য পরাজয়ে
 গড়িতেছি স্বর্গরাজ্য—ভবিষ্য কল্পনা ;
 সে কি, নাথ, দেবশূন্য ভগ্ন দেবালয়ে
 মৃগুর্ প্রদীপ-শিখা—বিফল বেদনা ?

দিন দিন এই সিন্ধু করে প্রাণপণ,
 তবু ত বিস্তীর্ণ তীর দেয় ক্রমে ছাড়ি' ।
 অস্থির বাসনা হ'তে, হে বিশ্ব-শরণ,
 তেমনি কি দৃঢ় কূলে লহ মোরে কাড়ি' ?

যায়, দিন যায় ।
 সে স্ফুটাম অভিরাগ যৌবন কোথায় !
 ক্রমে দৃষ্টি বিমলিন,
 কেশ শুভ্র দিন দিন,
 শোণিত উত্তাপ-হীন, বক্র ধাজু-কায় !
 হে বসন্ত, বর্ষে বর্ষে
 ধরারে সাজাও হর্ষে,
 দিয়া নব পত্র পুষ্প, গৃহ মন্দ বায় !
 সেই প্রেমে, সেই স্নেহে,
 এস, এই জীর্ণ দেহে,
 সে বিচিত্র বর্ণে গন্ধে ছন্দে সুষমায় !
 যায়, দিন যায় ।

যায়, দিন যায় ।
 সে নিশ্চল সুকোমল হৃদয় কোথায় !
 খুঁজে খুঁজে নিজ হিত,—
 দিন দিন সঙ্কুচিত,
 দিন দিন কলঙ্কিত স্বার্থ-তাড়নায় ।

হে কবিত্ব, এস ঘুরে
 এ বার্কক্য ভেঙ্গে-চুরে,—
 শত গানে, শত সুরে, শত কল্পনায় !
 ঘুচে যাক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,
 ঘুচে যাক ভাল-মন্দ,
 ঘুচে যাক জন্ম-মৃত্যু—প্রেম-মহিমায় !
 যায়, দিন যায় ।
 যায়, দিন যায় ।
 সে ফুল ফোটে না আর—যে ফুল শুকায়!
 কালশ্রোত নাহি ফিরে,
 পলি-রেখা পড়ে তীরে ;
 শুক পত্র ধীরে ধীরে গিশে মৃত্তিকায় !
 কেন বসন্তের পরে
 ডাকে পিক ভগ্নস্বরে,—
 নাহি মিলে গানে সুরে তানে মুচ্ছনায় !
 ভালবেসে ছিল এসে,
 দেখি নাই ভালবেসে—
 আজি জীবনের শেষে ভাবিতেছি তায় !
 যায়, দিন যায় ।

ওই বহি—ওই ধূম—ওই জলকাব—
বিগত জীবন-স্বপ্ন, কিছু নাই আর !

জীবন-প্রথম হ'তে ওই পথে ধাই—
কাহারো চরণ-চিহ্ন কূলে পাড়ে নাই ।

কি ঘন-জলদে ঢাকা মৃত্যু-পবপাব—
বায়ু না আনিতে পারে দূর সমাচাব !

তপন-কিরণে যায় সর্ব বিদ্য দেখা,
কোথা চিব-মিলনের উপকূল-বেধা !

দুর্ভেদ্য দুস্তর শূন্য, ক্ষুদ্র দৃষ্টি নর,
ওই বহি—ওই ধূম—কিবা তার পর ?

শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা দিবে না পড়িতে ;
 ল'বে এই বই-খানা,
 কিছুতে মানে না মানা,
 কোনমতে পাতাগুলি হইবে ছিঁড়িতে ।
 ছেঁড়া বই, ছেঁড়া পঁজি—
 কিছুতে সে নহে রাজি,
 হাঁড়ি, সবা, হাতী, ঘোড়া—চাই না তাহার ;
 ছবি তাম বাঁশী ঢোল—
 তবু সেই গুণ্ণগোল,
 অবশেষে ঘা-কতক দিলাম প্রহার ।

কাঁদিতে কাঁদিতে দুই ঘুমাল এখন ।
 এবার নিশ্চিন্ত বেশ,
 বই-খানা করি শেষ—
 দিনে দিনে হইতেছে আঁতুরে কেমন !

প্রতিদিন মনে হয়,—

এত স্নেহ ভাল নয়,

অনিত্য মায়ায় মজি' ভুলি নিত্য কাজ ।

“ধর্মক্ষেত্রে করক্ষেত্রে—”

অক্ষর পড়িছে নেত্রে,

বুঝিতে পারি না অর্থ, থাক তবে আজ ।

নিঃশব্দে চুমিয়া—দিনু মুছিয়া নয়ান ।

য়ান জ্যোৎস্না মুখে লোটে,

ঈষৎ বিভিন্ন চোটে

এখনো কাঁপিছে যেন ক্ষুদ্র অভিমান !

ভিজা-ভিজা আঁখি-পাতা,

নেতিয়ে পড়েছে মাথা,

শ্বসিছে নিঃশ্বাসে কত অব্যক্ত বেদনা !

তুলিলাম বুকে করি',

নয়নে রয়েছে স্মরি'—

তার মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা !

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক !
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার !

এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময় !
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা !

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা ?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা !
মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন !

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
 পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে !
 কাতর-নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি,—
 মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি !

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে' অভিমানে !
 আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যথা দিতে জানে !
 ভাসিয়া গিয়াছে যুম, কেন গো স্বপন আর—
 কুয়াসা-জাঁধার ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার !

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিম-রাশি,
 আদরে ঢুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি' ;
 বরিতেছে হিম-ভার,
 সরিতেছে অন্ধকার ;
 পাণ্ডুর অধরে তার ফুটিছে রক্তিম হাসি ।

ওগো, তুমি এস—এস, শসিয়া সে প্রেম-শ্বাস !
 কত দিন আছি বেঁচে—ক্রমে হয় অবিশ্বাস !
 এস, মৃত্যু-দ্বার ভাঙ্গি'—
 আকাশ উঠুক রাঙ্গি',
 পড়ুক হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়াভাস !

আবার দাঁড়াও, দেবী, দৃষ্টি-মুক্ত করি' হিয়া,
 নারীসম ভাববেসে স্মৃথে দুখে আলিঙ্গিয়া !
 কৈশোর-কল্পনা সম
 জড়ায়ে জীবন গম,
 আধ-স্বপ্ন-জাগরণে—জগতে আড়াল দিয়া !

তরল-আলোকে গেছে আকাশ ভরিয়া ।।

সাদা সাদা মেঘগুলি

ভেসে যায় হেলি' ছলি' ;

সুবাস-শীতল বায়ু বহে শিহরিয়া ।

কোথা সাড়া-শব্দ নাই,

সুধু শুনিবারে পাই,—

পুট পুট পাকা পাতা পড়িছে বরিয়া ।।

নিজমনে পড়ে আছে নিস্তরু ধরণী ;
 গাছে পাত্তে ফলে ফুলে
 নিটোল শিশির তুলে,
 তৃণ'পরে দেছে পাত্তি' শুভ্র আচ্ছাদনী ।
 শির'পরে ক্ষুদ্রকায়
 পিক এক উড়ে যায়,
 অতি স্পর্শে শুনা যায় তার পক্ষধ্বনি ।

এখনো পড়ে নি আলো শাখায় শাখায় ।
 ফুলে ফুলে ঘুরে' ঘুরে'
 প্রজাপতি যায় উড়ে,
 চমকে সূবর্ণ-আলো হরিদ্র পাখায় ।
 আলো-ছায়া-কুয়াসায়
 দূর-গ্রাম নিদ্রা যায়,
 মন্দিরের চূড়া-চক্রে রশ্মি চমকায় ।

অদূরে বহিছে নদী—সরিছে জুয়ার ;
 নিঃশব্দে প্রবাহ সরে,
 সিক্ততটে রেখা পড়ে,
 চর-দালুকায় নড়ে আলোক-আঁধার ।

দূরে ছোট ডিঙ্গি বেয়ে
 জেলে যায় সারি গেয়ে,
 পশিতেছে কাণে সুধু তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তার ।

তরু-শিরে নবপত্রে কিরণ দোছল ।

দূর মাঠে দেখা দিছে
 গো-পাল, রাখাল পিছে ;
 কুন্ত-কক্ষে যায় বধু, নয়ন চটুল ।

ক্রমে সূর্য্য জ্বল্-জ্বল্—
 পথে ঘাটে কোলাহল ;
 চমকি' উঠিল মন— ভেঙ্গে গেল ভুল !

প্রকৃতি—জননী—জননী !

করিয়া তোমার স্তন-সুধা-পান
 পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ !
 নূতন শোণিত, নূতন নয়ান,
 নূতন মধুর ধরণী !

কি গভীর, সুখ তোমাতে !
 উদার পরাণ —নাহি পর কেহ,
 উথলি' উছলি' বহিছে কি স্নেহ !
 বিলায়ে, ছড়িয়ে আপনারে দেহ—
 'কত কুড়োইব তু' হাতে !

কি মধুর গন্ধ বাতাসে !

নিশা সন্-সন্, বন সন্-সন্,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া বহিছে নিবার,
গ্রামে—গ্রামে—গ্রামে ওঠে কুহস্বর
স্বপনের স্তব আকাশে !

দেহ মনঃ প্রাণ শিহরে !

তবল আঁধার চিরি'—চিরি'—চিরি'
উষার আলোক ফুটে ধীরি—ধীরি !
স্থির মেঘচ্ছবি—হিমালয়-গিরি,
রজতের রেখা শিখরে !

নয়ন আর যে ফিরে না !

ভুলে গেছে মন—আপনার কথা,
আপনার দুখ, আপনার ব্যথা ;
প্রাণ পায় যেন প্রাণের বারতা,
বুকে যে স্বপন ধবে না !

জলে ওঠে আঁখি ভরিয়া ।
 দেহে মিলে দেহ—পড়ে না নিঃশ্বাস,
 প্রাণে মিলে প্রাণ—মিটে না পিয়াস,
 প্রেমে মিলে প্রেম, সুখে—দুখ-ত্রাস,
 সে কি এল পুনঃ ফিবিয়া !

মিটে না—মিটে না পিপাসা !
 স্নান শশিকলা শ্বেত মেঘে পড়ি’—
 তরুণ অরুণে কি রাজসিমা মরি !
 গিরি-শির হ’তে পড়ে বারি’ বাবি’
 তরল অলস কুয়াসা !

ছলিছে ছ্যালোক আলোকে !
 জ্বল্-জ্বল্ জলে ধবল শিখরী,
 কতনা অমরা লুকান’ ভিতরি !
 কতনা অমর—কতনা অমরী
 ধরা পানে চায় পুলকে !

কি মধুর ধরা, তা মরি !
 দূরে—দূরে গৃহ, চিত্রে যেন লিখা,
 চূড়ায় চূড়ায় উঠে ধূম-শিখা ;
 ফুলভূমে নাচে বালক বালিকা,
 তৃণভূমে চরে চমরী ।

গগনে কি মেঘ-কাহিনী !
 বন-ছায়-ছায় উছলায় বারা,
 তরু-লতা-গুলা ফলে ফুলে ভরা,
 স্বর্ণ-শীর্ষ ক্ষেত্র—

দেছ যবে ধরা
 আর ছাড়িব না, জননী ।

আবার এসেছি আমি তোমার নিকটে,
 হে অসীম, হে অপার !
 কি নীলিমা—কি বিস্তার—
 কি সুন্দর—কি মহান্—উদ্বেগে দাপটে !
 কি অস্থির সংক্রমণ !
 কি গভীর আলোড়ন !
 বিস্মিত—স্তম্ভিত আমি দাঁড়াইয়া তটে ।

নাহি দিবা-রাত্রি-জ্ঞান,
 অস্তুমিত বিবস্মান,
 তুমি মত্ত আপনার প্রলয়-নর্ভনে !
 তরঙ্গ আছাড়ি' তীরে
 কাতরে কাঁদিয়া ফিরে ;
 ক্ষুদ্র বায়ু হাহা করে নিষ্ফল গর্জনে ।

উচ্ছৃমিয়া—উল্লঙ্ঘিয়া,
 সহস্র তরঙ্গ নিয়া,
 সহস্র বায়ুকি-ফণা ঘর্ষর নির্যোযে—
 বক্তে, ফেন রাশি রাশি,
 কি বিকট অটু হাসি !
 ধরারে ফেলিবে গ্রাসি' আহত সংরোধে !

এইখানে ধরা শেষ—
 ধরার সংঘর্ষ-ক্লেশ,
 জীবনে মরণে সন্ধি—লুপ্ত আত্মপার !
 কম্পিত ভঙ্গুর তট,
 মহাকাশ সন্নিকট,
 সাগরে জলদ-বিস্ত—জলদে সাগর !

এই চির হাহা-রবে—
 যেন আমি একা ভবে
 হেরি গুল-প্রকৃতির হৃদয়-স্পন্দন !
 পলকে পলকে হয়
 কতনা উত্থান লয় —
 কত অনির্দেশ আশা, অক্ষুট স্বপন !

ওই দূর চক্রবালে—
 রহস্যের অন্তরালে
 আভাসে প্রকাশ পায়—সে আদি-কিরণ !
 কোথা—ভুগি বিশ্বস্বামী !
 কোথা—ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি !
 কত তুচ্ছ—সুখ দুঃখ, জীবন মরণ !

সান্ত্বনা

সে সময়ে দিও দেখা ।

নয়নে যখন ঘনাবে মরণ,

ধরণী হইবে ধূসর-বরণ ;

নয়নের তলে অতীত জীবন

স্বপনের সম লেখা !

পড়ে শ্বেতজাল শিব-নেত্র 'পর,

শিথিল শরীর, হিম পদ কর,

আনাতি নিঃশ্বাস, কঠোর ঘর্ষন—

সে সময়ে দিও দেখা !

পলাই—পলাই ভাগি' দেহ-কারা,
 আছাড়ে হৃদয় উন্মদ পাৰা,
 ডাকে পরিজন নাহি পায় সাড়া—

গভীর নিশ্বাসি যায় ।

ভয়ে ভীত প্রাণ কাঁদিয়া কাতরে
 শিরা উপশিরা আঁকড়িয়া ধরে ;
 দীপ নিবে নিবে, সূর্য না নড়ে,
 সবে করে হরিনাম ।

অতি নিরুপায়, কোথা ছিল পুড়ি'—
 আজীবন-স্মৃতি আসে হাহা করি' !
 প্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি'

কি গাঢ় কলঙ্ক-দাগ !

নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িয়া
 দেহ হ'তে আগি যাই বাহিরিয়া—
 সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি, প্রিয়া,
 ল'য়ে চির-অনুরাগ ?

সতী,

মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি !

তুমি বাহে দেছ পদ—

সে যে ফুল কোকনদ !

সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ-মূরতি ।

• মৃত্যু যদি নাহি হয়

প্রেম হ'তে মধুময়,

দিবেন কন্য়ারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি ?

তুমি চোখে মুখে হেসে,

উড়িয়ে আঁচলে কেশে,

চলে গেলে নিজ দেশে অতি হৃষ্ট-মতি !

মানিলে না কোন মানা,

আগি কেন ভাবি নানা ?

চায় না দেখিতে বাপে কোন্ স্নেহবতী ?

কোন্ দিকে, কোন্ পথে—
 চড়িয়া পুষ্পক-রথে
 কখন চলিয়া গেলে তুমি দ্রুতগতি !
 চিতাধূম-অন্ধকারে,
 বিষম শোকাশ্র-ভারে,
 তখন দেখি নি চেয়ে, ছিনু ছন্নমতি ।
 আজ—দেখি, মুছি' অশ্রুভারে,
 তোমারে বরিয়া দ্বারে
 ল'য়ে যান্ আঁশুসারে দেবী অরুন্ধতী ।
 দেববালা বেছে বেছে,
 চরণে বিছায়ে দেছে,
 মল্লিকা যুথিকা বেলা শেফালি মালতী ।

আঁচলে নয়ন মুছে
 মাতুলোক কত পুছে—
 কতনা তারকা-দীপে করিছে আরতি
 অমরী কিনরী কত
 চামর-ব্যজনে রত,
 অমর অমরী কত করে স্তুতিনতি !

কমলা করুণা-ভরে
 স্বর্ণ-বাঁপি দেন করে,
 আদরে নয়ন দুটি মুছান ভারতী !
 সস্ত্রমে পরান' শচী
 পারিজাত-মালা রচি',
 সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু পরান' পার্বতী !

শুভ সমারোহ হেন,
 তবু যেন—তবু যেন—
 তোমার সপ্রেম-দৃষ্টি খুঁজিছে জগতী !
 আমি—রোগে দুখে শোকে,
 গোধূলির ক্ষীণালোকে,
 কর-যোড়ে করিতেছি মরণে গিনতি ।

৩

হে মরণ, ধন্য তুমি ! না বুঝে তোমায়
বুঝা নিন্দা করে লোকে ;
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায় !
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দ্রি-সমা সৃষ্টি-নীলিমায় !
কিবা বর্ণ, কিবা গন্ধ,
কিবা সুর, কিবা ছন্দ !
জগৎ হতেছে অন্ধ প্রতি ভঙ্গিমায় !

নাহি কায়া, নহে জায়া,
 নাহি সে সম্পর্ক-ছায়া—
 জাগে সুধু প্রেম-মায়া স্মৃতি-সুধমায় !
 অতীত ঘটনা তুচ্ছ—
 আজি কি পবিত্র উচ্চ !
 গত-স্বপ্ন কি বিচিত্র মৃত্যু-অসীমায় !
 কত স্বস্তি অনুপম
 ঘুচায় বিরহ-ভ্রম !
 কত স্বর্গ-পবিত্রম প্রতি লহমায় !
 ধরার ঐশ্বর্য-আশে
 আর না হৃদয় শ্বাসে,
 সহি দুঃখ অনায়াসে প্রেম-গরিমায় ।

(গৃহ চূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া

উঠে ধীরে ধীরে,

এ জগতে নিরন্তর বাহি' শোক-দুখ-স্তর

উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে ?)

পদে পদে পরাজয়—অতি অসহায়,

অদৃষ্ট নির্মম ;

(এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা-নাশ ?

দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম ?)

এই যে পশুর সম সতত অস্থির

প্রকৃতি-তাড়নে ;

এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা— তোমারি কি হোমশিখা,

দাহিয়া নীচতা দৈন্ত্য উঠিছে গগনে ?

এই দৰ্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—

এ কি আরাধনা ?

(এই কাম, এই ক্রোধ, দিতেছে কি আত্মবোধ ?)

লোভে ক্ষোভে হ'তেছে কি তোমার ধারণা ?

জগৎ ভিতর দিয়া জগতের জীব

বুঝে কি তোমায় ?

এই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে—

পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায় ?

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'

হাসিয়া আকুল—

(অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে

স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুখ-ভুল ?)

জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ—

কহ, দয়াময় ।

উঠিয়া পর্বত-চূড়ে, ধরাতলে হেরি' দূরে—

পথের ত দুখক্লেশ—ভ্রম মনে হয় !

ধর মোর কর !

সুখে দুখে লোভে অহঙ্কারে

যদি, দেব, ভুলিয়া তোমারে

যাই দূরান্তর !

রোগে শোকে দারিদ্র্যে সন্দেহে,

ভুলি' যদি তব পুত্র-স্নেহে

হই সন্তপ্তর !

ধর মোর কর !

ধর মোর কর !

দেহ মন অস্থির সতত,

পড়িতে ভাঙ্গিতে চার কত

বিশ্ব-চরাচর !

বার বার পড়ি—উঠি—ছুটি,

কত চাই—কত তুলি মুঠি—

অতৃপ্তি-কাতর !

ধর মোর কর !

ধর মোর কর !
অবসন্ন দেহ মন আজ,
অসমাপ্ত জীবনের কাজ !
মৃত্যু-শয্যা 'পর—
শূন্য দৃষ্টি, নীর্ণ বাহু তুলি'
কারে খুঁজি আকুলি' ব্যাকুলি' !
হে চির-নির্ভর,
ধর দুটি কর !

কি স্বপন স্নমধুর !
 দূর—দূর—অতি দূর—
 বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্ণ-অলিন্দায়
 দিয়া ভব, একাকিনী
 দাঁড়াইয়া বিযাদিনী ।
 হেরিছে কাতর-নেত্রে ধবিত্রী কোথায় ।

নীলবাসে দেহ ঢাকা,
 মেঘে ঢাকা শশী রাকা,
 বালকে বালকে কিবা আভা উছলায় ।
 সবৃত্ত মন্দার দুটি
 বাম করে আছে ফুটি',
 সোনার তাঁচল লুটি' পড়ে রাজা পায় ।

এলোকেশ বাযুভাবে
 মুখে চোখে এসে পড়ে,
 নত-মাথা কল্ললতা পড়ে ছলে গায় ।
 সন্ধ্যার নলিনী গত
 মুখখানি অবনত,
 কাঁপে হিয়া ছক-ছক আশা-নিবাসায় ।

নিম্নে হিল্লোলিত ব্যোম,
 কত সূর্য্য, কত সোম,
 কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেডায় ।
 কোথা ধরা ? ধরা 'পব
 কোথা তার ক্ষুদ্র বর ?
 চলে না নয়ন আর—জলে ভেসে যায় ।

আঁচলে মুছিয়া আঁখি,
 করেতে কপোল রাখি',
 আবার আগ্রহে কত চায়—চায়—চায় !
 ওই না কন্দুক প্রায়
 সে ধরনী দেখা যায় ।
 ওই না পূর্ণিমা-চাঁদ রৌপ্য-রেণু প্রায় !

পড়ি' ওই সেতুবৎ
 তারকিত ছায়াপথ,
 অবিজ্ঞাম মুক্ত-আত্মা আসে যায় তার।
 অতি পরিচিত স্বরে
 কেহ ডাকে সমাদরে,
 কেহ স্নেহে এসে পাশে নীরবে দাঁড়ায়।

ছল-ছল ছু' নয়ানে
 সে চায় সবার পানে,
 কি ব্যথা বাজিছে প্রাণে—কে বলিবে তার !
 পড়ে শ্বাস গাঢ়তর,
 দুখে লাজে জড়সড়,
 কাঁপে লান বিষাদর—কথা না জুয়ায়।

[নহে শরতের বৃষ্টি,
 এ যে গো তাহার দৃষ্টি—
 (কাঁপিছে অশ্রুর পিছে আশার কিরণ !)
 কি দীর্ঘ আমার প্রাণ—
 কবে হবে অবসান।
 যার দিন—যুগ সগ, আসে না গরন !]

সূর্য নয়, চন্দ্র নয়—
 গোলোক আলোকময়
 বিষ্ণুর প্রশান্ত স্নিগ্ধ নেত্র-নীলিমায় ।
 নহে গধু-ফুলবাস—
 কমলার ধীর শ্বাস
 বহিছে কি প্রেমানন্দে প্রেম-গরিমায় !

নীল মেঘ নিরূপম
 ছেয়ে আছে স্বপ্ন সম,
 চপলা চেতনা-সম কভু শিহরায় !
 স্বর্ণগৃহ-চূড়ে চূড়ে
 নব ইন্দ্রধনু স্কুরে,
 অম্বর ময়ুরী নাচে মণি-প্রস্তরায় ।

কল্লতরু সারি সারি,
 আলবালে কাঁপে বারি,
 হরিণী অলস-তাঁখি নীতল ছায়ায় ;
 পারিজাতে সুধাগন্ধ,
 আনন্দে ভ্রমরী অন্ধ,
 পাখায় পাখায় পিক মৃদু কুহরায় ।

শূন্যে বাজে বীণা বেণু,
 শাপাভূমে কামধেনু,
 ধূধু উড়ে স্বর্ণরেণু বিরজা-বেলায় ।
 দীর্ঘ নেত্র, দীর্ঘ ভুরু,
 ক্ষীণ কটি, শ্রোণী গুরু,
 ছলিছে তরুণী কত লতার দোলায় ।

কত স্নকুমার শিশু,
 ফুল পারিজাত-ইষু,
 হেলে ছলে হেসে গেয়ে নাচিয়া বেড়ায় ;
 কত যুবা, কত বৃদ্ধ,
 কত ঋষি, কত সিদ্ধ
 সর্ববাঙ্গে মাখিয়া রজঃ আনন্দে গড়ায় ।

[এ নহে প্রভাত-বায়,
 এ যে বুক ভেঙ্গে যায়—
 কাতর নিঃশ্বাস তার, ব্যাকুল অন্তর !
 আমি চিরদিন জানি—
 সে যে বড় অভিমানী !
 সহিতে পারে না কভু প্রেমে অনাদর !]

কি মহান্—কি গম্ভীর—
 প্রাণয়-জলধি স্থির—
 বিরাজে সর্ববতোভদ্র রুদ্ধ মহিমায় !
 কি বকুর—কি সরল,
 কি কঠোর—কি কোমল,
 পৌরুষে বিস্ময় ভয়, মোহ সুষমায় !

উত্তুঙ্গ শিখর-চূড়ে
 গরুড়-কেতন উড়ে ;
 নবগ্রহ নবদ্রাবে গোপূর-মাথায় ।
 গায়ে ফুল লতা পাতা,
 কতনা কাহিনী গাথা ;
 প্রাচীরে উদ্ভিন্ন মূর্তি— নানা দেবতায় ।

মণ্ডপ সহস্র-দ্বারী,
 রুদ্ধকণ্ঠ স্তম্ভ সারি,
 বালকে খিলান ছাদ নীল-মণিকায় ।
 তলভূমি ঢাকা ফুলে,
 ফুলের বালর বুলে,
 ফুলের লহরী ছলে চারু বোধিকায় ।

যুগে যুগে নারী নর—
 নতজানু, যুক্তকর,
 প্রোমে গদ-গদ স্রব, রাসলীলা গায় !
 বাজে শঙ্খ ঘন ঘন,
 ফুটে পদা অগণন,
 ঘুরে চক্রে সুদর্শন তড়িৎ-প্রভায় !

গর্ভগৃহে পদ্মাসন,
 বসি' লক্ষ্মী-নারায়ণ !
 বাক্য-মন-অগোচর—নয়ামি তোমায় !
 সৃজন-পালন-লয়
 ক্রীপদে জড়িত রয়—
 দেহি দেহি পদাশ্রয় শোকাস্ক জনায় !

প্রসূতা—কার্গিস । সর্বতোভদ্র—বিষ্ণুরমন্দির বিশেষ । গোপুর—তোরণ ।
 রুদ্রকণ্ঠ—মোলপলবিশিষ্ট স্তম্ভ । বোধিকা—স্তম্ভের শীর্ষস্থ কারুকার্য ।

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ ।

ভ্যজিয়াছ মর্ত্যভূমি,

তবু আছ—আছ তুমি !

তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস ।

এত রূপ গুণ ভক্তি,

এত প্রীতি আনুরক্তি—

স্বজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ ।

নয়—এ মরণ নয়, দু' দিন বিরহ !

আলোকে সূ-বর্ণ ফুটে,

আঁধারে সূগন্ধ ছুটে ;

মিলনে নিঃশব্দ প্রেম—যত্ন অনাগ্রহ ।

বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—

সেই জপ তপঃ ধ্যান,

সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ ।

প্রতি কর্ণে—প্রতি ধর্মো—উঠেছিলে, সতী,
উচ্চ হ'তে উচ্চতরে ।

নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি ।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি !

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !
তোমারে হেরি নি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্বজীবে সর্বকালে দাও পদে স্থান ।
তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো-অন্ধকার-বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক তোমারি প্রদান ।

ভাঙ্গিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময় !
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় !

শোকে ধ্বংস-মল্ল,
 আছে তার কল্লতরু !
 নেত্র-নীবে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় !

তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ, তোমারি ধরণী ;
 তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
 আমরা এ প্রতিজ্ঞা,
 শোকে দুঃখে ভ্রমে কেন পরমাদ গণি ?
 ব্যাপি' সর্ব-কাল-স্থান
 তব প্রভা দীপ্যমান,
 ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি !

দুরন্ত বাসনাবর্তে সতত ঘূর্ণন,
 নিরন্তর আত্মপূজা,
 তোমারে যায় না বুঝা—
 সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ ।
 মলিন চঞ্চল মনে
 যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
 বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !

অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপাব ।
 আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
 কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
 করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিকার !
 নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
 তোমানে গড়িয়া নিয়া,
 বসি তব ভাল-মন্দ কবিত্তে বিচার !

মজিয়া আপন ক্ষানে আপনা বাখানি ।
 রোগে শোকে ভাবি ডবে
 জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
 যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি !
 জানি—মনঃ প্রাণ দেহ
 নহে আপনার কেহ—
 তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী !

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময় !
 আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
 আরো আত্মজয়-শক্তি—
 তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয় ।

জীবন—মরণ-পানে
 বহে যাক্ স্নবে গানে,
 হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয় !

ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ ।
 সে ছিল তোমারি ছায়া—
 তোমারি প্রেমের মায়া !
 তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আশ্বাদ !
 এখনো সে যুক্তকরে
 গাগিছে আমার তরে—
 তোমার করুণা-স্নেহ, শুভ-আশীর্ব্বাদ ।

PRINTED BY S. G. CHAKRABARTI, AT THE "KALIKA PRESS" SIMLA, CALCUTTA.

182.Ne. 911. 23

বলি-দর্প-দলন

বা

বামন-ভিক্ষা গীতাভিনয়



তুলসীলীলা, বাই-উগাদিনী, স্ববথউদ্ধাব, বোধনে বিসর্জন
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

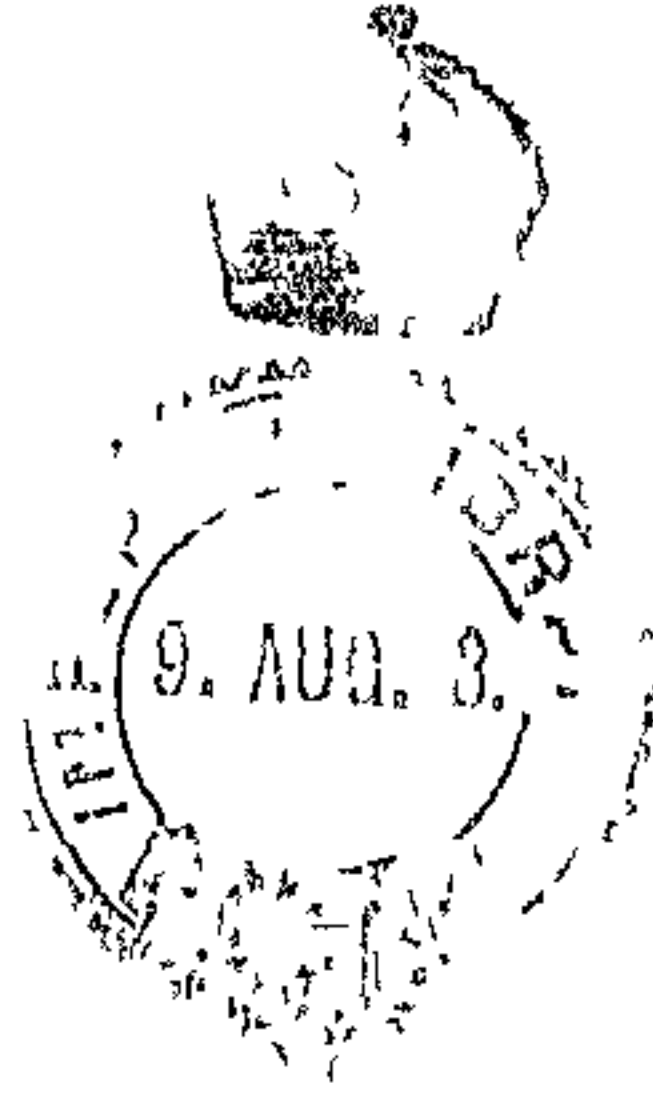
কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স এবং পুস্তকালয় হইতে.

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

১৩১৮

মূল্য ১।০ দেড় টাকা।



ঢাকা

সূতারনগর স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীবিপ্রেম্বর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

বলি	... দানব রাজ ।	শুক্লাচার্য্য...	দৈত্য গুরু ।
তাবক	} ... বলির সেনাপতিদ্বয়	নাবদ	... দেবর্ষি ।
নরক		কশ্যপ	... প্রজাপতি (দেবজনক)
বৃষপর্কী	... জনৈক দানব বীর ।	নিত্যধাম	.. কশ্যপের জনৈক শিষ্য ।
কুন্তোদর	... জনৈক দৈত্য ।	ব্রহ্মা	.. সৃষ্টিকর্তা ।
রাহ	... জনৈক দৈত্য	বামন	... নারায়ণের পঞ্চমাবতার (কশ্যপের পুত্র) ।
ভৌদা	} ... দৈত্যদ্বয় ।	কৃষ্ণ	... গোলোকপতি ।
ককট		বিষ্ণু	... বৈকুণ্ঠনাথ (চতুর্ভুজ)
জয়ন্ত	... দেবরাজকুমার ।	শিব	কৈলাসপতি ।
কাণ্ডিক	... দেব সেনাপতি ।	নন্দী	... শিব অমুচর ।
ইন্দ্র	... দেবরাজ ।	বাণ	... বলির পুত্র ।
যম	... মৃত্যুপতি ।	প্রহ্লাদ	... বলির পিতামহ ।
শনি	... গ্রহ দেবতা ।		
কচ	... বৃহস্পতির পুত্র ।		

শুক্লাচার্য্যের শিষ্যদ্বয়, ছদ্ম গ্রাম্যবালকবেশী শ্রীদাম, স্নদাম, বসুদাম প্রভৃতি
কৃষ্ণসহচর গোলোচ রাখালগণ, মুনিবালকগণ, ব্যাধগণ, তর্কালঙ্কার
প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, বাণ্যকরগণ, নাবিকগণ; কাম, বসন্ত প্রভৃতি ।

স্ত্রীগণ ।

দুর্গা	... কৈলাসেশ্বরী ।	অদिति	... দেবমাতা (বামন- দেবের জননী)
লক্ষ্মী	... বৈকুণ্ঠেশ্বরী ।	রতি	.. কামপত্নী ।
দেবযানি	... শুক্লাচার্য্যের কন্যা ।	শোভা	বসন্তের স্ত্রী ।
সিদ্ধমবলী	... বলির স্ত্রী (দৈত্যোজ্জ্বলী)	উর্বশী, মেনকা	প্রভৃতি স্বর্গ নর্তকীগণ ।
সুরতী	... ঐ দাসী	বাধিকা	... গোলোকেশ্বরী ।
মাহিনী	... বিষ্ণুর স্ত্রী-মূর্তি ।		

মায়া, হরিভক্তি, ব্যাধপত্নীগণ ইত্যাদি ।



প্রথম অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।



স্থান—সমুদ্রকূল ।

কদলী-পত্র ও জলপাত্র চেষ্টে ভৌঁদা দৈত্যের প্রবেশ ।

ভৌঁদা । চুপ্—চুপ্—চুপ্ ! খবরদার, কেউ গোল্ ক'রো না,

নিয়ে একটু পিছিয়ে আসছেন ! ওদিকেও প্রায় হ'য়ে উঠল ;
 পাহাড়ের গায়ে সাপ জড়ানো পর্যন্ত দেখে তবে আমি এসেছি,
 এতক্ষণ টান্ আরম্ভ হ'য়েছে,—সুধা উঠল ব'লে । যেই সুধা
 ওঠা—বস্ ! অমনি ব'সে যাওয়া । আমি পাতাও নিয়ে
 এসেছি, ভাঁড়ও নিয়ে এসেছি । সুধা কেমন, নরম—কি শক্ত,
 তিতো—কি মিঠে, খেতে হয়, গিলে—কি চিবিয়ে, চুম্কে—
 কি চেটে,—তা জানিনে । কাজেই, গিলে খাবার গলা—চেটে
 খাবার পাত, চুম্কে খাবার ভাঁড়—চিবিয়ে খাবার দাঁত, সব
 এনেছি ! যেটায় লেগে যায় । ব্যোম কালী ! এক ছিলুম গাঁজা
 টেনে—দেহটা তাজা ক'রে নিয়ে, মজাসে বসে যাওয়া যাক্কে ।
 মশায় গো সব যেন যাওয়া হয় ভায়া !—যেন ভুলে থেকে না !
 খুড়ো !—ভারি যোগাড় ! যেন যেতে ভুলো না ।

গীত ।

দেখো, দেখো যেন মনে রেখো সব ।

যেতে ভুলো না যেন সকলে, স্বজন বান্ধব মিলে,
 হ'য়ো যেন যথাকালে, উপনীত সিদ্ধ-কূলে, সুধা মহোৎসবে ।
 সুরাসুরে সবে নিতে সুধা সমভাগে,
 করিছে মহন-সিদ্ধ, বন্ধু ভাবে অনুরাগে—
 এখনি উঠিবে সুধা, পরশে মিটিবে ক্ষুধা, অমরত্ব লাভে ॥

বাস্তভাবে কর্কট দৈত্যের প্রবেশ ।

কর্কট । ব্যোম—শিব ! ব্যোম—শিব । সব—ফাক্কা ।
 সব—ফাক্কা ! কেবল দেদার ধাক্কা ! মার দৌড়—টেনে দৌড়—

ভোঁ দোড়—টোঁচা দোড় ! বাবা ! আর সুধায় কাজ নেই,
ঘরে গিয়ে কোৎরা গুড় সরবৎ করে মারিগে ! বাবা, এত
টানাটানি—ভূত খাটুনির পর কি না, যরওয়া বগড়া ! হা !
তোর সুধার বাপ নির্বংশ হ'ক ! (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া)
ওকে ? সেই ভোঁদা শালা নয় ? সুসুন্দো আমার সুধা খাবেন
ব'লে, কলারপাতা বগলে ক'রে আসছেন ! (উচ্চৈঃস্বরে)
ভোঁদা—ও—ভোঁদা—ও—ভোঁ—

ভোঁদা । কেরে কর্কটে শালা যে, ও দিকে কোথা যাচ্ছিস,
পাতা আনতে ? যা যা, শীগ্গির যা, আজ ভাই সুধা খেয়ে
এক দিনের জন্মেও যদি অমর হ'তে পারি তা হ'লেও এত হাড়-
ভাঙ্গা ভূতখাটুনি সাথক হবে । যা—যা শীগ্গির পাতা
আনগে ।

কর্কট । তুই শালা যে বেজায় বোকা রে ! বলি, সুধা কি
তোর আমার মত ভবযুরেদের জন্মে ! দেখ্ গে কর্তারাই নিয়ে
টানাটানি আরম্ভ করেছেন ।

ভোঁদা । সে কিরে ? আমি যে পাড়াপড়িসি সব নেমন্তন্ন
করে এলাম । বলি ওদিকে টান্ ঢল্ছে ত ?

কর্কট । সে কথা তার কি বলব ভাই, ল্যাজে দেবতা,
ফণায় কুম্ভর ! তেমন আকাশছোঁয়া মন্দার পাহাড়, যেন
কুমরের চাকের মত বন্ বন্ ঘুরতে লাগল—সমুদ্রের জল ঘুলিয়ে
উঠল ! দেখতে দেখতে উঠে পড়ল এক—তেজী টাটু, আর
বরফমাখানো পাহাড়ের মত এক গোদা হাতা ! তার পর উঠল

একখানা মাণিক, তার পর এক ফুল গাছ ! কেয়া ফুলের বাহার ! কেয়া দশদিক ভরপুর করা—প্রাণতরু করা খোস্বো, যেমন ফুল গাছটা ওঠা, অম্নি দেবরাজের ছকুম হ'ল, যা—ফুল গাছটা আমার বাগানে পুঁতে দিগে, যেমন ছকুম, অম্নি—চালান্ ।

ভৌদা । তার পর ?

কর্কট । তার পর আবার—

ভৌদা । আবার কি ?

কর্কট । আবার ঐ টান্ চলতে আরম্ভ হ'ল । টান ব'লে টান, বন্ বন্ টান, সাগর স্তম্ভ তোলপার ! তোকে বলব কি ভাই ! দেখতে দেখতে—কাঁদি কাঁদি ইয়া খোপস্বরং চিজ্ !

ভৌদা । কাঁদি কাঁদি কিরে, রস্তা ?

কর্কট । রস্তা ব'লে রস্তা ! আ-মরি মরি ! কি পুফুলো জিনিষ !

ভৌদা । গোটাকতক ছিঁড়ে নিতে পাল্লিনে ?

কর্কট । ছিঁড়ে নেব কিবে শালা ! উঠেই যে নাচতে আরম্ভ করলে ! আহা ! কি—চেহারা ! কি—চাউনি ! কি—চোক্ । কি—চলন ! কি—মাথাভরা চুল !

ভৌদা । দূর শালা ! রস্তার ঢ'ক, মুখ, ঢাল, চক্ষন, চুল, চাউনি, কত কি বল্ছিস্, রস্তার বুঝি চুল থাকে ?

কর্কট । ওরে শালা, এ যে সমুজের রস্তা ! চুলে ভুরা ! উঠেই নাচতে আরম্ভ করলে ! রস্তা, মেনকা, উর্দশী, এম্নি

প্রথম দৃশ্য । । বামন ভিক্ষা গীতাভিনয় ।

এমনি কত কি নাম, তাহা কি নাচের কায়দা । কি
চাউনির মারু । কি চকানের ঠগক । সে কি মেয়ে মানুষের
চেহারা রে !

ভোঁদা । তাই বল, মেয়ে মানুষ । সে জুলো কি হলো ?

কর্কট । একদম চালাল—ইন্দের নন্দন বাগানে ।

ভোঁদা । তার পর ?

কর্কট । তার পর আবার টান চলতে লাগল ।

ভোঁদা । এইবার বুঝি সূধা উঠল ।

কর্কট । এবারেও ঐ চিঙ্ক, এবার আর কঁাদি কঁাদি নয়,
মাজা ঘষা, নিটোল, নিখুঁৎ—স্রেফ একখানি ।

ভোঁদা । তোরা তখন কি ক'রলি ?

কুন্তোদরের প্রবেশ ।

কুন্তোদর । গীত ।

তখন আমি দাঁড়িয়ে সাগর ধারে ।

দেখলেম মজার স্বপন দিন ছপরে ॥

সাগর জলে, পাহাড় ফেলে, লাগিয়ে বিষম দাপ—

বাপরে বাপ—

দেব দানবে টান্ছে সটান্ জড়িয়ে গোদা সাপ ।

তাতে উঠ্ছে কত খোড়া হাতী, জহর মতি,

(দয়স্বরী, চাদা মামা, তিলো ওমা) ।

তাদের বস্ছে সূধা চন্দ্রাধরে ।

তার পরেতে রূপে আলো ক'রে সাগর কুল, ফুটিয়ে পদ্মকুল—

উঠল হৃদ রূপের ছবি নাইক সমতুল,
সে ঘুরিয়ে মালা খুঁজছে গলা,
(একে দিতে একে দিতে)

দিয়ে ফেললে মালা কালার ঘাড়ে ॥

ভোঁদা । মশায় কি এক আখ্ চিটে স্খদার ভাগ পেয়েছেন ?

কুন্তো । কেন তাক কর বাবা ! আহাঃ—হা ।

কর্কট । কেন ? কি হয়েছে মশায় ।

কুন্তো । বড় দরদ বাবা !—প্রাণে বড় দরদ পেয়েছি !
আহা-হা !

কর্কট । কেন ? মশায় কি স্খদার ভাগ পান মাই ?

কুন্তো । হাঃ তোমার স্খদার বাপ নির্বংশ হ'ক ! আমার স্খদা খেয়ে অমর হওয়া চেয়ে, বিষ খেয়ে মরণ ভাল ! আমার পাঁজরা ভেঙ্গে দিয়েছে রে বাবা—কলিজায় যুগ ধরিয়ে দিয়েছে ! আহা ! মেয়ে মানুষটা আমার গলায় মালা দিতে এসে, ভাঁউড়ে গিয়ে দিয়ে ফেললে কি না—সেই পাখী-চড়া কালুকুটে দেবতাটার গলায় । মেয়ে মানুষটার কপালে স্খদা নাই । আহা ! বাক্‌মারি করলি বেটা—বাক্‌মারি করলি । আপনিও মলি, আমাকেও মেলি ! আহা-হা—কি রূপ ! কি চেহারা ! কি চাল ! কি চলন ! কি—আহা-হা—

ভোঁদা । মশায় কি চললেন, স্খদার শেষ খপর জেনে যাবেন না ?

কুণ্ডো । যানে দাও—সুখা ।

(সুরে)—তখন আমি দাঁড়িয়ে সাগর ধারে !—

[প্রস্থান ।

কর্কট । দেখলি ভৌঁদা, সব দাঁড়ার দল এগ্নি ধারা চুর
মাতাল হয়েচে । ঐ রে—ঐ দেখ, সব সুধার কলসী কাড়াকাড়ি
ক'রতে করতে এই দিকে আসছে ।

ভৌঁদা । আয় ভাই, এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকি । মা
সত্বাপীর করেন কাড়াকাড়িতে কলসীটে ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে
গড়াগড়ি দিয়ে তলায় পড়ে চেটে মেরে দিই । হে ঠাকুর—
ভেঙ্গে যা ! হে মা কাটাগীর সাহেব—ভেঙ্গে যা । হে মা আনর-
পুরের একদিল সাহেব—ভেঙ্গে যা ! হে—কত কি ঠাকুর—
ভেঙ্গে যা ! হে—ভেঙ্গে যা !

(নেপথ্যে দৈত্যগণের কোলাহল)

ভৌঁদা ও কর্কট । হে ঠাকুর ভেঙ্গে—

নেপথ্যে । আমি আগে—

২য় । আমি আগে—

৩য় । দূর ! তুই ছেলে মানুষ, আমি আগে—

৪র্থ । আঃ—কি—টানাটানি কর, ভেঙ্গে যাবে যে । ঐ
ভেঙ্গে—

•ভৌঁদা ও কর্কট । ভেঙ্গে যা ! ভেঙ্গে যা ! ভেঙ্গে যা ! হে
ঠাকুর ভেঙ্গে—

তারকের প্রবেশ ।

তারক । শুন বীরগণ ! বৃথা করো না বিবাদ ।

ব্যক্তি-গত অধিকার নাহিক সূধায় ;

ঐ সূধা তোমাদের শ্রম-লব্ধ ধন ॥

করিয়াছ বহু পরিশ্রম,

হইয়াছ পরিশ্রান্ত সবে—

উদধি-মন্ডন-দণ্ড, মন্দারচালনে !

তার'পর জর্জরিত বাসুকীনিশ্বাসে ।

করি সবে শ্রান্তিদূর, মিলি পরস্পরে—

সমভাবে লও সূধা করিয়া বণ্টন ।

সাবধান ! পরস্পর করো না বিরোধ,

গৃহ বিসম্বাদ সর্ব্ব অনর্থের মূল ।

বঞ্চিত করিয়া দেবগণে—

আনিয়াছ ছলে সূধা করিয়া হরণ ;

বাসুকী নিশ্বাস-বিষে হ'য়েছ দুর্বল,

তার উপর ঘটে যদি আজ্ঞাবিসম্বাদ

টুটিবে দানব-শক্তি একতা অভাবে ।

দেবগণ হইয়া প্রাবল,

অপহৃত সূধা পুনঃ লইবে কাড়িয়া ।

কুন্তোদরের পুনঃ প্রবেশ ।

কুন্তো । আর সূধায় কাজ নেই দাদা ! ও ছেড়ে দিলে,
দেবতার ভোগ দেবতারা থাকে । জন্ম জন্ম তারা অমর হ'ক্ ।

তোরা বরং এমন একটা কিছু চেটে ক'রে খাগে, যাতে মরণটা শীঘ্র শীঘ্র হয় । তোদের আর বেঁচে সুখ কি দাদা ! এত ভুত খাটুনি খাটুলি—টানাটানি ক'রে পাহাড় উপড়ে আন্লি—গোদা সাপের বিষে জেরবার হলি—মাগর তোল্পার ক'রে সুখা তুল্লি—সবই ক'রুলি, কিন্তু আসল কাজের বেলায় যে একবারে খারাপ ক'রে ফেল্লি ভাই ! অমন কদম্বাজ রংদার ঘোড়া, গেল কিনা—ইন্দ্রের আস্তাবলে ! অমন বরফমাখা পাহাড়ের মত চারদাঁতা হাতী, গেলেন কি না—ইন্দ্রের পীলখানায় ! অমন প্রাণতরু করা খোস্বো ভরা পারিজাত ফুলের গাছ, পোঁতা হ'লো—ইন্দ্রের বাগান বাড়ীতে । অমন খাপসুরৎ লয়দার নাচওয়ালীগুলো, তোদের বুকের উপর দিয়ে চলে গেল কি না—ইন্দ্রের নন্দন বনের তোষাখানায় ! আর কত ব'ল্ব ।

তারক । গেল তাতে হয়েছি কি ?

কুন্তো । হবে আর কি, ইন্দ্রের বাগানবাড়ীতে তোফা নাচ গান হ'বে, দেনতারা ছু-শ রগড় নেবে, আর তোমরা ভাঁড়ার ঘরে বসে নাচওয়ালীদের সিঁদে মাপাবে, আর সাপের বিষে জেরবার হ'য়ে দেদার রক্ত বাছে ক'রবে ! যার যেমন কপাল ! কেউ পেলেন কোন্তভমনি, মেনকা, রক্তা ! কেউ পেলেন কচু-পোড়া আর কাঁচা রক্তা । আর আমার মাথা খেলে ঐ পাখী-চড়া দেবতা বেটা । আহা ! জন্মের মত রে—জন্মের মত পুঞ্জরে পোকা ধরিয়ে দিয়েছে । নির্বংশ হ'ক্ তোরা গরুড় পক্ষীর চৌদ্দপুরুষ । ঐ যে নরক ভায়াও খুব রোক ক'রে আসছে ।

দেখ ভাই তারক, নরক, তোমরা যতই ভড়ক দেখাও, দেবতারা
কিন্তু এক আচড়েই তোমাদের পরক ক'রে নিয়েছে। এইবার
চড়ক দেখাবে, দত্তা পাড়ায় মড়ক লাগল ব'লে ! এই
মাতালের কথা মনে ক'রে রেখো ! যে সুধা নিয়ে এখন এত
আমোদ—এত আহ্লাদ করছ, ঐ সুধাই দৈত্যবংশের জাত-
শ্রাঙ্কের মধু হবে । ও—সুধা নয়—সুধা নয়, যার জন্ম এত
উৎসব—এত কোলাহল, ঐ সুধাই তোদের পক্ষে একদিন বংশ-
ধ্বংসকারী হলাহল হ'য়ে দাঁড়াবে ।

গীত ।

যে সুধার তরে পরস্পরে করিছ এত কোলাহল ।
ঐ সুধায় দানবের ভাগ্যে, উৎপাত্তি হবে হলাহল ॥
জলিবে বিবাদের আগুণ, দানব-ভাগ্যে বিধি বিগুণ,
সুধাতে ধরবে বিষগুণ, নির্ঝাণ আগুণ হবে প্রবল ।
দেবচক্রে পড়ে শেষে,—বাসুকীর বিষ নিগাসে ;
জীর্ণ হলি অবশেষে, স্বকর্ম দোষে—
ঘটবে না ভাগ্যে সুধাপান, ছলিছে অশাস্তির কুপাণ,
দৈত্যবংশ ধ্বংসের সোপান, স্বহস্তে গঠিলি কেবল ॥

তারক । দেখ কুন্তোদর ! তুমি বড় চাটুকর ।

কুন্ত । তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক । আশীর্ববাদ কর,
চিরকাল যেন ভালর তোষামোদই করতে পাই ! কখনো যেন
তোমাদের মত ধূর্ত স্বার্থপর প্রতারকের তোষামোদে রসনাকে
কলঙ্কিত করতে না হয় ।

তারক । কি বল্লে উন্মাদ ! আমরা ধূর্ত স্বার্থপর ! আমরা প্রতারক ।

কুস্তো । একবার কেন ! শতবার—সহস্রবার বলি, তারক, নরক সব স্বার্থপর—সব প্রতারক দৈত্যকুলের কলঙ্ক ! বীরছা-
ভিমানী শৃগাল ।

তারক । রসনাকে আয়ত্ত্ব করে কথা ব'লো কুস্তোদর !

কুস্তো । চিরকাল সত্য বলবার জন্য এ রসনার সৃষ্টি ।
নরকের কাট তারক নরকের তোষাগোদেবের জন্য নয় ।

নরকের প্রবেশ ।

নরক । অন্তরাল হ'তে সব শুন্ছি, নীচকে প্রশ্রয় দেওয়ার
প্রতিফলই এই । দেখো কুস্তোদর ! এখনো বলি সাবধান !
নতু !, এখনি অসির প্রহারে তোমার প্রগল্ভতার প্রকৃত
প্রতিফল প্রদান ক'রব ।

কুস্তো । ও হাতে, ও হেতেরে সে কাজটা হ'য়ে উঠবে
ব'লে ত বোধ হয় না দাদা ! ও হেতের হাতে ক'রে বলিরাজার
আস্তানলে যাও, ঘোড়ার ঘাস ছোলো গে ! কুস্তোদরের গলা
কাটবার হেতের এখনো তয়ের হয় নি ! সে কারীগর এখনো
জন্মায় নি ।

নরক । দেখ'নি পাপিষ্ঠ ?

কুস্তো । দেখ'ব না কেন চাঁদ ! এই ত দেখ'ছি, আমার
চ'কের উপর একটা আজব চিড়িয়া ! (অঙ্গভঙ্গিপূর্বক)
চিড়িয়া চুঁ চুঁ ডাকে, গুড়, গুড়, বোলে—

নরক । জানিস্ কুন্তোদর আমি কে ?

কুন্তো । বিট্কেল জানওয়ার ! আমি তোমাকে জানিনে ?
আহা হা ! ক্ষণজন্মা পুরুষ ! বসুমতী হলেন খাতুবতী—মাটি
খুঁড়লেন শূয়ারে—জন্মালে তুমি—নরকাবতার ! এ দতি-
পাড়ায় কেন চাঁদ ! যাও না হাড়িদের শূয়ারের কুঁড়েয় গিয়ে
চুকে পড়গে না ।

নরক । কি ছুরাত্মা আবার উপহাস ! যাও তবে যমালয়ে !
(অসি প্রহার ও দ্বিখণ্ডিত অসি ভূতলে পতন)

কুন্তো । কি চাঁদ, হেতেরখানিও খোওয়ালে ! আজ বাদে
কাল যুদ্ধ হবে, এখন হ'তে পুঁজিহারা হ'লে যুদ্ধ করবে কি-
নিয়ে ! তারক ভায়া ! তুমিও কেন একটা চোট্ট গেরে হেতের
খানা পরক্ করে দেখ না ।

নরক । আশ্চর্য্য ! অতি আশ্চর্য্য ! যার অসিম্পর্শে
বিমান-ভেদী শৈল-শৃঙ্গ শতধা হয়ে ভূতলশায়ী হয়, আজ একটা
সুরাপায়া অকর্ম্মণ্য অমুরের অঙ্গ স্পর্শে সেই প্রচণ্ড অসি দ্বিখণ্ড
হয়ে ভূতলে পতিত হলো ! (কুন্তোদরের পদধারণপূর্ববক)
কুন্তোদর—দাদা ! সত্য বল্ তুই কে ভাই ?

কুন্তো । (নরককে উত্তোলন পূর্ববক) নরক রে ! নরক
কুণ্ডরে ! যমের বাড়ীর হেদো পুকুর রে ! সত্য বল্ছি আমি
একটা মাতাল ভাই ! (সুরাপাত্র দেখাইয়া) এই যে আমার
সুখাতাণ্ড ভাই—

গীত ।

কি প্রকাণ্ড সূধা ভাণ্ড মোর, সূধার এমনি নেশার জোর,
খাই চামে হাল, ফুরায় না মাল, নেশায় রৈ বিভোর ;
আমি আপনি নাচি, আপনি কাঁদি, কারো কথা কৈ না করে ।
তখন আমি দাঁড়িয়ে সাগরধারে—

আহা হা ! গরুড় পক্ষীরে ! তুই নির্দংশ হ'—তোর বংশে
সব বাওয়া ডিম হ'ক্ ।

তারক । কুন্তোদর ! নারিলাম চিনিতে তোমারে ।
হিমাদ্রি বিদীর্ণ হয় যার অস্ত্রাঘাতে
চূর্ণ হয় ইন্দ্রের অশনি,
হেন নীর নরকের তীক্ষ্ণ-ধার অসি,
শতধা বিচূর্ণ আজ পরশে তোমার !
বল কুন্তোদর ! বল—বল সত্য কথা,
কে তুমি, কোণায় হ'তে—কোন্ কাষে অসি,
গিশিয়াছ দৈত্যদলে ; দেহ পরিচয় ।
কোন্ কালে, কোন্ কুলে জনম তোমার ?

গীত ।

কুন্তো । ছোটো কীট জন্মাল যে দিন হায়—
সেই কাণখোঁটা মলায়—
চড়্ চাড়য়ে বাড়ল যেন বক্সা হিমালয় ।
তারি বর দিয়ে দিলে কলেশ্বর,
মহা প্রায় সিদ্ধু নীরে ।
আমি তখন দাঁড়িয়ে সাগরধারে—

তারক । স্পর্ষভাবে নারিনু বুঝিতে !
 শুনিয়াছি বটে, কিন্তু
 নাহি জানি সত্য কি কল্পনা,
 প্রলয়-পয়োধি-শায়ী যবে জগদীশ,
 সেই কালে কণমলে জনমিল তাঁর—
 মধু ও কৈটভ দৈত্য অজেয় জগতে ।
 করি শেষে মহারণ মহাবিযুগ সনে,
 বর দান ছলে দৌছে দিল কলেবর ।
 সেই কালে কুন্তোদর জনম তোমার ?
 অসম্ভব এ প্রলাপ । নারিনু বুঝিতে ।

গীত ।

কুন্তো । সত্য আলাপ প্রলাপ ব'লে করলে হতাদর,
 বুঝি কিরে দর,
 সুরার সুরে সুর বেঁধেছে কেন কুন্তোদর ;
 আমি দৈত্য কুলের ভূষণী কাক,
 কত দেখ্লেম কত দেখ্বে পরে ।
 আমি তখন দাঁড়িয়ে সাগরধারে—

তারক । বীরশ্রেষ্ঠ ধরিত্রীকুমার !
 চিনিলে কি কুন্তোদরে ?
 অনাদরে নাহি প্রয়োজন,
 চল এবে, পরিচয় জানিব পশ্চাতে !
 শুন দৈত্য বীরগণ !

সাবধানে স্তম্ভাভাঙ লয়ে চল তথা ।

গুপ্তভাবে বিন্দুমাত্র করিলে হরণ,

শতধা ছেদিল মুণ্ড ।—সাবধান সবে ।

[কুণ্ডোদর ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ভাঙহস্তে রাহু দৈত্যের প্রবেশ ।

কুণ্ডো । কেও ! রাহু বাবাজী যে ! কোথায় গমন হবে
বাপ ?

রাহু । (ভাঙ প্রদর্শন)

কুণ্ডো । পিপাসা হয়েছে—জল খাবে ?

রাহু । (মস্তক সঞ্চালন দ্বারা অসম্মতি প্রকাশ)

কুণ্ডো । তবে ভাঁড় হাতে কেন বাপ ?

রাহু । (ইঙ্গিতে সমুদ্রকূল প্রদর্শন)

কুণ্ডো । সাগর ধারে যাবে—সুধা খেতে ?

রাহু । (মানন্দে সম্মতিসূচক শিরসঞ্চালন)

কুণ্ডো । আহা ! তা খাবে বৈ কি ? এমন টাঁদ পান
ফেলে, তুমি সুধা খাবে না—অমর হবে না ত হবে কে ? আহা !
আমার প্রহ্লাদ খুড়োর সহোদর পিস্তুত ভাই । সিংহীকা দিদির
স্বর্গজ্যোত পুত্র সন্তান । তা নানা । সুধা পাবে কিসে করে ?

রাহু । (ভাঙ প্রদর্শন)

কুণ্ডো । ঐ ভাঁড়ে খাবে ? কেন একটা বড় দেখে জালা
আন্তে পারনি, এক নিশ্বেসে বিশ ত্রিশ গণ টেনে নিয়ে একদম

অমর হয়ে বসে থাকতে ! তা চলো বাবা লক্ষ্মী ছেলে—চল,
সাগর ধারে চল ! মৈনাক পাহাড়টা মিছে মিছি জলে ডুবে
পচে যাচ্ছে ; সেটাকে টেনে তুলে দেব, আর সমুদ্র মন্থনের
জন্তু যে মন্দার পাহাড়টা আনা হয়েছে, সেটা সুন্দর নিয়ে, দিব্বি
রসগোল্লার মত দুটীকে বদনে দিয়ে সমুদ্রের জল টুকু শুষে
মেরে দেবে ! তা হ'লে ত আপাততঃ কতকটা পিত্তি রক্ষা
গোছ হবে ; তার পর সুধাটা আস্টা খেয়ে—বস্ অমর হয়ে
বাড়ী চলে যাবে !—কেমন ?

রাহু ।— (অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ)—

কুন্তো ।—চল বাবা ! আহা ! অসুখের শবীর ! কিছু না
খেলে পিত্তি পড়বে যে ! চল (সুরে) আমি তখন দাঁড়িয়ে
সাগর ধারে । আহা হা ! গরুড় পক্ষীরে তোর পাখায় পোকা
লাগুক, তুই—মবে যা ।

[বাহর হস্তধারণপূর্বক প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—সমুদ্রকূল, দেন শিবির ।

জয়ন্ত ও কার্তিকের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । সেনাপতি ! কি যুক্তি করিলে স্থির ?
কার্তিক । যুদ্ধ ভিন্ন অন্য যুক্তি নাহিক আমার ।

করিয়া জীবন পণ সাজি বোর সাজে
 মারি অরি সুধা-কুন্ত কাড়ি লব বলে,
 এই মোর শেষ যুক্তি, স্বরেন্দ্র কুমার ।
 জয়ন্ত । কার্য্যে স্ককঠিন অতি, বাক্যে যা সহজ ;
 সামান্য শিশুর মুখে সাজে এ ভারতী ।
 অগণ্য দানব-সেনা, মহা-মহা রথী,
 সমবেত সিঙ্কুকূলে সুধাপান হেতু ।
 মহাকায় শুভ্র দৈত্য, নিশুভ্র দুর্জয়,
 মহা প্রলয়ের মূর্ত্তি শত্রু সগ দৌড়ে,
 তারক নরকাসুর ত্রিলোক বিজয়ী ;
 বিরোচন, বিপ্রচিহ্নিত বীরেন্দ্র প্রধান,
 তার উপর মহাবলী—বলি দৈত্যেশ্বর ।
 হের ঐ সিঙ্কুকূলে বিজলীর খেলা
 প্রকটিছে অস্ত্র মুখে, কোটো-সূয়া তেজে ।
 বল দেখি সেনাপতি ? হয়ে কর্ণধার—
 কিসে এ সমর-স্রোতে রাখিব তরণী ?
 অমর গৌরব-রবি ডুবায়ে সে স্রোতে,
 শুদ্ধ উপহাস মাত্র কিনিবে কুমার ।
 কার্তিক । উপহার টিটকারী কিনিতে জগতে,
 বাকি কি রেখেছ আর বাসব-কুমার ।
 তুমি ত বালক, তব মহারথী পিতা,—
 মহাপরিণাম-দর্শী সমর পণ্ডিত,

স্বর্গের শাসন দণ্ড যঁাৱ করতলে,
 কি দুর্নাম--কি টিট্কারী কিনিলেন তিনি ।
 উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবৎ, পুষ্প পারিজাত,—
 সাগর-সন্তবা ক-টা স্বরূপা নর্তকী
 লইয়া উন্মত্ত তিনি অলীক উল্লাসে !
 কোশলে ভুলায়ে সুধা লভিল দানব,
 তীব্র টিট্কারী মাত্র দেবের কপালে !

জয়ন্ত ।

এই টিট্কারী যদি পার ফিরাইতে,
 তীব্র শ্লেষ টিট্কারী, উপহাস হাসি,
 পার যদি হাসিবারে দানব সম্মুখে, —
 তবে পুনঃ দেবনাম হইবে সার্থক ।
 ছলে বা কোশলে বলে পার যে প্রকারে,
 অপহৃত সুধা-ভাণ্ড উদ্ধারিতে পুনঃ,—
 এখন উপায় তার কর সুবিধান,
 গত শোচনার আর নাহি প্রয়োজন ।
 ঐ শুন সিন্ধুকূলে ঘোর কোলাহল,
 সাগর কল্লোল সহ মিশিয়া ভৈরবে,
 অশুর-উল্লাস ধ্বনি করিছে প্রকাশ ।

কার্তিক ।

সাগর-মগ্নন শ্রমে সকল অশুর,
 কেন না হইবে সবে উল্লাসে উন্মাদ !
 কেন না দিক্কার দিয়া মুখ দেবদলে,
 উল্লাসে বিকট হাসি হাসিবে দানব ?

জয়ন্ত । শুনিবে কি চিরকাল এই উপহাস ?

বিকট উল্লাস হাসি তীব্র টিটকারী—

কার্ত্তিক । কখনই নহে ।

জয়ন্ত । তবে কি আমরা তাজি রহিবে গরতে,
পাতালে অথবা কোন অন্যত্র লোকে ?

ধরি ছদ্মবেশ সদা থাকিয়া নির্জনে,
অসুর লাজ্জিত আত্মা করিবে সার্থক ?

কার্ত্তিক । বাসব-নন্দন যোগা বটে এ বাসনা ।

তা না হ'লে দানবের চক্রান্তে ভুলিয়া,

হারাইয়া সুধা-ভাণ্ড হইতে লাজ্জিত—

মহাযোদ্ধা—মহাবোদ্ধা পিতা-পুত্র দৌড়ে ?

জয়ন্ত । উপহাস ? ভাল ! ভাল !!

ভাস্কর ধৃস্তরভোজী—সহজ উন্মাদ

পিতা যাব,—তার মুখে শুনিতে এ কথা

বড়ই আমোদ বটে, --বড়ই মধুর ।

কার্ত্তিক । গৃহ নিসংবাদে বুঝি হ'য়েছে বাসনা ?

জয়ন্ত । প্রাণে বুঝি লেগেছে আঘাত,

পিতৃ-নিন্দাবাদ ?—

কার্ত্তিক । অবোধ বালক তুমি !

নিন্দুকর প্রতি ক্রোধ, স্তাবকে সন্তোষ,

নিন্দাবাদে ক্রোধ যার, স্তবে প্রফুল্লিত,

স্বার্থ-দাস—কুজাদপি কুজ জীব সেই ।

অনন্ত হৃদয়বান্ জনক আমার !
 না ভাবিলে সমভাবে স্ত্রানকে নিন্দুকে,
 কে তাঁরে বলিত তবে দেবের দেবতা ?
 ত্রিগজ্জং আত্মায়,—আত্মরূপী যিনি,
 স্তুতি নিন্দা সম ভাব সদা য়ার কাছে,
 গুণাতীত গুণময়, চিস্তাতীত যিনি—
 কি নিন্দা জয়ন্ত তুমি করিবে তাঁহার ?
 ক্ষতি বৃদ্ধি কিবা তাঁর স্তুতি নিন্দাবাদে ?
 মম পিতৃ-নিন্দা-বাক্য নাহিক সংসারে,
 যে নিন্দা করিবে—হবে স্তবে পরিণত !

গীত ।

ভ্রান্ত হে জয়ন্ত তুমি, যা বাসনা বল অবিবাদে ।
 নির্বিকার জনকের আমার, সমান স্তুতি নিন্দাবাদে ॥
 সমান যার স্ত্রা গরলে, সমান দয়া শঠ সরলে, আত্ম তত্ত্বে মন্ত বিরলে,
 (য়ার) স্তুতি বন্দন, পঞ্চ চন্দন,
 (কিছুই ভেদ নাই ভেদ নাই) (আত্মতত্ত্বজ্ঞানে)
 (য়াব) স্তুতি বন্দন, পঞ্চ চন্দন,
 সমান জ্ঞান নির্বিকার হৃদে ।
 তব বাক্যে ইন্দ্রকুমার, কি ক্ষতি জনকের আমার
 কোটী ইন্দ্র পদাশ্রিত য়ার,
 (য়ার) কটাক্ষে হয়, মহাপ্রলয়,
 (য়ার আদি নাই অন্ত নাই) (অনাদি শঙ্কু)
 (য়ার) কটাক্ষে হয়, মহাপ্রলয়,
 মহাকাল আশ্রিত পদে ॥



জয়ন্ত । একি ? পরিহাসের ক্রোধ ?
 দেবের সময়দোষে অমৃতে গরল ?
 পিতৃমুখে শুনেছি সংবাদ,
 তারক সংহার হেতু জনম তোমার,
 কিন্তু হের সমবেত সহস্র তারক—
 সিঙ্কু-কুলে ; চিন্তা তার উপায় বিধান ।

কার্ত্তিক । সহস্র তারক যদি সমবেত হেথা,
 আমিও সহস্র গুৰ্ত্তি করিব ধারণ,
 বিভব সম্পদ-সুখ সম্ভোগের হেতু
 বিলাসের দাস হ'য়ে আসি নাই আমি !
 যত কাল—যতদিন—যুগ যুগান্তর
 রহিবে ত্রক্ষাণ্ড মাকৈ দান্তিক দানব,
 ততকাল দানবের শাস্তি-সিঙ্কু বুকে
 তীব্র তেজে জ্বলিবে এ বাড়বাগি শিখা ।
 বিলাসের দেহ তব বাসল কুমার !
 এ কঠোর রণ-ক্রম সাজে কি তোমারে ?
 উঠেছে নূতন চাঁদ, নব-বিজ্ঞানরী,
 নব-পুষ্প পারিজাত—মন্দনের শোভা !
 যাও বীর মনোহ্লাসে প্রমোদ-উজ্জানে
 উঠায়ে নূতন চাঁদ, স্নিগ্ধ জোৎস্নায়
 ফুটাইয়া পারিজাত পরিমল মাখা,
 ধীরি-ধীরি বহাইয়া মৃদু সমীরণ,

আনন্দে নন্দন বনে নাচাও নর্তকী ;
আমি কিন্তু প্রাণপণে দেখিব যুগিয়া ।

যমের প্রবেশ ।

যম । আমারও ঐ কথা । দেবতার শ্রম-লক্ষ্যন অশুরে
ভোগ করবে । হোমের ঘৃত চণ্ডালের ভোগে লাগবে ! যমের
প্রাণে তা কখনই সহ্য হবে না । সেনাপতি ! যতদূর পার
অশুর বংশ নির্বংশ করো—আর আমার নরকে পাঠাও ।

কার্ত্তিক । সমুদ্র-তীরে কত দানব সেনা সমবেত হইতেছে ?

যম । বরং সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করা যায়, কিন্তু —

কার্ত্তিক । দেবরাজ কোথায় ?

যম । দানবগণকর্তৃক সূধা অপহৃত হওয়ার পরেই তিনি
কোথায় চ'লে গিয়েছেন ! শুনুলেম নারদের পরামর্শ মতে
বৃহস্পতি মহাশয়কে সঙ্গে ক'রে ত্রিলোক পযাস্ত গমন ক'রবেন ।

শনির প্রবেশ ।

শনি । আমি ত ত্রিলাকুটা পঁাতি পঁাতি ক'রে খুঁজলেম,
কোথাও দেখতে পেলেম না । এখন কি আর গোলোক—
ত্রিলোক ক'রে ছুটে বেড়াবার সময় আছে ? আমাদের
এদিক ওদিক করতে তারা হয়ত, সূধার ভাঁড় শুক ফরসা ক'রে
তুলবে ! আর ভরসা নেই দাদা—আর ভরসা নেই ! সব মাটি
হ'ল !—সব মাটি হ'ল ! এখন একবার দেবরাজের 'দেখা
পেলেও বুঝতে পারতাম ।

ইঙ্গের প্রবেশ ।

ইঙ্গ । তোমরা বাগী হও না, এখন বাহুবল প্রকাশ নিষ্ফল ।
কৌশল ভিন্ন আর কার্য্য উদ্ধারের অন্য উপায়ান্তর নাই ।
পিতামহকে সঙ্গে এনেছি, যে স্রুষ্টি হয় তাঁর কাছেই শূন্যে
পাবে ।

শনি । কৈ তিনি ? ঐ যে—আগমন হচ্ছে । আসুন
দেবতা ! আসতে আজ্ঞা হ'ক ।

ব্রহ্মার প্রবেশ ।

ব্রহ্মা । শনৈশ্চরকে যে বড়ই ব্যস্ত দেখছি ! বেশ আনন্দে
আছ ত ?

শনি । আহা ! কি আনন্দেই রেখেছ দেবতা ! তোমার
শুণের বালাই নিয়ে মরি !

যম । একটু নিরস্ত হও না ভাই ।

শনি । কেন নিরস্ত হব ? ঐ নিরস্ত হ'য়ে হ'য়েইত এখন
তীরস্থ হবার উপক্রম হ'য়ে উঠেছে ! এখন নিরস্ত হওয়াই ভাল ।
মা মন্দাকিনী স্থান দান করেই মঙ্গল ! কিন্তু বেঁচে থাকতে,
উচিত কথা বলতে ছাড়ব না, তাতে রাগ করেন—ভয় হয়ে
যাব ! আহা ! দেবতার আমার কি দয়ার শরীর ! দেবতার
ভাগ্যলিপিতে নিজ হাতে পাকা লেখা লিখে দিয়ে, এখন স্মৃতি
সঙ্গে এসে, জিজ্ঞাসা করছেন 'আনন্দে আছ ত' । চিরকালটাইত
মেখে আসছি দেবতা ! দত্তি দানার মার খেতে খেতে পেটের
পিপ্তি পর্য্যন্ত প'চে উঠেছে, এর উপর তাহা সূধা খেয়ে অমর

হ'লে, আর কি দেবতার নামগন্ধ রাখবে । দেববংশ একেবারে
নির্বংশ করবে, নয় লোহার পিঁজরের মধ্যে রেখে ধানে ভাতে
খাওয়াবে, নন্দনবনে ঘুঘু চরাবে । আর তোমাকেও ছাড়বে না
দেবতা ; তোমার মানস সরোবরের পদ্মবনে হাতী নামাবে ।
দাদার ত আমার, কারবাব একেবারেই বন্ধ ! বছর বছর কত
দতি মরত, নরকগুলো কত গুল্জার রাখত, এখন তারা সুধা
খেয়ে অমর হ'লে, আর কেইবা যমেবশাডী মুখো হবে—নরক-ই
বা কে সর গরম রাখবে । দাদার আমার সোনার নরক থাঁ থাঁ
করবে । তাই বলি, দেবতা ! যাতে দতি দানার পেটে সুধার
ছিটে ফোঁটাটা পর্য্যন্ত না পড়ে, তার উপায় কর । নৈলে সব
যাবে—তোমার, সোনার সৃষ্টি ছারখার হবে ।

গীত ।

কর হে বিধি, উপায় বিধি, হয় সুবিধি যায় হে ।
ক'রে বাঙ্গ, করি-অঙ্গ, দলিছে অজায় হে
(দেখ) অঙ্গুমানি হে পদ্মযোনি, সৃষ্টি তব যায় হে ।
দেবত্ব গৌরব বুঝি না বহে বজায় হে,
সুর-ভোগা স্বর্গ আজ, দানবে মজায় হে,
ঐ শুন বিজয় ভৈরী সগর্বে বাজায় হে,
দেখে মনোবেদনে, অধোবদনে থাকি লোক লজ্জায় হে ॥

ব্রহ্মা । উত্তলা হয়ো না শনৈশ্চর । সেই দানবারি হরিই
তোমাদের দানব-বিপ্লবে রক্ষা ক'রবেন । এক্ষণে যাও দেবরাজ ।
সমস্ত দেবভাগ্যের সহিত দানবদলে মিলিত হ'য়ে, তাদেরই

বাবস্থা মত জুখা পানে সম্মত হও গে । তার পর যার কার্যা সে
তার জুনিধান করবেন ।

[প্রস্থান ।

শনি । ঠিক এটা কি রকম বাবস্থা হ'লো দেবরাজ । দত্তা
বেটাদেবর মতে চলতে হবে ? সত্যিই কি দেবতার ঘেমা পিত্তি
একবারে প'চে গিয়েছে । অত বড় বিজ্ঞ, বুড়ো দেবতা চতুর্শূখের
মুখে এমন আহ্বান্যকের মত কথা । কথাটা যে ভাল বুঝতে
পাল্লেন না দেবরাজ !

ইন্দ্র । পরে বুঝতে পারবে, অত বড় জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ,
সর্বদর্শী পিতামহের যুক্তি আমার জ্ঞান ক'রো না ! এক্ষণে তর্ক
যুক্তি ত্যাগ ক'রে, সকলে মিলে সমুজ্জ্বলো চলো, আপাততঃ
আমারই অনুরোধে বিরোধে ক্ষান্ত হও । পরে যাঁর কার্যা,
তিনিই তার উপায় নিধান করবেন ।

গীত ।

অনুরোধে, এবিরোধে ক্ষান্ত হও ভাই, হয়ো না উতলা ।
শান্ত ভাবে, দেখে মনে, সেই বিশ্ব-চক্রী হরির খেলা ॥
যার চক্রে জাঁধার আলোকে, জমিছে জিলোকের লোকে, প্রতি পলকে—
তার চক্রে বুঝবে বলো কে, ব্রহ্মাণ্ড-চক্র-চালকে,
প্রাণ ভরে ডাকে পলকে, গোলোকে যার নিত্য লীলা ॥

[সকলের প্রস্থান ।

—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দৈত্য শিবির সম্মুখস্থ বেলাভূমি ।

ভৌদা দৈত্যের প্রবেশ ।

ভৌদা ! বস্ । সব ঠাণ্ডা । একদম্ সব গোল মিটে গিয়েছে ।
সমান সমান ভাগ, আমাদের—রকম চৌদ্দ আনা, দেবতাদের
দশ আনা ! সমান ভাগ—চুল চেরা ভাগ—নিত্তির ওজন ! যাও
সব বসে যাও ! পাতা পাড়ো না গো ! এই ধার আগাদের,
ঐ ধার দেবতাদের, সব ঠিক হ'য়ে বসে যাও ।

তারকের প্রবেশ ।

তারক । (ভৌদার প্রতি) কে তুমি ?

ভৌদা । আজ্ঞে আমি, আমি—ভদ্রজজ্ব ।

তারক । ভদ্রজজ্ব কে ?

ভৌদা । আজ্ঞে ।

তারক । তুই সেই ভৌদা ?

ভৌদা । যে আজ্ঞে ! তবে ভদ্রলোকে ভদ্রজজ্ব বলেন,
ছোট লোকেরা ভৌদা বলেই ডাকে ।

তারক । তুই এখানে কি জন্ম ?

ভৌদা । আজ্ঞে একটু সুখা খাব মনে ক'রে ।

তারক । যাও—প্রস্থান কর ।

ভৌদা । আজ্ঞে পেছাব ক'রে এসেছি ।

তারক । যাও শিবির সীমান বহির্দেশে—

ভৌদা । আজ্ঞে বাহ্যে জিয়ে ? তাও সেরে এসেছি, মুখ
হাত ধুয়ে আসা হয়েছে—এখন পাত পাড়ব কোন্ খানে ?

তারক । পত্র বিস্তার করবে কি জ্ঞা ?

ভৌদা । আজ্ঞে কদিন সাপের ফণা ধ'রে টানাটানি ক'রে,
পেটের গোলমাল হয়েছে, তাই একটু স্খা ।

তারক । স্খা কোথায় ? এখন যাও, উদ্ভূত হয়—সংবাদ
পাবে ।

ভৌদা । আজ্ঞে ! মশায়রা ভাল ভাল বড় বড় কঠারা
সেবা ক'রে যদি এক আধ'ছিটে ওপরায় তাহ'লে খপর দেবেন !

তারক । হাঁ !

ভৌদা । যে আজ্ঞে ! যে আজ্ঞে ! (জনান্তিকে) হায়রে
কপাল । আগাগোড়া ভূত খাটুনি খেটে, শেষে কি না ভোগাদের
বুক ভরিয়ে চলেম । হাঃ তোর স্খার মুখে বাসি উলুনের ছাই ।
আর আসব না, এই পাতা ছিঁড়লাম (কক্ষস্থ কদলীপত্র ছিন্ন
করিতে করিতে) সৈবে না—সৈবে না—সৈবে না ! পেটে গুল্ম
হবে—মহাব্যাধি হবে । সাথে কি অমূল্যপিত্তিতে ধরেছে । মরু
অম্বলের দারে চূণের জল আর চা খড়ি খেয়ে, আরও মর । পরের
মুখের আহার কেড়ে নিয়ে খাও, আর দেদার বমি কর ।
আমাদের কাকালের পেট কচু ঘেঁচুতেই ভরবে ! ভগবান
আছেন, বুকশূল হবে—বুকশূল হবে !

[প্রস্থান ।

নরকের প্রবেশ ।

তারক । কতদূর অপমানের বিষয় বুঝতে পেরেছ নরক ! মহারাজ বলি বোধ হয় বিবেচনা ক'রেছেন, দেবতাদের স্তুতি-তুল্যাংশ প্রদান ক'রে সহস্রদয়তার—উদারতার পরাকর্ষ দেখান, কিন্তু নরক ! এই উদারতার—এই নিঃস্বার্থপরতার বর্তমান ফল—সহস্র সহস্র দানব রথিগণের অপমান ! আর পরিণাম ফল—অদূর ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভ হ'তে যে কি প্রসূত হবে, তা অনতিবিলম্বেই দেখতে পাবে ।

নরক । ভারী অমঙ্গলের নিশ্চয়তা যদি এতদূরই বুঝতে পেরেছ, তাহ'লে সাধ্যমত তার প্রতিকারের পথ পরিষ্কার কর না কেন ? জগতে অশান্তি কেহই নয়, মহারাজ বলিকে তাঁর ভ্রম বুঝিয়ে দাও । যদি হিতবাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, নিজের ভ্রান্তি বুঝেও যদি দণ্ডের বশবর্তী হ'য়ে আত্ম-পক্ষ সমর্থনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহ'লে সাধারণ দানব সমাজের হিতার্থে—দানবকুলের স্বাধীনতা গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্ত, তাঁর কার্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হ'তেও বোধ হয় কেউ কাতর হবে না ।

তারক । তুমি তাতে প্রস্তুত ?

নরক । দানব-স্বাধীনতার পাষণ্ডময় ভিত্তিতে কুঠারাঘাত ক'রে যিনি ভবিষ্যৎ পতনের পথ পরিষ্কারে অগ্রসর হবেন, তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে যদি দৈত্যকুল মধ্যে আত্মবিশ্বাস উপস্থিত হয়, তাহ'লেও সহস্র সহস্র দানব রথী অস্ত্র ধারণে প্রস্তুত ।

বলির প্রবেশ ।

বলি । কিসে প্রস্তুত তারক ?

তারক । (অভিনাদন পূর্বক) দানব কুলের চির-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যা আদেশ ক'রবেন তা'তেই প্রস্তুত ।

বলি । না তারক, ভীরুতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না । আমি তোমাদের শেষ কয়েকটি কথা অন্তরাল হ'তে শুনতে পেয়েছি । তোমরা নাকি আমার মতের বিরুদ্ধাচরণে প্রস্তুত ? তারক ! এ সাহসকে মুহূর্তের জন্য হৃদয়ে স্থান দেবার যোগ্যতা যে, জগতে কেউ পেয়েছে, এ আমার বিশ্বাস ছিল না ! যা'হক শুনেনও সুখী হলেম ।

তারক । মহারাজের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবার অধিকার না থাক, ভ্রম বুঝিয়ে দেবার অধিকার বোধ হয় থাকতে পারে ।

বলি । শতবার স্মীকার করি । জগতে অজ্ঞাস্ত কেউ নয়, কিন্তু তারক । একটি কথা, আমার ভ্রম বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে তোমাদিগকে, শঠতা—ধূর্ততা—প্রতারণা—স্বার্থপরতা প্রভৃতি কতকগুলি ঘৃণিত প্রকৃষ্টিকে পরিত্যাগ করতে হবে । অগ্রে হৃদয়কে আয়ত্ত কর, ধর্মপথে অগ্রসর হ'তে শিক্ষা কর, বীর-ধর্মের কস্মীন্মুষ্ঠানে নিরলস হও ; তার পর আমার ভ্রম বুঝিয়ে দিও, নতমস্তকে স্মীকার করব । জগৎ ভ্রমপূর্ণ । আমিও জগৎ ছাড়া নই ।

তারক । বুঝ্লেম । কিন্তু দেব-দানবের বর্তমান সম্মিলন

যে, শঠতা ধূর্ততা—প্রতারণা—স্বার্থপরতা প্রভৃতিরই নিনিময় ক্ষেত্র ! এই সকল ঘণিত প্রবৃত্তিগুলিই যে দানবের চিরশত্রু দেবতাদের অঙ্গভূষণ ।

বলি । হ'ক না কেন তাদের অঙ্গভূষণ, তা'রা প্রতারণক, স্বার্থপর ; সুতরাং তারা অধম ! তা'রা অধম ব'লে, তুমি আমি কেন অধম হব ?

তারক । এতে আর উত্তম অধম কি ? সাম, দান, দণ্ড, ভেদ প্রভৃতি রাজনীতির কুট যুক্তিগুলি কি একবারেই উপেক্ষার যোগ্য ! “সরলে সারল্যাং কুৰ্য্যাৎ, শঠে শাঠ্যাং সমাচারেৎ” একথার কি সার নাই ?

বলি । আছে বটে, কিন্তু—তুলা প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে নিরোধ সময়ে সে সকল কূটকৌশল অবশ্যম্ভাব্য প্রয়োজন । আর তা হ'লেও আমি সে মতের পক্ষপাতী নই ! সূর্যাতাপ নিবারণের জন্য লোকে আতপত্র আশ্রয় করে, কিন্তু সূর্যের উপর তাপ-দাতা জগতে কে আছে যে, তার তাপ নিবারণার্থে সূর্যকে আতপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে ? কোনরূপ কূট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ, তোমাদের ছায় বীরত্বতাচারী দানব রথীর কর্তব্য নয় । একমাত্র ধর্মের উপর লক্ষ্য রেখে, কর্তব্যের পথে অগ্রসর হও । এই সমুদ্র গথিত সূধা, দেবতাদের অমলক ধন । এ সূধায় তাদের এবং তোমাদের তুল্যাধিকার । তাদের এ অধিকারে বঞ্চিত ক'রো না । যাও—বাসবাদি দেবগণকে সমাদরের সহিত আহ্বান ক'রে, সমভাগে সূধা বণ্টন ক'রে

দাওগে ! দেব দানবের চিত্র নৈরত্নতা নিস্মরণ হ'য়ে, শত্রু মিত্রে
একত্রে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করগে ! সমুদ্র-সন্তবা
অম্পরাগণকে আনয়ন ক'রে, নৃত্যগীত আরম্ভে আদেশ প্রদান
কর, আমি সত্বরেই এসে সমবেত সভায় মিলিত হব ।

[প্রস্থান ।

কুন্তোদরের প্রবেশ ।

গীত ।

কুন্তো । রম্ভা তিলোত্তমা এসে নাচবেন সকলে, দেই নাচের থেয়ালে,
বাধবে রগড় সাগব ধারে নাগর ছ' দলে—
শুনতে যুক্তি আঁটা, এই কুন্ত বেটা,
(সেথা) আড়ি পেতে ছিল প'ড়ে ।—
তখন আমি দাঁড়িয়ে সাগব ধারে—

তারক । কুন্তোদর মশায় ! আপনি ত একজন প্রবীণ
বিজ্ঞ—সদালাপী—

কুন্তো । ব'লে যাও—ব'লে যাও—কিছু গরজের কথা
আছে ব'লে বোধ হ'চ্ছে ।

তারক । এমন কিছুই নয়, আপনাকে একটি কর্যের
ভার গ্রহণ ক'রতে হচ্ছে, এ দিকের অশ্রান্ত বান্ধা - শ্রমসাধা
কার্য্য আমরা সম্পন্ন ক'রছি, আপনি রম্ভা মেনকাদি নর্ত্তকীগণকে
এই উৎসব সভায় লয়ে আসবার ভারটা গ্রহণ করুন ।

কুন্তো । মাপ কর দাদা । আমি ও জিনিষ দেখবো না ।

তারক । কেন দাদা ?

কুন্তো । ওটা আমার ধাত্তে সয় না, ও পাজী জিনিষ দেখলেই আমার বিরহ হয় ।

তারক । হা হা হা,—আমাদের কথা বটে ! দেখলেই বিরহ হয় কিরাপে ? প্রণয়ের পূর্বেই বিরহ ?

কুন্তো । কি জানি দাদা । ওটা যেন আমার পৈত্রিক ব্যারাম ! সে দিন শেষ রাত্রে যেই পেট্টা ফেঁপে উঠেছে অমনি বুঝতে পেরেছি—বিরহ না হ'য়ে আর যায় না ।

নরক । বুঝতে পারছ না ! অনিয়মিত সুরা পান, অযথা আহার কাজেই অজীর্ণ দোষে পেট ফেঁপে উঠেছে ।

কুন্তো । দূর গণ্ড মূর্খ ! এত যুদ্ধ ক'রতে জানিস্ পেটে কুবুদ্ধি ভরা, গাঁটে গাঁটে বজ্জাতির ফোয়ারা ধরিস্ আর বিরহটা বুঝিস্ নে ? অজীর্ণ না হ'লে কি বিরহ হয়, পিরীতের বদ্ হজ্জমিই হ'লেন—“বিরহ” ।

নরক । বটে,—এতক্ষণে বুঝ্লেম—বিরহ জিনিষটা কি !

তারক । এখন ও সব বাদ দিয়ে, দয়া ক'রে যাও না দাদা ।

কুন্তো । যেতে ব'ল্ছ চ'ল্লেম ! কাজও যে হাসিল ক'রে না আস্ব তাও নয়, তবে পথের মধ্যে পাছে বিরহ হয় ! আ-হা-হা—গরুড় পক্ষীরে ! আমাকে জন্মের মত সেরেছিল, এলি আর ছটোকে কাঁধে ক'রে নিয়ে পালালি, আহা ! কি নপ—কি চেহারা, কি—চলন, কি—চাউনি, কি—আহা-হা !

[প্রস্থান ।

বাগ্জোভম । ইন্দ্ৰ, যম, জয়ন্ত, শনি ও কার্ত্তিকাদি দেবগণের এবং
পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুন্ডোদরের সহিত অম্বরগণের প্রবেশ ।

কুন্ডো । ওগো উঁচুদরের বড় বড় দেব দৈতা মহাশয়রা
সব আপন আপন আসনে উপবেশন করুন । আর কম দরের
কম বস্তু—আমার মত ছুঃখিরাম বাটারা ঐ—চরের উপর
বালি বনে ব'সে যা । ঐ—আগমন হ'য়েছে ! তিলোত্তমা, উর্বশী,
মেনকা, রত্না—একেবারে রত্নার কাঁদিরে বান্না—এক দম
চাটিম রত্নার কাঁদি ! বান্না ! এক বিন্দু সুধার জন্তে সকলে দম
ফেটে ম'রুছিলে, ঐ দেখ সুধার সাগর—প্রেমের পাথার এনে
ফেলেছি,—বিলাও—বিলাও প্রেম বিলাও !

গীত ।

অম্বরগণ ।

আমরা প্রেমের হাটে প্রেমের ব্যবসাদার ।
নিতুই কিনি, নিতুই বেচি, ধারে কিনি দিইনে ধার ॥
আমাদের নাইক দোকান পাট,
করি নিত্য নুতন হাট,
নিতুই মোদের ব্যবসা বদল, নিতুই নুতন ঠাট,
ও ব্যাপারী, ধার দিতেও পারি,
হও যদি প্রেমিক ব্যাপারী,
প্রাণে প্রাণে মেলে যদি, হওরে প্রাণের অংশীদার ॥

কুন্ডো । বাহবা !—বাহবা ॥—যান্ তর্ হো গিয়া । প্রেমের
পাথার এনে ফেলেছি ! ভাসো—ডোবো, দেদার সাঁতার

লাগাও—(অঙ্গরাগণের প্রতি) ও বাবা দেবতার জিনিষ !
বোলতে ত পারিনে, দয়া ক'রে কিঞ্চিৎ স্খা খয়রাৎ কর ।
তোমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অটুট থাকবে !

রস্তা । কেন, সাগর সৈঁচেত অনেক স্খা তুলেছ, তোমরা
কি স্খার কাজাল ?

কুন্তো । কাজাল ব'লে কাজাল ! তোমাদের ছুয়ারে নাচের
ভিখারী ! দেবরাজ ! যমরাজ ! দানব রাজ—সব রাজ
রাজী হ'য়ে অধীনের আবেদনে কর্ণপাত করতে আস্তা হ'ক ।

ইন্দ্র । আজ অতি আনন্দের সম্মিলন । দেব দানবে
পরস্পর বৈমাত্রের বিদেহ বিস্মরণ হ'য়ে বিপক্ষভাবে, সখাভাবে
পরিণত ক'রে, একত্রে আনন্দ উৎসব ক'রতে পারবে, এ যেন
একরূপ কল্পনার অতীত—স্বপ্নের অগোচর ছিল ! কেবল দানব-
রাজ বলির সরলতা শুনেই এ স্বপ্নাতীত সম্মিলনের সংঘটন ।
সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সকলেই পরস্পর ভ্রাতৃত্বাবে আনন্দ উৎসব
ক'রতে আমার সম্পূর্ণ অভিমত ; তবে দানবেশ্বরের সম্মতি এবং
অনুমতি সাপেক্ষ ।

বলির প্রবেশ, ইন্দের সহিত আলিঙ্গন ও উপবেশন ।

বলি । যাতে সকলে সন্তুষ্ট, দেবরাজের সম্মতি, তাতে
আমার অসম্মতি কিছুমাত্র নাই । তবে সুরাপান সম্বন্ধে সকলের
একটু সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য ।

কুন্তো । জয় হ'ক ! জয় হ'ক ! জয় জয় কার হ'ক ! যাও

বাপ । টাঁদেরা, সূধা নিয়ে এস, সূধামাখা হাতে, সূধামাখা মুখে, সূধা মাখা হাসি হাসতে হাসতে, সূধামাখা তানে প্রাণ মন মাতয়ারা ক'রতে ক'রতে সূধা বিতরণ কর, আমরা মনের সূখে সশরীরে,—মরে যাই ।

কার্ত্তিক । (জনান্তিকে ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ ! এটাই বা কিরূপ ব্যবস্থা হ'লো ?

ইন্দ্র । (জনান্তিকে) নারদের কূট যুক্তি !

কার্ত্তিক । এ যে কি কূট যুক্তি, কিছুই ত বুঝতে পারলেম না—বারুকী পানে দেবতা ? অসুর হবে, অসুর পশুত্ব প্রাপ্ত হবে, আর সেই সূত্রে একটা ঘোরতর উশৃঙ্খলতা সঙ্ঘটিত হবে । এই ত এ কূট যুক্তির পরিণাম ?

ইন্দ্র । সে বিষয় নিশ্চিত থাক, নর্ত্তকীগণকে বিশেষরূপেই সতর্ক ক'রে দেওয়া হ'য়েছে ; তারা নৃত্য গীতে মুগ্ধ ক'রে এমন ভাবে সুরা বিতরণ ক'রবে যে, দানবগণ তীব্র সুরার প্রসাদে উন্মাদ হ'য়ে আত্মকার্য্য বিস্মরণ হবে, আর দেবতারা অতি মৃদু উত্তোজক মধুর সুরা সামান্য মাত্র পান ক'রে দ্বিগুণ ক্ষুধা—দ্বিগুণ বল প্রাপ্ত হবে । অথচ নর্ত্তকীগণের কৌশলে অসুরেরা তার বিন্দুমাত্রও অনুভব ক'রতে পারবে না । কার্য্য উদ্ধার জন্য এ ব্যবস্থা ভালই হ'য়েছে ।

কুন্তো । কৈ গো টাঁদেরা এত বিলম্ব কেন ? চকোরের দল, যে মারা গেল ! সূধা পিয়াও—সূধা পিয়াও !

বিবিধ সুধা সহ বিবিধ পরিচ্ছদে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ।

গীত ।

প্রেমে মাতয়ারা, পরাণ পিয়ারা, ধর ধর সুধা পিওরে ।

তুঁহা লাগি সুধা, পরাণ ভরিয়ে, রেখেছি প্রাণ পি ওরে ।

(সুধা পিয়রে—প্রাণ পিয়রে)

ধীরি ধীরি ধীরি পরাণ বঁধুয়া, কর কর সুধা পান—

মাতি প্রেম রসে, পিরীতি আকাশে, আবেশে উড়াও প্রাণ ।

পিয়াব অধর সুধা,—

দিব ভালবাসা, পুরাইব আশা, মিটিবে পিরীতি সুধা ।

প্রেম অনুরাগে, চলিয়ে মোহাগে, অধর সুধা স্পঁপিয় রে ।

(নৃত্য ও হাব ভাব সহ, অসুরগণকে তীর সুরা ও

দেবগণকে মৃদু সুরা প্রদান)

তারক । (সুরা পান হেতু জড়িত স্বরে) অতি সুন্দর !
অতি সুন্দর ।

নরক । (ঐ স্বরে) বহুৎ আচ্ছা মেরে প্যাঁতী—

কুন্তো । (সগত) এই সুরা হ'য়েছে, লাট্ খায় আর কি ।

(প্রকাশ্যে) চলুক চলুক ! ঢালাও নাচ লাগাও তান্—

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

কুন্তো । আহা ! গেলি বাবা সব ! আঁধার ক'রে চ'লে
গেলি । তারক ভায়া ! এইবার সুধা টুকু আনো, শুভ কার্য্য
মিটে যাক ! “শুভস্র শীঘ্রং” আনো—আনো, এইবার “মধুরেণ
সমাপয়েৎ” ।

তারক । অবশ্য ! একথা ছু'শ বার ঠিক । উপযুক্ত
লোকের হস্তে সুখা বণ্টনের ভার দেওয়াই উচিত ।

কুন্তো । দেবরাজ কি উত্তর দেন শুন ।

ইন্দ্র । আমাদের কোনও আপত্তি নাই, যাকে ইচ্ছা
পরিণেমট। মনোনীত করতে পারেন ।

তারক । অতি উত্তম । আমি ভাগ করে—(গমনোচ্ছত)

নরক । (বাধা প্রদানপূর্বক) তুমি ব'সো, আমি ঠিক
ভাগ ক'রে দিচ্ছি !

অন্যান্য অসুরগণ সকলে । চল, সকলে মিলে দেখে শুনে
ভাগ যোগ করা যাক ; দশে মিলে করি কাজ, সুধার কলসী
নিরে এসে চুল টিরে ভাগ করে দেব চলো—

[কুণ্ডোদর ও বলি ব্যতীত সকলের উদ্ধৃতভাবে প্রশস্তি ।

কুন্তে । গীত ।

এইবার হবে সুধা ভাগ, চুন্ চেরা বিভাগ,
ভাগের লোভে ব'সে আছেন যত মহাভাগ,
ভাগের আগে ভাগতে হবে, স্বর্গে যাবেন সুধার কৈড়ে ।
তখন আমি দাঁড়িয়ে—সাগর-ধারে—

উদ্ধৃত্ত ভাবে দৈত্যগণের পুনঃ প্রবেশ ।

ভারক । ঠিক হয়েছে । ঠিক উপযুক্ত পাত্র মিলেছে এই
ত চাই । আমার দিকে কেমন একটু আড় নয়নে চাইলে দেখেছ
নরক ।

নরক। সেটা তোমার দিকে নয়হে আমার দিকে।
দেখলেনা, কেমন একটু মুচ্কে হেসে ঘেসে এসে, আমার
পাশে দাঁড়াল! ঐ দেখ আমার দিকে চাইতে চাইতে কেমন
ঠমকে ঠমকে পা ফেলে এই দিকে আসছে।

কুন্তো। (নেপথ্যে দৃষ্টি পূর্বক) বা! বা! এ কি চেহারারে
বাবা! এ কোন্ বিধাতা পুরুষের খোদকারীরে বাবা! এ খোদ-
কারী বিধাতা পুরুষের চোদ্দ পুরুষেরও নয়! বিলাও—বিলাও—
সুধা বিলাও,—প্রেম বিলাও—প্রেম বিলাও!—

সুধা-কুন্ত-কক্ষে মোহিনীর প্রবেশ।

গীত।

ভাল বাসা ভুবন ভরা, ছড়ানো প্রেম কুড়িয়ে নে-না।
বিনা মূলে যেচে বিলাই, হায়রে বালাই কেউ কেনে না॥
আমার প্রেমে যে মজেছে, সব ছেড়ে আশ্রয় ভজেছে,
এ প্রেমের সুখ যে জন বুঝেছে, সে তাজেছে সুখ বাসনা—
প্রেমে মাতয়ারা, পরাণ পিয়ারা, আশা ছাড়া সে ত জানে না,
(সে যে প্রেমেই পাগল)

তারে আপনি বেঁধে, প্রেমের ফাঁদে, প্রাণ ছাড়েত মন ছাড়ে না॥

কুন্তো। ঠিক পাত্র। উপযুক্ত পাত্র মিলেছে—দাও বাবা।
বিধাতা পুরুষের বাপের চোদ্দ পুরুষ। ভাগ করে দাও।
এইবার ঠিক চুল চেরা ভাগ হবে।

মোহিনী। (অগ্রাহভাবে দেবতাদের দেখাইয়া) এ দিকে
এরা সব কে—গা? ও কালো মিন্‌ষেটা কে?

শনি । উনি বড় কে-ও নন ; উনিই হচ্ছেন দেবরাজ ইন্দ্র । দক্ষিণ পার্শ্বে—ইনি দেবরাজ-কুমার জয়ন্ত । ইনি—দেব-সেনাপতি যড়ানন, ঐ—উনি আমার দাদা ধর্ম্মরাজ যম মহাশয় । আর আগাকে ত চিন্তেই পার্ছ, গ্রহ-দেবতা স্রীমান শনৈশ্চর । আর ঐ যা দেখ্ছ, অরুণ—বরুণ—অগ্নি—পবন । এক এক জন এক এক দিকপাল ! আর ঐ সব কতশত । তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম আর কত করব ! এখন বুঝে স্মৃতি, বিবেচনা-পূর্ব্বক স্মৃতিটা বাঁটয়ারা করে দাও ।

মোহিনী । দেবরাজ কাকে বলে গা ? ওর গায়ে ওগুলো কি ?

শনি । ওগুলি নয়ন, সেই জন্ত ওঁর একটা নামই হচ্ছে—
“সহস্র-লোচন” ।

কুন্তো । এখন সহস্র-লোচন । আগে ওগুলি আর এক রকম মেওয়া জিনিষ ছিল, ওগুলি ওঁর গুরুদত্ত ধন ।

মোহিনী । না বাপু ! আমার ভয় কর্ছে, দেখ দেখি এদিকে কেমন সব—যেন নবীন মেঘ ঢল্ ঢল্ কর্ছে !

কুন্তো । এক পশলা না ব'র্যে আর যায় না ! তা দাও বাবা—
ঐ মেঘের দিক্ হ'তেই আরম্ভ করে দাও !

তারক । দাও—দাও স্মৃতি, ও স্মৃতি-বদনি ।

স্মৃতি অধরে স্মৃতি হাসি ।

নরক । স্মৃতি সহিত, প্রেম স্মৃতি দানে,

স্মৃতি সাগরে ভাসাও আসি ।

মোহিনী । রসের সাগর ! জানোত নাগর,
যে ভাবে বহিছে প্রেমের হাওয়া !
ধৈরজ ধরিয়ে, থাকো কিছু কাল,
সবুরে এখনি ফলিবে মেওয়া ॥

তারক । আঃ মরি মরি ! কি মধুর কণ্ঠ ! কি মধু মাখা
কথা ! কি মধুর নয়ন-ভঙ্গী ! কি মধুর হাসি ! সব মধুময়—সব
মধু মাখা ! এ অক্ষয় সুধা কার ভাণ্ডারের ধন রে !

মোহিনী । এ ভাণ্ডার তোমাদেরই ।

কুন্তো । আমাকে ভাড়ারী রেখো বাবা !

তারক । পিপাসিত প্রাণ, কর সুধা দান ;
এস বিধুমুখি ! এস লো কাছে ।

মোহিনী । প্রাণ ভ'রে সুধা, এখনি বিলাব,
যাদের সুধা তাদেরই আছে ।

কুন্তো । বিলাও—বিলাও ! আরম্ভ ক'রে দাও, এর পর
বারবেলা পড়বে ।

মোহিনী । তোমাদের কাছ ছেড়ে, ও দিকে যেতে মন
সরছে না । দাঁড়াও, ওদের একছিটে একছিটে দিয়ে বিদায়
ক'রে এসে, তোমাদের নিয়ে আমোদ করব । ততক্ষণ তোমাদের
নাচ ওয়ালিদের ডেকে একবার নাচ গান করাও । তা নৈলে
আমোদ জমবে কেন ?

কুন্তো । কৈগো বাবা জম্জমার দল ! একটু যুত ক'রে

জামিয়ে দিয়ে যাও দেখি ! তোমরা ফাঁকে গেলে প্রাণ যে ফাঁকে
মেরে যায় বাপ ! চলে এস—প্রেম বিলাও— ।

সুরাধার হস্তে নর্তকীগণের পুনঃ প্রবেশ ও

“প্রেম মাতয়ারা পরাণ পিয়ারা ধর ধর সুধা পিওরে ।”

গীতের পুনরাবৃত্তি, মোহিনী কর্তৃক দেবগণকে সুধা ও অঙ্গারাগণ
কর্তৃক অঙ্গরগণকে সুরা প্রদান । সহসা শূণ্যবাণী নৃত্য গীত বিশ্রাম ।

শূণ্য বাণী ।

ঐ দেখ দেবগণের সহিত মিলিত হয়ে, ছদ্মবেশী রাজু দৈত্য সুধা
পাত্র গ্রহণ করেছে ; ঐ—সুধা পান করলে ! এখনো—গলাধ-
করণ হয় নাই । শীঘ্র—শীঘ্র প্রতিবিধান করুন,—

মোহিনী । স্তম্ভদর্শন ! শীঘ্র—

সহসা রাজুর দ্বিখণ্ডিত দেহ মধ্যস্থলে পতিত ও মোহিনীর অন্তর্দান ।

পশ্চাৎ চীৎকার করিতে করিতে নর্তকীগণের পলায়ন ।

তারক । একি ! একি ! দেখ—দেখ ! সহসা এ কার
দ্বিখণ্ডিত দেহ পতিত হলো ! কুন্তোদর শীঘ্র দেখ !

কুন্তোদর । (রোদনের স্বরে) সিংহী—মাসী—গো !—
তুমি—কোথায় গো !—তোমার সোনার দেউলের চূড়ো খসেছে
এ-এ-গো !—আ হা-হা । একটু আগে বাছা আমার কত সাধ
ক’রে সুধা খেতে আসুছিল—আহা হা ।—

তারক । কিছু নয়—কিছু নয়, বুঝেছি নিশ্চয়—

দেবের চক্রান্ত সব ; দেবের ছলনা !

কোথা গেল সুধা কুন্ত ! কৈ সে মোহিনী !

কৈ বিছাধরী দল ? তীত্র সুরা স্রোতে
 ভাসাইয়া দানবের জ্ঞান বুদ্ধি বল,
 বিলোলা কটাঙ্গ সহ কত হাব ভাবে
 মোহিয়া দানব-চিত্ত নৃত্য গীত তানে
 সুধায় বঞ্চিত যারা করিল অসুরে ?
 কৈ তারা ! কোথা গেল ? ধরিত্রী কুমার ?
 অমর-চক্রান্ত কিছু বুঝিলে এখন ?
 বুঝিলে কি ক্রুর দেব, সুধা বিনিময়ে,
 অকস্মাৎ করিল কি বিষ উদগীরণ ?
 আর না বীরেন্দ্রগণ ! ধর অস্ত্র সবে,
 ভাসাও সাগর কূল দেব-রক্ত-স্রোতে,
 কিম্বা পদে নিষ্পেষিয়া, পরমাণু রূপে—
 উড়াও অমর দেহ, অনন্ত অশ্বরে ।
 মহারাজ এখনও ঘুমে অচেতন ?
 দেখ দেখি দৈত্যানাথ ! নয়ন মিলিয়া,
 কি অনর্থ ঘটায়োছে ধূর্ত দেবগণ ।

ইন্দ্র । নয়ন মিলিয়া আর হবে না দেখিতে,
 থাকো এই—চির তরে মুদিয়া নয়ন ।

বলির মস্তক লক্ষ্য করিয়া বজ্রাঘাত ও এক দিকে নরক, তারক,
 অগ্নিদিকে জয়ন্ত, কাণ্টিক, পরস্পর অঙ্গ নিক্ষেপণ ।

বলি । বাসব ! দেবরাজ । জ্ঞাতি-হিংসা মহাপাপের
 জলন্ত মূর্তি । নিষ্ঠুরভাবে—নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে বলির

জীবনের শেষ করলে ! কিন্তু এই বলির দেহের এক একটি শোণিতবিন্দুপাতে, এক একটি ইন্দ্রপাত হবে, তা নিশ্চয় জেনো ! তারক ! আর বিরোধে প্রয়োজন নাই, যদি জীবন রক্ষা হয়, তা হ'লে এ শঠতার প্রতিশোধ প্রদান করবো। এক্ষণে আমাকে অস্ত্রাচল প্রাসাদে লয়ে চলো ! বামন ! তুমি আমার পরম পূজনীয় প্রপিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। যাও—পূর্ণমনোরথ হ'য়ে পূর্ণানন্দে দেববৃন্দের সহিত স্বর্গে যাও। বাঁচিত আবার সাক্ষাৎ করব, নতুবা এই পর্য্যন্তই শেষ ! (অবসন্নভাবে পতন)

যম । এই পর্য্যন্ত ! এই পর্য্যন্ত কি হে ? যে পর্য্যন্ত এই জগৎত্রয়্যাক্ষাণ্ড মধ্যে দানব নাগধারী একটি ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্রও জীবিত থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেবতার অস্ত্র বিশ্রাম করবে না।

তারক । শুনু'ছেন কি, মহারাজ ?

নরক । আর শুনু'বে কে ? একবারে চেতনা শূন্য।

তারক । শীঘ্র রথ প্রস্তুত ক'রে মহারাজকে অস্ত্রাচলে পাঠাও।

[বলিকে লইয়া অশ্বরগণের প্রস্থান।

যম । দেবেন্দ্র নন্দন । এই মহেन्द्र সময় ।

বাসুকি-নীশ্বাস বিষে, জলধি মন্ডনে

ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে হীনবল সবে,

তার উপর নিরাসাহ বলির নিধনে ।

নিবিন্দ কারণে এবে দুর্বল দানব ।
 তোমরা সবল সবে সুধার প্রসাদে ।
 তাই বলি, অবসর নাহি দেহ আর
 দৈতা বিনাশের এই মহেন্দ্র সময় ।

[সকলের প্রস্থান ।





দ্বিতীয় অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।



স্থান—শুক্রাচার্য্যের তপালয় নিকটস্থ অনুচ্চ

শৈলময় উপত্যকা ।

দেবযানীর প্রবেশ ।

গীত ।

দেবযানী । যে যারে চায় হায় রে বিধি, সে কেন তার পায় না রে ।
না পায় যদি কেন তবে, হতাশ প্রাণ তার যায় না রে ।
বুকে যার অনলের শিখা, প্রাণ ফাঁকা যার জগৎ ফাঁকা,
ত্রিসংসার যার বিষে মাথা, সে কেন বিয় যায় না রে ॥

কচ । নেমে এসো না দেবযানি ।

দেবযানী । না আমি নাম্ব না—

কচ । কেন ?

দেবযানী । তুমি আমায় ভালবাস না কেন ?

কচ । ভালবাসি দেবযানি ! তুমি অতি সুন্দর ! এসো
নীচে এসো ।

দেবযানী । না আমি নাম্ব না, আরও উচুতে উঠব, হয়
তোমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাম্ব, নয় চিরদিনের মত
শান্তির গলা ধরে একবারেই নাম্ব । দেখ দেখি কচ ! ঐ
উপত্যকা-বাহিনী ক্ষুদ্র তরঙ্গিনীর ছোট ছোট তরঙ্গ গুলি,
কেমন নেচে নেচে খেলা করছে ! আমি ওদের খেলা
ভেঙ্গে দেব ।

কচ । কেন জলে ঝাপ দেবে ? কার জন্ম দেবি !

দেবযানী । কার জন্ম ? তোমার জন্ম । কতবার বলেছি
আবারও বলি তোমার জন্ম । কচ ! আমি তোমায় ভালবাসি
ক্ষণকাল তোমায় না দেখতে পেল, পিতার কাছে গিয়ে
তোমার জন্ম কেঁদেছি ! তুমি আমার হৃদয়ের অধিক স্থান
অধিকার করেছ ; তোমাকে না পেলে আমার সংসারের অনেক
আশা—অনেক সুখ—অনেক শান্তি কমে যাবে, হৃদয় ফাঁকা
হবে—সংসার শূন্য হবে ! এ ফাঁকা প্রাণ নিয়ে, ফাঁকা
জগতে কি সুখে থাকব কচ !

কচ । জানি, দেবযানি ! তুমি আমাকে ভাল বেসেছ,
তুমি আমার জীবনদাত্রী । দেবযানি । আমি ফলমূল্যাহারী
কঠোর নিরস ভ্রতচারী ব'লে, আমার হৃদয় নিরস নয় ! আমি
নিতান্ত হৃদয়শূন্য নৈ, প্রণয়ের পবিত্রতা আমি বুঝি । কিন্তু

দেবযানি ! তোমার সঙ্গে আমার সে প্রণয়ের আশা নাই ।
 তুমি আমার গুরুকন্যা—আমার স্নেহময়ী ভগিনী । ভগি !
 আমাকে ভ্রাতৃ-স্নেহে ভালবেসো । দেবি ! সেই স্বখের শৈশব
 একবার স্মরণ কর দেখি । আমি যখন বিদ্যা শিক্ষার জন্য
 তোমাদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন হ’তে একত্রে বাস,
 একত্রে পাঠাভ্যাস হেতু, উভয়ের মধ্যে কত ভালবাসা—কত
 স্নেহ—কত মমতা জন্মেছে ! কত সরল মনে—সরল প্রাণে
 —সরল ভালবাসার চক্ষে দেখতে ? বনের লতাটীর মত ছিলে ।
 এক মুহূর্তের জন্য কচকে না দেখতে পেলে, নিতান্ত বালিকার
 মত, সেই সরলতা মাখা মুখে পিতার নিকট গিয়ে বলতে
 “কচকে অনেকক্ষণ দেখি নাই—কচকে না দেখলে প্রাণ যেন
 কেমন করে ।” তোমার পিতাও সেই সরলতা মাখা মুখখানি
 দেখে মোহিত হ’তেন । আজ বল দেখি দেবযানি । সেই
 নিশ্চুদ্ধ সরলতার উপর যদি অন্য ভাবের ছায়া পড়ে, তা’হলে কি
 আর তেমন দ্বারা অগ্নানমুখে পিতার কাছে গিয়ে, কচের অদর্শন
 বাধা ব্যক্ত করতে পারবে ? দেবযানি ! তুমি মহর্ষি শুক্রা-
 চার্য্যের প্রাণাধিকা কন্যা । পিতার নিকট জ্ঞান লাভ করেছ—
 যোগ অভ্যাস করেছ—আজসংসম শিক্ষা করেছ । কিন্তু এত
 শিক্ষা—এত জ্ঞান যে, একটা প্রবল-প্রবৃত্তি-প্রস্রোতে ভেসে
 যাবে, তোমার সেই শৈশবের সরল ভালবাসা যে, সময়ে ভিন্ন-
 মূর্ত্তি ধারণ করবে, এ ত ভগিনী একটী দিনের জন্যও
 ভাবি নাই ।

দেবযানী । তুমি আমাকে অগ্রায় তিরস্কার ক'রছ কচ ! আমি তোমাকে ভালবেসেছি, তুমিও ক্রমে ক্রমে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্থান টুকু অধিকার ক'রেছ, তোমার অভাবে তোমার স্থান আর পূর্ণ হ'বে না । আমি তোমাকে ভালবেসেছি ব'লে সত্য সত্যই স্থণিত প্রবৃত্তি-স্রোতে ভেসে যাই নাই । তুমি ভালবেসেছ জেনেই আমি নিজের ভালবাসার স্রোত ফিরাতে পারি নাই । তবে, তুমি পুরুষ—দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র ; অনেক যোগ শিক্ষা করেছ, আত্মসংযম জানো ; তাই অনায়াসে চিত্তবেগ সংযত করলে । আমি তা জান্লেও, ক্ষুদ্রহৃদয়া স্ত্রীজাতি, তাই নিতান্ত লঘু তৃণ-মুষ্টির মত বাসনা-স্রোতে ভেসে যেতে বসেছি । হয় তুমি আত্ম-সংযমে সিদ্ধ পুরুষ, নয় ভালবাস্তে জানো না । যা দেখাও, সে কেবল ভালবাসার ভাণ মাত্র । আর তা জান্বেই বা কেন, তুমি এসেছ বিজ্ঞা শিক্ষা করতে, ভালবাস্তে ত আসো নাই ।

কচ । এ কথার উত্তর কি দেব দেবযানি ! ঈশ্বর জানেন কত ভালবাসি । সে ভালবাসা কি অপূর্ব জিনিষ ! আমি তোমার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে ভুলি নাই, আমার ভালবাসা অনন্ত । যদি কখনও এ দেহের পতন হয়, যদি মরণের পর স্মৃতি থাকা সম্ভবপর হয়, তাহ'লে এ দেহ যাবে—পঞ্চ ভূত পঞ্চভূতে লয় হবে । কিন্তু দেবযানি ! তোমার ভালবাসার স্মৃতি চিরদিন থাকবে । আজ আমি তোমার ভালবাসার স্মৃতি বুকে ক'রে বিদায় হ'ব বলেই এসেছি ! আর আমার এখানে স্থান নাই !

এই বিদায়ই বোধ হয় শেষ বিদায় । দেব দানবে আবার ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত, দেবরাজ ইন্দ্রের নৃশংস ব্যবহারের কথা শুনলে গুরুদেব আর দেবতার অস্তিত্বও রাখবেন না, সব ভস্ম্য পরিণত করবেন ! কেন ভালবাসায় মুগ্ধ ক'রে, গুরু কোপানলে দগ্ধ করবেন দেবযানি !

(ভোঁদার প্রবেশ)

ভোঁদা । বাহবা ! বেড়ে রং তামাসা চলছে যে হে কচ মহাশয় ! আশ্রমে বো'সে আমোদটা বুঝি ভাল রকম জমে না তাই পাহাড় পর্য্যন্ত ঠেল ধরেছো, ভাল ভাল । কিন্তু দেখ কচ ! সেবার মদের সঙ্গে শুক্র ঠাকুরকে খাইয়েছিলাম, তাই পেট চিরে বার হ'য়ে বেঁচে গেলে ! এবার আর সে শুকুরকে খাওয়াচ্ছিনে, কুকুর দিয়ে খাওয়াব, আবার সেই কুকুর মেরে, কাক চিল্কে খাওয়াব, তার পর সেই কাক চিল্ মেরে চুলিতে ফেলে পুড়িয়ে ভস্ম্য ক'রে, সেই ছাই ভস্ম্য সাগরের জলে গুলে দেব । এবার কার কি চিরে বার হবে বেরিও ত ধন ।

কচ । কেন তাই । আমি তোমাদের কাছে এমন কি অপরাধ করেছি যে, সেই কোপে বার বার আমাকে এত নির্ঘাতন ক'রছ ?

ভোঁদা । এর চেয়ে আর কি ক'রতে চাও হে ! বুকে ব'সে দাড়ী ওপড়াচ্ছ, আবার বলছ অপরাধ কি ? দেখ আমরা যখন এতটুকু বেঙ্গাচি—লেজ খসে নাই, তখন থেকে

এই পুকুরে—এই পদ্ম গাছের গোড়ায় পড়ে আছি । এখন পদ্ম গাছ বড় হ'ল, আমরাও লোজ খসিয়ে পাঁড় ব্যাঙ্গ্ হ'য়ে উঠলাম, পদ্মের কুঁড়ি হ'ল, আমরাও আনন্দে লাফাতে লাগলাম, তার পর যেই পদ্ম ফুটল, অমনি তুমি বেটা ভোমরা কোণা থেকে ভেঁা ক'রে উড়ে এসে মধু খেয়ে লম্বা দেবে, আর আমরা পাঁকের ব্যাঙ্গ্ পাঁকে প'ড়ে পাঁাক্ পাঁাক্ ক'রবো ! তা হ'চ্ছে না ভ্রমর ! এখন ভাল চাও তো দেবযানীর আশা ছাড় ।

কচ । কিসের আশা ! দেবযানীর আশা, দেবযানী আমার কে ; তার জন্ত আশাই বা কি ! দেবযানী আমার গুরুকন্যা, গুরুকন্যাকে যে চক্ষে দেখতে হয়, যে ভালবাসা দিয়ে পূজা ক'রতে হয়, তা চিরদিন ক'রবো ! কার কথায় সে আশা ছাড়বো, কে আমাকে সে আশা ত্যাগ করাবে, সে স্নেহ—সে ভালবাসা—সে পূজা, আমার হৃদয়ে । সে উপাস্ত্র প্রতিমা আমার প্রাণেব সঙ্গে বাঁধা ! কে আমাকে সে প্রতিমা-পূজায় বঞ্চিত ক'রবে ? যাও দেবযানী ! আশ্রমে যাও ! গুরুদেবের আসনার সময় হয়েছে !

[কচের প্রস্থান ও দেবযানী প্রস্থানোত্ততা ।

ভেঁাদা । (দেবযানীর গমনে বাধা দিয়ে) কি ? যাচ্ছ যে, একটু দাঁড়িয়ে যাও না, একটা কথা—

দেবযানী । তোমার মনের ভাব কি বল দেখি ।

ভেঁাদা । সে কথা নূতন ক'রে কি বলব যানি ।

দেবযানী । আমি তোমার কে জান ?

ভোঁদা । জানি ! সব জানি, কিন্তু পোড়া প্রাণ যে
নোবো না যানি ! প্রেমিক মানুষ কি না ?

দেবযানী । তুমি প্রেমিক ? তুমি পশু ! পশুতে যে প্রেম
আছে, হয়ত তোমাতে তাও নাই, হয় তুমি অতি পাষণ্ড, নয়
ঘোর উন্মাদ —পাগল ।

ভোঁদা । পাগল ! তা ব'লতে পার—তুমি তা ব'লতে
পার ; তবে কথা কি জান দেবযানী, পাগল হই—ছাগল হই,
তোমারই আছি । তোমার জন্তই পাগল হ'য়েছি—

(সুরে —এখন ঘরের পাগল বেঁধে রাখ,
তোমার প্রেমের ছাগল ছেড়নাকো ।
বদসি যদি কিঞ্চিদপি ।

দেবযানী । দূর হও অধম পিশাচ ।

ভোঁদা । মাইরি ব'ল্ছি দেবযানি, তোমাকে না পেলে
সঁচবো না ! তবে একটু একটু ক'রে মারা কেন, হেতের দাও,
তোমার সামনে বুক তিরে প্রাণ বার ক'রে দিই ।

দেবযানী । সেও যে তোর পক্ষে মঙ্গলের কথারে দানব ।
তা হ'লে গুরুকন্যাকে পাপের পথ দেখানো পাপের, কতকটা
প্রায়শ্চিত্ত হয় । কিন্তু তুই তা পারবি নে, যে পাপ-লালসা
পূরণের জন্ত এত লালাইত, সে কি ম'রতে পারে ? ধরিত্রী এত
স্বকৃতি কি ক'রেছেন যে, তোর পাপের ভার বহন হ'তে নিষ্কৃতি
পাবেন, দূর হও—দূর হও মহাপাপ ! আমার সম্মুখ হ'তে দূর

হও ! নৈলে এখনি পিতার কাছে ব'ল্ব । হয় ব্রহ্মশাপে ভস্মা
হবি, নয় বলি রাজার কাছে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবি ।

ভোঁদা । ও দেবযানি ! সেই ভয় দেখাচ্ছ ? বলি—বলি
কি আর আছে ? এক কোপেই বলি হ'য়েছে । বলি সে কথা
কি শুন নাই ? আমরা তোমার বাবা শুক্ৰঠাকুরকে নিতে
এসোঁছি, তিনি গিয়ে তাঁকে বাঁচাবেন ; পাগলের কথা ! মলে
আবার বাঁচে । সে পক্ষে খাঁটি আছি ! এখন তুমি যেন মাটী
ক'রো না । শুক্ৰঠাকুর, বৃষপর্ব্বা মহাশয়ের সঙ্গে অস্ত্রাচলে চল্লেন,
কচটা প'ড়ে রইল । ওকেও একদিন কচকচ্ ক'রে কুপিয়ে
ওকর্ম্ম ক'র্ব্ব । তার পর তুমি আর আমি—বুঝতেই ত পারছ ।

দেবযানী । আমি যে তোমার গুরুকন্যা রে পাপিষ্ঠ ।

ভোঁদা । আহা ! আমার বেলায় গুরুকন্যা, আর কচ মহা-
শয়ের বেলায় বুঝি সাতপাকের মাসী, তারও ত গুরুকন্যা, তবে
তার কাছে এত প্রেমের ঢেউ খেলছিলে কেন ?

দেবযানী । তুমি অধঃপাতে যাও !

[বেগে প্রস্থান ।

ভোঁদা । যাও না বাবা, বলিরাজা ত ম'লো, এখন ঘরে
ঘরে লড়াই বাধবে, দতি্যরাজ্য অরাজক হবে, আর আমরা ধরুক
আর খাব । গুরুকন্যাগিরি বার ক'র্ব্বো ! বলিটা পাছে না
মরে, পাছে—টোঁরা হয় সেই ভয় । হে ঠাকুর যেন বাঁচে না,
হে ঠাকুর মরে যাক্, হে ঠাকুর মরে যাক্ ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—১৫৭—

শুক্লাচার্যের আশ্রম ।

শুক্লাচার্যের প্রবেশ ।

শুক্লাচার্য । দেব-শূন্য হবে বিশ্ব আজ !

আজ হ'তে থাকে যদি দেবনামধারী
প্রাণিমাত্র, এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ;
ধিক তবে ভৃগুবংশে—ধিক ব্রহ্মতেজে ।
ধিক তপস্যায় মগ্ন, ধিক শুক্র নামে !
সঞ্চিত তপ সামর্থ্য ব্রহ্মতেজোরশি
সমস্ত করিব ক্ষয় দেব ধবংস যাগে ।
কৈ কচ ! কৈ শিষ্যগণ !

কচের প্রবেশ ।

কচ । আজ্ঞা করুন—

শুক্লা । আমার আদেশ মত সমস্ত আয়োজন কর ।

কচ । আপনার নিত্য হোমের সমস্তই প্রস্তুত রেখেছি ।

শুক্লা । আজ শুদ্ধ নিত্য হোমের নয়, মহাহোমের
আয়োজন ।

কচ । হঠাৎ কি মহাহোমের আয়োজন হ'লো প্রভু ?

শুক্লা । দেববংশ ধবংস সঙ্কল্পে, সুর-মেধ মহাহোমের
আয়োজন । আজ জগৎ দেব-শূন্য ক'র্বো—ইন্দ্রের অস্তিত্ব

লোপ ক'রব। দেখবো কার সাধ্য রক্ষা করে। ছুরাত্মা নিরপরাধ — নিরস্ত্র বলিকে বিনাশ ক'রেছে। আমি আজ দেব-কুল বিনাশ বিনাশ ক'রে তার প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রবো। তোমার পিতা বৃহস্পতি, তিনি দেবতার উপদেষ্টা; সুতরাং এর জন্য তাঁকেও কিছু প্রতিফল গ্রহণ ক'রতে হবে।

দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। তাঁর অপরাধ কি বানা?

শুক্রে। তিনি দেবতাদের উপদেষ্টা। গুরুকে আদর্শ ক'রে শিষ্যের চরিত্র গঠিত হয়, একি জানো না?

দেবযানী। তোমার শিষ্যেরাও ত কত বার কত ছলে তাঁর পুত্র কচকে বিনাশ ক'রেছিল, কই তিনি ত তোমার উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই, সমস্ত অসুর বংশ ধ্বংসের জন্যও সঙ্কল্প করেন নাই।

শুক্রে। আমার শিষ্যেরা কচকে যতবার বিনাশ ক'রেছে, আমি ততবারই জীবিত ক'রেছি, তিনি আজ বলিকে জীবিত করুন।

কচ। তপ প্রভাবে তা যে না হ'তে পারে তা নয়, তবে তিনি তপঃক্ষয় ক'রবেন কি না জানি না!

শুক্রে। আমি ত তোমার জন্য তপঃক্ষয় ক'রেছি?

কচ। আপনার তপস্যা অনন্ত। বিশেষতঃ আপনার নিকট সঞ্জীবনী মহামন্ত্র আছে, মৃত বলিকে পুনর্জীবিত করুন,

বলির দ্বারাই হৈন্দের ধ্বংসের দণ্ডবিধান করুন, সমস্ত দেবতার প্রতি এ ভীষণ দণ্ডের বিধান কেন ?

শুক্ৰ । কচ, তুমি বৃহস্পতির পুত্র—আমার শিষ্য, স্মৃতরাং আমারও পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র । আমি তোমার গ্ৰায়সম্মত যুক্তিতে অনুমোদন ক'রলাম । আমি এখনি সমস্ত ভার্গবগণের সহিত অস্তাচলে দানবপুরীতে গমন ক'রে বলিকে পুনর্জীবিত ক'র্বো, ব্রহ্মতেজ বলে তাকে সহস্র গুণে বলবান ক'রে, বাসব-বিজয়ে নিয়োগ ক'র্বো ! তুমি সাবধানে থাকবে । বলির মৃত্যুতে দৈত্যগণ নায়কহীন, স্মৃতরাং অনেকাংশে স্নেহচা-চারী হ'য়ে উঠবে, তোমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার ক'রলেও ক'রতে পারে । দেবযানি ! তুমি কচকে সাবধানে রক্ষা কর, আমি চলেম, শিষ্যগণ প্রস্তুত হও । কই আমার কমণ্ডলু !
(কমণ্ডলু গ্রহণ পূর্বক) শ্রীহরি ! শ্রীহরি !! শ্রীহরি !!!

গীত ।

হরে মুকুন্দ মুরারে ।

ভুবনমোহন রূপ, মহাবিষ্ণু মায়া কুপ,

ভক্ত হৃদ-পদ্ম-মধুপ, মধুকৈটভারে ॥

কেশব করুণাসিদ্ধ, দয়াল হরি দীনবন্ধু,

কমলা-কুমুদ-ইন্দু, কালিয় কংসারে ॥

ভব ভাব্য ভক্তিদাতা, ভক্ত জন ভয় ভ্রাতা,

ভূমণে মুক্তি বিধাতা, ভবান্ধি দুস্তরে ।

[প্রশ্নান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

—

স্থান—অস্তাচল-দৈতাপুরী ।

তারক ও বৃষপর্বর প্রবেশ ।

তারক । ক্রমে যতই কালবিলম্ব হ'চ্ছে, ততই চিন্তার বৃদ্ধি হ'চ্ছে । এখনো যে গুরুদেব শুক্রাচার্যের দেখা নাই । কোনো ব্যাঘাত ঘটল নাকি ?

বৃষপর্বর । ব্যাঘাতের কারণ ত কিছুই দেখি না, বিশেষ তাঁর ইচ্ছার উপর কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটবে অসম্ভব ।

তারক । অল্প ব্যাঘাত না ঘটুক, আমার ভাবনা, ছুরাত্মা বাসব ঘোর মায়াবী, পাছে স্তব বিনয়ে তুষ্ট ক'রে, গুরুদেবের আগমনে বিঘ্ন ঘটায় ।

বৃষ । সেটাও সম্ভবপর নয় । ইন্দ্রের এই ঘোর অত্যাচারের কথা শুনে, তিনি যে স্থির থাকবেন তা কখনই নয়, বিশেষতঃ রাজকুমার বান এবং আমার আদ্য একজন প্রধান সৈনিক অতি দ্রুতগামী রথে তাঁর নিকট গমন ক'রেছে, কুস্তোদরও সঙ্গে আছে, চিন্তার কারণ কিছুই নাই ।

শিষ্যদ্বয় সহ শুক্রাচার্যের প্রবেশ ।

শুক্র । কিছু চিন্তা নাই, কৈ প্রহ্লাদ কৈ !

তারক । আস্তে আস্তে হ'ক । প্রভু ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এখানে উপস্থিত নাই । দানবপতি মহারাজ বলির এই

অভাবনীয় মৃত্যুতে নিভাস্ত মর্ম্মাহত হ'য়ে তিনি সাধনাশ্রমে
গমন ক'রেছেন ।

শুক্র । বিরোচন কোথায় ?

তারক । তাঁরা পিতাপুত্র একত্রেই সাধনাশ্রমে । পুত্রের
অকাল মৃত্যুতে তিনিও মর্ম্মাহত ।

শুক্র । বলির অকাল মৃত্যু ! শুক্রাচায়া বর্ত্তমানে ! প্রহ্লাদ
উন্মাদ ! বিরোচনও বিবেচনা শূন্য । তারক ।

তারক । আঙা করুন ।

শুক্র । বলির মৃতদেহ কোথায় ?

তারক । 'দিব্য কুসুম মালায় ভূষিত ক'রে মণিময় পালঙ্কে
রক্ষা করা হ'য়েছে, শত শত অস্ত্রধারী রক্ষীগণ নীরবে তাঁর দেহ
রক্ষা ক'রছে ।

শুক্র । এই সঞ্জীবনী সূধা গ্রহণ কর, মৃত দেহে সিক্তন
করগে, চক্ষুতে, রসনায়, বিন্দু বিন্দু প্রদান ক'রবে । ভার্গবগণ !
সকলো সমবেত হ'য়ে যথারীতি আচমন পূর্ব্বক ইন্দ্র-দর্প দলন
সঙ্কল্পে বলি-বল-বর্দ্ধনার্থে আচ্ছতি প্রদান কর । মন্ত্রপূত সূধার
সহিত বলির দেহে ত্র্যম্বকেজ্জ অর্পণ কর । শিষ্যগণ ! অরুণী ঘর্ষণ
পূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন কর ।

১ম শিষ্য । আঙে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘষাঘষি ক'রছি, আঙুগত
জ্বলছে না ।

২য় শিষ্য । (উভয় কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিতে করিতে) এত
ঘষাঘষি ক'রছি, তবু যে গরম ক'রতেও পারলাম না প্রভু !

শুক্র। ওঃ বুঝি, বাসব বিষ্ণুকে আছতি গ্রহণে তুমিও
অসম্মত। কেমন ছত্ৰাশন? ভাল, থাকো! আজ ব্রহ্মতেজে নূতন
অগ্নি সৃষ্টি কবে আছতি প্রদান ক'রব। শিষ্যগণ! অরণী দূরে
নিষ্ক্ষেপ কর, আর ঘর্ষণে প্রয়োজন নাই। শুদ্ধ সমিধ, কুশ,
মাত্র স্থাপন কর! বল সকলে ওঁ ইন্দ্র-দর্পদলনে, মহা হোমে,
ব্রহ্মতেজে—

শিষ্যদ্বয়। প্রভু! জ্বলেছে জ্বলেছে! আগুন জ্বলেছে!

শুক্র। সকলে আছতি প্রদান কর (শিষ্যদ্বয় সহ আছতি
গ্রহণ পূর্বক) অস্মিন্ ইন্দ্র-দর্পদলনে—

শিষ্যদ্বয়। অস্মিন্ ইন্দ্র-দর্পদলনে—প্রভু! ঐ দেখুন আকাশ
হ'তে কি নামছে! রক্তবর্ণ রথ!

শুক্র। নামুক, মন্ত্র বল, এতে গন্ধপুষ্প গণেশায় স্বাহা

শিষ্যদ্বয়। এতে গন্ধপুষ্প গণেশায় স্বাহা—প্রভু! ঐ
আবার দেখুন—অস্ত্র! দিব্য অস্ত্র! বিছাচ্ছটা মাথা!

শুক্র। উত্তম, আবার মন্ত্র বল, অস্মিন্ বলি-বল বর্ধনে
মহা হোমে ওঁ বাহু স্বাহা

শিষ্যদ্বয়। অস্মিন্ বলি-বল-বর্ধনে—

দ্রুতপদে তারকের প্রবেশ।

তারক। আজ নিরানন্দময় দানবপুরে পূর্ণমহোৎসব! ঐ
দেখুন দানবেশ্বর পুনর্জীবন লাভ কবে, আপনার নিকট আগমন
করছেন।

শুক্র । এউ সময়ে সকলে একবার মঞ্জলময় মধুসূদন হরিকে
স্মরণ কর । বস সকলে—হরিবোল । হরিবোল ! হরিবোল !

গীত ।

যে নামে ঈশান ভোলে, সেই নামের নিশান তুলে,
ডাকবে করি ব'লে অবিদাম ।

এ সুধার সুধা রসে, যার রসনা রসে,
নামের পৌরুষে পায় সে পরম ধাম ।

অনলে গবলে, শৈলে সাগর জলে,
প্রহ্লাদ তরিল যে নামের বলে—

সেই নামে ব্রহ্মতেজে, দিয়ে প্রাণ দৈত্য বাজে,
ইন্দ্র দলনে রণে বরিলাম ॥

বৃষপর্কী ও নবকের হস্তধারণ পূর্বক স্তোত্রোচ্চারণে
বলির প্রবেশ ।

বলি । কোথা আমি ! কৈ সুধা,—কৈ মিস্কুকুল ?
সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওকে ! গুরুদেব গম ?
গুরুদেব ! করি প্রণিপাত !
কহ দেব কেন আমি হেথা ?
কোথা সে দিগন্তব্যাপী সাগর সৈকত ?
সমনেত দৈতাসেনা, কোথা দেবদল ?
কোথা সে অমৃত-ভাণ্ড ? কৈ সে মোহিনী ?
কোথা সে নর্তকীবৃন্দ কোথা নৃত্য গীত ?
সে সব কি স্বপ্ন গম ?

অথবা নিদ্রিত আমি, তন্দ্রার কুহকে—

এখনো যা দেখিতেছি এই স্বপ্নময় ?

শুক্র । অতীতের স্মৃতি পটে দেখিছ যে সব
স্বপ্ন নয় দানবেন্দ্র ! সত্য সংঘটন ;
স্বপ্নবৎ এ ঘটনা জীবনে তোমার !

বলি । হতেছে স্মরণ—যেন সুধা লাভ হেতু
সমবেত সিন্দুকুলে অমর দানব,
গাইছে নর্তকীরন্দ, নাচিয়া নাচিয়া
ঢালিতেছে দৈত্য মুখে তাত্র সুধারাশি !
প্রফুল্ল গদির পানে দেব দৈত্য দল ।
উল্লাসে নাচছে কেহ নর্তকীর সহ—
মিলাইয়া নিজ কণ্ঠ গায়িকার সনে
কেহ বা গাইছে গীত ; আনন্দ বা কেহ
দিতেছে মন্দার মালা বামাদল গলে !
হেন কালে যেন—

সহসা উঠিল এক ঘোর কোলাহল,
সবিস্ময়ে দেখিলু চাহিয়া—
শত বৈশ্বানর তেজে অগ্নিস্তম্ভ প্রায়
সম্মুখে বাসব-বজ্র গর্জিয়া উঠিল !
তারপর—কি ঘটিল নারিক স্মরণ ।

শুক্র । তারপর কি ঘটিল সুধাও তারকে ।

বলি । তারপর কি ঘটনা ঘটিল তারক ?

তারক । তার পর আর কি ? আপনার অনুপেক্ষণীয় আদেশে দেবতাদের স্বধার অংশ দেওয়াই স্থির হ'লো, দেব দানবের উল্লাস বর্ধনের জন্য নৃত্য গীত আরম্ভ হ'ল, সুরাত্র্যাত প্রবাহিত হ'লো, সুরাদেবীও ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করলেন, ক্রমে আমরাও তাঁর আজ্ঞানুবর্তী হয়ে উঠলাম। তার পর কোথা হ'তে এক মোহিনী মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'লো, সুরা-ধোত দৈত্য-হৃদয় সেই মোহিনী রূপে আকৃষ্ট হ'লো—তারি-ই উপর স্বধা বিতরণের ভার অর্পিত হ'লো ।

বলি । তার পর ?

তারক । তার পর সুরাপানোন্মত্ত দৈত্যগণকে কোশলে বন্ধিত ক'রে স্বধাভাণ্ড সহ মোহিনী মূর্ত্তির অন্তর্ধান—রাহুর ছিন্ন মৃণ্ড ধরায় স্মৃষ্টিত—দেবদলে উৎসব—দৈত্যদলে হাহাকার ! তখন আপনার চমক ভাঙ্গল। চমক ভাঙ্গল বটে, কিন্তু চৈতন্য লাভ অধিক ক্ষণের জন্য ঘটল না, সঙ্গে সঙ্গে সেই পাপিষ্ঠ বাসবের বিষম বজ্র আপনার মস্তকে পতিত হ'ল। সেই আকস্মিক দুর্ঘটনা দর্শনে, সমস্ত দৈত্য সেনা মহানলে দেবতাদের আক্রমণ করলে, কিন্তু আপনি সেই অর্ধ অচেতন অবস্থায় যুদ্ধে বিরত হ'তে আদেশ করায়, আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হ'লাম বটে, কিন্তু দেবতারা যুদ্ধে বিরত হওয়া দূরে থাক, দিগুণ উৎসাহে আমাদের আক্রমণ করলে। কাজেই আমরা আপনার জীবনহীন দেহ অস্ত্রাচলে প্রেরণ করে, সেই নেতাহীন—উৎসাহহীন অবস্থায় যত দূর সাধ্য বাধা দিয়ে, শেষে পরাজিত

স্বীকার পূর্বক 'রণক্ষেত্র' পরিত্যাগ ক'রে গুরুদেবের নিকট আপনার আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ কর্লেম । তার পর এই যা ঘটনা—গুরুদেবের কৃপায় আপনার জীবন লাভ ।

বলি । এত দূর গুরুদেব ! এ জীবন আপনার পদে চির দিনের মত বিক্রীত, আজ আবার আপনি আমার জীবনদাতা ।

শুক্র । শুন নিরোচনপুত্র ! আমি সমস্ত ভার্গবগণের সহিত সম্মিলিত হ'য়ে যথারীতি আছতি প্রদান পূর্বক তোমাতে বিপুল ব্রহ্মভেজ অর্পণ করেছি, শত নাসব বিজয়ের বল তোমার বাহুতে সঞ্চিত হয়েছে ! এক্ষণে আমার আদেশে ইন্দ্র দমন সংকল্পে মহাযুদ্ধে ব্রতী হও, এই বড়শ-যোজিত অগ্নিবর্ণ রথ, অক্ষয় অসি আমার সঙ্কলিত আছতি প্রভাবে কোন এক উচ্চতমধাম হ'তে উপস্থিত হয়েছে, এই রথ গ্রহণ কর, এই অসি ধারণ কর, আমি তোমাকে ইন্দ্র বিজয়ার্থে দেবযুদ্ধে বরণ কর্লাম ।

বলি । প্রণাম কর (প্রণাম) ।

শুক্র । এস বৎস ! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে বিজয়লাভ কর ! এক্ষণে আমি আশ্রমে চল্লাম । শিষ্যগণ ! প্রস্তুত হ'ও !

তারক । গুরুদেব প্রণাম ।

শুক্র । বিজয়লাভ কর ।

[সশিষ্যে শুক্রের প্রস্থান ।

বলি । শুন ধরিত্রী কুমার ! শুন মহারথী তারক ! নীর-শ্রেষ্ঠ বৃষপর্ব্বা ! শত্রুর শঠতায় মুগ্ধ হ'য়ে সূধায় বঞ্চিত হয়েছে ব'লে, ক্ষুব্ধ হ'ও না ! সূধার প্রসাদে সুরগণ বলবান হ'ক,

অমরত্ব লাভ করুক। তোমাদের দেহ নবনীতে গঠিত নয়,
শিশুর মায় সুধায় পালিত নয়। তোমরা যে সুধার প্রসাদে
বলবান—যে সুধার প্রসাদে চির অমর, অগ্রা সেই সুধালাভে
অগ্রসর হও। সমর-সিন্ধু মগ্নন করে অমর-বিজয় রূপ অক্ষয়
সুধা পানে বীরভোগা স্নর্গে আরোহণ পূর্বক অনন্ত কালের
জন্ম অমরত্ব লাভ কর ! বাল বৃদ্ধ সমস্ত দানবদলের সহিত
সমরে প্রস্তুত হও—সর্গ শাশানে পরিণত কর—ত্রিদিবপুরী
দেবশূন্য কর।

গীত ।

যা রে দানব-সেনা, নাহি মানো বাধা ।

অমর-দলন ব্রত কররে সমাধা ॥

ঘোর ছল্কারে, কোদণ্ড টঙ্কারে,

বীর পদভরে সবে কাঁপারে বসুধা ॥

নারদের প্রবেশ ।

বলি। আস্তে আস্তা হ'ক ! আহা হা ! বড়ই শুভ
যাত্রা ! দেখ তারক ! দেবর্ষির আগমন হয়েছে (সকলের
প্রণাম) অকস্মাৎ এ দৈতাপুরীতে আগমন কি জন্ম প্রভু ?

নারদ। কারণ এমন কিছু গুরুতর নয়, যদৃচ্ছা ভ্রমণ
করতে ক'রতে, অস্তাচলের উর্দ্ধদেশ দিয়ে অন্তরীক্ষ পথে গমন
করছিলাম, হঠাৎ সুদূরবাণী অস্তাচল শিখরে উদ্বেলিত সাগর
কল্লোলের মায় দানব সৈন্যের কোলাহল ধ্বনি শুনে পেলাম,

কোটি কোটি পতাকা দেখতে পেলেম, তাই মনে কল্লেম
একবার জেনে যাই কারণটা কি ?

বলি । বুঝলাম দেব নামধারী সকলের হৃদয়ই চাতুরী
পূর্ণ ! আজ, অন্তর্যামি দেবর্ষি জিজ্ঞাসা করছেন সৈন্য সজ্জার
কারণ কি ! কারণ কি কিছু অজানিত আছে প্রভু ?

নারদ । জানি সব, জানি বলেই উপস্থিত ক্ষেত্রে তোমাকে
কিছু বুঝিয়ে দিতে এসেছি, সেই সমুদ্র মন্থন কালে সূধা বিভাগ
সূত্রে দেব দানবের বিরোধ কাল হ'তে তোমার এই পুনর্জীবন
লাভ পর্যন্ত সমস্তই জানি, কিন্তু উপস্থিত সৈন্য সজ্জার কারণ
যে বুঝতে পার্লেম না ! এ কি দেব দলন সঙ্কল্পে অস্ত্র ধারণ ?
যদি তা হয়, তাহ'লে অনর্থক কোটি কোটি দানব সৈন্যের দ্বারা
অমরাবতীকে দলিত ও শ্রীভ্রষ্ট করবার ত কোনই প্রয়োজন
নাই । তোমার যুদ্ধ-সজ্জার পূর্বেই দেবতারা অমরাবতী ত্যাগ
ক'রে পলায়ন ক'রেছে, এখন বিনা যুদ্ধেই স্বর্গরাজ্য তোমার
অধিকৃত । স্বর্গের সম্পদ লাভ করেছ, এখন যাতে ইন্দ্র পদ
লাভ ক'রতে পার, তার চেষ্টা কর ।

বলি । স্বর্গের সিংহাসন অধিকার ক'রতে পারলেই ত
ইন্দ্র লাভ হ'লো ।

নারদ । তা নয় দানবরাজ ! তা নয়, এ ধারণাটা তোমার
সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক । বাহুবলে স্বর্গাধিকার ক'রতে পারলেই
যে ইন্দ্র লাভ হয় তা নয়, তাহ'লে তোমার প্রপিতামহ
প্রভৃতি অনেকেই ত স্বর্গবিজয় ক'রেছিলেন, কৈ তাঁরা ত ইন্দ্র

লাভ ক'রতে পারেন নাই ; সে সকল স্বর্গাধিকার ক্ষণেকের জন্ম । যখন সমস্ত দেবগণ ভক্তিসহকারে স্বর্গ-সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক সেইচ্ছায় অধীনতা স্বীকার ক'রবে, তখনই জানবে, ইন্দ্রও লাভ ! তুমি সে পদ লাভের উপযুক্ত পাত্রও বটে । উপযুক্ত বাহুবলও পেয়েছ, স্বর্গের সম্পদও লাভ ক'রেছ ! স্তূতরাং ঐশ্বর্যোবও অভাব নাই, এখন কার্যের অনুষ্ঠান ক'রতে পার, সময়ে ফলভোগীও হবে ।

বলি । কি অনুষ্ঠান অনুমতি করুন ।

নারদ । এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন, আর ক্রমে সেইগুলি পূর্ণ করা ।

বলি । এ ত অতি সহজসাধ্য ।

নারদ । অবশ্য তোমার পক্ষে সহজ সাধ্য বটে, কিন্তু ক্রমেই অসাধ্য হ'য়ে আসছে, দেবগণের সহিত মেঘবাহনের স্বর্গভাগের সঙ্গে সঙ্গে মেঘেরাও স্বর্গভাগ ক'রেছে, স্তূতরাং সংসারে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ হাহাকার উথিত হবে, তৃণ শস্তাদির অভাবে গাভীগণ আর সেরূপ প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধদান ক'রবে না, কাজেই অর্থ সংকটে অভাবগ্রস্ত হ'তে হবে, সেই জন্ম ব'ল্ছিলাম, এখন হ'তে তার উপায় বিধান কর ।

বলি । কি উপায় স্থির ক'রেছেন ?

নারদ । উপায় ব'লে দেওয়া সহজ, কিন্তু কার্যো পরিণত করার সাধ্য অসাধ্য তোমার ! যদি সমর্থ হও, তাহ'লে সন্নর্তাদি মেঘগণকে বলপূর্বক আনয়ন ক'রে যথানিয়মে বারিবর্ষণে

নিযুক্ত কব । অন্যান্য দেবতাদেবও ধৃত ক'রে আন্তে পাবলে,
আবশ্যক মত অনেক কার্যো নিযুক্ত ক'রতে পারবে ।

বলি । দেবতাবা এখন কোথায় ?

নারদ । মর্ত্যো পশুপক্ষী রূপে বনে বনে বিচরণ ক'রছে ।

বলি । তাদের ধৃত করবার উপায় ?

নারদ । পশুপক্ষী ধ'রতে গেলেই কিরাত ব্যাধের প্রয়ো-
জন, তোমবাও কিরাত মূর্ত্তি ধারণ ক'রে মর্ত্যো গমন কর ।

বলি । কেমন তারক ? কিরাত মূর্ত্তি ধারণ ক'রতে
পারবে ত ?

তারক । কোনো কার্যোই অসমর্থ নই, মুহূর্ত্তের মধ্যে
মর্ত্যোর পশুপক্ষীকুল নির্মূল ক'রব ।

নারদ । সেটাও যুক্তিসঙ্গত নয়, সদানুষ্ঠান সংকল্পে নিরীহ
জীবের প্রতি নিগ্রহ ! এইটেই কি কর্তব্য ?

তারক । তবে কি উপায়ে দেবগণকে ধৃত করা যায়, তার
উপায় বলুন ।

নারদ । উপায় “দানব-পাছুকা ।” পশুপক্ষী রূপধারী
দেবগণকে ধৃত করবার জন্ত, যত স্থানে যত দৈত্য দলবদ্ধ হ'য়ে
গমন ক'রবে, প্রত্যেক দলের সঙ্গে এক এক খণ্ড দানব-পাছুকা
প্রদান কর, যত স্থানে যত পশুপক্ষী ধৃত ক'রবে, প্রত্যেকের
মস্তকে ঐ পাছুকা স্থাপন ক'রবে এবং গর্বির্বতস্মরে বলবে, এই
“দানব-পাছুকা” বহন কর ।

তারক । তাতে হবে কি ?

নারদ । যারা প্রকৃত পশুপক্ষী তাহা কেবল ভীত চকিত ভাবে নীরবে সহ্য ক'রবে, আর যারা পশুপক্ষী রূপধারী দেবতা, তারা সেই অসহ্য অপমানে আত্মহারা হ'য়ে আত্মপ্রকাশ না ক'রে আর থাকতে পারবে না, যেই আত্মপ্রকাশ—সেই বন্ধন, কেমন দানবরাজ । এ যুক্তি কি ভাল নয় ?

বলি । আপনার যুক্তিই শিরোধার্য্য । যাও তারক ! তুমি নবক, বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি এক এক জন এক এক দলের নেতা হ'য়ে কিরাতের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্য গমন কর । পার ত মর্ত্ত্যবাসী ব্যাধদলের সহিত মিলিত হ'য়ে কার্য্যোদ্ধার ক'রো ।

নারদ । হাঁ, এক্ষণে ব্যবস্থামত কার্য্যের আয়োজন কর । অস্তাচলের উত্তরভাগে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রবে । এক্ষণে আমি বিদায় হলেম, আবার যথাসময়ে সাক্ষাৎ ক'রব ।

বলি । যে আজ্ঞে তবে আমিও চল্লম, প্রণাম ।

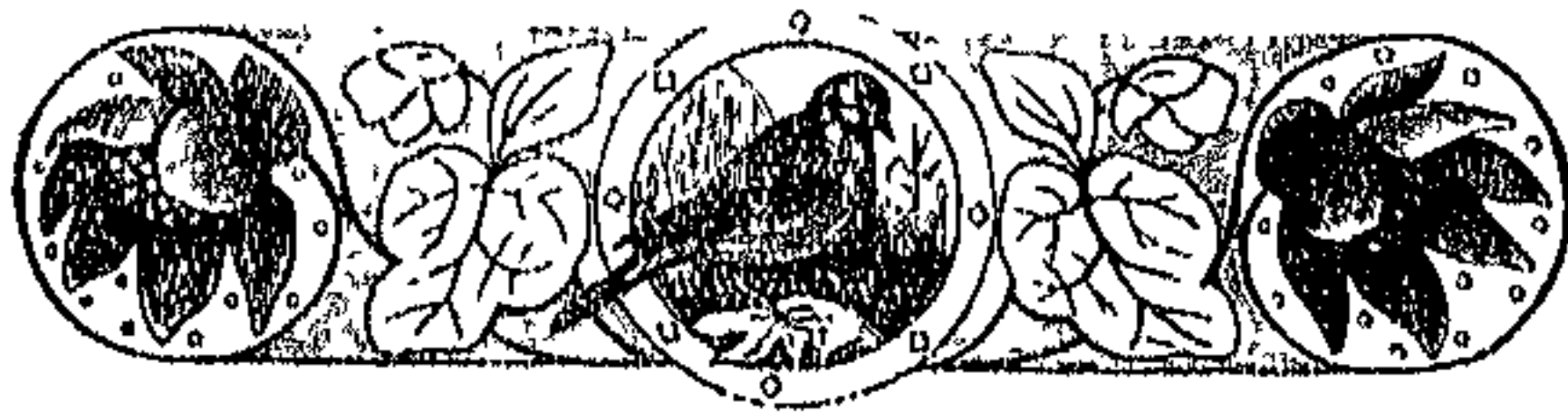
[প্রস্থান ।

নারদ । গর্ব্বিত বাসব ! যেমন তুমি আত্মাভিমানে উন্মত্ত হ'য়ে জগৎকে তৃণাদপী ক্ষুদ্র জ্ঞান কবেছ, স্বার্থের দাস হ'য়ে নিরপরাধ অকপটহৃদয় নিরস্ত্র বলির মস্তকে বজ্র নিষ্ক্ষেপ ক'রেছ, দানবীর—ধর্ম্মবীর—রণবীর—সর্ব্ব বীরত্বের আধার বিরোচনের নিকট কপট ব্রাহ্মণবেশে তার জীবন ভিক্ষা করেছ, তোমার সেই স্বার্থপরতার—সেই আত্ম-গর্বেবর উপযুক্ত দণ্ডবিধান হয়

কি না দেখ ! একবার অমোঘ ব্রহ্মশাপে শ্রীভ্রষ্ট হ'লে,
তোমার স্বর্গের রাজলক্ষ্মী সাগর গর্ভে প্রবেশ ক'রলেন । সঙ্গে
সঙ্গে ইন্দ্রও গেল, দীনের অধীন হয়ে কালযাপন ক'রতে হলো ।
তার পব আবার যদি সমুদ্র মন্থনে পূর্ববন্দী লাভ ক'রলে, আত্ম-
কর্মদোষে তাও রক্ষা ক'রতে পারলে না । এতদিনে দেবতাদের
কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হলো ! দেবতাদের মস্তকে
“দৈত্য-পাছুকা,” এ হ'তে আর পাপের দণ্ড কি হ'তে পারে !
এখন যাই একবার সে হতন্ত্রী বাসবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যাই ।

[প্রস্থান ।





ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ।

—
ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ।
—

ସ୍ଥାନ—ବନ ଭୂମି ।

କିରାତ ରମଣୀଗଣ ।

କୁଢ଼ାନୀ । ତୁମ୍ଭୀ ହୈତେ ମୃତ୍ ପାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ଡାଲିଆ ।

ଗୀତ ।

ଲେ—ଲେ—ଲେ ଡୋର ପିୟାଳା ପିୟେଲେ ନା ।

ମେଞ୍ଚ ଖୁମି ହୈୟେ ଯାବେ ଘୁର୍ବେ ଲୟନା ॥

ବିମି ବିମି ପେନା ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା,

ଏ ସରାପ, ପରୁଦେଶୀ, ଆଘଛା ଲୋ ମିଠେ କଢ଼ା,

ପିନେଛେ ଏକଦମ୍ କାଳେଜା ତରୁ—

କିୟା ଥୋସୁବୋ ମାୟନା, ପିୟା ନେନା ବନା ॥

ଭୂମିଆ । (ଅରେ) ବଡ଼ ଲେଙ୍କାର ଲାଗେ—

କୁଢ଼ାନୀ । କେନ ଲୋ କିମେର ଲେଗେ—

শুক্ৰী । (আয়না) তুলে দিই লো মুখে লোকলদানা ।

কুড়ানী । (দেখে) এটা গিবগিটীব ছানা—

শুক্ৰী । ওটা পুড়িয়ে লেনা—

ভুঁদিয়া । আচ্ছা বনিয়ে যাবে লোকল সরাপ পেনা (নৃত্যগীত),

ব্যাধগণের প্রবেশ ।

লেক্‌ড়া । হোঁরে এ তোরা কি কর্ছিস্ বে কুড়ানী ?

কুড়ানী । আরে এসিয়েছে— এসিয়েছে ! লেক্‌ড়া, টুনকী, বুধানী সব এসিয়েছে ! আয় আয় মোরা নাচ কর্ছি—গান কর্ছি ! মোদের সবাপ মিলিয়েছে ! বড় জবব সরাপ, পিয়ে লে-ত বুধানি ! এ মল্ল না আছে ।

লেক্‌ড়া । এ কোথা কে লিল্ল রে কুড়ানি ?

কুড়ানী । আবে বড় মজা হইয়েছে রে লেক্‌ড়া ! কোন্ পর দেশী পাহাড় হৈতে এক দল শিকারী নেমিয়েছে, ওরা বড় শিকারী আছে—আচ্ছা জোয়ান আছে ! সব জঙ্গল তুর্ছে—খুব শিকার ধরছে ।

বুধানী । এ কেমনটী হৈল রে টুনকি ! হামাদের জঙ্গল কে এসিয়ে শিকার মেরিয়ে লিয়ে যাবেক ? সেটি হবেক নি ! বলেক ত তারা কোন্ জঙ্গল তুর্ছে ।

ভুঁদিয়া । আরে তারা সকল জঙ্গল তুর্ছে, শিকার মারছে না, যত যত কাড়া, বরা, গোপ্তার, ভেল্লুক, ধরছে আর উহাদের মাথাকে পয়জার ঠেকায়ে ঠেকায়ে ছেড়িয়ে দিচ্ছে ! কি জানি রে বুধানি, উহারা কেমন শিকারী ! ওরা মোদের সাথে

কত কথা কইলে—কত সরাপ পিয়ালে ! আবার তুম্বী ভোরিয়ে
ভোরিয়ে সরাপ দিলে । এ লোকড়া, এরে টুন্কি । বড় জোবর
মিঠা সরাপ ! পিয়ে—লে পিয়ে—লে । তারা আবার আস্ব
বলিয়ে গিয়েছে । আস্বে আস্বে আবার সরাপ দিবেক্ !
লে—লে পিয়ে—লে ।

(সরাপ প্রদান) ।

টুন্কি । (পান পূর্বক) বাঃ এয়ে তোফা সরাপ দেখিরে ।
আচ্ছা লাগলো রে বুধানি ! পিয়ে—লে পিয়ে—লে ।

বুধানি । দে-ত রে কুড়ানি ! দেখি পরদেশী সরাপ
কেমন লাগে (পানপূর্বক) গান লাগা—গান লাগা—কুড়ানি
মাদল্ দে ।

মাদল বাদন ও নৃত্যগীত ।

স্ত্রীগণ ।

গীত ।

তুয়া ছাড়া জানি কিছু না খসম্ খাতি রে ।
জঙ্গল জঙ্গল টুঁরিরে জানু মেরী, তুহার খাতিরে ।
বুব্বল্ হাঁকে পিয়া-পিয়া, কোকিলা করে বড় দেব্দার
কলেজা ফাটে যব্ তুহারি লাগিয়ে, সরাপে মাতি রে ॥

তু মেরা জানরে হাম্ তুহার
বনিয়েছে রে লেশা গুল্জার,
পিইয়ে খোরা বনিয়ে দেরে হিম্মৎ ছাতি রে ॥

(কিরাতরূপী দানবগণের প্রবেশ ।)

তারক, নরক, বৃষপর্ব্বা । হাহাহা ! বাবারা ! খুব নাচগান লেগিয়েছিস্ তোরা ।

তারক । এ ভাই ! সরাপ পিয়েছিস্ ? কেমন সরাপ বল দেখি ?

কুড়ানি । এরে বুধানি । ইহারাই মোদের সরাপ পিলিয়েছে ! ইহারা খুব সরেস মানুষ আছে ! এ ভাই ! তুহাদের আচ্ছা সরাপ আছে, আচ্ছা লেশা লেগিয়েছে ! নেকড়া পিয়েছে, টুন্কি পিয়েছে, বুধানি পিয়েছে, হাঁমি পিয়েছি, ভুঁদিয়া পিয়েছে, শুক্কা পিয়েছে, আচ্ছা লেশা লেগিয়ে-গিয়েছে,—

বুধানি । এ ভাই ! তোবাত সরাপ ওরাপ পিলিয়ে দিয়ে মোদের জঙ্গলে শিকার মারতে লেগিয়েছিস্, পারিস্ত বড় জঙ্গল কৈ চল্, সেথাকে বড় মুস্কিল আছে ।

তারক । কি মুস্কিল আছে রে দাদা ?

বুধানি । সে জঙ্গলে বড় দুস্মুন জানয়ার এসিয়েছে ! তোরা চুর্তে যাবিত গরদান টুটিয়ে দিয়ে মেরিয়ে ফেল্বে । সে তোরা লারবি,—

তারক । কেন লারব । কিসের লেগিয়ে ? মোরা শিকার জানি নে ? মোদের কাঁড় বাঁশে খেলা ! আস্মান ফাঁসাই—পাহাড় ঢসাই । একটা কাঁড় ছাড়ি ত গোটা পাহাড় টুকরা মেরিয়ে যাবে । তোরা কি শিকার জানিস্ দাদা । দেখনা

একটা কাঁড় ছেড়িয়ে মোর কলেজার উপর । দেখ্ তোর কাঁড় ফলা টুটিয়ে যাবে ।

বুধানি । আরে কি বরাই দেখাস্, টুটিয়ে যাবে ? কাঁড় ছাড়বতো তোরে গেঁথিয়ে লি়ে উড়িয়ে চলিয়ে যাবে,—

বৃষপর্ব্বা । মোদের গায়ে ঠেকেত, তুহার কাঁড় টুকরা মারবে—রে টুকরা মারবে । আর মোরা কাঁড় ছাড়বত দেশ পয়মাল হইয়ে যাবে ! পাহাড় জমীন হইয়ে যাবে মোদের কাঁড় বাঁশের খেলারে দাদা—কাঁড় বাঁশের খেলা !

গীত ।

স্বথ ব্যাধগণ । টং টং টঙ্কারে সন সন্ সন্—

উড়িয়ে চলেরে কাঁড়,

আস্মান জমীন্ ঘোরে বন্ বন্ বন্ ॥

ব্যাধগণ । ছোড়দে দেমাক্ এ কাঁড় বেতাক্ ।—

যোড়কে এক, ছোড়কে লাখ্,

কাঁড় লাখে লাখে, চলে হন্ হন্ হন্ ॥

ব্যাধ-রমণীগণ । ঘরকে ঘরকে কেজিয়ে বাগে

হাঁরে কিসের রাগে—

ছোড়য়ে দে কিরে লাগে

নাচনা গানা পেনা মিঠা সরাপ রে

ওরা পরদেশী ভাই মোদের সাজাং লাগে

পিয়াল পিলিয়ে দে—মজালে, রং কি বেরং ॥

নেকড়া, টুনকি ।—হাঁ হাঁ হাঁ । থেমিয়ে যা থেমিয়ে যা ।

বুধানি । গোসা করিস্না দাদা । এখন তুহাদের সম্মুখে

লিয়েছি । মোরা জঙ্গলি আছি, আর তুহারা শিকারী যোয়ান
আছিস্ । গোসা ছাড়—ঠাণ্ডা হইয়ে যা ! সে শিকার তুহারা
মেরিয়ে লিতে পারবি, চল্ জঙ্গল দেখিয়ে দিব তোদের সাথে
থাক্ । চল্ রে নেকড়া ! চল্ রে টুনকি, (স্ত্রীলোকগণের
প্রতি) এরে তোরা খেত্কে যা, চানা উনা ভুটা উটা চুনিয়ে
লিয়ে আয়, মোরা শিকার মেরিয়ে আন্ব এখন ! ঘরকে পরদেশী
জাত ভাই এসিয়েছে । গিরগিটা পুড়িয়ে রাখিস্, গোধা ভেজিয়ে
রাখিস্, যা এখন ঘরকে যা ।

কুড়ানা । আসিস্ ভাই ভুলিয়ে থাকিস্ না । তোরা বড়
আচ্ছা মানুষ ! তোদের সাথে মোদের বড় মন পটিয়ে গিয়েছে,
আসিস্ দাদা আসিস্ ।

ভারক । (জনান্তিকে) দেখ দেখি নরক ! মর্ত্যের অরণ্য-
বাসী অসভ্য জাতির হৃদয় কত উদার—কত সরল ! যাক এখন
আমাদের কার্যোদ্ধারের অনেকটা সুবিধা হয়েছে (স্ত্রীগণের
প্রতি) এ বহিন ! তোরা ঘরকে যা মোরা আবার আস্ব—

[প্রস্থান ।





চতুর্থ অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।



স্থান—অরণ্য ভূমি ।

জটাজুট ধারী, ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । অতি অশুভক্ষণেই সমুদ্র মন্থনের আয়োজন করে-
ছিলাম ! অশুভক্ষণে স্নান পানে, অমরত্ব লাভ করেছিলাম ।
স্বধার প্রসাদে অমরত্ব লাভ না ক'রে যদি হলাহল পানে পঞ্চত্ব
লাভ ক'রতে পারতেন, তা হ'লে দেবত্বের গৌরব রক্ষা হ'তো ।
সকল যজ্ঞগা—সকল মনস্তাপের শাস্তি হ'ত, চিরদিনের জন্য
দেবতা নামে কলঙ্ক অর্পণ করতে হ'তো না । সমস্ত দেবগণের
সহিত মর্ত্যলোকে কাস্তারে—প্রান্তরে—পাহাড়ে—পর্বতে
পশুপক্ষী রূপে কালযাপন করতে, হ'তো না । ব্রহ্মতেজস্ক
মহাবলী বলির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে অগ্রসর না হয়ে, গুরুদেব

বৃহস্পতির উপদেশে, কেউ তুরঙ্গ—কেউ মাতঙ্গ, কেউ কুরঙ্গ—
কেউ বিহঙ্গ ইত্যাদি বিবিধ মূর্তিতে মর্ত্তে সময় প্রতীক্ষা
করছিলাম, স্বর্গের সম্পদ—স্বর্গের ঐশ্বর্য্য—স্বর্গের বিভব—
ইন্দ্রের সম্মান, সব বিসর্জন দিয়ে, স্বর্গের সোভাগ্য ঈক্ষণীকে
দানবের ভাগ্যলক্ষণী করে, হীন লোকে—হীন মূর্ত্তিতে কালযাপন
করছিলাম, দুর্ভাগ্য দানবের তাও সহ্য হ'ল না । সহস্র সহস্র
শ্রেণীতে কিরাত রূপে দলবদ্ধ হয়ে দেবতাদের অন্বেষণ করছে ।
শুনলাম জলচর রূপী মেঘগণ, দানবগণ কর্তৃক ধৃত হয়েছে ।
হয়ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দৈত্য কারাগারে বন্দী হবে, কিম্বা দানবের
আজ্ঞাধীন দাস হয়ে তাদেরই আদেশ মত বারি বর্ষণ করতে
থাকবে ! অন্যান্য দেবতার ভাগ্যে যে কি ঘটবে তাই বা কি
বলতে পারি ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ । এই যে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে ! বিত্ত গিয়েছে,
বিভব গিয়েছে, ঐশ্বর্য্য গিয়েছে, সম্পদ গিয়েছে । গিয়েছে সব,
আছে কেবল—দানবলাঞ্ছিত জীবন, আর কৃতান্ততাজ্য কঙ্কাল-
সার দেহ । দানব বীর মহাবলী বলির মস্তকে বিনা অপরাধে
বজ্র প্রহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হলো ! হ'ক আরও
প্রায়শ্চিত্ত হ'ক ।

ইন্দ্র । আস্তে আস্তে হ'ক ! এ মহারণ্যে আপনার
আগমন কেন ?

নারদ । কে তুমি ?

ইন্দ্র । চিন্তে পারছেন না কে আমি ?

নারদ । কেমন করে চিন্তে তুমি কে ? জগতের কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, সবই যে চিনে রাখতে হবে, এমন ত কোনও কথা নাই ।

ইন্দ্র । প্রভু ! কালের কঠোর শাসনে সত্যি এখন কীট পতঙ্গের অধীন হয়েছি !

নারদ । এখন কীট পতঙ্গের অধীন হয়েছ, পূর্বেই বা কোন্ স্বর্গের ইন্দ্র ছিলে ?

ইন্দ্র । বলতে লজ্জা করে, সত্যি স্বর্গের ইন্দ্র আজ কীট পতঙ্গের অধীন । সত্যি আমি সেই দানব-লাঞ্ছিত ইন্দ্রক্যুত বাসব ! আজ ক্রীতঘট—দুর্গতিগ্রস্ত—নিতান্ত দুর্ভাগোর দাস ।

নারদ । বাসব ! তুমি বাসব ! তুমি ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র ! উন্মাদ নাকি ? থাক্ এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ আছে কি ?

ইন্দ্র । কেন প্রভু ?

নারদ । এমন উন্মাদকে যারা একা ছেড়ে দেয়, তারা কেমন আত্মীয় ? যাও—দেশে যাও ! যদি স্তবৈষ্ঠ থাকে চিকিৎসা করাওগে ! পারতো গ্রীবা দেশের শিরা ক্ষত করে, কিছু শোণিত গঙ্গণ করে দিতে বলগে, তা হ'লে ইন্দ্রের বাতিকটে সেরে গেলেও যেতে পারে । বলি, মহাশয়ের নিবাস কোথায় ?

ইন্দ্র । আর নিবাস নাই ! ত্রিদশেশ্বর আজ নিরাশ্রয়—
ভিখারীর ভিখারী !

নারদ । হাঁ ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র মহাশয়ও তোমারই মত কিছু শান্তি সুখ ভোগ করছেন ! হ'ক্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভাল রূপেই হ'ক্ ।

ইন্দ্র । ইন্দ্র কি এতই দুর্জ্ঞান যে, আপনিও তার গুরু-দণ্ডের কামনা করছেন ।

নারদ । ইন্দ্র দুর্জ্ঞান ? দেবরাজ ইন্দ্র—ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র দুর্জ্ঞান ? এ কথা কে বলে ! অতি সজ্জন—অতি সজ্জন ! সকল কার্যেই ত মহাত্মা মেঘবাহনের মহিমা গৌরব—গুণ গৌরব, জগতময় ব্যাপ্ত হচ্ছে । এই সে দিন সমুদ্র মন্থনের পর সুধা বর্টন কালে সাগরকূলে কি চমৎকার সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করলেন ! অশুরগণকে সুধায় বঞ্চিত করলেন—দানবেশ্বর বলির মস্তকে বিনা দোষে বজ্র গ্রহণ করলেন, তার পর বিরোচনের সঙ্গে সদাবহারের ত উপমাই নাই ! বলে না পেরে, ছলে—ব্রাহ্মণ বেশে তার জীবন ভিক্ষা গ্রহণ করলেন ! এমন মহাত্মা—স্বর্গের রাজা ইন্দ্র মহাশয়কে, এক মুখে কেন, শতমুখী দ্বারায় প্রশংসাতেও আশার তৃপ্তি হয় না ।

ইন্দ্র । প্রভু যথেষ্ট শুনলাম ! আর না, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি দেবতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও শেষ হয় নাই ।

নারদ । শেষ ? এই ত সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে । স্বর্গ গিয়েছে—শটী গিয়েছে—সিংহাসন গিয়েছে, আছে কেবল দানবলোভিত দেহ মাত্র ! তাও দানব পাছুকা বহনে কঙ্কালসার !

পশু পক্ষিরূপী দেবগণের প্রায় অনেকের ভাগে সে পাছুকা বহন ঘটেছে, এখন বাকী কেবল বাসব ! সেই সার্থপর—সেই হরিভক্ত-ঘাতী ইন্দ্রকে পেলেই, ইন্দ্রের গৌরব চরম রাজটীকা “দানব পাছুকা” মস্তকে স্থাপন করে, দানবেশ্বর বলি তাকে একটা নূতন স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর করবেন ! তুমি সে মহাত্মা মেঘবাহনের সংবাদ কিছু অবগত আছ কি ?

ইন্দ্র । প্রভু আর না ! ছলনা তাগ করুন, গুরুদেব বৃহস্পতির পরামর্শে দানব যুদ্ধে বিরত হয়ে, সমস্ত দেবগণের সহিত স্বর্গবাস পরিত্যাগ পূর্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করছি ! কোন্ দেবতা কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করছে তারও সংবাদ পাই নাই ! শটীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ নাই ! নিজেও নিরাশ্রয়—নিতান্ত নিরুপায় ।

নারদ । নিরুপায় ? কে নিরুপায় ? তুমি ? কে তুমি ? সত্যই কি তুমি দেবরাজ ইন্দ্র ? এঁ্যা ! ত্রিদশনাথ ! মেঘবাহন ! আখণ্ড ! তোমার একি বেশ ? মণিরত্নখচিত্ত হেম মুকুটের স্থল যে জটাজালে অধিকার করেছে । অগুরু-চন্দন-চর্চিত্ত নবঘন শ্যাম কলেবরে বিভূতি কেন ? নন্দন উচ্চানের গৌরবের ধন, মন্দার-কুসুম-গ্রথিত সুরভি-মালা-শোভিত কণ্ঠে আজ যোগীজন ব্যবহার্য রুজ্জাকমলা কি জন্ম ? তোমার শটী কৈ ? সিংহাসন কৈ ? পারিজাত কৈ ? ঐরাবৎ কৈ ? স্বর্গের অধীশ্বর দেবরাজ ! তোমার সঙ্গে দীনহীন ভিখারীর সাক্ষ কেন ?

গীত ।

দীনহীন বেশ কেন দেখি দেবরাজ !
 একি বেশ, হে দেবেশ, তোমার কৈ সে রাজ সাজ ॥
 কোথায় বৈজয়ন্ত তোমার, কোথা সে জয়ন্ত কুমার,
 কৈ সে চিত্তহারা নৃত্য সে তিলোত্তমার,
 কোথা পুষ্প পাবিজাত আধার স্নানসমার—
 কি জাহ্নবী, অবগোহ, একা কারছ বিরাজ ।

নারদ । কেমন দেবরাজ ! এখন বুঝতে পেরেছ ? যে
 ইন্দ্রদেবের জন্য নিরপাধ বলির মস্তকে বজ্র প্রহার করলে, ব্রহ্মাণ
 বেশে বিবোচনের জীবন ভিক্ষা গ্রহণ করলে, সেই ইন্দ্রদেবের
 ভোগকাল কতক্ষণ স্থায়ী এখন কি সেটা বুঝতে পেরেছ ?
 সেই স্বর্গের সিংহাসন—সেই রত্নকোরিট—সেই রাজপরিচ্ছদ—
 সেই শাটী, সবই আছে ! ইন্দ্রও আছে—কেবল ইন্দ্রই নাই !
 এখনও যদি সত্বপাথ প্রার্থনা কর, তোমার জননী অদিতী দেবীর
 নিকট যাও—দুর্দিশা দেখাওগে—পদে ধরে অশুর উপদ্রবে
 উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করগে ! তাঁর দ্বারা যদি কোনো
 সত্বপাথ লাভ করতে পার ।

ইন্দ্র । পিতা কশ্যপের সংবাদ কিছু বলতে পারেন কি ?

নারদ । কশ্যপ এখন সমাধিতে ! এখন তোমার সে পিতার
 নিকট যেও না, এক তোমার অদিতী মাতা, আর সেই একজন
 অদ্বিতীয় পিতা ! এই দুজন ভিন্ন তোমার দুর্দিশার প্রতিকারে
 আর কারও সাধা নাই ! আমি এক্ষণে চললাম, আমার সময়ে
 সাক্ষাৎ করবো !

[উভয়ের প্রস্থান ।



পঞ্চম অঙ্ক ।

—o—o—o—o—o—

প্রথম দৃশ্য ।

—o—o—o—o—o—

স্থান—অদিতীর কুটীর ।

কশ্যপের প্রবেশ ।

অদিতী । (প্রণাম পূর্বক) কতদিন পদধূলি পাই নাই !
আপনার তপস্তার কুশল ত ? দীর্ঘকাল সমাধিতে শরীর বড়ই
কৃশ হয়েছে ।

কশ্যপ । হাঁ, সমাধিতে বাহ্যিক অবয়ব এই রূপই হয়ে
থাকে বটে ! কিন্তু আভ্যন্তরিক অবস্থা বড়ই সুন্দর হয় ।
যোগসাধনের সঙ্গে ভগবচ্চিন্তায় যা আনন্দ, তাতো তোমার
অবিদিত নাই অদिति !

অদিতী । যোগসাধনের সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তায় যা আনন্দ,
তোমার সেবায় আমার তাহ'তে শতগুণে আনন্দ অধিক । তুমি
ধ্যান যোগে নিরাকার ঈশ্বরের স্বাকার মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে, সেই

মূর্ত্তি হৃদয়ে রেখে পূজা কর ; আর সেই পূজায় আনন্দ লাভ করে থাক । আমার ধ্যানে প্রয়োজন নাই -- ধারণার প্রয়োজন নাই ! আমার স্বাকারেশ্বর তুমি । তোমাতে তন্ময়ত্বই আমার যোগশিক্ষা ! তোমার পূজাই আমার ঈশ্বর উপাসনা ! তাতেই আমার প্রাণভরা আনন্দ !

কশ্যপ । সত্যের পতি-সেবাই পরম আনন্দ । পতি-সেবাই ঈশ্বর উপাসনা । যাক্ এখন জিজ্ঞাসা করি অন্যান্য সব কুশলত ? তোমার পুত্রগণের কোনোরূপ অশান্তি উপস্থিত হয় নাই ত ?

অদিতী । আমার পুত্রগণ আর সুখী কবে ? স্বপত্নী দ্বিতীর দুরন্ত পুত্রগণের অত্যাচারে, বাছারা আমার একটি দিনের ক্রমও নিরাপদ হ'তে পেলেন না ! অশুভক্ষণেই দেবতা অসুরে মিলে সাগর মন্থন করতে গিয়েছিল ।

কশ্যপ । কেন, সমুদ্র মন্থনে কোনোরূপ অশুভ সংঘটিত হয়েছে নাকি ?

অদিতী । শুভাশুভ কেমন ক'রে বলব ! বাছারা আমার সুধা পান ক'রে গরল পানের যজ্ঞনা ভোগ করছে ! বল্লির অত্যাচারে সকলেই স্বর্গভ্রষ্ট ! মর্ত্ত্যে পশু পক্ষী রূপে দিন কাটাচ্ছে ! আমার বাসবের মুখে শুনে পর্য্যন্ত প্রাণে যে কি যাতনা পাচ্ছি, তা অন্তর্য্যামী তুমি, তোমাকে আর কি জানাব প্রভু ? এখন পুত্র ব'লে যদি তাদের প্রতি মমতা থাকে, তবে যাতে তাদের মঙ্গল বিধান হয় তার উপায় কর ।

কশ্যপ । অদিতি । ভ্রান্তিকে হৃদয়ে স্থান দিও না,

পুত্রগণের মঙ্গল বিধান কর ব'লে আমার কাছে প্রার্থনা করলে কি হবে ? সেই জগৎ-মঙ্গল হরির কাছে প্রার্থনা কর, মর্শ্বের বেদনা—মর্শ্বের প্রার্থনা, মর্শ্বের ভাষার, অন্তরে অন্তরে তাঁর কাছে জানাও তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করবেন ! তাঁর সাধনা—তাঁর উপাসনা কর, তিনিই তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন ।

অদিতী । কিরূপ সাধনা, কিরূপ উপাসনা করলে হরি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন আপনিই তার উপদেশ দেন ।

কশ্যপ । তোমার বাসনা কি বল ; পুত্রগণের উপজীব শাস্তি ? না আর কিছু ?

অদিতী । আমার বাসবাদি পুত্রগণকে সর্বদা নিরাপদে রক্ষা করতে পারে, ইন্দ্র হ'তে রূপবান—গুণবান—বলবান একটা মাত্র পুত্র আমার কামনা ।

কশ্যপ । প্রকারান্তে একটী অপ্রাপ্য কামনা প্রকাশ করলে অদিতী । ইন্দ্র হ'তে বলবান—রূপবান—গুণবান এক ভগবান ভিন্ন আর কে আছে ? তবে তুমি তাঁকেই পুত্র কামনা কর ? তিনি বাহ্যাকল্পতরু, ভক্তির সহিত তাঁর সাধনা কর তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করলেও করতে পারেন ! হরির নিকট পুত্র কামনা ক'রে “হরিতোষণ” ব্রত গ্রহণ কর ।

অদিতী । হরিতোষণ ব্রতের কিরূপ অনুষ্ঠান তার উপদেশ তো আপনিই দেবেন ।

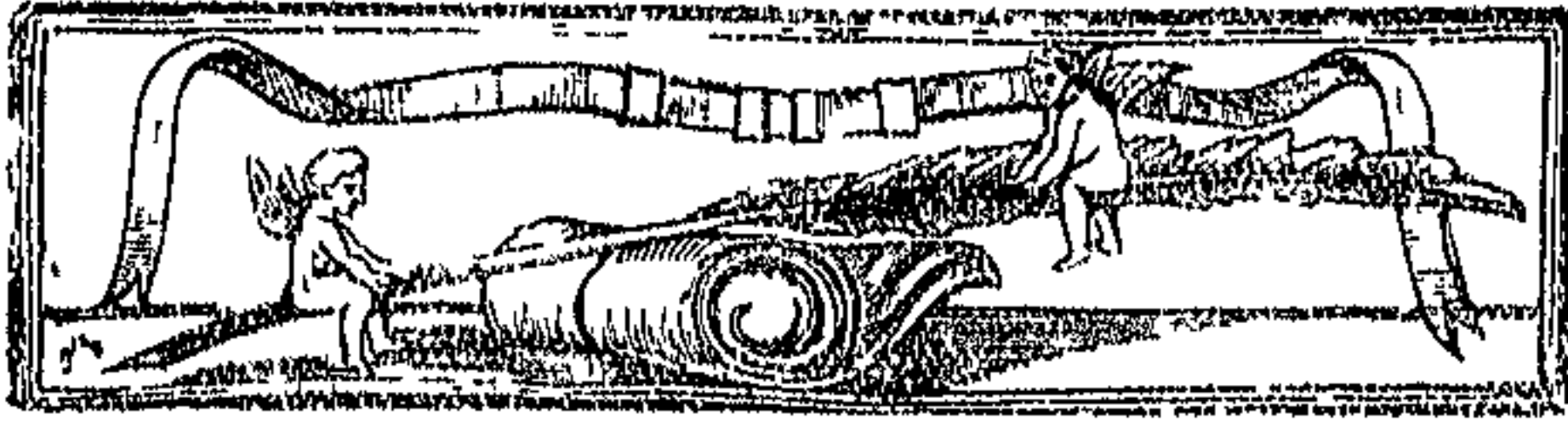
কশ্যপ । হরিতোষণ ব্রত অতি কঠোর সাধ্য হলেও নিত্য

কঠোর ব্রতপরায়ণা অদিতীর পক্ষে তত কঠিন নয় ! ফাঙ্কুন
মাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিনে, পয়ব্রত ধারণ ক'বে, কমলভোচন
হরির অর্চনা করতে হবে, যদি ভাগ্যক্রমে শুভ সংযোগ সঙ্ঘটিত
হয়, তাহ'লে চতুর্দশী যুক্তা অমাবস্যায় বরাহোদ্ধৃত মূর্তিকা অঙ্গে
লেপন ক'রে, স্রোতস্বতীর নির্মলজলে স্নান করতে হবে ।
অন্যান্য যে সকল অনুষ্ঠান, তা'পরে বলব । এক্ষণে এই
হরিতোষণ মহাব্রতই তোমাব বাসনা পূরণের একমাত্র উপায় ।
এই হরিতোষণ ব্রতফলে সেই বিপদবিনাশন পীতবসন হরিষ্ট
তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন । আর মূর্তি চিন্তা—তার উপায়ও কি
নূতন কবে কিছু বলে দিতে হবে ? বোধ হয় হবে না । এক্ষণে
যাও—শুদ্ধচিত্তে একান্ত মনে ভক্তিব্যোগে এই মহাব্রতে ব্রতী
হওগে ।

গীত ।

হও সতি সম্প্রতি ব্রতী হরিসাধন ব্রতে ।
ব্রত ফলে পুত্র কোলে পাবে পতিব্রতে ।
স্মরিয়ে শ্রীহরির চরণ, করহে ব্রত আচরণ,
হবে ত্বরায় দুঃখ বারণ, কি ফল বিব্রতে ।
অচিরে দুঃখ নিবসন, করিবেন ক্ষীবদ-নীরাসন
কর ব্রত হরিতোষণ, যথাবিধি মতে—
শঙ্খ চক্র গদাধর, চতুর্ভূজ দামোদর,
ধর নবজলধর রূপ সদা হৃদে ॥

[প্রস্থান ।



যষ্ঠ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বনভূমি ।

ব্যাধগণের প্রবেশ ।

লেকড়া । এরে বুধান! এরা কোন্ দেশী শিকারী আছেরে ?
কাঁড় ছোড়ে না, গুল্‌তি ছোড়ে না, এতো ডাগ্‌রা ডাগ্‌রা বড়া,
ভেল্লুক, গগ্‌গার, কাড়া, ত্রাণ করছে আর হাতে চেপিয়ে ধরছে ।
বাপ । বাপ । এরা মানুষ না আছে ।

বুধান । না, মানুষ না আছে । দেখ্‌ দেখ্‌ কেঁদো কেঁদো
জানয়ার ধরে লিয়ে আসছে ।

ভেল্লুক ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণকে লইয়া ব্যাধরূপী দৈত্যগণের প্রবেশ ।

তারক । এরে লেকড়া । জানয়াবের মাথায় পয়জার
ঠিকারে দে ।

লোকড়া । হামিতো লাড়বে ! এই লে পয়জার তুই
ঠেকায়ে দে ।

তারক । শোনুরে ভেল্লুক, আর আর সব জানয়ার শুনিযে
যা, মহারাজ বলির নাম শুনিযেছিস্ ? যে বলি, সব দেবতাদের
ভেড়িয়ে দিয়ে, ইন্দির রাজার রাজ্জি কোড়িয়ে লিয়েছে ।
এ সেই বলি রাজার পায়ের পয়জার । লে-তো মাথায়
করিয়ে—

(পশুগণের মস্তকে পাছকা স্থাপন)

পশুরূপী দেবদ্বয় । (চীৎকার পূর্বক) জীবন থাকতে নয়,
অমরত্ব দূর হ'ক । এস—এস—অগ্নান মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন
করি ! দাও অস্ত্র—

তারক । দেবতার আবার অস্ত্র কিরে পশু ? এই তো
নখ আছে, লাজুল আছে, দন্ত আছে, ঐ তো দেবতা-পশুর পক্ষে
যথেষ্ট ! কৈ আচ্— শীঘ্র লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধ কর । শুন বরুণ
ভল্লুক ! যুগরূপী পবন ! ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে মহারাজ বলি
শতান্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, যাও নিয়ত তটস্থ থেকে তুমি
যজ্ঞভূমি পরিষ্কার করগে, আর তুমি—বরুণ ! যজ্ঞক্ষেত্রের
রাজবত্তোঁ যজ্ঞদর্শনার্থীদের গমনাগমনের সুবিধার্থে যথানিয়মে
বারিবর্ষণ করগে । নরক ! তুমি শমনের প্রতি এই আদেশ
কর, যত দিন মহারাজের আরক্ক যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হয়, তত দিন
যেন উদয়াচল প্রদেশে, জুরা মৃত্যু বা কোন ব্যাধি প্রবেশ করতে
না পারে । (নেপথ্যে কাকধ্বনি) ও কি ?

শনিকে লইয়া বৃষপকার প্রবেশ ।

বৃষপর্বা । এই ছুরাত্মা শনৈশ্চর বায়স রূপে পল্লবাবৃত
বৃক্ষ শাখায় লুক্কায়িত ছিল ।

তারক । যাও, ওকে মহারাজের দীর্ঘকালব্যাপী মহাযজ্ঞে
নিমগ্নিত অনিমগ্নিত সকলের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের জন্ত,
আর আবর্তাদি মেঘ চতুষ্টয়কে যথানিয়মে ছায়াদানের জন্ত
নিযুক্ত করগে, আমরা যথাসময়ে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ব ।

সুধান । তোরাতো ভাই এ দেশী শিকারী না আছিস্ !
হয়ত কোন্ দেশের রাজা উজা হ'বি ! এখন মোদের ঘরকে
যাবি কি ? ছুটো শিকার-ইকার করিয়ে লিয়ে যাই, চানা উনা,
ভুট্টা উট্টা, সব ঘরকে আছে ছুটো খাওয়া দাওয়া করিয়ে যাবি ।
মোদের ঘরের মানুষ তোদের পথ চেহিয়ে আছে ।

তারক । না ভাই এখন যাও আবার দেখা করবো ।

[সকলের প্রস্থান ।





সপ্তম অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।



স্থান—কশ্যপাত্রম ।

কশ্যপের প্রবেশ ।

কশ্যপ । জগতের জীব মাত্রেই ভাগ্যের অধীন । আমিও
এই অনন্ত জগতের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, স্তূতরাং
আমিও সেই ভাগ্য চক্রের বশবর্তী । চেফটা নিষ্ফল—ভাগ্যই
প্রবল, দেবমাতা অদিতী পুত্রগণকে অসুর উপদ্রব হ'তে উদ্ধার
হেতু একটি পুত্র কামনা করলেন, আমি তাঁকে হস্তিতোষণ
ব্রতের উপদেশ দিলাম । তাঁর ফলে জন্মগ্রহণ করলে কিনা
একটি বামন পুত্র । সেই পুত্র হ'তে অদিতীর বাসনা পূর্ণ
হ'বে !—দেবতার দুর্গতি দূর হ'বে । হ'ক ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই
পূর্ণ হ'ক । এক্ষণে জাত কৰ্ম্মাদি পর্যায়ক্রমে যা যা কর্তব্য-
মুষ্ঠান তাতো ক'রতেই হ'বে ! উপস্থিত অবস্থানুসারে যথাসাধ্য

যষ্ঠাদি পূজার—আতপ, শর্করা, পুষ্পাদি তো আয়োজিত হ'য়েছে । এফণে ভূজাপত্র বংশ-লেখনী, অলঙ্কার, কুঙ্কুম যথা-স্থানে স্থাপন পূর্বক পূজার আয়োজন করিগে । সম্পূর্ণ ঘোঁকা-ভাব, সয়ং গমন করে বৃহস্পতিকে সংবাদ দিয়ে এসেছি ! অদিতী তো পুত্র প্রসবাবধি হতচেতনা । ঐ বুঝি বৃহস্পতিও আসছেন । যাই শিষ্যগণ উপস্থিত সত্ত্বেও সয়ং গিয়ে অভ্যর্থনা করা কর্তব্য ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—সূতিকাগার ।

বিষ্ণুর প্রবেশ ।

বিষ্ণু । দেবজননী অদিতী দেবী আমাকে পুত্র প্রাপ্তির কামনায় একান্তচিন্তে হরিতোষণ মহাত্রত গ্রহণ কবেছেন, আমিও সেই ত্রৈলোক্যে পতিব্রতের বাসনা পূর্ণ ক'রবার জন্য বামন রূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছি । এই অনন্ত সৃষ্টির তার রক্ষার জন্য আমাকে যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'তে হ'বে । তবে এমন পুণ্যবতীর পবিত্র গর্ভে পরিত্যাগ ক'রে আর কার গর্ভে জন্মগ্রহণ

ক'রব । এমন ভক্তিপরায়ণা পবিত্র-গর্ভা স্নেহময়ী জননীকে পরিত্যাগ ক'রে আর কা-কে মাতৃ-সম্বোধন ক'রব । আমি যতবার যত অবতার গ্রহণ ক'রব, ততবারই আমি অদিতীর পুত্র, আর এই অদিতীই আমার স্নেহময়ী জননী । আমি অদিতীকেই মা ব'লে, মার পুত্র-কামনা-স্থল পূর্ণ ক'রব । মা প্রসব যাতনায় অচেতনে পড়ে আছেন, এখন একবার মাকে স্বরূপে দেখা দিই, তা'হলেই মা প্রসব যন্ত্রণা ভুলে যাবেন । তার পর মায়ার কার্য—মায়াই ক'রবে । মা এখন আমাতেই তন্ময় ! এই সময় একবার মাকে ডাকি । (প্রকাশ্যে) মা ! আজ প্রাণ ভরে তোমাকে মা বলে ডেকে মা বলার সাধ পূর্ণ ক'রব, মা-ওমা-মা ।

অদিতী । কেন বাবা ?

বিষ্ণু । মা আমি এসেছি ।

অদিতী । কে, বাসব ?

বিষ্ণু । মা আমি বাসব নৈ, বাসবের ছোট ভাই কেশব ।

অদিতী । কেশব ! কেশব ! কৈ বাপ ?

বিষ্ণু । মা ! মা ! এই যে মা আমি তোমারই কাছে ।

অদিতী । কৃষ্ণ ! কেশব ! মধুসূদন ! তুমি আমার পুত্র ? তুমি যে কেশব মহা বিরাট অনন্ত রূপী ! তুমি যে বাপ জগৎ-ব্যাপী ! তুমি যে হরি ত্রিলোকপালক ।

বিষ্ণু । মা ! আমি মহাবিরাট মূর্তি জগদ্ব্যাপী ত্রিলোক-পালক হ'লেও তোমার কাছে ক্ষুদ্র বালক, ক্ষুদ্র মূর্তি,—বামন ! মায়ের কাছে পুত্র চিরদিনই বালক । তুমি মা—আমি পুত্র,

শুদ্ধ এবারে কেন মা ! তুমি বৈ আর আমার মা নাই ! তুমিই
সেই পৃথ্বী, এখন অদিতী ! যুগে যুগে তুমি আমার মা হ'বে,
আমি তোমার পুত্র হ'ব, যুগে যুগে চিরদিন তোমাকে মা ব'লে
ডেকে জীবন সার্থক ক'রবো !

গীত ।

শুন মা অদিতী, অমর প্রসূতি,
তব অনুমতি মস্তকে রাখিব ।
প্রতি অবতারে, জন্মি তোর উদরে,
প্রাণ ভবে তোরে মা ব'লে ডাকিব ॥
দেবতার ছর্গতি কবিতে মোচন,
বামন রূপে এবার লইলাম জনম,
আবার সর্বদেবে, আনিব ত্রিদিবে,
স্বর্গের সিংহাসনে, বাসবে দেখিব ॥
রাম রূপে যথায়, জনমিব ত্রেতায়,
কৌশল্যা জননী তুমি হবে তথায় ;—
হ'বে মা তাব পরে, দেবকী ঘাপরে,
জন্মি তোব উদরে গোকুলে থাকিব ।
শ্রীগোবিন্দ যে দিন হ'ব নবদ্বীপে,
মা তুমি মা হ'বে সচী মাতা রূপে,
নাচব বাহু তুলি' প্রোমানন্দে গলি,
ভক্তের পদধূলি সর্বদা মাখিব ॥

অদিতী । এঁয়া ! আমি কি শুনছি ! কেশব ! কেশব !
বাপ !

বিয়ুৎ । মা ! মা ! কেন মা ?

অদিতী । সত্যই কি কেশব তুমি আমার পুত্র ? আমার
হরিতোষণ ব্রতের ফল হরি কৈ বাপ ! একবার অগ্নি ধারা
মধুমাখা স্বরে মা মা বলে আমার কোলে এস দেখি ।

বিষ্ণু । মা ! মা ! আমাকে কোলে নাও মা !

অদিতী । কৈ বাপ ! কৈ তুমি ?

বিষ্ণু । দেখ না মা ! আমি তোমার কোলেই আছি !
(স্বগতঃ) না, আর না, আজ আমার বামন জন্মের ষষ্ঠ দিনস ;
বিধাতা আমার অদৃষ্টলিপি ধার্য্য ক'রতে আসছেন, এ সময় এই
অবস্থায় মাকে মায়াব হস্তে অর্পণ ক'রে অন্তর্দান হই ।

(অন্তর্দান)

অদিতী । (স্বপ্নাবিচ্ছেদে) এত দিন আমি দেবতার
মাতা—স্বর্গের রাজা বাসবের মা ছিলাম । আজ জগৎব্রহ্মাণ্ডের
রাজা কেশবের মা হ'লেম । আহা ! বাছার আমার কেমন
রূপ । ঢল ঢলে মেঘের মত কেমন কান্তি ! রাজ্য পা ছু'টিতে
কেমন সোণার নূপুর ! পরিধান পীতবাস—শিরে শিখিপুচ্ছ-
চূড়া !—হাতে মোহন বাঁশী ! না—না ! আমার একি দেখি ?
মাথায় মণিময় কিরীট, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী ! আহা !
কেশবের আমার কেমন রূপ । কেমন মধুমাখা মা কথা ! বল
বাপ—আর একবার কোলে ব'সে মা বল । কৈ ? কোথায়
গেল । আমার হরিতোষণ ব্রতের ফল কেশব—কৈরে ?
কোথায় লুকালি—বাপ । আয় ! আমার কোলে আয় । 'তো'র
মুখে মা কথা বড় মধুর লাগে রে ।—বড় মধুর লাগে !

গীত ।

কৈ কৈ কৈ বাপ ! ভুবন আনোকরা নিধি কৈ—রে ।

কর শাস্তি প্রদান, শাস্তি নিদান

অশাস্তির আশুপে দগ্ধ হই—রে ॥

ক'রেছিলাম কামাত্রতে তোমার উপাসনা,

কাম্য-ফল-দাতা হরি, পুরালে বাসনা,

(যদি এসেছ—এসেছ) (ছুখিনীর সাধ পূরাইতে)

(একবার এস বাপ—এস বাপ) (একবার মা ব'লে কোলে—)

(প্রাণ জুড়াও কেশব) (এই শবদেহে প্রাণ দিয়ে)

(প্রাণ জুড়াও কেশব) বুকে রেখে ছুঃখের কথা কইরে ।

সর্ব দেব পূজা আমার, পতি প্রজাপতি,

ইন্দ্রাদি দেবতার মাতা, আমি সেই অদিতী,

(আজ দেখ্ দুর্গতি) (ও বাপ গতি মুক্তিদাতা হরি,—)

সব জান ত কেশব, পুত্র মোর বাসব,

ত্রিদশের অধিকারী,—

(আর) বলি ছুঃখ করে, বলির অত্যাচারে,

আজ সে পথের ভিখারী ;—

(সব জান ত কেশব) (অন্তরের কথা) (অন্তর্গামী হরি তুমি)

কোথা সে জয়ন্ত, কোথা বৈজয়ন্ত,

কোথা শচী সুরেশ্বরী ;—

কোথা দেন সব, কোথা সে বাসব,

স্বর্গ আজ শ্মশান পুরী ;—

(দানবের দাপে) (ও বাপ দানবদমন, জান ত সব)

বল কি স্মৃথে আর এ জীবন ভার বই রে ॥

(আর কাজ কি প্রাণে) (যার হৃদয়ে আগুনের শিখা)

এখন ঘুচাও ব্যথা, যদি মাতা হইরে ।

(যদি মা ব'লেছ) (মায়াময় হরি এসে)

ঘুচাও ব্যথা, যদি মাতা হইরে ।

অদিতী । এঁয়া ! আমি কি ক'রছি ? আমি কোলের ছেলে
ফেলে রেখে কি আবল-তাবল ব'কছি ! ষাট্ ষেটের বাছা !
আহা ! বাছা আমার ঘুমুচ্ছে ! এস কোলে ক'রে শুই ।

(বামনকে কোলে লইয়া শয়ন)

ত্রক্ষার প্রবেশ ।

বিধাতা । এই একটি ভগবানের নূতন লীলার অবতারণা ।
আর বিধাতার পক্ষেও আজ একটি নূতন বিধান ! বলি-দর্প
দলনের জন্য দানব-দলন হরি, প্রজাপতি কশ্যপের গৃহে বামন-
রূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন ! মৎস্য, কুর্মা, বরাহ, নৃসিংহাদি যে
অবতার চতুষ্টয়ের কার্য্য সমাধা হ'য়েছে, সে সকল অবতारे
আমাকে দেশাচার, লোকাচারের বশবর্তী হ'য়ে লেখনী, লেখা-
পত্র, মস্তাধার স্থাপিত সূতিকাগৃহে প্রবেশ ক'রে, ভবভাগা
বিধাতার ভাগ্যপটে লেখনী চালনা ক'রতে হয় নাই ! আজ
তাও ক'রতে হ'ল । সেই জন্যই ব'লছিলাম, বিধাতার পক্ষেও
এই একটি নূতন বিধি ! কিন্তু হে বিধির বিধি ! এ বিধিও
তোমার বিধান ! আজ আমি তোমার ভাগ্যালিপি ধার্য্য ক'রতে
এসেছি ! তা, জগতের ভাগ্যালিপি ধার্য্য করাই যখন আমার

ভাগ্যালিপিতে ধার্যা ক'রেছ, এখন তোমার সেই অনিবার্যা ধার্যা-
লিপির বশবর্তী হ'য়ে কায়া তো আমাকে ক'রতেই হবে । এস
ত্রিঙ্গগতের ভাগ্যবিধাতা !—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ব্রহ্মাদির
ভাগ্যবিধাতা ! এস তোমার ভাগ্যালিপি ধার্যা করি । অগ্রে
প্রণামটা করি ।

(বামনকে প্রণামপূর্বক, ললাটে লেখনী সঞ্চালন)

এই ত লিখ্লাম, যখন যা লিখেছি, তার কিছুই ব্যতায় হয়
নাই । প্রথমে মৎস্যরূপে দেবোদ্ধার, দ্বিতীয়ে কুর্মরূপে ধরণী
ধারণ, তৃতীয়ে বরাহ মূর্তিতে হিরণ্যাক্ষ নিধন, চতুর্থে নৃসিংহ
মূর্তিতে হিরণ্যকশিপু বিনাশ, এইরূপে যে অবতারের কার্য্য
যে রূপ ধার্যা ক'রেছি, তাই যথানিয়মে কার্য্য পরিণত হ'য়েছে ।
এবার পঞ্চমাবতার বামন মূর্তির কার্য্য এই রূপে ধার্যা ক'রে
চ'ল্লেম—দেব কার্য্য সাধনের জন্য বলিব যজ্ঞে গমন—ত্রিপাদ-
ভূমি ভিক্ষার ছলে বলি নিগ্রহ—বলিকে পাতালে প্রেরণ—
দেবগণকে স্বর্গে আনয়ন—ইন্দ্রকে সিংহাসন অর্পণ—স্বর্গরাজ্যের
শান্তি বিধান । এই গুলি পর্য্যায়ক্রমে সমাধা ক'রে শেষে
পাতালপুরে ঐ হরিতত্ত্ব বলির দ্বারে, হে ভক্তাধীন হরি ।
তোমাকে অষ্টপ্রহরই, প্রহররূপে কালযাপন ক'রতে হবে ।
এর অধিক তোমার ভাগ্য আর অধিক কি লিখ'ব হরি ।

গীত ।

কি লিখিব ভাগ্যে তব হে নিখিলপতি হরি ।

যা লেখাও লিখি, শেখাও লিখি, লেখালিখি সব তোমারি ॥

প্রলয় পয়োধিজলে মহামীন মুরতি ধারী,
 (হরি সে লেখাও আমারি লেখা) (তুমি যেমন লেখাও তেমনি লিখি)
 নাভি অধঃ রোহিত সম, আকর্ষণ নরাকার,
 ঘন-শ্রাম চতুর্ভুজ শঙ্খা-চক্র-গদাধর,
 শৃঙ্গী মৎস্য নিভো মূর্দ্ধা লক্ষ্মী-বক্ষ চারিণ !—
 কমলাঙ্কিত কোমল অঙ্গ, সুন্দর চারু লোচন,
 (সেতো আমারি লেখা) (হরিহে সেতো আমারি লেখা)
 প্রলয় পয়োধিজলে, মহামীন মুরতি ধারী ।
 রাখ, প্রলয়-পয়োধি-গগনা-মহিরে লুপ্ত বেদ উদ্ধার করি ॥

দ্বিতীয়ে কমঠমূর্ত্তি ধরেছ হে ভূভার হারী ।
 (এই বিধির লেখার বাধা হয়ে) (তোমার আর কত কপালে আছে)
 কৃত্বা বপু কচ্ছপমদুতং, প্রবিশ্য তোয়ং গিরি মুজ্জ হার,
 প্রকট বিকট মুরতি কমঠ, পৃষ্ঠে ধারণ বিরোট ভার,
 (সেতো আমার লেখা) (যা লেখায়েছ তাই লিখেছি)
 দ্বিতীয়ে কমঠমূর্ত্তি ধরেছ হে ভূভার হারী ।
 হ'লে, তৃতীয়ে বরাহ মূর্ত্তি চতুর্থের নর-কেশরী ॥

এবার তোমার ভাগ্যপটে এই লিখিলাম চক্রধারী ।
 (বড় নিষ্ঠুর লেখা লিখতে হ'লো) (তোমার কর্মের ফল কি দোষ আমার)
 বটু বেশ ধরং দেবং সর্ব বেদান্ত গোচরং,
 মেখলাজীন দণ্ডাদি চিহ্নেনাঙ্কিতমীশ্বরং,
 (সেতো আমারি লেখা) (হরিহে সেতো আমারি লেখা)
 এবার তোমার ভাগ্যপটে, এই লিখিলাম চক্রধারী ।
 শেষে পাতালপুরে, হরি তোমারে, হ'তে হবে হে বলির দ্বারী ॥

বিধাতা । তবে চ'ল্লাম হরি । কিন্তু হে বটুরূপধারী কণ্ঠপ কুমার ! তুমি ত এখন সূতিকাগৃহে প্রসূতির কোলে মায়া নিদ্রায় নিদ্রিত, অদিতীদেবীও মায়াগয়কে কোলে ক'রে, মায়ার ঘোরে হতচেতনা ! এই সময় একবার স্বরূপ দর্শন লাভ যদি তোমার ভাগ্যবিধাতার ভাগ্যপটে লিখে থাকে, তবে একবার দেখা দাও—আমি দর্শন ক'রে বিদায় হই,—তুমি মায়ের কোলে মায়ার খেলা খেলতে থাক ।

(বিষ্ণুমূর্তিতে বামনের গাত্রোথান)

বিষ্ণু । বিধাতা ! এবার কেন আমার ভাগ্যপটে এরূপ কঠিন লেখা লিখলে ?

বিধাতা । নৈলে তুমি ত শাসন হবে না । ছলনা, প্রতারণা, চাতুরী, কঠরতা এ গুলিও পরিত্যাগ ক'রবে না ।

বিষ্ণু । আমি ছলনা চাতুরী যা করি, পরের জন্মই । তার প্রতিশোধের কি প্রহরীত্বই ব্যবস্থা ! এ লেখাটা কি ভাল হ'ল ?

বিধাতা । ভাল হ'ক্ মন্দ হ'ক্ সে তুমিই জান । কিন্তু তোমার সূতিকাগৃহে এসে, তোমার ভাগ্যপটে আমাকে লিখতে হ'ল, আমার ভাগ্যে এ লেখাটাই কি তোমার ভাল হ'য়েছে ? তবে, যখন তোমার লেখার বাধা হ'য়ে, লিখবার জন্ম এসেছি, তখন একটু ভাল ক'রে লেখাই ভাল ! শুধু এক বলির প্রহরী কেন, বলির দ্বারে প্রহরী—ভবের কূলে কাণ্ডারী, একা তোমাকে অনেক কাজ ক'রতে হবে ! ভব-নদীর ঘাটে তরণী

ল'য়ে একা ব'সে থাকতে হবে—আর ধনী হ'ক্, নির্ধন হ'ক্
 পারগামী ঘাটে গিয়ে ডাক্বামাত্র তন্মুহূর্তে তাকে পার ক'রে
 দিতে হবে । এ দুস্তর ভব-নদীর আর দ্বিতীয় তরি নাই—
 দ্বিতীয় কাণ্ডারী নাই । তোমার একমাত্র তরি, তুমিই একমাত্র
 কাণ্ডারী, কাজেই সে ভবের ঘাটে একাভিন্ন অবসর লাভের
 দোসর কোথায় পাবে হরি ! সময় নাই, অসময় নাই, সকল
 সময়েই প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাকতে হবে, আর ডাক্বামাত্রই পার
 ক'রে দিতে হবে । এই কথাটি এবার তোমার ভাগ্যপটে বিশেষ
 ক'রে লেখা থাকল ।

গীত ।

লিখি যা যখন, যে লিখন, জীবের ভাগ্য লেখ্যপটে ।

অলঙ্ঘ্য বিধানে তোমার যে বিধান করি তাই ঘটে ॥

তব ভাগ্যে অনিবার্য, বিশেষ লিপি রইল ধার্য, জীবনের কার্য,—

(হরি তোমার)

নিতে হবে পাতকীর ভার কাতরে ডাক্লে সঙ্কটে ॥

পতিতে তারিতে হরি, নাই হে আর দ্বিতীয় তরি, দাঁড়ী কাণ্ডারী,—

(তুমি দাঁড়ী, তুমি কাণ্ডারী)

লয়ে তরি, একা হরি, তোমায় থাকতে হবে ভবের ঘাটে ॥

বিধাতা । তবে এখন বিদায় দাও ! রাত্রিও অবসান
 হ'য়েছে । আমি চল্লাম, তুমিও ও বেশ ত্যাগ ক'রে মায়ের
 কোলে মায়ার খেলা খেল গে ।

বিষ্ণু । আমার দেখা হবে ত ?

নিধাতা । এই আবার ক—টা দিন পরে উপনয়নে আসছি আর কি ! এই ত খেলা চলতে আরম্ভ হ'ল ! এখন যাও মায়ের কোলে নিজা যাও গে ! আমি বিদায় হ'লাম—(প্রণাম ও পরস্পর আলিঙ্গন)

[বিষ্ণুর শয়ন ও ব্রহ্মার প্রস্থান ।

বালকগণের প্রবেশ ।

১ম বালক । ভাই, আজ বামনের আট কড়াই ! চিড়ে, মুড়কি, খই, মুড়ি, কড়াই ভাজা ! খুব মানধান ! মা মেন চিন্তে না পারেন, বসুদাম ! বুঝি কুলো আনিস্ নাই ?

বসুদাম । হাঁ, তাকি ভুলি ।

১ম বালক । তবে চল ! ঐ দেখ্ অদিতী মা আমাদের বিরাট বামনকে কোলে করে কেমন যুমু'চ্ছেন, আয় কুলো বাজিয়ে যুম ভাজিয়ে দি ; (কুলো বাদন পূর্বক) হৈ—হৈ—হৈ—আট কড়ায়ে ফাট কড়ায়ে, মুড়কি মুড়ি থৈ—কৈ মা তোর সোণার খোকা কৈ ? (পুনঃ পুনঃ)

গীত ।

কৈ কৈ কৈ কৈ গো মা তোর, সোণার খোকা কৈ ?

আমরা দূরে থেকে দেখতে এলাম বুক ভরা টাদ ঐ !

আঁধার ঘর হয়েছে আলো উলু দিয়ে বাজাই কুলো,

লোহার কাঁটা খোকাটা তোর থাকবে ভাল ।

(এই আমরা বাজাই কুলো) (লাক্ তড়াতড়্ বাজাই কুলো)

(তড়াতড়্ লাক্ তড়াতড়্ বাজাই কুলো)

দেমা আঁচল ভরে — মুড়কি মুড়ি কড়াই ভাজা থৈ ।

অদিতী । তোমরা কে বাবা ?

১ম বালক । আমাদের বাড়ী অনেক দূর মা, তোর খোঁকাকে দে'খতে এসেছি ।

অদিতী । কাঙ্গালের ঘরে কাঙ্গালের ছেলে, সবে ষেটের এই আট বছরে পড়েছে ।

স্বদাম । আট বছরের কি গো ! এই তো সব আট দিনের, আজ যে আট কড়ায়ে । আট বছরে বুঝি আট কড়ায়ে হয় ? মুড়ি মুড়কি দেবার ভয়ে বুঝি মিছে কথা ?

অদিতী । না বাবা ! মিছে কথা নয় । আট দিনের বলতে নাই, ছেলের অকল্যাণ হয় । আট বছরের বলতে হয় ।

১ম বালক । তুমি আট দিনেরই বল, আর আট বছরেরই বল, কি আট যুগেরই বল, কিন্তু আট মহাযুগেরই বল, যা বলবে তাই সাজবে । যখন মা হয়েছে, তখনই মায়ায় ডুবেছ ।

অদিতী । তা বাবা ! তোমাদের বাড়ী অনেক দূরে ব'ল্ছ ! আমাদের পাড়াপড়সীদের ছেলেরা না আসতে তোমরা আগে এলে কেমন করে ?

১ম বালক । আমরাও মা তোর খোঁকার পাড়াপড়সী আমরাও তোব ছেলে, আমরাগকে পর ভাবিসনে ।

অদিতী । ষাট্ । পর ভাব কেন বাবা ! তোমরাও আমার ছেলে ।

২য় বালক । শুধু ছেলে ব'লে ভুলিয়ে রাখলে চলবে না,

মুড়ি মুড়কি দাও, নইলে ফের কুলো বাজাব ! বাজা ভাই লাক্
তড়া তড়্ ।

অদিতী । না বাবা ! বাজিও না, কচি ছেলে ঘুমিয়েছে,
কাঁচা ঘুমে উঠলে এখনই কাঁদবে ! আমরা বড় দুঃখী, বড়
কাজনা ! যরতো কিছুই নাই ! তাঁকে ডাকি, ভিক্ষা শিক্ষা
করে তোমাদের কিছু খাবার এনে দেবেন । তোমরা আমার
খোঁকার কাছে ব'স, আমি আসছি ।

[অদিতীর প্রস্থান ।

৩য় বালক । মা তো বাড়ীর কর্তাকে ডাকতে গেলেন, এই
সময় আমাদের কর্তা একবার উঠবেন কি ? না কুলো বাজিয়ে
ভুলো ছাড়াতে হবে ?

স্বদাম । তা হ'লেই এখন লোক যুটবে, আর ঢোল বাজায়ে
গোল করে দেব ! নইলে এখনও উঠে দেখা দাও ।

৩য় বালক । আরে কুলো বাজা না ! এখনই উঠতে হবে ।
উঠবে কি গো ঠাকুর মশায় ! নইলে এই—রণ বাদি ধরলাম ।

নিয়ু । (কৃষ্ণমূর্তিতে উঠিয়া) (সুরে)

কে তোমরা সবে, এবেশে এভাবে,

কোথা হ'তে এসেছ রে ।

১ম বালক । (সুরে)

এলে যেথা রেখে, এলাম সেথা থেকে,

সখারে দেখিতে তোরে ।

(সব কি ভুলে গেলি ভাই) (এই তো সবে ক'দিন হ'ল)

কৃষ্ণ । (সুরে)

(তবে) ও বেশ ত্যজিয়ে, রাখাল সাজিয়ে,
আয়রে গোলোকের সাজে ।

(ধড়া চুড়া প'রে) (তেমনি ধারা ধড়া চুড়া প'রে)
আয়রে গোলোকের সাজে ।

১ম বালক । (সুরে)

(এই) ত্যজিলাম এসাজ, আয়রে রাখাল রাজ,
ধরি তোরে হৃদয় মাঝে ।

(একবার আয় রাখাল রাজ) ওরে গোলোক আলোকরা নিধি)
ধরি তোরে হৃদয় মাঝে ।

বালকগণের প্রচ্ছন্ন গ্রাম্য বালক সাজ পরিত্যাগ ও গোলোকের
রাখালবেশে কৃষ্ণের সঙ্গে পরস্পর আলিঙ্গন ।

কৃষ্ণ । যাও ভাই, গোলোকে যাও, আমি শীঘ্রই যাব !
এবার ভোলা'র খেলা নয়—ছলায় খেলা ! যাও, আমি ভুলে
থাকবো না, শীঘ্রই যাব ।

১ম বালক । শীঘ্র যত যাবে তাতো বুঝতেই পারছি, এতো
তোমার গোলোক বৈকুণ্ঠ নয় । এ যে তোমার নিজের ফাঁদ
পাতা—মায়ার রাজ্য ভাই ! এ রাজ্যের—এ মায়ার ফাঁদে যে,
গুটি পোকাটির মত আপনিই জড়িয়ে পড়তে হয় ! এই তো
বেশ পুতুল খেলা পাতিয়ে নিয়েছ !—(সুরে)

সাজিয়ে পুতুল, সাজিয়ে পুতুল,
খেলিছ পুতুল খেলা ।

(খেলায় ভুলে থেকো না) (বেলায় বেলায় খেলা ভেঙ্গে)

খেলিছ পুতুল খেলা ।

কৃষ্ণ । (সুরে)

এ খেলারে সখা, সব চাতুরী মাথা,

ছলনার তরে এ লীলা ।

(কেবল ছলতে আসা) (এবার কেবল ছলতে আসা)

১ম বালক । (সুরে)

(তবে) করিয়ে প্রণাম, স্বধামে চলিলাম,

দেখো যেন মনে থাকে ।

(ভুলে থাকিস্ না ভাই) (প্রণাম করে বিদায় হলাম)

কৃষ্ণ । (সুরে)

রহিব না একা, যাও প্রাণ সখা,

মিলিব ত্বরায় গোলোকে ।

(খেলা সাজ করে) (এই বামন লীলায় লীলা খেলা)

[রাখালগণের প্রস্থান ।

অদিতীর প্রবেশ ।

অদিতী । ছেলেগুলি বুঝি চ'লে গিয়েছে, আহা ! কি
দুর্ভাগ্যের দশা মা ! কোথাকার কাদের ছেলেগুলি আহ্লাদ
করে এলো, বাচ্চাদের আঁচলে এক মুঠো চিড়ে মুড়িও দিতে
পারলাম না ! হয় তো মনে মনে কত দুঃখ করবে !

কশ্যপের প্রবেশ

কশ্যপ । কৈ অদিতী—বালকগুলি কৈ ? দাও কুটীরে যা আছে কিছু কিছু দিয়ে ওদের বিদায় কর ।

অদিতী । তোমাকে ডাকতে গিয়ে আমার বিলম্ব হয়েছে, তাই বুঝি বাছারা চ'লে গিয়েছে ! আহা ! বড় মুখ খানি করে এসেছিল !

কশ্যপ । বস্ত্রাদি পড়ে কার ?

অদিতী । বুঝি তারাই ফেলে গিয়েছে ।

কশ্যপ । উত্তম হয়েছে ! ছেলে মানুষ, তোমার কাছে কিছু খাবার প্রত্যাশায় এসেছিল, তাতো যথেষ্ট পেলে ! এখন গৃহে গিয়ে আহারের পরিবর্তে প্রহার লাভ ! এখন তাদের বাসস্থান কোথায় বলতে পার ? জান তো বলে দাও, এই বস্ত্র-গুলি তাদের পিতামাতার কাছে দিয়ে আসি । (বস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া) একি অদিতী ! এ বস্ত্রমধ্যে যে চির-অগ্নান কুসুমের বৈজয়ন্তী মালা ! এতো মর্ত্যের কুসুম নয়, এ যে স্বর্গের সম্পদ, স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ! এ সব কি কাণ্ড অদিতী ?

অদিতী । কেমন করে জানব, ছেলেগুলির পরিচয়ও তো ভাল করে পেলেম না । সবগুলি কিন্তু রূপের ছবি ! কথাগুলি যেন মধুমাখা ! তারা কি ছলনা করতে এসেছিল ? ভাল, একবার ধ্যান যোগেই দেখনা কেন ?

কশ্যপ । আর ধ্যান ! আমার ধ্যান—ধারণা—যোগ—তপস্যা, সব গিয়েছে ! আমি বহু পুত্রের পিতা, কিন্তু এক দিনের

জন্মেও আমি কোনো পুত্রের মায়ায় এত মুগ্ধ হই নাই ! এক দিনের জন্মও ভপোবিল্ল ঘটে নাই ! কিন্তু তোমার এই বামনটি জন্মগ্রহণ করে পর্যন্ত, আমার ধ্যান, ধারণা, যোগ, তপস্যা, সাধন সাধাধি সব গিয়েছে ! এখন ঐ বালকই হয়েছে আমার সব ! যোগেও দেখি ঐ বটু বালক, ধ্যানেও দেখি ঐ খর্ব্ব বালক আমার হৃদয়ের সর্বস্বত্ব অধিকার করে—অন্তর্জগৎ আলোকময় করে বিরাজ করছে ! এখন যোগ যাক—তপস্যা যাক ! যোগে যোগে ঐটীকে বাঁচাতে পারলেই মঙ্গল, চতুর্দিকে দানবের অত্যাচার !—দানবী মায়া ! অতি সাবধান, অদিতি ! অতি সাবধান ! এক কার্য্য কর ! সগ্রন্থীক কপর্দক, ভেলক, ত্রিশূলান্বিত তাত্র মুদ্রা, কেশনির্ম্মিত সূত্রে বন্ধন ক'রে বালকের গলাদেশে সংলগ্ন করে দাও ! আমি যদি কিছু তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করতে পারি চেফটা দেখি ! বালকগুলি যদি পুনর্ব্বার আসে, তাদের বস্ত্রাদি দিও ।

[কণ্ঠপের প্রস্থান ।

অদিতী । দেখতে দেখতে বামন আমার ঘেঠের পাঁচ বছরের হ'ল, এই তো সবে পাঁচ বৎসরের ছেলে, এরই মধ্যে কত জ্ঞান—কত বুদ্ধি ! যেন স্মৃতিধর ! এরই মধ্যে শ্রুতি শুনে, শ্রায়, স্মৃতি, দর্শন, সব কণ্ঠস্থ করেছে ! প্রজাপতি বলেছেন, উপনয়নের পরেই বেদ পাঠ আরম্ভ করাবেন, আহা ! আজ যদি আমার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব থাকতো, তা'হলে উপেন্দ্র আজ ত্রিদশেশ্বরের সহোদর ! উপনয়নের সময় কতই উৎসব হ'তো ।

ঋষিবালকগণের প্রবেশ ।

বেদগর্ভ । মা ! বামন বুঝি এখনও ঘুমাচ্ছে ?

অদিতী । হাঁ, ঘুমাচ্ছে ; তোমরা এখন খেলা করগে, ঘুম ভেঙ্গে উঠলেই তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব ।

বামন । মা আমার ঘুম ভেঙ্গেছে ।

অদিতী । লক্ষ্মী ছেলে ! আর একটু ঘুমাও, কৈ আমার কোলে শুয়ে একটু ঘুমো দেখি ?

বামন । খেলা করতে যাব না বুঝি ?

অদিতী । খেলা—খেলা—খেলা ! কেন লেখা পড়া শিখতে হ'বে না ?

বামন । শিখব ।

অদিতী । কবে শিখবে ?

বামন । বড় হ'লে ।

অদিতী । বড় হ'লে ? কেন তোর চেয়ে ছোট ছোট ছেলেরা তো লেখা পড়া শিখছে ।

বামন । হাঁ, আমার চেয়েও বুঝি কেউ ছোট আছে ?

বেদগর্ভ । হাঁরে বামন খেলবি নে ?

বামন । খেলব খেলব ! যাই মা !

অদিতী । আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নাই, ঐ অশোক কুঞ্জের ছায়ায় বসে খেলা কর, আমি এসে খাবার দেব ।

বামন । বেশ ! বেশ ! তুই যা আমরা খেলা করি ।

[অদিতীর প্রস্থান ।

বামন । দেখ ভাই ! আজ আমার একটা নুতন খেলা মনে প'ড়েছে । আচ্ছা ভাই ! তোরা কখনও রাজা দেখেছিস্ ?

বেদগৰ্ভ । না ভাই । রাজা কিসের ? কাঠের ? না—মাটির ?

বামন । রাজা ঠিক কাঠের পুতুলই বটে, আর মাটির—সেতো সবাই । রাজাও মাটির, প্রজাও মাটির ! তোরা বুঝি কখনও রাজা দেখিস্ নাই ?

জ্ঞানানন্দ । না দেখি নাই,—কত দেখেছি—সেই—উড়ে যায় তো ?

বামন । উড়ে তো ভাই সবাই যায়, রাজাও উড়ে যায়, রাজ্যও উড়ে যায় । তুমি কখনও রাজা দেখ নাই ।

জ্ঞানানন্দ । তোর দিবিব বামন ! সে দিন কমলকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে কত দেখলাম ! সেই খুব সাদাসাদা, গলা লম্বা তো ?

বামন । দূর ! গলা লম্বা কেন ? তুই জানিস্ নে ?

জ্ঞানানন্দ । আজ্ঞে—তুমি বড় জানো ! সেই যে পঁা'ক পঁা'ক ক'রে ডাকে । দেখলাম পঁা'ক পঁা'ক ক'রে ডাকে, আর পদ্মফুলের লাল তুলে খাচ্ছে, মা বল্লেন ওগুলি রাজবংশ ।

বেদগৰ্ভ । আহা ! খুব রাজা দেখেছ, সেতো আমিও ছিলাম, মা বল্লেন রাজহংস, কর্ত্তা শুন্লেন—রাজবংশ । আচ্ছা বামন ! তুই দেখেছিস্ ?

বামন । হুঁ—কত ।

বেদগৰ্ভ । কোথায় দেখলি ?

বামন । স্বপনে । ওসব স্বপ্নের জিনিষ ! সে কেমন জানিস্ ভাই । এই—তুই যেন রাজা ! ওদের তপবন, তা'দের কুশাসন, আমাদের কুঁড়ে, সব কেড়ে নিয়ে রাজা হয়েছিস্, তোর মাথায় যেন একটা রাজ মুকুট ঝক্‌ঝক্‌ করছে । কত লোককে নিয়ে কত কি করছিস্ । কাওকে কাঁদাচ্ছিস্ কাওকে হাসাচ্ছিস্, কাওকে দিচ্ছিস্, কাওকে কেড়ে নিচ্ছিস্ ! আমি যেন ভাই তোমার কাছে ভিক্ষা করতে গিয়েছি, আর তুমি রাজা—আমাকে ভিক্ষা দিতে আস্ছ । সে বেশ স্বপ্নের খেলা ভাই । খেলবি ?

বেদগর্ভ । তবে তুই রাজা সাজ বামন ।

বামন । না ভাই ! আমি একে তো সবার চেয়ে ছোট, তাতে বামন, আমাকে কি রাজা সাজা মানায় ? তুমি রাজা সাজ, গাছের পাতার মুকুট মাথায় দিয়ে ঐ গাছ তলায় বসো । তোমরা ভাই দু'জনের একজন রাজার মাথায় পাতার ছাতা ধর, আর একজন বাতাস কর । আমি ভিখারী সেজে আসি ।

জ্ঞানানন্দ । ভিখারীতে যেমন গান করে, তেমনি কিছু গান ক'রে ক'রে ভিক্ষা চাইতে হবে ।

বামন । তা বেশ ।

বেদকণ্ঠ । আমরা ও গাছের ডাল, পাতার মুকুট নিয়ে আসি ।

[জ্ঞানানন্দ ও বেদকণ্ঠের প্রস্থান ।

বেদগর্ভ । আমি এই সময় গোটাকতক আমলকী কুড়িয়ে আনি । ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে হবে ।

[প্রস্থান ।

বামন । (স্বগতঃ) ভিক্ষাটা এখন থেকে ভালরূপে অভ্যাস ক'রে রাখি । আমি তো চির দিনই ভিখারী ! যে ভক্ত,—তার কাছে ভক্তির ভিখারী, যে পুত্র ভাবে ভাবে,—তার কাছে স্নেহের ভিখারী । আজ বাদে কাল, দেব-সর্বস্বাপ-হারী দাস্তিক বলির দ্বারে ধনের ভিখারী হ'য়ে যেতে হবে ! ক্ষুদ্র দেহ ল'য়ে এসেছি—বৃষ্টিও এবার ক্ষুদ্র, যার অধম নাই—ভিক্ষা । ভিক্ষা ভিন্ন এবার ইন্দ্রের রক্ষারও আর অন্য উপায় নাই ।

[প্রস্থান ।

বালক ত্রয়ের প্রবেশ ।

জ্ঞানানন্দ । (বেদগর্ভের মস্তকে মুকুট দান) বেশ মানিয়েছে ! আমি ছাতা ধরি, বেদকণ্ঠ ! তুই ডালুটা নিয়ে রাজা মশাইকে বাতাস কর । আচ্ছা, ভাই রাজা মশাই ! বামন ভিক্ষা করতে এলে, কি দিবি ?

বেদগর্ভ । তা আছে গো—তা আছে ! আমি সেই ফাঁকে আমলকী কুড়িয়ে এনেছি ।

জ্ঞানানন্দ । সে যদি বয়ড়া, কি হরিতকী চায় ? ঐ দেখ বামন ভিখারী সেজে আসছে ।

গান করিতে করিতে ভিক্ষুক বেশে বামনের প্রবেশ ।

গীত ।

চন্দ্রচূড়, চিন্ময় হর, ব্যোম, ব্যোম, ব্যোমকেশ হে ।

ত্রিশূলধারী, ত্রিতাপ নিবারী ত্রিপুরারি ত্রিলোকেশ হে ॥

যাতায়াত্ জরা জনম নাশন, জাহ্নবী-জড়িত-জটা বিভূষণ,

জয় মৃত্যুঞ্জয় মহা যোগাসন, পশুপতি পরমেশ হে ॥

ঝরু ঝরু ধারা ঝরিত শিরে, পুত প্রস্রবণ রজত-শিখরে,
 দশধা শনী চবণ নথরে বারে স্নুধা অবিরাম,
 শৃঙ্গ নিনাদে ধ্বনিত মধুব জয় জয় জয় রাম,
 জয় উমাপতি উপাস্ত্র দেবতা, জয় ব্রহ্মময় বিশ্ব বিধাতা,
 প্রণমামি দেব জগত-ত্রাতা, অহিভূষণ ত্রাস নাশ হে ॥

বামন । রাজা মশাই ! আমি ভিখারী, আমাকে ভিক্ষা দাও ।

বেদগর্ভ । কি ভিক্ষা চাও ভিখারী মশাই ?

বেদকণ্ঠ । দূর তুই কেমন বাজা ! ভিখারীকে বুঝি মশাই
 ব'লতে আছে ? বাবার মুখে শুনেছি বড় বড় নগরের ধনী
 মশাইবা ভিখারীর সঙ্গে কথা কন না । ছুয়ারে গেলে দূর
 করে তাড়িয়ে দেন ! তুমি হয় তাড়িয়ে দাও, নয় বল—ও ভিখারী
 কি চাস্ ?

বেদগর্ভ । ও ভিখারী কি নেবে ? আমলকী নেবে ?

বামন । নেবো ।

বেদগর্ভ । বুলি পাতে ।

বামন । (বুলি পাতিয়া) দাও রাজা মশাই !

অদিতীর প্রবেশ ।

অদিতী । ওমা ! এ আবার কি খেলা হচ্ছে ? ভিখারী
 সেজে ভিক্ষা কর্চিস্ ? এ'তো ছোট প্রবৃত্তি কেন রে বামন ?

বামন । মা ! আমি যে ছোটো, ছোটোর প্রবৃত্তি ছোট বৈ
 কি বড় হয় ? ভিক্ষা করতে শিখছি, আজ বাদে কাল তো
 আবার ভিক্ষায় যেতে হ'বে !

অদিতী । যাট্ ! ভিক্ষায় যাবি কেন বাবা ? কি দুঃখে—
কার জন্য ভিক্ষায় যাবি ?

বামন । তোমারই দুঃখে—তোমারই জন্য ।

অদিতী । কেন, আমাদের কিসের দুঃখ—কিসের অভাব ?
আমাদের যে দুঃখ—যে অভাব, তোমাকে পেয়েই তো আমাদের
সে দুঃখ দূর হয়েছে—সে অভাব পূর্ণ হয়েছে ! এখন তো
আমরা বেশ আছি ! নদীতে জল আছে, গাছে ফল আছে,
আমাদের কিসের দুঃখ রে বামন ? ফল মূল খাব, গাছের
বাকল পরবো, গাছ তলায় জুড়ান, পাতার কুটীরে শোবো,
তোকে কোলে ক'রে প্রজাপতির পদ পূজা ক'রবো ! আমার
চেয়ে সুখী কে আছে বে বামন ?

বামন । (স্বগত) মা সব ভুলে গিয়েছেন, এখন আর সে
স্বর্গভ্রষ্ট স্বরেন্দ্রের কথা স্মরণ নাই ! শচীর দুর্দশা, দেবতার
দুর্গতি, সব ভুলে গিয়ে, এক আমার মায়াতেই মোহিত !
আমার লালন পালনেই তন্ময় !

(নেপথ্য গীত)

যোগাসনে, যোগ গ্রাণে, ভাব যোগানন্দ ধনে ।

ওকে ? ও—যোগিনী বেশে কে আসছে । হাঁ চিনেছি !
মায়া আর হরিভক্তি ! হরিভক্তি আসছেন মাকে আমার ঈশ্বরত্ব
বুঝিয়ে দিয়ে ভক্তি দান করতে, আর মায়া আসছেন মাকে
মায়ায় মুগ্ধ ক'রে সামান্য পুত্র জ্ঞানে, আমাকে স্নেহের কোলে

প্রতিপালন করাতে ! কিন্তু আজকার এই তর্ক যুদ্ধে মায়ারই জয় । দেখি দু'জনে কি রঙ্গ করে ।

যোগিনী বেশে গান করিতে করিতে হরিভক্তির প্রবেশ ।

গীত ।

যোগাসনে, যোগপ্রাণে, ভাব যোগানন্দ ধনে ।
শুধু যোগে নাই শুভযোগ, বিনা যোগ যোগমায়ার সনে ॥
হওরে আগে মনোযোগী, যা'তে হয়রে মনও যোগী,
মন প্রাণ হ'লে উদযোগী, যোগতত্ত্ব জাগবে প্রাণে ॥
হ'লে আশার সঙ্গে সংযোগ, যোগাযোগের সব গোলযোগ,
কাটলে মায়ী-মেঘের ছর্যোগ, যোগের আলো জ্বলবে মনে ॥

হরিভক্তি । কেমন আছ মা ?

অদিতী । কে, মা তুমি ? আমি তো মা তোমায় চিন্তে পার্লাম না ! তোমার বাড়ী কোথায় মা ?

হরিভক্তি । এখন তো চিন্তে পার্বে না ! আমার বাড়ী কোথায় জানিস, সেই—বিষ্ণুপুরে ।

অদিতী । তোমার নাম কি মা ?

হরিভক্তি । নাম হরিভক্তি !

অদিতী । এখানে কি জন্য এসেছ মা ?

হরিভক্তি । আমি হরিভক্তের দাসী, হরিভক্ত ভালবাসি, মাঝে মাঝে তাই দেখতে আসি । তোকেও ভালবাসি, আমি তোরও দাসী । আমি তোকে প্রণাম করি, (প্রণাম) আর আমার হৃদয়ের অর্ভাচ দেবতা ! তোমাকেও প্রণাম করি ।

(বামনকে প্রণাম)

মায়ার প্রবেশ ।

মায়া । হাঃ হাঃ হাঃ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
যোগিনী মাগীর কাণ্ড গুলো দেখছি ! মাগী ডাকিনী না ডাইনী ?
ছুধের ছেলেকে প্রণাম করছে । দূর্ মাগী ! কটি ছেলের
অকল্যাণ কর্ছিস্ ? ষাট্ ষাট্ ! আঃ মরি মরি ! দিবিব ছেলে,
মায়ের কোলে বুক ভরা ধন খেলা করছে !

(সুরে)

(কিবা) বুক ভরা ছেলে, হেলে ছলে ছলে,
খেলিছে মায়ের কোলে ব'সে ।

হরিভক্তি । (আবার) কালে ঐ ছেলে, অম্নি হেলে ছলে,
প্রলয়-সিন্ধু-সলিলে ভাসে ॥

মায়া । (কিবা) হইয়ে চঞ্চল, ধরিয়ে অঞ্চল,
খেলিছে বামন ছেলে ।

হরিভক্তি । এখন যে এমন সেজেছে বামন,
নিরাটরূপী সে সময় কালে ॥

অদিতী । তোরা কি বলাবলি কর্ছিস্ মা ! ছেলে বামন
সেজেছে—জলে ভাসে—ও কথা কি বলতে আছে বাছা !

মায়া । মাগী কোথা থেকে অকল্যাণ করতে এসেছে !
অত বড় মাগী, এসে তোমার ছুধের খোঁকাকে টপু করে প্রণাম
করলে । মাগী গুণ করতে এসেছে গো—গুণ করতে এসেছে ।

অদিতী । সত্য বাছা ! তুমি আমার বামনকে এসে প্রণাম
করলে কেন ?

হরিভক্তি । কি জানি মা, ওকে দেখলেই যেন আপনা হ'তে, মাথাটা গিয়ে ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ে গো— লুটিয়ে পড়ে !
অদিতী । এ কথা কেন বলছ মা ?

হরিভক্তি । জানিনে মা, এ শুধু আমার নয়, জগত সংসারের মাথা ওর পায়ে লুটায়, এ'কে তুমি মা হ'য়েছ, তার উপর এক পোড়ার মুখী এসে সব ভুলিয়ে দিয়েছে মা—সব ভুলিয়ে দিয়েছে !

মায়া । গায়ের জ্বালায় কত পোড়ারমুখী কত কথা বলে !
আমরা তো কখনো কারো গায়ে পড়ে বাগড়া করতে যাইনে ।

অদিতী । কেন বাছা, তোমরা বাগড়া করছ, তোমরা কে ?
কারো তো ভাল পরিচয়ও পেলাম না ।

হরিভক্তি । ও মাগী একটা ডাকিনী মা—ডাকিনী ! ঐ ডাকিনীর মায়ায় ভুলে, তোমরা আমাকেও ভুলে গিয়েছ !
তখন তখন, আমি তোমাদের ভালবাসার জিনিস চিনিয়ে দিতাম, এখন ঐ ডাকিনীর মায়ায় ভুলে, আঁচলে মাণিক বেঁধে আঁধারে ঘুরে বেড়াচ্ছ ! নইলে, যখন ঐ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, এসে কশ্যপ কুমার রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখনও আমি ছিলাম ।
যখন এই ক্ষুদ্র বামন, মহা বিরাট মূর্তিতে তোমাকে দেখা দেন, তখনও আমি ছিলাম ! যখন পীতবাস পরিহিত—কৌস্তভ শোভিত—নবঘন-শ্যাম, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী মূর্তিতে দেখা দিলেন, তখনও আমি তোমার কাছে । তার পর যখন তোমাকে মায়ায় ভুলিয়ে, মা বলে তোমার কোলে উঠলেন

তখনই অমনি ঐ ডাকিনীর কুহকে পড়ে সব ভুলে গেলে !
তাইতে মা আজ আলো আঁধারে পড়ে কোলের মানুষ চিন্তে
পারছি নে । নইলে দূরের আলোতে পথ দেখতে হবে কেন ?
জগৎ আলো করা চাঁদ যে আজ তোৰ কোল আলো করে
বসে আছে মা ।

গীত ।

কত জন্ম মা করেছ সাধন ।

যুচেছে মনোবেদন ;—

তুমি কঠোর কামনার ফলে, কালো চাঁদ পেলে কোলে,

ওতো কালো নয় ভুবন আলো করা ধন ॥

তুমি পড়ে ঘোর মায়ার ছলে, আঁধারে পথ হারালে,

থাকতে মানিক বাঁধা মা তোৰ অঞ্চলে ;—

যখন এ আঁধার যাবে সরে, দেখবি মা আঁখি ভরে,

(আঁধার থাকতে দেখতে পাবি না মা)

কমল আঁখি ঐ বামন তোমার কি রতন ॥

অদিতী । তবে কি মা বামন আমার মানুষ নয় ? তাই
যেন মনে হচ্ছে ! যে রাত্রে বামন আমার জন্মায়, সেই রাত্রে
এমনি এমনি কি যেন সব দেখেছিলাম । সেই—চতুর্ভুজ, শঙ্খ,
চক্র, গদা, পদ্ম ! সব যেন ছায়া ছায়া মনে আসছে—তার
মিশিয়ে যাচ্ছে । (বামনের প্রতি) হাঁরে বামন । তুমি কি
সত্যি সেই দেবের দেব বৈকুণ্ঠের হরি এসে আমাদের মা ব'লে
ডেকেছ ?

মায়া । এইবার ডাকিনী মাগীর মন্ত্ৰের গুণ ধরেছে । ডাকিনীর মায়ায় পড়ে মা হ'য়ে ছেলের অকল্যাণ করছে দেখ । ছেলেটিকে বুঝি বাঁচতে দেবে না ? তুমি কেমন মা গা ? ডাকিনী মাগী—অমুক দিন, অমুক রাত্রে, শজা, চক্র,—ত্রিশূল চক্র, কত কি প্রলাপ দেখার কথা মনে করে দিয়ে সব ভুলিয়ে দিলে ! প্রসব হ'লেই পোয়াতির বিকার হয়, বিকারের ঘোরে কত কি দেখে, তাই বো'লে কি ছেলেকে ঐ সব অকল্যাণের কথা বলতে আছে ? জানিনে বাছা ! তুমি কেমন মা, এখন খোকাকে কোলে নাও, ষাট্ ষাট্ ব'লে সোণার বাছার মুখে চুম খাও ! ও মাগীকে আমি বেশ জানি, লোকের পাতানো ঘর ভেঙ্গে দেওয়াই ওর স্বভাব ! মাগী কারো ভাল দেখতে পারে না ।

বামন । তোমরা দু'জনে তো খুব বকাবকি করলে, কিন্তু এবার তোমাবই জিৎ, যোগিনী ঠাকুরগণ তোমারই হার ।

মায়া । আমার জিৎ, কেমন খোকা ? আমি তো জয়পত্র পেয়েই আছি । সেখানেও পেয়েছি—এখানে এসেও পেলাম । মা তোর খোকার কথাগুলি বেশ মিষ্টি । এখন যাই খোকা । তোমার জয় হক্ ।

বামন । তোমারও জয় হক্ ।

হরিভক্তি । আমার কি হ'বে ?

বামন । তোমার জয় জয় হ'বে ।

অদিতী । কিরে বামন ! বর দিচ্ছি নাকি ?

বামন । বর কা'কে বলে মা ! বল না ? আমার কাছে থাকেতো তোকেও দেবো ।

অদিতী । ঐযে বল্ছিহু জয় হক্ ।

বামন । ওরাও যে বল্ছে জয় হক্ ।

অদিতী । ওঁরা যোগিনী সন্ন্যাসিনী, ওঁরা ত বর দিতেই পারেন ।

বামন । আমিও ছেলেমানুষ, বামুনের ছেলে ! আমিও তো বর দিতেই পারি ।—তুই বর নিবি মা !

অদিতী । তা দিও, এখন চল যুমাও গে ।

[প্রস্থান ।

উপনয়নের দ্রব্যাঙ্গি লইয়া নিত্যধাম ও কশ্যপের প্রবেশ ।

কশ্যপ । এর পর আর উপনয়নের উপযুক্ত শুভদিন আছে কি না, পঞ্জিকা দেখে একটা দিন স্থির করতে হবে, বামনের বয়ঃক্রম পঞ্চমবর্ষ উত্তীর্ণ হয়, যোগাকালে, যথাযোগ্য আয়োজন করে যে একটা যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করাতে হবে, এ কথাটা এক বারও মনে হয় নাই ! আজ হঠাৎ বৃহস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন “প্রজাপতি মহাশয় ! আপনার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র যে খর্ব বালকটী জন্ম গ্রহণ করেছে শুনেছি, সেটার বয়ঃক্রম কত হলো ? কেমন, একটু বড় হয়েছে কি ? না—সেই অতি খর্বাকৃতিই আছে !” এই কথা শুন্বা মাত্রেই যেন আমার চটক্ ভেঙ্গে গেল, যেন স্মৃতির একটা আবরণ সরে গেল । তাঁর জিজ্ঞাস্যের উত্তর অমনি আমতা

আম্ভা ভাবে দিলাম বটে, কিন্তু বামনের কথাটাই যেন হৃদয়ে অধিকতর আন্দোলিত হ'তে লাগল । তাড়াতাড়ি কুটারে এসে পঞ্জিকা দৃষ্টিে গণনা করে দেখেই চম্ফুস্থির ! সম্মুখে সার্কি এক বৎসর অকাল, উপনয়নের উপযুক্ত দিন একবারেই নাস্তি ! তবে মাত্র কেবল আগামী কলা একটা শুভদিন আছে, তারপর প্রশস্ত দিন একেবারেই অভাব, সুতরাং কাউকে কিছু না ব'লে শিষ্যটিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম্য বিপনি থেকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিছু কিছু সংগ্রহ করে আনলাম । আর আগলকী, হরিতকী, বহেড়া, এ সকল ফলতো আশ্রমেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে । ফলাধার মস্তকে করে নিত্যধাম পশ্চাতে আসছিল, বুঝি পথভ্রান্তি বশতঃ পিছিয়ে পড়েছে কিম্বা ক্ষুধার্ত হয়ে বৃক্ষতলে বসে সুপক্ক আগলকী ভক্ষণে মনোনিবেশ করেছে, তাদের ত চিন্তা নাই ! কৈ এখনও ত এলো না, একবার ডেকে দেখি ! বৎসু নিত্যধাম, নিত্যধাম ! ওরে—ও—নিত্য ! ওরে নিতে,—সাদা শব্দও নাই ! ওরে নিত্যধাম, ওরে—ধাম (নিরন্তর হইয়া) ওরে বেটা—ধামা—।

ফলাধার মস্তকে নিত্যধামের প্রবেশ ।

নিত্যধাম । কা-কে ডাকছেন ? এই যে ধামা আমার মাথায় ।

কশ্যপ । এত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করুছি কোনো উত্তর নাই । কেন—বধির হয়েছ নাকি ?

নিত্যধাম । (স্বগতঃ) বধির ! সময়ে সময়ে হই বৈ কি, তবে সব সময়ে নয়, অন্য সময়ে যতই বধির থাকি কিন্তু মধ্যাহ্ন সময়ে অন্নাদি প্রাপ্ত ক'রে সবাঞ্ছন অন্নস্তুপ, কদলী পত্রে স্থাপন পূর্বক, গুব্বী মহাশয়া যখন, আহারার্থে আহ্বান করেন, তখন “নিত্যধাম” শব্দ উচ্চারিত হবার পূর্বেই, শুন্তে পাই, আর অমনি নৃত্য করতে করতে গিয়ে বিস্তারিত কদলীপত্র পার্শ্বে উপবিষ্ট হই । কিন্তু কোনো স্থানে কোনো কার্যোপলক্ষে, এই—সমিধ্ কুশাদি চয়ন জন্ত প্রেরণ করবার সময়, গুরুদেব যখন নিত্য—নেতা—ধাম—ধামা, ইত্যাদি কোমল—কঠোর, কঠোর-কোমল স্বরে আহ্বান করতে থাকেন, তখন তাঁর সেই সপ্তম স্বর কর্ণে প্রবেশ করলেও অনন্যমনে তদপেক্ষা তীব্র সপ্তমে—বেদ পদক্রম, ঋক্বেদের পারায়ণ, অষ্টবিধ বিকৃতি রূপের বিষয়, জটা, মাল, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ-ঘণ, নিয়ে ঘন ঘন চীৎকার আরম্ভ করি, কিম্বা প্রকৃতি রূপ রূঢ় ও যোগ নিয়ে গোলযোগ বাধিয়ে গুরুদেবের আহ্বানকে একেবারে ভাসিয়ে দি, আবার গুব্বী দেবী যখন নিকটে থাকেন তখন তাঁকে শুনিয়া শুনিয়া এই সকল শ্লোক পাঠ আরম্ভ করি যথা—

কশ্যপ । আপন মনে কি বক্ছ নিত্যধাম ? এত চীৎকার কর্ছি কর্ণপাত নাই ।

নিত্য । আজ্ঞে আমি কর্ণপাত অনেকক্ষণ করেছি, আপনি ধামা ধামা কবে চীৎকার কর্ছিলেন, ধামা মহাশয় কর্ণপাত না করলে আমি কি করবো ?

কশ্যপ। নির্বোধ আমি ধামাকে ডাকি নাই—তোমাকেই ডেকেছি, নিত্য নিত্য বলে ডেকেছি, ধাম্ ধাম্ বলে ডেকেছি, কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে বিরক্ত হয়ে ধামা—ধামা—বলে চীৎকার করেছি।

নিত্য। আজে তা ওকে ডাকলেও যা, আর আমাকে ডাকলেও তাই, আমিও নিত্যধামা ওটাও নিত্যধামা, ও ধামাও নিত্য আমলকী হরিতকীতে পূর্ণ হয়, এ ধামাও ঐ আমলকী হরিতকী বহেড়াতে পূর্ণ করাতে হয়, বিধাতাপুরুষ পোড়া কপালে হরিতকী, আমলকীর বস্তা বেঁধে দিয়েছেন, আর আপনি সেইগুলি প্রতিদিন কিছু কিছু করে মাপাচ্ছেন।

কশ্যপ। দেখ নিত্যধাম ! তুমি বড় বাচাল, বিদ্যা শিক্ষাত যথেষ্ট হলো, কেবল বাচালতা শিখেছ। এখন যা বলি শুন, বামনের উপনয়ন অতি গোপনে—অতি সংক্ষেপে সমাধা ক'রতে হ'বে, কারণ উপস্থিত আমার যেরূপ অবস্থা তাতো দেখতেই পাচ্ছ।

নিত্য। আজে ! অবস্থাতো চিরকালই দেখে আসছি। আজ না হয় দেবতার সর্গভ্রম, ইন্দ্র সিংহাসনচ্যুত ! কিন্তু একদিনতো ইন্দ্র সর্গের রাজা ছিলেন, আপনিও ত্রিদশেশ্বরের পিতা ছিলেন ! কৈ, তখনই বা কোন্ ক্ষীর সর মাখান দিয়ে এ পোড়া পেট পূরিয়েছেন ! তখনও ঐ আমলকীর আত্মশ্রাব ক'রেছি, এখনও তারই সপিণ্ডকরণ ক'রছি ! সবই আমাদের পোড়া কপাল, নৈলে বামনের উপনয়ন সংক্ষেপে ! এ কথাও কি আজ শুনতে হ'তো। ক্ষেপের মধ্যে এই ত শেষ ক্ষেপ,

এ ক্ষেপেও সংক্ষেপ ? এ আক্ষেপ রাখবার কি আর স্থান আছে প্রভু ?

কশ্যপ । তুমি বোঝো না নিত্যধাম ! দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ক'রতে হয় ! আমার অবস্থা তো দেখ্‌ছ । একে সঙ্গতি হীন, তাতে সম্পূর্ণ অর্থাভাব ; তার উপর সময়ভাব । যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে এতেই একরূপ করে আগামী কলা বামনের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রতে হবে । দেখি, কি কি সংগৃহীত হ'য়েছে ?

নিতা । (ধামা নামাইতে নামাইতে) আজ্ঞে সবই প্রচুর ! হরিতকী, বহেড়া, আমলকীর গাছ ত নিঝাড় ক'রেছি, বামনের পৈতে হ'বে, কোনো রূপ অঙ্গহীন করা হ'বে না ।

কশ্যপ । কৈ আবরণ উন্মোচন কর দেখি ! (দেখিয়া) হাঁ হরিতকী, আমলকী, বহেড়া কুশ, যজ্ঞউড়ম্বর কাষ্ঠ, তার পরে আতপ, রস্তা, মিষ্টান্ন ! তা—এতেই একরূপ করে চ'লবে, উত্তরীয়, শির-বন্ধনী কৈ ?

নিতা । আজ্ঞে তাও ঐ আনা হ'য়েছে, এখনি গিরি মাটি দিয়ে রং করে দেব ।

কশ্যপ । (বস্ত্র মাপিতে মাপিতে)—বস্ত্রগুলি কিছু ছোটো হ'য়েছে, পরিধেয় খানি ত সার্কি দুই হস্ত ।

নিতা । আজ্ঞে, ছেলেও ত আপনার সার্কি এক হস্ত । আপনার বায় সংক্ষেপ করবার জন্য উনিও বুঝে সূতো দিব্য দেহখানি নিয়ে জন্মেছেন ।

কশ্যপ । তা—এতেই একরূপ চ'লবে, এখন বস্ত্রগুলি গৈরীক রঞ্জিত করগে, আর এক কথা শোন, খুব সাবধান ! কল্যা যে বাম-
নের উপনয়ন হ'বে, এ কথা যেন ঘুণাগ্রোও প্রকাশ না হয় ।

নিতা । আজে, সে কথা আবার আগাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন,
যা জান্লেন আপনি আর আমি, আপনি ব্রাহ্মণ ভোজনের
ব্রাহ্মণ, আর আমি কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাব ! আর বামনেরতো
উপবাস, মা ঠাকুরগণ—তিনি সমস্ত খাটা খাটুনি করে যা আহার
ক'রবেন তা'ত বুঝতেই পারছেন ।

কশ্যপ । যাক্ এখন বস্ত্রাদি ল'য়ে যাও রঞ্জিত করগে,
আর সত্যসন্ধকে বলগে, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী প্রভৃতি যথাসময়ে
সংগ্রহ করে রাখে ! যাও খুব সাবধান ! (স্বগতঃ) অবস্থাটা বড়ই
মন্দ, অর্থ সামর্থ্য হীন, বড়ই সংক্ষেপে আমার উপেন্দ্রের উপনয়ন
সমাধা ক'রতে হলো, বড়ই আক্ষেপের কথা ! অন্যান্য পুত্রগণের
উপনয়নকালে—বিশেষতঃ আমার বাসবের উপনয়ন সময়ে,
আনন্দ উৎসবের পরিসীমা ছিল না ! অনাহুত, রবাহুত,
ব্যক্তিগণকেও অল্প বস্ত্র অর্থাৎ যেরূপ আশাতীত ভাবে দান
করা হয়েছে তা যেন কখনো হয় নাই হবে না, এখন যেন সে
সব স্বপ্নবৎ বোধ হচ্ছে ! সকলি হরির ইচ্ছা ! তিনি ইচ্ছাময়,
তঁার ইচ্ছাই পূর্ণ হক্—তঁার মনে যা আছে তাই হ'বে ।

অদিতীর প্রবেশ ।

অদিতী । বলি হাঁগা ! হঠাৎ এ আবার কি শুন্লাম
নিতাদাম যা বল্লে তা কি সত্য ?

কশ্যপ । নিত্যধাম ? নিত্যধাম কি ব'ল্লে ?

অদিতী । সে যে ব'ল্লে, ধামা ভ'রে হরিতকী, বহেড়া আমলকী, কত কি ফল মূল, তার পর আতপ চাল, কলা সব নিয়ে এসেছি, কাল বামনের পইতে ।

কশ্যপ । এঁা—তুমিও শুনেছ ? তা—তোমাকে ব'ল্লে বারণ ছিল না । দেখ অদিতি ! অতি সংক্ষেপে—অতি গোপনে—কল্যাই বামনের উপনয়ন ক্রিয়াটা সমাধা ক'রতে হবে !

অদিতী । কেন, এত গোপনে—এত সংক্ষেপে—এত তাড়াতাড়ি, ছোট ছেলের উপনয়ন দেবার প্রয়োজন ?

কশ্যপ । প্রয়োজন অতি গুরুতর, বামনের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ অতীত হয়, অথচ দিন পঞ্জিকা দৃষ্টিে গণনা ক'রে দেখলাম, বর্তমান বর্ষে আর শুভদিন নাই ।

অদিতী । না-ই থাক্‌লো, তার পরেও দিন পাবে, এই ত বামন আমার সবে পাঁচ বছরের, আট বছরে পইতে দিও, অষ্টম বর্ষই ত উপনয়নের প্রশস্ত সময় ।

কশ্যপ । হাঁ অষ্টমবর্ষই উপনয়নের প্রশস্ত সময় বটে, কিন্তু স্থল বিশেষে পঞ্চম বর্ষেই সে কার্য সমাধা করা উচিত । যদিও “গৰ্ভাম্ভহকে কুর্বিবত ব্রাহ্মণস্য উপনয়নম্” একথা শাস্ত্রে ব'লোছে বটে, কিন্তু আবার একথাও ব'ল্লেছেন, “ব্রহ্মবর্চ, স্বকাস্ত, কার্যং, বিপ্রস্য পঞ্চমে” বামনের আমার, বিশেষ জ্ঞানোদয় হ'য়েছে, আমার অধ্যাপিত সমস্ত শাস্ত্রই প্রায় কণ্ঠস্থ ক'রেছে, সুতরাং

ওর উপনয়ন পঞ্চম বর্ষেই হওয়া উচিত। তুমি একথা কারো কাছে প্রকাশ ক'র না। এমন কি তোমার বামনও যেন জানতে না পারে। তাকে আজ ফুল, ফল, আর একটু গঙ্গাজল মাত্র দিও। জিজ্ঞাসা করলে ব'লো, কাল বাড়ীতে হরি পূজা আছে, আজ এই খেয়েই থাকতে হবে।

অদিতী। হা ভগবান্ এও শুনতে হলো !

কশ্যপ। চুপ কর, ঐ বামন আসছে ! ওর কাছে এ সব কথা প্রকাশ ক'র না। এখনি পাড়ার পাঁচ ছেলের কাছে প্রকাশ ক'রবে। কি ছুরদুষ্ট ! হরি ! হরি !!

বামনের প্রবেশ।

বামন। বাবা আমায় ডাকছে ?

কশ্যপ। না ডাকিনি, তুমি খেলা করগে—নয়, দেবগর্ভের কাছে ব'সে পাঠ অভ্যাস করগে।

বামন। আমি সব অভ্যাস ক'রেছি।

কশ্যপ। মর্ষ উপলব্ধি হ'য়েছে ?

বামন। হাঁ।

কশ্যপ। বেদ শিখেছ ?

বামন। তুমি যে ব'লো, উপনয়ন না হ'লে, বেদ শিখতে নাই।

কশ্যপ। ভাল, বেদ শিখতে না-ই থাক, পদক্রমাদি তো শিখতে আছে, ষড়ঙ্গাদি বিভাগ তো শিখতে হয়।

বামন। সে সব কোন্ দিন শিখে ফেলেছি।

কশ্যপ। ভাল ভাল! কৈ, বলো দেখি বেদের যড়ঙ্গ কি কি?

বামন। এই কথা ৭ ও খুব মনে আছে! কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, চন্দ্র, জ্যোতিষ এই ছ'টি। কেমন হ'য়েছে ত?

কশ্যপ। শুনুছ অদিতী, বাটার মুখে যেন থৈ ফুটেছে, ভাল! বল দেখি, প্রথম—“শিক্ষা”, এ শাস্ত্রে কি আছে?

বামন। উদাত্ত অনুদাত্ত সরিৎ প্রভৃতি সরভেদে উচ্চারণ প্রণালী লেখা আছে।

কশ্যপ। ভাল,—“কল্প” এ শাস্ত্রে কি আছে?

বামন। যাগাদি ক্রিয়ার উপদেশ আছে, ব্যাকরণে শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা যায়, “নিরুক্তে” তাৎপর্যের সঙ্গে বৈদিক শব্দের অর্থবোধ হয়, আর ব'লবো?

অদিতী। না বাবা, আর তোকে বলতে হবে না, ব'কে ব'কে গলা শুকিয়ে যাবে; আজ আবার তুই কিছু খেতে পাবিনে, শুধু ফল আর দুধ খেয়ে থাকতে হবে।

বামন। খেতে পাব না কেন?

অদিতী। কাল বাড়ীতে হরিপূজা হবে।

বামন। হরি পূজা হ'লে আমি গেতে পাব না! আমি খাব না তো খাবে কে? খুব খাবো।

অদিতী। খাবে বৈকি, হরিপূজার পর খেও।

কশ্যপ । এখন ওকে কুটীরে নিয়ে যাও, কোথাও যেতে দিও না । যা ব'লেছি মনে আছে তো, খুব সাবধান !

[বাগনকে লইয়া অদিতীর প্রস্থান ।

কশ্যপ । আতপের ভাগটা কিছু কম হ'য়েছে, তা মোটে সংখ্যা সার্কি দ্বি কার্যাপণ মাত্র কপর্দক । তাতে এই যা হ'য়েছে যথেষ্ট । এখন একবার বৃহস্পতি মহাশয়কে সংবাদটা দেওয়া,—ওকি—বীণা বাক্সার ! ঐ যে—বীণার স্বর সম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ! নারদ আসছে নাকি ? বোধ হয় এদিকে আসবে না, না এলেই মজল, যাক্ এখন এ গুলো স্থানান্তরিত করবার চেষ্টা করি । (বাস্তবাবে ইতস্ততঃ বিচ্যুত দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করিতে করিতে) ঐ—এসেছে ! যা ভেবেছি তাই ! মাফাৎ বিভ্রাট মূর্ত্তি সশরীরে অধিষ্ঠান ! বেটা কস্ম পণ্ডুলে যেন সর্বব্যাপী ! যাক্ এখন এগুলো গোপন করি কোথায় ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ । প্রজাপতি—নমস্কার ?

কশ্যপ । (শশব্যস্ত) দেখলে বুঝি ! আঃ কি জ্বালা ! এগুলো গোপন করি কোথা ! এই উত্তরীয় খানা দ্বারা আচ্ছাদন করে রাখি ।

(উত্তরীয় দ্বারা ধামা আচ্ছাদন ও পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন)

নারদ । প্রজাপতি মহাশয় নমস্কার, নমস্কার ।

কশ্যপ । হাঁ—হাঁ—নমস্কার—নমস্কার ।

নারদ । কেমন আছেন ?

কশ্যপ । এঁা—তা—আপনি একটু ঘুরে আসুন, আমি একটু ভেবে বসছি ।

নারদ । “কেমন আছেন” এই কথাটার উত্তর নিতে আবার ঘুরে আসতে হবে, এ কেমন কথা হলো ?

কশ্যপ । তা—তা—যদি আজ অবসর না থাকে, তা—না হয় পরশ্ব তারিখে একবার আসবেন, আমি যা হয় একটা—ভেবে স্থির করে রাখবো ।

নারদ । ভাল তাই হ’বে, এখন একবার আসুন দেখি বিজয়ার কোলাকুলিতে সেরে নিই, অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ । (আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর) ।

কশ্যপ । আরে না—না স্পর্শ ক’রবেন না, অশুচি আছি—অশুচি আছি । উদরের পীড়া—

নারদ । আপনি আবার অশুচি, গো ব্রাহ্মণ বিরলে শুচি, অতি বিরলে ব’সে আছেন, আসুন—

কশ্যপ । আরে—কর কি ? ছুঁইও না অশুচি,—সম্পূর্ণ অশুচি ।

নারদ । ও পশ্চাত্তাপে উত্তরীয় ঢাকা দিয়ে কি রাখলেন ?

কশ্যপ । ও—কিছু নয় ।

নারদ । (উত্তরীয় তুলিয়া) এ সব কি ?

কশ্যপ । আমার শ্রীক !

নারদ । হরি । হরি ! শ্রুত কর্ণে এমন কথা বোলতে আছে, এ যে দেখছি উপনয়নের আয়োজন ।

কশ্যপ । উপনয়ন ? আমার আশ্রমে কারো উপনয়ন নেই । এখন, আপনি আসুন ; আমি একবার বহির্দেশে যাব ।

নারদ । আচ্ছা, আপনি আসুন আমি ব'সছি । দ্রবা গুলো পড়ে রয়েছে ।

কশ্যপ । আচ্ছা আপনি আসুন, আমি ওগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ক'রছি ।

নারদ । বহির্দেশে যাইবেন না ?

কশ্যপ । না, বেগটা প্রশমিত হয়েছে, উদরের পীড়া—বুঝতেই তো পারছেন ।

নারদ । হাঁ বুঝতে সবই পারছি ।

কশ্যপ । অবশ্য অবশ্য বুঝতে পারছেন ! তবে এখন আসুন, শরীরটে বডুই অসুস্থ ! পরশ দিন একবার অবশ্য অবশ্য আসবেন ।

নারদ । পরশ কেন, আমি কল্য প্রাতেই আসছি ।

কশ্যপ । কাল আমি এখানে থাকবো না ।

নারদ । অসুস্থ শরীরে কোথায় যাবেন ?

কশ্যপ । যমের বাড়ী ।

নারদ । বামনের পৈতেটা সেরে গেলে হ'তো না ? এখন গোলেই সম্মুখে অশৌচ, তার পর কালশৌচ, স্নাতরাং সেই অষ্টম বর্ষ ভিন্ন ঘটবে না ।

কশ্যপ । ভাল, সে ব্যবস্থা আপনার কাছে নেব, এখন—
উপনয়নের কথাটা আপনাকে কে বললে বলুন দেখি ? আমার
শিষ্য সেই ধামা বেটা—বটে ?

নারদ । শিষ্য ধামা নয়, আপনার পশ্চাতের ঐ ধামা ।

কশ্যপ । (স্বগত) আর মিছে ওর কাছে গোপনের ঢেঁফটা !
বেটাকে কোনো দিকে পেরে উঠবার উপায় নাই । (প্রকাশ্যে)
তা বাপু ! যদি জানতে পেরেছ তবে শোন, খুড়ো ভাইপোয়ে
কথা, তোমার কাছে বলতে কোনো বাধা নাই । আমার
অবস্থা ভাল নয়, মনের অবস্থাও ভাল নয় ; কাজেই কোনরূপে
কফেটে স্মৃটে বামনটিকে বামুন করে নিতে হ'বে । তুমি দাঁড়িয়ে
থেকে কার্য্যটী সম্পন্ন কবে দাও ! বৃহস্পতি মহাশয়কে প্রভাতে
ডেকে আন্বো, আর—এক রকম বলাও আছে ।

নারদ । তা যেন হ'লো, ব্রাহ্মণ ভোজন টা তো চাই ।

কশ্যপ । বেশী পার্বো না—দ্বাদশটী ।

নারদ । অতই বা কেন ? তিনটী হলেই যথেষ্ট !
আপনি, আমি, আর আপনার পুরোহিত বৃহস্পতি মহাশয় ।

কশ্যপ । তা যা-ই বল বাপু, অবস্থা গতিকে সেই রূপই
দাঁড়িয়েছে । তা বলছিলাম কি, এ-ই এ-ই কথাটা যেন আর
কোথাও প্রকাশ না হয়, এইটী আমার অনুরোধ ।

নারদ । বিলক্ষণ ! আমি আপনার শত্রু ! নারায়ণ—
নারায়ণ ।

কশ্যপ । নারায়ণ নারায়ণ ! শত্রু, ও কথা কি বলতে আছে ।

নারদ । আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যা জান্বে তিনটী লোক ।

কশ্যপ । তাতো ঠিক ! আমি, তুমি, আর পুরোহিত
বৃহস্পতি মহাশয় ।

নারদ । এই ! আর জান্বে তোমার সেই বামন ! (স্বগত)
আহা ধন্য হরি ! তোমার মায়ার খেলাকে বলিহারি ! তোমার
মায়ার মোহিনী শক্তির নিকট জগৎ পরাস্ত ! নিজে তুমিই
যখন সময়ে সময়ে তার অধিকার অতিক্রম করিতে পার না,
তখন আর অন্যের কথা কি ! আজ ত্রিকালদর্শী মহাজ্ঞানী
কশ্যপ মায়ার কুহকে জ্ঞাননয়ন হারিয়ে, তোমার উপনয়ন জন্ম
বাস্তব । যজ্ঞেশ্বরের স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র দান করবেন—ব্রহ্মায়কে
ব্রাহ্মণ করবেন ! এ কি মায়ার সাধারণ মোহিনীশক্তির কার্য্য !
স্বয়ং লক্ষ্মীকান্ত যার দ্বারে বাঁধা, সে কিনা নিতান্ত লক্ষ্মী-
হীনের মত, অস্বাভাবে অন্যের নিকট পুত্রের উপনয়নের কথা
প্রকাশে সঙ্কুচিত । ধন্য—ধন্য মায়া ! হে মায়ার নিধন
ব্রহ্মবামন নারায়ণ ! তুমি কশ্যপের প্রতি যে বিধান করছ কর,
কিন্তু নারদের সঙ্গে সে মায়ার খেলা খেলতে পারবে না, ক্ষুদ্র
বালক হয়েছ—হও, দীন দরিদ্র কশ্যপের পুত্র হয়েছ—হও,
যজ্ঞসূত্র ধারণ ক'রতে বসেছ—কর ! এ সব মায়ার খেলা, যত
ইচ্ছা খেল ; কিন্তু জগন্নাথের যজ্ঞসূত্র যে, তাঁর জগতের লোক
দেখতে পাবে না, তাতো হবে না হরি ! এই আমি বিদায়
হলেম, কল্য প্রভাতেই এই দরিদ্র কশ্যপের ক্ষুদ্র কুটারে
ত্রিলোক একত্রিত ক'রব ! আর তোমার পদে যদি আমার

অচলা মতি থাকে, তাহ'লে সেই অচঞ্চলা অন্নপূর্ণাকে, এই পূর্ণ-
কুটীরে এনে মনের বাসনা পূর্ণ ক'রব ! যা জগজ্জননি অন্নদে !
তোমার পাগলপুত্র নারদের মান রক্ষা কর, আমি তো ত্রিলোক
নিগম্নে চ'ল্লম ! হে বামনরূপী নারায়ণ ! কাল ত্রিলোকের
লোক তোমার দরিদ্র অসমর্থ পিতার কুটীরে উদয় হবে, দেখ
ভগবন্ ! তুমিই তাঁর মান রক্ষা করো । তবে প্রজাপতি !
আমি আসি ?

কশ্যপ । এঁা যাবে, তা—যা—না—না—একটু
দাঁড়িয়ে যাও । (স্বগত) যেতে বলি কি থাকতে বলি, এ গের
গেলেও বিপদ, থাকলেও বিপদ, গেলে আশ্রম পশ্চাৎ ক'রতে
যতক্ষণ, ইতিমধ্যে জগতময় ঢকা নিনাদিত ক'রবে, আর আশ্রমে
রাখলেও—

নারদ । নীরব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন ? কি বলবেন
বলুন ?

কশ্যপ । দাঁড়াও না ! একটু বিবেচনা ক'রে বল্ছি ।
(স্বগত) কি বল্ছিলাম—হাঁ, থাকতে বল্লেও এখনি—হয় তো
বামনের গর্ভধারিণীর কাছে গিয়ে “এ বড় অনায়াস হচ্ছে—বামন
কনিষ্ঠ পুত্র—তার উপনয়নে একটু ঘট না হওয়া কি ভাল
দেখায়” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাঁর মন ভারি ক'রে তুলে একটা
বিভ্রাট ঘটাবে ।

নারদ । কি বলবেন বলুন, আমার আর দাঁড়াবার সময়
নাই ।

কশ্যপ । ব'ল্ছিলাম কি দুটো দিন থেকে গেলে ভাল হয় না !

নারদ । কেন বলুন দেখি ?

কশ্যপ । বলি,—পথে বেরিয়ে পাছে নিজ মূর্তি ধরা হয় !

নারদ । আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন ? নারায়ণ—
নারায়ণ !

কশ্যপ । মধুসূদন—মধুসূদন ! তা নয়—তা নয় ! তবে—এস এখন, কা'ল যেন প্রত্যাষেই আসা হয়, আমি একবার বৃহস্পতি মহাশয়ের কাছ থেকে আসি, তবে দেখো বাপু ঐ বিষয়টা—

নারদ । কোনো চিন্তা নাই, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন ! এ আমার আপন ঘরের কাজ ।

কশ্যপ । অবশ্য—অবশ্য ! আপন ঘরের কাজই তো বটে ! তবে—আমুন এখন !

নারদ । হাঁ চলুন ! নমস্কার ।

কশ্যপ । নমস্কার নমস্কার ।

[কশ্যপের প্রস্থান ।

নারদ । এলেমই যদি, তবে আর বুথা ফিরে যাই কেন ? একবার বামনরূপী ব্রহ্মণ্যদেবকে দর্শন করে যাই !

বামনের প্রবেশ ।

বামন । বাঃ মা-ও নেই—বাবা-ও নেই—

নারদ । তোমার আবার মা বাপ কবে ছিল হে ? এলেন:

এক ছলা করে, যেন মা বাপকে দেখতে না পেয়ে ছেলে অবাক হ'য়ে গিয়েছেন, ওহে—ও—মাতা পিতা হীন বালক ! এ দিকে এস দেখি ।

বামন । তুমি আবার কে গো মশাই ? ও বাবা ! আমার বাবার চেয়েও যে চুল পাকা !—বাবার চেয়েও বড় ?

নারদ । তুমি যে আবার, আমার বাবার চেয়েও বড় ।

বামন । হ্যাঁ আমি এই সবে পাঁচ বছরের ! একে ছেলে মানুষ—তাতে বামন, সবার চেয়ে ছোটো ।

নারদ । হ্যাঁ, তুমি যে সবার চেয়ে ছোটো—সবার চেয়ে কাঙ্গাল, তাতো আমি জানি ! তুমি প্রেমের কাঙ্গাল, পতিতের সখা, অধম তারণ, অনাথের আশ্রয় ! তোমার মত ক্ষুদ্রও কেউ নাই, বৃহৎও কেউ নাই ! অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেহ ল'য়ে প্রলয় জলে বটপত্রে ভাসতেও তুমি, আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহা বিরাট্ মূর্ত্তিও তুমি, তুমি যে কে, কি যে তুমি, তুমি যে কার, কি যে তোমার আকার, তোমার দেহের যে কি উপকরণ, তাই যে আজ পর্য্যন্ত নিরাকরণ হ'ল না হরি !

গীত ।

ভবে কেবা তোমার, হরি তুমি কার হে ।

কে জানে বিশ্বরূপ তোমার, রূপ কি প্রকার হে ॥

কেবা জনক, কোথায় জনম, কোথায় ধাম,—

পুরুষ কি প্রকৃতি তুমি, কি তোমার প্রকৃত নাম,

আত্মময় তুমি নিরাকার,

ভক্তের ভাবে কভু সাকার,

(ওহে জগদাত্মা রূপী হরি) (নিত্য জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম তুমি হে)

ব্রহ্মাও ঐ রূপের বিকার, ব্রহ্ম নির্বিকার হে ।

বিরাটরূপে তুমিই ব্যাপ্ত সর্বত্র,—

ক্ষুদ্রাকাশে তুমিই আবার, ভাস হে বটপত্রে,

সেজেছ কণ্ঠপের পুত্র,

লীলা সূত্রে যজ্ঞসূত্রে

(অতি ক্ষুদ্রতম ব্রহ্ম বামন) (তোমার খেলার ভাব কে বুঝবে হরি)

কে বুঝবে এ খেলার সূত্র, লীলা চমৎকার হে ॥

বামন । কে তুমি গা, বল না ?

নারদ । তুমিই বল না—কে আমি ?

বামন । তুমি কোথা থেকে এসেছ ?

নারদ । যেখান থেকে পাঠিয়েছ ।

বামন । বাঃরে ! পাগল নাকি ? মাকে ডাকি পাগল
দেখবে !

নারদ । মাকে ডাকবে পাগল দেখতে ? ডেকো, আগে
পাগলের কোলে এসে, তুমি একবার পাগলকে দেখ । পাগলের
কোলে এসে আর একবার পাগল ব'লে ডাকো. (কোলে লইয়া)
বল আবার পাগল বল ।

বামন । পাগল—পাগল—পাগল ! বেশ পাগল !

নারদ । আবার পাগল বল ! এমনি ধারা যেন তোমাকে
কোলে ক'রে পাগল হ'য়ে, গোলে মালে ক-টা দিন কাটিয়ে
যেতে পারি ! এখন পাগলের একটা কথা শুনবে কি ?

বামন । কি বল না !

নারদ । কাল তোমার পইতে, সকাল ক'রে আস্ব,
পাগলকে চারুটি প্রসাদ দেবে কি ?

বামন । কার পইতে ?—আমার—? আমার পইতে হবে
না ।

নারদ । মিথ্যা কথা বল্ছ ?

বামন । না গো, সত্যি বল্ছি । আমি আবার মানুষ—
আমার আবার পইতে ।

নারদ । (স্বগত) কি কথার চাতুরী ! উপহাসভাবে
বল্ছেন, আমি আবার মানুষ—আমার আবার পইতে ! প্রকারে
সত্য কথাই বলা হ'লো । (প্রকাশ্যে) তা ঠাকুর ! তুমি যে
মানুষ নও, তোমার যে উপনয়নও হয় না, তাও জানি । তবে যে
ছলনার খেলাটা খেলতে বসেছ, এটা তো সাজ করা চাই ! কাল
তোমার যজ্ঞসূত্র, সেই সূত্রে তোমার আত্মীয়স্বজন ক-টা
লোককে নিমন্ত্রণ ক'রলে ভাল হয় না ?

বামন । আমার বাবা বড় কাঙ্গাল, দাদারাও শুনেছি স্বর্গের
না কোথাকার রাজা ছিলেন, তাঁরাও এখন পথের কাঙ্গাল !
বাবার আমার কি আছে বলুন ?

নারদ । তাঁর অভাবই বা কিসের ? কশ্যপ কাঙ্গাল ?
কোটা কুবেরের ধন তুমি যার গৃহে, সে আবার কাঙ্গাল ? এখন
এ ক-টা লোক নিমন্ত্রণের কি হবে বলা দেখি ?

বামন । ক'টা লোক ?

নারদ । কোথায় । সবে তিনটী । নিতান্ত আপনার ব'লেই বলা ! কেমন নিমজ্জন ক'র'ব ?

বামন । আমি ব'ল্লেই হবে ?

নারদ । হাঁ তুমি ব'ল্লেই হবে, তুমি একটীবার বল, তার পর দেখো আমি কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি ।

বামন । তবে নিমজ্জন কর ।

নারদ । তবে আর কি, এখন কশ্যপও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত ! যা ভাবনা তুমিই ভাব ! এখন আর একবার পাগলের কোলে এস দেখি, তোমার মাকে পাগল দেখাবে ব'ল্ছিলে নয় ? চলো, পাগলা তোমাকে কোলে ক'রে গিয়ে মাকে আপনি দর্শন ক'রছে ।

বামন । আমি তো বাবাকে মাকে খুঁজতে এলাম, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ।

নারদ । উনি কে আসছেন দেখ দেখি ?

অদিতির প্রবেশ ।

বামন । ঐ যে মা আসছেন । (অদিতির প্রতি) দেখ মা । এই পাগল আমাকে বড় ভাল বাসে, কতক্ষণ ধ'রে আমাকে কোলে ক'রে, আপন মনে কত কি ব'ল্ছে । আপন মনেই নাচছে, আর কাঁদছে !

অদिति । এ কি সৌভাগ্য ! আপনি আমাদের আশ্রমে এসেছেন ? আমি আপনাকে প্রণাম করি । (প্রণাম)

নারদ । (স্বগতঃ) সুরাসুরসেনিত হরি এসে শিশুর বেশে
যাঁকে মাতৃ-সম্বোধন ক'রছেন, সেই পুণ্য-গর্ভা সতী অদিতি
এসে, শিশুর সম্বন্ধে আমাকে প্রণাম ক'রছেন !

বামন । মা ! তুই এই পাগলকে প্রণাম করছিস্ ?

নারদ । তুমি আমার কোলে আছ কিনা ! দৈবজ্ঞের কক্ষ
পঞ্জিকা থাকলেই সে প্রণমা !

অদিতি । হাঁরে বামন ! কার কোলে উঠেছিস্ ? কাকে
পাগল ব'লছিস্ ? পাগল ছেলে, ও কথা কি বলতে আছে !

নারদ । শুধু বলা কি মা, তোমার ঐ পাগল ছেলেই আমায়
পাগল ক'রেছে ! ছেলে চতুর কেমন, উপনয়ন দেখতে আস্ব
ব'ললাম, এমনি ব'ললেন উপনয়ন কোথা ?—আমার পইতে
হবে না, এমনি তোমার মিথ্যাবাদী ছেলে ।

বামন । মিথ্যা কথা ? মাকে জিজ্ঞাসা কর, কাল আমাদের
বাড়ীতে হরিপূজা হবে—নয় মা ? হরিপূজা কেমন মা !

অদিতি । হরিপূজা আবার কেমন, ভক্তির সহিত হরিকে
ডাক্তে হয় !

বামন । কি ব'লে তাকে ডাক্তে হয় মা ?

অদিতি । হরি ! দীনবন্ধু ! দয়াময় ! এই সব ব'লে
ডাক্তে হয় !

বামন । ঐ সব ব'লেই হরি সাড়া দেয় ?

অদিতি । প্রাণ ভরা ভক্তির সহিত ডাক্তে পারলেই
সাড়া দেন ।

বামন । ছেলে ব'লে ডাকলে বুঝি সাড়া দেয় না ?

অদিতি । হরি আবার কার ছেলে হবেন, জগত সংসারই যে তাঁর ছেলে । তাঁর কি মা বাপ আছে ?

বামন । যার যা নেই, সেতো তারই কাঙ্গাল, হরির কি মা ব'লতে সাধ হয় না ?

অদিতি । খেপা ছেলে, হরি আবার কাকে মা ব'লবেন ?

বামন । কেন তোমাকে ! কৈ তুমি একবার তাকে ছেলে ব'লে ডাক দেখি !

অদিতি । আমি না হয় ডাকলাম, হরি কি তাতে সাড়া দেবেন ?

বামন । হাঁ—দেবেন, যদি না দেন, তা হ'লে এই পাগল যেন আর কখনো আমাকে কোলে না ক'রে । চোখ বুজে ডাকো দেখি !

অদিতি । হরি । হরি ধন—বাপ ?

বামন । মা ! মা ! কেমন—শুন্তে পেয়েছ তো ?

অদিতি । এ তো তুই ডাকলিরে বামন ! হরি তো সাড়া দিলেন না ?

বামন । না-ই বা হরি সাড়া দিলেন, আমি তো দিয়েছি !

নারদ । মায়ের সঙ্গেও মহা আড়ম্বরে মহামায়ার খেলা আরম্ভ হ'য়েছে ! চলুক—তোমারও খেলা চলুক, আমিও চ'ল্লেম ! মা অদিতি ! প্রজাপতির সঙ্গে সমস্ত কথাই হ'য়েছে । তোমার বামনের সঙ্গেও দুই একটা কথা হ'লো । এখন চল্লেম—

আবার কল্য প্রত্যাষেই আস্ব । (স্বগত) প্রভাত হ'তে যে
বিলম্ব ! সূর্যোদয়ের সঙ্গে এই চতুর্দশ ভুবনের লোক কল্যাণ-
শ্রমে উদয় হবে । হরির যজ্ঞসূত্র—পঞ্চশিখাবন্ধন না দেখলে,
জীবের কৰ্ম্ম-সূত্র আর পঞ্চভূতের বন্ধন মুক্ত হবে কিরূপে ! হে
পঞ্চমাবতার বামনরূপী হরি ! দাস নারদের মনোবাসনা পূর্ণ
করো ! কাল যে স্বয়ং অন্নপূর্ণার হস্তে, অন্ন ভোজন করে
ব্রহ্মাণ্ডের জীব পূর্ণানন্দ তোমার নাম কীর্ত্তন ক'রতে পায়,
আর আমিও যেন সেই পূর্ণানন্দ দর্শন ক'রে প্রেমাত্মক বর্ষণ
ক'রতে ক'রতে, সেই নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্য ক'রতে পাই ।
দেখো দীননাথ ! যেন দীনের বাসনা পূর্ণ করো !

সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—নদীকূল ।

ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ম ব্রাহ্মণ । সার্বভৌম ভায়া ! কথাটা যে সম্পূর্ণ অলীক,
তা বোধ হয় না । বহুস্থান নিমন্ত্রণ হয়েছে । বহু আয়োজন !
ঘটাটা কিছু বেশী বেশী রকমই বোধ হচ্ছে ।

সার্বভৌম । তুমি যেমন দাদা ! যতটা গর্জে, ততোটা
বর্ষে না ! কার্যকালে সেই সৈন্ধব, অপক্ক কদলী সিদ্ধ, আর

মুষ্টিমেয় আতপান্ন, তারপর আচমনান্তে হরিতকী ! আর বাকী—
সব ফাঁকী । ওসব প্রবাদ হে ভায়া—প্রবাদ ! ও বাদ দাও ।

১ম । না হে ভায়া । এমন জগৎজোড়া জনরবটা কি মিথ্যা
হ'তে পারে ? দেখ অচ্ছই আমাদের আশ্রমে নিমন্ত্রণ আসবে ।
শুনলাম, দেবর্ষি নারদের উপরেই নিমন্ত্রণের ভার অর্পিত
হ'য়েছে

সার্বব । নারদ ? সেই—টেকি ? হাঃ হাঃ হাঃ তার তো
আগা গোড়াই মেকি । তিনি ভাজেন পটল ত বলেন ঝাঙে ।
তার কথা কি বিশ্বাস ক'রতে আছে দাদা ?

১ম । দে'খো দে'খো, কল্যাই চক্ষুর্কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন
হবে । চর্বব্য চোয় লেহ্য পেয় । অতি সমারোহ হে ভায়া—অতি
সমারোহ ।

সার্বব । হাঁ সমারোহটা গুরুতরই বাটে । চর্বব্যের মধ্যে—
আশ্রমে গমন মাত্রই কশ্যপ যখন ব'লবে, কৈ আগার আশ্রমে
ত কোনো ব্যাপারই নাই, কারও নিমন্ত্রণও নাই,—স্বতরাং
কোনো উছোগও নাই । তখন আম্তা আম্তা ক'রে, আমে
চালে চিবাতে চিবাতে যে প্রত্যাবর্তন ক'রতে হবে, ঐটাই হলো
চর্বব্য, আর চোয়—এই অঙ্গুষ্ঠ । “লেহ্য” কিছু গিলুক না গিলুক
ফেনচাঁটা নামটা বেশ কিনে আনতে পারবো, আর পেয়—নদীর
জল ! সে ত অব্যাহত ।

১ম । আচ্ছা ভায়া ! উপহাস ক'রছ কর, কিন্তু তখন
বুঝতে পারবে ।

(নারদের প্রবেশ ।)

নারদ । এ আশ্রমে কতগুলি ব্রাহ্মণের বাস মহাশয় ?

১ম । কেন মহাশয় ?

নারদ । কল্যা প্রজাপতি কশ্যপের কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ উপনয়ন, আমার প্রতি নিমন্ত্রণেব তার অর্পিত হ'য়েছে ! জগতের সমস্ত স্থানই প্রায় নিমন্ত্রণ হ'লো, এক্ষণে মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ ; কল্যা কশ্যপ আশ্রমে উপস্থিত হ'য়ে শুভকার্য সম্পন্ন ক'রবেন এবং আমার প্রতিনিধি হ'য়ে আশ্রমস্থ আবাল বৃদ্ধ সকলকেই নিমন্ত্রণ ক'রবেন ।

১ম । অবশ্য ! অবশ্য ! এটা আর বেশী কথা কি । কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উপস্থিত কশ্যপের অবস্থা ততো ভাল নয়, এরূপ বহুবায়সাম্য ব্যাপার কিরূপে সঙ্কুলন হবে, ব'লতে পারেন কি ?

নারদ । অতি গোপনীয় কথা ! তবে যখন জিজ্ঞাসা ক'রলেন তখন ব'লতেই হ'ল, কিন্তু একথা যেন প্রকাশ না হয় । যে সময় ইন্দ্র দানব-যুদ্ধে পরাস্ত হন, সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন কশ্যপাশ্রমে নিভৃত মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত ক'রে রেখে যান, এক্ষণে সেই অর্থেই সমস্ত বায় নির্বাহ হ'চ্ছে আর কি ।

১ম । হাঁ, তবে আর না হবে কেন ? শুনু ভায়া ! কল্যা প্রভাতেই শুভযাত্রা—কেমন ?

সার্বব । তার আর কথা আছে দাদা ? আমি কল্যা প্রভাতেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা কোরে তোমার আশ্রমে আসছি ।

নারদ । তবে আমি এখন আসি মহাশয় । নমস্কার !

উভয়ে । নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার ।

[নারদের প্রস্থান ।

সার্ব । দাদা ! এখন বেলাটা কত ?

১ম । কেন ভায়া ?

সার্ব । একটা মৃদুবিরেচক জ্বালাপ নিলে হ'তো না ?

১ম । বেশ ব'লেছ ভায়া, অল্প পরিষ্কার—ক্ষুধা বৃদ্ধি—

সার্ব । অল্প পরিষ্কার ক্ষুধা বৃদ্ধি ! চল, কিছু কিছু হবিতকী চূর্ণ সেবন ক'রে শয়ন করা যাক্গে । আমার ত আজ নিবন্ধ উপবাস ।

১ম । আমারও তগৈনচ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

স্থান—বাড়ির পল্লী ।

(গোবর্দ্ধন, পাঁচু ও নকড়ির প্রবেশ ।)

গোবর্দ্ধন । দেখু পেঁচো ! মনে মনে যা আটকোল ক'রেছি, ঠিক তাই হ'য়েছে ।

পেঁচো । কি আটকোল ক'রেছিলে ভাই ?

গোবর্দ্ধন । কাল আন্তরে একটা বড্ড তেকেলাম, শুয়ে

শুয়ে লকড়ের গববজলুনীকে বল্লাম, দেখ্ লকড়ের মা ! মোর
রজ লাফাচ্ছে ! বাঁ রঙ্গটা লেত্তা ক'রছে, হয়ত কোথাউ
বেয়না মার্ব, তা—তেনারে যা বল্লাম ঠিক তাই, বেয়না
মেরেছি ।

নকড়ে । কিসের বেয়না বাবা ?

গোবরা । আরে সেই যে—দেবর পিসি ঠাকুর এয়োলো ।
সেই মোরা রবধান করুলাম ।

পেঁচো । দেবর পিসি ক্যা—রে ।

গোবরা । আরে সেই যে পাকা দাড়ি—টেকি পোঁদে
দিয়ে তেশুরো বাজায় ।

পেঁচো । তাই বল, সেই দিবুসী ঠাকুর ? রসুদু ক'রে
বললে বুঝ্ ব কি ?

গোবরা । গোবরধনের মুকে রসুদু বেরবার যো নাই,
আমার কথা শুনে লকড়ের মা কত তারিফ্ করে । বলে,
লকড়ের গুপ্তির মতন অমন অসের কথা আর কেউ জানে না ।

পেঁচো । এখন ও অসের কথা অকে দে । বেয়নার
কথা কি—বল ।

গোবরা । সেই তেশুরো বাজানো ঈষি ঠাকুর ব'লে গেল,
কাল কচ্ছপ ঠাকুরের ওপর লয়ন হবেন—তোরা বাজাতে যাস্ ।

পেঁচো । ওপর লয়ন কিরে ? ওপর পানে লয়ন ক'রে,
চোক থির ক'রে মরে যাবে—আর সেই সময় আমরা নেচে
নেচে ছক্কা দিয়ে বাজাব ।

গোবরা । তুই শালা লিতেন্তু মুরুখ্য । বামুন বাড়ী ওপর লয়নে কখনো বাজাস্নি, সেই যে ছেলেটার মাথা ওল ছাড়ানো ক'রে দাঁড় দিয়ে বেঁধে ঘরে লিয়ে যায় ।

পেঁচো । তাই—বল ! পৈতে ।

গোবরা । পৈতে বলে মুরুখ্য মানুষে, আমরা ভদ্রর মানুষ ওপর লয়ন বলি ! আমাকে নাকি পতিদিনই মনিইষিদের সঙ্গে বাকি কৈতে হয়, তাতেই রছাস্তুরে কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না । আমাকে পেল বনের ইষি ঠাকুরেরা কত ছাস্তোরের কথা কয়, আমি যেয়ে লেমস্কার করি আর ইষি ঠাকুরদের বলি আমাকেও তোমরা লেমস্কার কর, আমরা তোমাদের জাত ভাই, দেখো তোমাদের ছাস্তুরে আছে কিনা ? তোমাদেরও গলায় সূত, আমাদেরও গলায় সূত । তবে তোমাদের সূত থেকে ঢোল ছিঁড়ে গিয়ে,—তোমরা হ'য়েছ—বেরাস্তন—ইষি, আর আমরা আছি উই দাস ! ঢোল ছিঁড়লেই বেরাস্তন হব, কেমন ঠাকুর মশায় ? তাঁরা বলেন রবিস্তি রবিস্তি । তাইত রে গোবরধন ! তোর যে সব ছাস্তুরই জানা আছে ! সেই কথা শুনে আমি খুব লেফিয়ে লেফিয়ে ঢোল বাজাই, ঢোলটা ছিঁড়ে গেলেই এক ঠেলায়—বামুন । তখন কত ব্যাটার মাথায় চরণ দেন । ঠাকুর মশায়দের আনি খুব চরণে আকি, তেনারাও আকেন । তেনারা বলে গোবরচাঁদ ! তোদের পৈতে হওয়া তো নেজ্জিয়া । কত যুগী, জোলা, কায়েত, কৈবস্তর পৈতে হ'য়ে গেল ! সে ত আমরাই বিধান দিয়েছি ।

পেঁচো । তবে তুই শালাই বা ছাড়িস কেন ? বামুন হওয়ার বিধেন একটা লিয়ে আয় না । ঢোল ছিঁড়ে ফেলে, বামুন হ । চামড়ার বদলে পৈতে দিয়ে জুতো সার্বি, শিলের বদলে শেলগেরাম দিয়ে চামড়া পা'টু ক'রবি ।

গোবরা । দেখিস্ বিধেন লিতে পারি কি না, ঠাকুরমশায়-দের পান খেতে এক এক জোড়া চটী দিলে, বিধেন দিয়েচে ব'লে কথা । তারা ত আর মনিষি লয়, তারা ইষি মানুষ—সব—পারে । ঐ ইষিঠাকুরই ব'লে কচ্ছপ ঠাকুরের ব্যাটার ওপর লয়ন, তাদের বেয়না থাকল । যত ঢোল, ঢাক, দগর, কাড়া, কৈঁসি, শানাই, 'জগবান্স' পানি, সব লিয়ে যাবি । তুই কি লিয়ে যাচ্ছিস্ বল দেখি ?

পেঁচো । তুই কি লিবি ?

গোবরা । আমি ঢোল লিচ্ছি, লকড়েকে কৈঁসি দেব ।

পেঁচো । আমি জগবান্স লেব ।

গোবরা । তবে আমি ডগর লেব, সরপো শানাই বাজাতে জানে লয় ? তারে সাথে লিতে হবে । চল্ দেখি যন্তুর পাতি দেখে শুনে পরকে লেয়া যাক্গে ।

[সকলের প্রস্থান ।





অষ্টম অঙ্ক ।

—o—o—o—

প্রথম দৃশ্য ।

—o—o—

স্থান—কৈলাসধাম ।

নন্দী ও শিব ।

নন্দী । প্রভু ! সেই কথার শেষ অংশটা কি আজ শুন্তে পাব ?

শিব । কোন্ কথা ?

নন্দী । কাল আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলি দানব কৃত স্বর্গাধিকারের পরিণাম কি ? এই পরিণাম নিয়ে কা'লতো সমস্ত দিন কেটে গিয়েছে, প্রকৃত কথাটার উত্তর কিছুই পাই নাই । সেই “কা'ল বলুব” কথাটার উত্তর আজ পাব কি ?

শিব । হাঁ ! “দানবরাজ বলির অত্যধিক বলবুদ্ধির পরিণাম কি” এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে ? কেমন ?

নন্দী । আজে হাঁ ।

শিব । দেখ, তোমার জিজ্ঞাস্তার উত্তর অতি সংক্ষেপেই দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরিণাম কথাটা একটু গুরুতর, সেই জন্যই তোমাকে একটু বিস্তারিতরূপে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম ! এই পরিণাম কথাটা ভালরূপ বুঝতে পারিলেই তোমার জিজ্ঞাস্তার উত্তর আপনা হাতেই উপলব্ধি হবে ।

নন্দী । তবে দয়া করে সেইটুকুই বুঝিয়ে দেন । কিন্তু একটু সংক্ষেপে ।

শিব । হাঁ, সংক্ষেপেই বুঝিয়ে দিচ্ছি ! পরিণাম অর্থই বিকার । অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্থা ভাব । যেমন কাষ্ঠের বিকার, —ভস্ম । প্রকৃতি পরিণামশীলা ! এক চিৎশক্তি ভিন্ন সকলই পরিণামী । “পরিণামী নো হি ভাবাঃ স্বাতে চিতি শক্তেঃ” পড়েছত ! প্রকৃতি অপরিণত অবস্থায় ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না । “নাপরিণমা ক্ষণমপ্যাতিষ্ঠতে” এমন কি যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির যে অবস্থা মহা প্রলয়, সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না ।

নন্দী । প্রকৃতির পরিণাম কি একই প্রকার ।

শিব । না, দুই প্রকার ! সদৃশ পরিণাম আর বিসদৃশ পরিণাম । মহাপ্রলয় কালে যে পরিণাম হয়, সে সদৃশ পরিণাম । অর্থাৎ সত্ত্ব—সত্ত্বরূপে, রজঃ—রজোরূপে, তমঃ—তমোরূপে পরিণত হ'লে তাকেই সদৃশ পরিণাম বলা যায় ।

নন্দী । বিসদৃশ পরিণামটা কিরূপ ?

শিব । বলছি শোনো । যখন বিসদৃশ পরিণাম আরম্ভ হয়, তখনই জগৎ রচনার আরম্ভ ! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি, ও তারই বিনিময়ে বা পরস্পরানুপ্রবেশে বিভিন্ন বস্তু জন্মে ; এই দুই প্রকার পরিণাম সর্বকালের নিয়িত নিয়মিত ।

নন্দী । জগতে সকল বস্তুই কি পরিণামী ?

শিব । তাতো পূর্বেই বলেছি, এক চিৎশক্তি ভিন্ন সমস্তই পরিণামী ! স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানে যাকে অপরিণামী ভাবো, প্রকৃত প্রস্তাবে তাও অপরিণামী নয় । এই—চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, স্থূল জ্ঞানে যাদের অপরিণামী ব'লে বোধ হয়, এরাও অপরিণামী নয় । তবে কি না ঐ সকল বস্তুর পরিণাম অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত সূক্ষ্ম । বস্তুর তীব্র পরিণাম শীঘ্র অনুভূত হয়, মৃদু পরিণাম অনুভূত হয় না ।

নন্দী । কৈ প্রভু । এই—চন্দ্র, সূর্য্য, মহাজল, মহাবায়ু, এদের জীর্ণতাতে অনুভব গোচরেই আসে না ।

শিব । অনুভব গোচরে না আসুক, যুক্তিগোচরে আসে । কা'ল তুমি সূর্য্যকে যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছ, বুঝতে হবে আজ তার সে অবস্থা নাই । কা'ল যে বায়ু সেবন করেছ আজ তার পরিণাম ঘটেছে ! স্মরণ্য এই মৃদু পরিণামের পথে ধাবিত হ'তে হ'তে কালে চন্দ্র সূর্য্যাদিও লয় প্রাপ্ত হবে ।

নন্দী । এই জড় প্রকৃতিকে পরিণামের পথে চালনা করবার কি কেউ কর্তা নাই ?

শিব । আছেন, একমাত্র সেই—নিগুণ নিষ্ক্রিয় আত্মা ।

নন্দী । এ কথাটা যে ভাল বুঝতে পারলেম না প্রভু !

শিব । কেন ?

নন্দী । বলছেন যে আত্মা নিষ্ক্রিয় ! আবার বলছেন তিনিই প্রকৃতির পরিচালক ! আত্মা যদি প্রকৃতির পরিচালক হলেম তাহলে তিনি নিষ্ক্রিয় কিরূপে ?

শিব । এ যে অতি সহজ কথা নন্দি । “তৎ সন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাত্রী ত্বং মণিবৎ” যেমন সন্নিধান বসতঃ ইচ্ছাদি গুণ শূন্য জড়স্বভাব অয়স্কান্ত মণি, লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাত্রীর ন্যায় কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ সান্নিধাবিশেষ বশে নিগুণ নিষ্ক্রিয় আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী বা প্রেরকের কার্য্য করতে সমর্থ । যেমন লৌহ এবং চুম্বক উভয়েই জড় স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণ শূন্য, স্বয়ং প্রবৃত্তি রহিত, অথচ পরস্পর সন্নিহিত হবা মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের শরীরে “বিক্রিয়া” অর্থাৎ লৌহ—শরীরে চলন এবং চুম্বক শরীরে আকর্ষণ ভাব উপস্থিত করে, সেইরূপ আত্মা নিষ্ক্রিয়, ইচ্ছা শূন্য হলেও এবং প্রকৃতি জড়, এবং স্বতঃ প্রবৃত্তি রহিত হলেও সন্নিধান বিশেষের বলে প্রকৃতি শরীরে পরিণাম শক্তির উদয় হয়ে থাকে, এই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম । প্রথম বিকাশ, —মহত্ত্ব, দ্বিতীয় পরিণাম—অহং ত্ব ; তৃতীয় পরিণাম—ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র । পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চতন্মাত্র এই ষোলটি পদার্থ এরাই অহং ত্বের পরিণাম । এ সকল বিষয় সময়ান্তে তোমাকে

ভাল ক'বে বুঝিয়ে দেব। এক্ষণে কথা হচ্ছে—যে বস্তু জগ্নো তারই বৃদ্ধি হ্রাস পরিবর্তন ও বিনাশ হয়ে থাকে। এই নিত্য পরিবর্তনকে ভাব-বিকার বলা যায়! ভাববিকার-গ্রাস্ত নয়, এমন বস্তু জগতে কিছুই নাই! এখন তোমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর, ক্রমে বুঝতে পারছ কি?

নন্দী। এ কথাতো প্রভু অনেক দিন হ'তেই শুনে আসছি, শুনে আসছি কি—কার্যোও দেখে আসছি। কালে কিছুই থাকে না। ইন্দ্রও থাকবে না, বলিও থাকবে না! আবার কত বলি আসবে, কত ইন্দ্র—কত বলি কালের মুখে বলি হবে! এত প্রভু! অনন্তকালের স্বদূর ভবিষ্যতেব কথা।

শিব। কোনোটা স্বদূর ভবিষ্যতের কথা, আর কোনোটা নিকট ভবিষ্যতের কথা! দিনে দিনে পলে পলে যার যত দিন গত হচ্ছে, কালও তার কর্মসূত্র ধরে তার দিকে ততই অগ্রসর হচ্ছে। বলি, আপন কর্মানুসারে অতুল বলশালী হয়েছে—বালুবলে ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গরাজ্য হতে দূরীভূত ক'রে স্বর্গের ঐশ্বর্য লাভে উনশত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করেছে। কালও ক্রমে কর্মসূত্র ধরে তার নিকটবর্তী হচ্ছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই নাটুরঙ্গের সূত্রধর, তাকে নূতন সাজে সাজিয়ে আর একটা নূতন অভিনয় দেখাবার জন্ত, জীবের কর্মক্ষেত্ররূপ রঙ্গক্ষেত্র, মর্ত্য-ধামে কশ্যপ-পুঞ্জরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর মর্ত্যধামের লীলা খেলা সব্বরেই দেখতে পাবে—পার্বতী কোথায়?

নন্দী। মা তো, সেই বিদ্বকুণ্ডেব স্ফটিক বেদীতে বসে

আপনার জন্য আকন্দ ফুলের মালা গাঁথছেন। জয়া-বিজয়া, বৌটা কেটে ছিদ্র ক'রে দিচ্ছে। ঐ যে—মা, মালা হাতে করে আসছেন।

শিব। কি পার্বতী! এখন কি বিশ্বকুঞ্জের বেদীতে বসে কোকিলের গান ভ্রমরের তান বড়ই মধুর লেগেছে? আর বুঝি এছাই ভগ্ন মাথা শিবের সঙ্গে বাঘছালে বসে তত্ত্ব আলোচনা ভাল লাগে না, কেমন?

পার্বতী। ভাল দুই লাগে, তত্ত্ব কথাও ভাল লাগে, কোকিলের গান, ভ্রমরের তানও ভাল লাগে। আমরা সে তান শুনতে জানি—বুঝতে জানি—প্রাণ মাতাতে জানি! কিন্তু তোমার মত কানা হয়ে খানায় পড়িনে। সেদিন সাগর ধারে কি কাণ্ডটা করলে—কি ঢলানটা ঢলালে বল দেখি?

শিব। তাতেই বুঝি আমার খানায় পড়ার পরিচয় পেলে, আমি কাররূপে মুগ্ধ হয়েছিলাম পার্বতী? আমি যাঁর মোহিনী মূর্তিতে মুগ্ধ হয়ে আলিঙ্গনে অগ্রসব হয়েছিলাম, তাঁর রূপে মুগ্ধ নয় কে? তাঁর নামই হচ্ছে জগদাভিরাম, তাঁর রূপে যে জগৎ মুগ্ধ সতি। আজ ব'লে কেন, আমি তাতে চিরদিনই মুগ্ধ। সেরূপ চিরদিনই ভালবাসি। ভালবাসি বলেই, সেই দয়ার সাগর আমার ভালবাসার প্রতিভূ স্বরূপ সাগরকূলে আমাকে আর্দ্রাঙ্গে স্থান দিয়েছেন! তোমার দয়ায়—হরগৌরী, তাঁর দয়ায়—হরহরি। আমাকে নিরাশ্রয় ভিখারী পাগল বলে তুমিও যেমন দয়া কর, কাজাল ব'লে তিনিও তেমনি দয়া কবেন। অনাথ, কাজাল, পাগল ভিখারীকে কে না ভালবাসে সতি!

গীত ।

তাতো জান পার্জতি, কাঙ্গালে করুণা করা স্বভাবের রীতি,

কার দয়া না হয় হে দুর্গে, দীন হীন কাঙ্গালের প্রতি ।

সকলিত জান তুমি, জানেন হরি অন্তর্যামী,

নগণ্য ভিখারী আমি, সদা শ্মশানে বসতি ॥

তাইতে দীনে দয়া করি, কাঙ্গালে কোল দিয়ে হরি, হন্ হরহরি ।—

অন্তে কি কর ঈশানি ! তুমি যে এত পাষাণী,

দীন দেখে হে দীনতারিণী, পদে স্থান দিয়েছ সতি ॥

পার্বতী । কোথায় তাড়াতাড়ি একটা কথা বলতে এলাম,

তা না বলতে বলতে পাঁচ কথা পেড়ে আমার কথা ভুলিয়ে দিলে ।

শিব । কৈ আমিতো কোনো কথাই পাড়ি নাই ।

পার্বতী । তা পাড়বে কেন ? কোকিলের গান, ভ্রমরের

তান, কত কথাই শুনিয়ে দিলে ।

শিব । তারপর কানা, অন্ধ, খানায় পড়া, এগুলো সব

আমিই বলেছি বল ।

পার্বতী । এখন ও সব গুণ্ণগোলের কথা রাখো, যা

বলতে এসেছি শোনো । কশ্যপ প্রজাপতির বড় কষ্ট হ'য়েছে !

অমন সব সোনার টাঁদ ছেলে—কেউ সুরপতি, কেউ গ্রহপতি,

কেউ দিকপতি ; ত্রিলোকের অধিপতি হয়ে আজ তারা সর্বস্ব

হারা—নিরাশ্রয়—নিরুদ্দেশ । অদিতী পুত্রহারা পাগলিনীপ্রায় ।

শেষ বয়সে যদি একটা ছেলে হলো তাও কপাল গুণে ভগবান

এমনি দয়া করেছেন যে, সে ছেলেকে ছেলে বলেই মনে হয়

না । কশ্যপ প্রজাপতির একে এই দুঃখের অবস্থা, তার উপর কা'ল আবার ছেলেটীর পইতে, অবস্থা যেমনই হ'ক, আপনার আত্মীয় বন্ধু পাঁচটীকে ত বলতে হয় । নিতান্ত অপারক পক্ষে বারটা ব্রাহ্মণ ভোজনও করাতে হয় । প্রজাপতি ভিক্ষা শিক্ষা করে যদিও কিছু সঞ্চয় করেছে, কিন্তু দুটো রৈঁধে বেড়ে দেবার লোক নাই । তাই নিতান্ত আত্মীয় শুল বলেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, না গেলে বড়ই দুঃখ করবেন ।

শিব । দেখো পার্শ্ববর্তি ! সেই বামন ছেলেটীকে দেখবার সাধ আমারও ছিল, তাই বলছি, তুমি একা যাবে কেন, আমাকেও সঙ্গে নাও । উভয়ে একত্রে সেই মহাতীর্থে গমন ক'রবো । তুমি যাবে কশ্যপাশ্রমে অন্নপূর্ণারূপে চতুর্দশ ভুবনের লোককে অন্নদান ক'রতে । জগতের তৃপ্তি সাধন করে জগন্নাথের প্রসাদ লাভ ক'রতে ! আর আমি যাব গুরু দর্শনে—আত্ম-কার্য সাধনের জন্য । স্মরণ তোমার কার্য আমি হ'তে অনেক গুরুতর । সেই জন্যই তুমি নিমন্ত্রিত, আর আমি অনিমন্ত্রিত । তা তীর্থ দর্শনে যাব তাতে আর নিমন্ত্রণেই বা প্রয়োজন কি । তীর্থ আর ক'বে কা'কে নিমন্ত্রণ ক'রে থাকে । বিশেষ তুমি অন্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী, অনিমন্ত্রিতভাবে গমনে তোমার হতমান হ'তে পারে, কিন্তু আমার তা'তে মান অপমান নাই, বরং তীর্থক্ষেত্রে আমার মত ভিখারী উদাসীন পরিত্রাজকেরই অধিকার অধিক ! এক্ষণে কলা প্রত্যাগমনই স্থির । নারদ এসেছে তাও জানি, তোমার নিকট অগ্রে সংবাদ দিতে গিয়েছে তাও

জানি, এখনও ঐ বিশ্ববৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শুন্ছে তাও জানি ! ব্যাটা মূর্তিমান কলহ, অগ্রে আমার কাছে না এসে তোমার কাছে গিয়েছে ব'লে, তুমিও একটু কলহের বাতাস পেয়েছ ! তাই, কশ্যপ নিতাস্ত অর্থহীন—দ্বাদশটী মাত্র ব্রাহ্মণভোজন—বামন পুত্রটীর উপনয়ন ইত্যাদি কতকগুলি জটীল কথার অবতারণা করে কলহের সূত্রপাত করতে এসেছিল ! নইলে যে নারদ কৈলাসে এসেই অগ্রে আমার যোগমক্ষে আগমন করে ! আজ সে গোপনে অগ্রে বিশ্বকুঞ্জে গিয়েছিল কেন ?

নারদ । আভের প্রভুর কাছে আসতে সাহস হয় নাই, তাই অগ্রে মায়ের কাছে গিয়ে আব্দার ক'রে ব'সে ছিলাম । এখন অভয়ার অভয় পেয়েছি ! তাই নির্ভয়ে পিতার কাছে আসতেও সাহসী হয়েছি ।

শিব । নারদ ! বামনের উপনয়নটা অতি গোপনে—অতি সংক্ষেপে সম্পন্ন করাই বোধ হয় কশ্যপের ইচ্ছা ছিল, কেবল তুমিই এ বিভ্রাটটা ঘটিয়েছ কেমন ?

নারদ । এ আর বিভ্রাট কি প্রভু ! যারা নিতাস্ত অর্থ সামর্থ্যহীন, দীন দরিদ্র ! তারাও এরূপ একটা শুভ কার্যে অন্ততঃ আত্মীয়-স্বজন যে ক'জন থাকে তা'দের নিমন্ত্রণ না ক'রে থাকতে পারে না ! সেই জন্যই আমি কশ্যপের নিতাস্ত আত্মীয় জেনেই এই কয়টী লোক নিমন্ত্রণ ক'রেছি । এই—মর্ত্যের জীব ক'টী নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে, পাতালে বাসুকী ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি

নাগগণকে না ব'ল্লে ভাল দেখায় না, কারণ তা'রা সকলেই
কশ্যপের অন্ততমাপত্নী কদ্রুর গর্ভজাত সন্তান, সম্পূর্ণ আত্মীয় ।
তার পর স্বর্গের দেবতাদের তো কথাই নাই । সকলেই কশ্যপের
বংশধর ! তার পর সম্বন্ধ পরম্পরায় যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ পিশাচ
অপ্সর কিন্নর সকলেই একরূপ আত্মীয় ! স্মৃতরাং তা'দেরও না
বলে থাকতে পার্লেম না । এখন কৈলাশনাথকে নিমন্ত্রণ করা
হ'লো কেবল ব্রহ্মলোক আর গোলোক এই দু'টীলোক নিমন্ত্রণ
করতে পার্লেই আমার কার্য্য সমাধা হয় ! বামনের উপনয়নে
এ আর বেশী কি হ'লো প্রভু ! এখন আমার কার্য্য আমি
সমাধা করলাম, আপনাদের কার্য্য আপনারা ক'রবেন । মা !
তোমাকে আর অধিক কি বলব । কশ্যপ আশ্রম হ'তে ভগবান
তোমাকে আহ্বান ক'রছেন । সেই বামন ব্রহ্মচারীকে অগ্রে
ভিক্ষা দেওয়ার ভারই তোমার, এ কথা যেন স্মরণ থাকে ।

গীত ।

দেখো হর মনোরমা রেখগো মা মনে ।

সঙ্গে লয়ে দিগবাসে, যেও মা কশ্যপের বাসে,

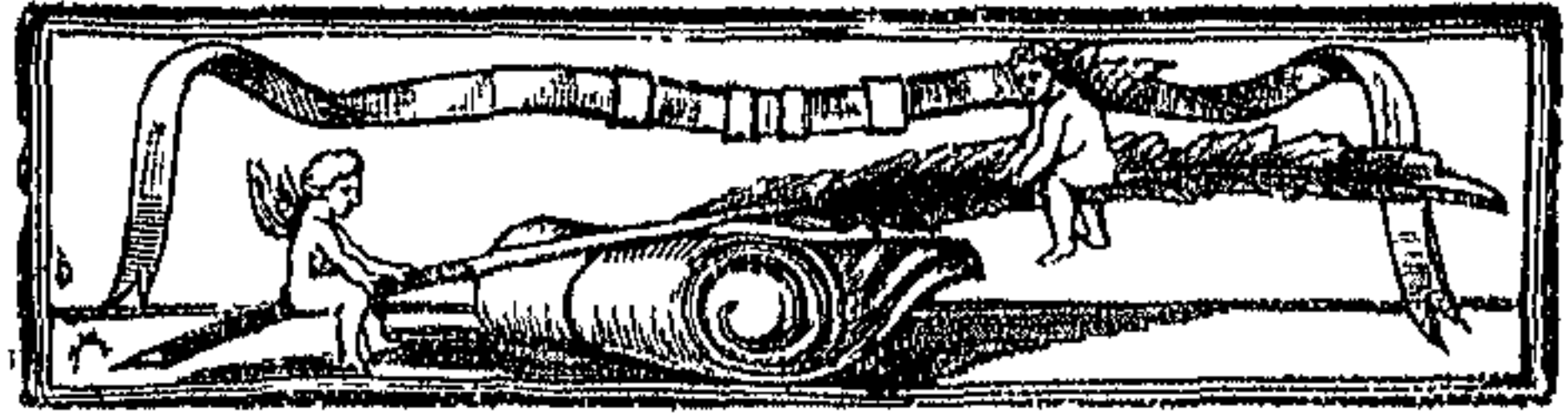
ত্রিভুবন ভাসবে উল্লাসে তোর শুভাগমনে ॥

হ'য়ে ছত্র-দণ্ড-ধারী, হরি হ'বেন ব্রহ্মচারী,

ভিক্ষার ঝুলি লয়ে কক্ষে, আসিলে সবার সমক্ষে

তুমি অগ্রে দিবে ভিক্ষে (সেই) ভিখারী বামনে ॥

[সকলের প্রস্থান ।



নবম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—ভৃগুকচ্ছ—যজ্ঞস্থল ।

তারক ও নরকের প্রবেশ ।

তারক । দেখিলে ত ধরিত্রীকুমার ।—

কি ঘোর মায়াদী ইন্দ্র, কি ঘোর চতুর ।

মায়া মেঘ, মায়া বাড়, মায়া বৃষ্টিপাত

মায়াময় শীলাবৃষ্টি মায়া বজ্রাঘাত,

মায়ায় সৃজিল এক ভীষণ দুর্যোগ ।

বহিল দুর্দ্দম বার্তা বর্ষিল কড়কা

সঘনে জীমূত-মস্ত্র বিদ্যাতের খেলা !

দশ দিক্ মিশিল আঁধারে,

অন্ধকারে একীভূত অবনী আকাশ ।

নাহিক আশ্রয় তরু, নাহিক শিবির,

পতিত প্রান্তর মাঝে বহু সৈন্য সহ—

সে দুর্যোগে । ব্যস্ত আমি আপনা ভুলিয়া

ভাবি নাই সত্য কিম্বা মায়ার চাতুরী !

সূচীভেদে অন্ধকারে সে মুক্ত প্রান্তরে

দাঁড়াইয়া একা আমি ভাবিতেছি মনে

কিরূপে রক্ষিব সেনা শিবির স্থাপনে !

হেন কালে শুনিলাম ঘোর কোলাহল,

বিকট চীৎকার ধ্বনি অশ্রু-রক্ষকের !

কহিল বক্ষক দূরে, সভয় চীৎকারে—

“যায় যায় যজ্ঞ-অশ্রু শূন্য পথে উড়ি

নারিনু রাখিতে আমি, রাখ সেনাপতি !

ছুটিয়া অঁধার ভেদী শব্দ লক্ষ্য করি,

দেখিনু নাহিক অশ্রু কাঁদিছে বক্ষক ।

শুনিলাম উর্দ্ধ শূন্যে, দূরে—বহু দূরে,

হাঃ হাঃ হাঃ বিকট হাসি ঘন করতালি

শ্রুত মাত্রে কি যেন কেমন—

কি যেন বিছাৎখেলা খেলিল শিরায় ।

উঠিনু জাগিয়া যেন—ভাঙ্গিল স্বপন !

দেব-চক্র, দৈবীমায়া ! পারিনু বুঝিতে ।

না করিয়া কালব্যাজ, ধরি শরাসন,

পৃষ্ঠে তুণ, কটী-তটে বাঁধি তীক্ষ্ণ অসি,

উড়িনু আকাশ পথে মায়াযুদ্ধ হেতু ।

নরক । অদ্ভুত সমব শিক্ষা দেখেছি তোমার
মায়া কি দৈরথ যুদ্ধে স্ত্রনিপুণ তুমি ।
নড়ই কৌশলে অশ্ব এনেছ হারিয়া
ভেদ করি দৈবীমায়া জিনিয়া সমর !

তারক । ছিল সাধ আরও কিছু মনে—
মায়াযুদ্ধ, মায়াচ্ছেদ, সৃজন-কৌশল,
আরও কিছু দেখা'তাম মূর্থ দেবগণে ।
হারিয়া সমরে সবে ছাড়ি দৈবীমায়া,
ছাড়িয়া যজ্ঞের অশ্ব পলাইল যবে
ভাবিলাম একে একে বাঁধিয়া সকলে
ল'য়ে যাব ভৃগুকচ্ছে ; কিন্তু দৈবীমায়া
নড়ই জটিল ! নারিনু ধরিতে দেবে,
অদৃশ্য হইল সবে—মিশিল আকাশে ।
ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত বিদ্যাতের খেলা
কোথায় মিশিয়া গেল ! হাসিল আবার—
সুধারাসি ফুলশালী হাসিত যেমন ।
আমরাও জয়োৎসবে হাসিতে হাসিতে
আসিলাম ভৃগুকচ্ছে ; আশীষে সবার,
নির্বিবদে হইল এবে যজ্ঞ সমাপন ।

নরক । বার বার দেখাইলে বীরত্ব বীরেশ,
পূর্ণ যজ্ঞ অশ্বমেধ এক উনশত
বাকি মাত্র এক যজ্ঞ, যদি নিরাপদে

পার বীর ! পূর্ণিবারে শেষ অশ্বমেধ,
অক্ষয় এ কীর্তি-ধ্বজা উড়িবে তোমার ।
হের ঐ আসিছেন দানব-ঈশ্বর,
স্বহস্তে বিজয় মালা পরাতে তোমারে ।
তারক । একা মোর জয়মালা নাহি অধিকার,
সকলেই অধিকারী জয়মালা লাভে ।

পুষ্পমালা হস্তে বলির প্রবেশ ।

বলি । শুন সেনাপতি রথী বীরেন্দ্র তারক !
শুন বীর বুধপর্ব্বা বিশ্বজয়ী বীর !
ত্রিলোক-বিজয়ী বীর শুন হে নরক !
তুফি আমি তোমাদের বীরত্ব-গৌরবে,
তোমাদের বাহুবলে, বীরত্ব প্রভাবে,
একে একে পূর্ণ যজ্ঞ এক উনশত ।

তারক । আশীর্বাদ করুন সবারে—
না হ'বে যাইতে রণে, না হ'বে ভাবিতে
দানব ঈশ্বর ! তব নামের প্রভাবে
ক'রেছি ত্রিলোক জয় । অচিরে রাজন !
শত অশ্বমেধ তব হবে সগাপন ।

বলি । পূর্ণাপূর্ণ ইচ্ছা তাঁর ! উপলক্ষ আমি !
যার বলে পূর্ণ প্রায় শত অশ্বমেধ,
তাঁরই তরে আনিয়াছি এ বিজয়-মালা ।

বল দেখি বুধপর্ব্বা, তারক, নরক !
 কারে এ বিজয়মালা করিব অর্পণ ?

নরক । সে বিচার আপনার কাছে !

প্রাণপণে যুকিয়াছি সবে,
 সবাই হৃদয়-রক্ত অয়ান-বদনে—
 বিজয়লক্ষ্মীর পদে দিয়াছি ঢালিয়া !
 এখন আপন মনে বিচারি আপনি
 যারে ইচ্ছা জয়মালা করুন অর্পণ ।

বলি । বুধপর্ব্বা ! তোমার কি মত ?

বুধ । কে না চায় যশ-কীর্ত্তি লভিতে জগতে ?
 কে না চায় বাড়াইতে আপন গৌরব ?
 প্রভুর প্রসাদ লাভে আকাঙ্ক্ষা সবার,
 যারে ইচ্ছা বিচারিয়া করুন অর্পণ ॥

বলি । তারক ! তোমার কি মত ?

তারক । জগতে রাখিব কীর্ত্তি লভিব সুযশ—
 সর্ব্বত্র হইবে ব্যাপ্ত বীরত্ব গৌরব—
 লাধিয়া প্রভুর কার্য্য লভিব প্রসাদ—
 সে আশায় অসি চর্ম্ম ধরেনি তারক ।
 একমাত্র বাক্য তব ইচ্ছামাত্র জ্ঞানে,
 ধরিয়া এ কাল অস্ত্র, হয়েছি দীক্ষিত—
 অমর-দলনকল্পে মহাবীর-ব্রতে ।
 বীরের কর্ত্তব্য ব্রত করিব পালন—

বীরকার্যো প্রাণ দিব এই মাত্র সাধ,

যশকীর্ত্তি-প্রসাদের নহিক প্রত্যাশী ।

তবে এক কথা—

রাখিতে প্রভুর মান, প্রভুর প্রসাদ

স্ব-ইচ্ছায় প্রদানিলে লব নত শিরে ।

বলি ।

অতি বিচক্ষণ তুমি বীবেন্দ্র তারক

যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তব লভিনু সন্তোষ ।

এ মাল্যের অধিকারী নহ তুমি আমি,

নরক বা বৃষপর্ব্বা কিম্বা অন্ত কেহ ।

এ মাল্যের অধিকারী হ'তে যদি তুমি

তা হইলে এতদিন জিনিয়া বাসবে

লভি স্বর্গ-সিংহাসন এই মত ভাবে

শত অশ্রমেধ যজ্ঞ তুমিও করিতে ।

পার নাই যাহা—তাহা পারিয়াছি আমি—

অতএব জয়মাল্যে আমি অধিকারী !

কিন্তু তা নয় তারক !—

তা হ'লে অমর-যুদ্ধে হারি কতবার

ফিরিয়া আসিতে কভু হ'ত না আমায়,

তা হ'লে সাগরকূলে ইন্দ্র-বজ্রাঘাতে

হ'তোনা হারাতে প্রাণ দানব বলিরে ।

অতএব মৃতদেহে জীবন সঞ্চারি—

সঞ্জীবনী মহামন্ত্রে ব্রহ্মতেজে যিনি

করিলেন এ বলিরে বলী শত গুণে
এ বিজয়-মালো তবে তাঁরই অধিকার !
তাও নয় । কেবা তিনি, তিনি ত আধার
একমাত্র ব্রহ্মতেজ আধেয় তাঁহার ।
যে তেজে—যে বলে আমি জগৎবিজয়ী,
সেই ব্রহ্মতেজ—সেই নিত্যব্রহ্ম যিনি
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রহ্মরূপ হরি,
তাঁরই পদে জয়মালা করিষু অর্পণ ।
যার যশ, যার কীর্তি, জয় পরাজয়—
উত্থান, পতন, স্থিতি, উচ্ছ্বাস যাহার
তাঁরই পদে জয়মালা করি সমর্পণ,
জয় জয় বন সবে শ্রীহরির জয় ।

শুক্লাচার্যের প্রবেশ ।

শুক্ল । বৃথা তাঁর বিজয় ঘোষণা—
অনন্ত মঙ্গলময় শুভ শান্তিদাম
শ্রীহরি পুণ্ডরীকাক্ষ যজ্ঞেশ্বর নাম,
স্মরে সেই যজ্ঞারম্ভে সংকল্প সময়ে,
নিরাপদে কাষাসিদ্ধ পূর্ণ মনস্কাম ।
কিন্তু আজ বিপরীত মঙ্গলটন তাঁর,
মঙ্গলময়ের নাম করিতে স্মরণ
অমঙ্গল দিল দেখা অতি দুর্নিবার ।

পূর্ণ তব অশ্বমেধ এক উনশত,
কিন্তু বুঝি শেষ যজ্ঞ হ'লো না পূরণ ।

বলি । এ যে অসম্ভব কথা প্রভু !
মঙ্গলনিদান হরি স্মরি তাঁর নাম
সঙ্কল্পে বসিলে যবে, সেই শুভক্ষণে
অমঙ্গল দিল দেখা ? অসম্ভব কথা !
অনন্ত মঙ্গলময় হরির রাজ্যেতে
অমঙ্গল নাই প্রভু ।

অমঙ্গল সুমঙ্গল ভ্রান্তির ভাবনা,
অমঙ্গল সুমঙ্গল জীবের হৃদয়ে,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য্য সব শুভময় ।

শুক্রে । জানি—জানি—সব—জানি—হবে না বুঝাতে,
অমঙ্গল সুমঙ্গল জীবের হৃদয়ে,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য্য সব শুভময় ।
সব যদি শুভময়, সব শান্তিময়
কেন তবে সঙ্কল্প সময়ে, কাঁপি কর—
অর্ঘ্যপাত্র পড়িল ভূতলে ?
সহসা কাঁপিল কেন শুক্রে হৃদয় ?
দৈবীমায়া ! সব সেই ইন্দ্রের ছলনা !
মায়া-মেঘ, মায়া-বৃষ্টি, মায়া-ঝঞ্ঝাবাদ
সৃজিয়া যে সূচীভেদে নিবিড় আঁধার
হরিল যজ্ঞাশ্ব তব, তারই এ ছলনা !

এখনও অনেক ছলা ছলিবে বাসব,
 এখনও অনেক মায়া কারবে প্রকাশ,
 শেষ অশ্বমেধ তব দিবে না পূর্ণিতে !
 পদে পদে ঘটাবে বাঘাত
 এখনও পার যদি হও সাবধান ।

বলি । ইচ্ছদেব, উপদেষ্টা, আপনই সব,
 যা দিবেন উপদেশ, অবনত শিরে—
 পালিব—পালিবে যত দৈতাবীব সবে !
 কি আদেশ বলুন এ দাসে ।

শুক্র । শুন তবে ইচ্ছ উপদেশ ।
 স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সবে মর্ত্তানাসী
 নানাদেশে নানাস্থানে ভ্রমিতেছে সবে,
 মর্ত্তালোকে, চন্দ্রবেশী ধূর্ত দেবদলে
 একে একে অশেষিয়া করিতে শাসন
 নাহিক সময় আর—
 স্নকৌশলে না দলিলে ধূর্ত দেবদলে
 বিস্তারিয়া মায়াজাল দিবে যজ্ঞে বাধা,
 শুন সত্বপায় তার ।

বলি । কি উপায় প্রভু ?

শুক্র । একে বন্দী করি কর সকলে শাসন ।

বলি । একের বন্দীতে যদি বাধ্য হয় সবে
 আজ্ঞা দেন এই দণ্ডে বাঁধিব বাসবে ।

শুক্র । বৃথা সে বাসনা—

পারিবে না বাঁধিতে বাসবে
অথবা হবে না তব কার্যাসিদ্ধি তায় ।
পার যদি ছদ্মবেশে অতি গুপ্তভাবে
বন্দী করি আনিয়া শচীরে
রাখি দানবপুরে অতি সাবধানে,
যাবৎ না হয় তব যজ্ঞ সমাপন ।

বলি । গুরুদেব ! আজ্ঞা তব শিরোধার্য মোর—
চিরদিন ! কিন্তু দেব অবলানিগ্রহ
নহে বীরকুল-ধর্ম্য, চিরদিন তরে—
ঘোষিবে কলঙ্ক মম ত্রিজগৎময় ।

শুক্র । যদৃচ্ছা করিতে পার তবে—
চলিলাম আমি ।

বলি । ক্ষম প্রভু ! চিরদিন অতর্কিত ভাবে
পালিয়াছি আজ্ঞা তব, এখনও পালিব ।
কিন্তু জানি না সম্বাদ, কি ভাবে কোথায়
শচী মর্ত্যে কি পাতালে ।

শুক্র । দৈবমায়া-বলে
রতি আর কামের কোশলে
বিক্ষাচল মহাশৈলে মায়াস্বর্গ রচি,
গোপনে করিছে বাস দেবেন্দ্রাণী শচী ।

পাঠাও তারকে সহ স্বেচ্ছতর দূত,
বন্দী করি সসম্মানে রাখহ শচীরে !

অস্তরীক্ষে মদন ও রতি ।

রতি । কান পেতে কি শুন্ছ গা ?

মদন । তুমিই বা কি শুন্ছ গা ?
মেঘের কোলে হেলিয়ে গা ।

রতি । শুন্ছি কত কথা !
শুক্রেমুনির যুক্তি,
বলিরাজার উক্তি,
আরও কত কথা ।

মদন । তবে প্রাণস্থি !—

মৃদু মৃদু মৃদু মলয় বাতে
ভাঙ্গা মেঘের গায় আঁচল পেতে
শুয়ে শুয়ে শুয়ে কানটী পেতে
আরও কি বলে শুন দেখি ।
একটু চুপ কর—নয় শুয়ে পড় ।

রতি । ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের কোলে,
আঁচল পেতে একটু হেলে,
মাথাটী রেখে হাতের তলে
আমি শুই—তুমি সেবা কর । (অর্কশয়ন)

শুক্রে । কি ভাবিছ দাঁড়িয়ে নীরবে ?
হইবে না সাধা বুঝি আনিতে শচীরে ?

বলি । অসাধ্য কিছুই নাই প্রসাদে প্রভুর
 শচীরে করিলে বন্দী দেবেন্দ্র বাসব
 না করিবে যজ্ঞে বিঘ্ন—
 শচীর পীড়ন ভয়ে রহিবে নীরবে ।
 জানি সব, বুঝি সব, সহজ কৌশল ।
 কিন্তু প্রভু ! চিরদিন কি স্ভাব দোষে
 বড়ই বিরক্ত বলি অবলা নিগ্রহে !
 যা'হক আদেশ তব করিব পালন,
 অগ্রে কার্যোদ্ধার পরে রক্ষা শিষ্টাচার ।
 যাও হে তারক ! সহ দৈত্যবীর-দ্বয়
 বন্দী করি আনিতে শচীরে দৈতাপুরে ।
 কিন্তু সাবধান ! না স্পর্শিহ সতী-অঙ্গ—
 সঙ্গে লও দৈতাবালাগণে যুদ্ধ-সাজে,
 আসিবে তাদের সঙ্গে দেবেন্দ্রাণী শচী ।

শুক । সুন্দর এ যুক্তি, কিন্তু অতি সাবধান ।
 শুনহে তারক ! জানি বীরত্ব তোমার
 মায়া-যুদ্ধে বাহুযুদ্ধে অথবা দৈবরথে,
 সর্বকালে সর্ববিধ যুদ্ধে সর্বজয়ী তুমি
 তথাপি আশ্রয়ী মায়া,
 পরাজুত চিরদিন দৈবীমায়া কাছে ।
 তাই বলি, মায়াস্বর্গ মায়াতে লুকাবে ।
 চিনিতে না পার যদি—সঙ্গে লও কচে

দেবগুরু বৃহস্পতি পুত্র সে তাঁহার
শিষ্য মম, ভালরূপ জানে দৈবীমায়।
সঙ্গে লও তারে —
মায়াস্বর্গ দিবে দেখাইয়া !
ভোঁদা । কোন্ কচ প্রভু ?

কুন্তোদরের প্রবেশ ।

গীত ।

কুন্ত । এখন চিন্বে কি-সে কচে ।
যারে না কচ্ করে, গুরুর ঘরে,
মা'বুতে গেলে বার কচে ॥
কচ্ করে কচ্ কেটে,
কুচো হয়ে যে কচ সে দিন লাগলেন মদেব চাটে
কালিয়া হয়ে যে কচ্ সে দিন গুরুর পেটে পচে,
সেটা বদ্বজমী, গুরুর বগী, মস্তবেতে উঠল বেঁচে ॥

শুক্র । কুন্তোদর ! তুমি কি সর্বদাই জুরায় উন্মত্ত ?
কুন্তো । আন্তর মদ খাই গুরু । কিন্তু—শিষ্য চাটু করিনে ।
তারক । তুমি কি পাত্ৰাপাত্ৰ বুঝে কথা কও না কুন্তোদর !
কুন্তো । জিব্ যদি ছুটো থাকত তাহ'লে একটা নয়
তোষামোদের জন্ত রেখে দিতাম । তাতো নাই দাদা !
একটাতেতো ছ'কাঙ্গ চলে না ।

তারক । যাক্ এখন গুরুদেবের আদেশ শুনেছ ত ?

কুন্তো । তা আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে সবই শুন্লাম ! শচীকে
পাকড়া করতে হবে ত ? তার জন্য চিন্তা কি দাদা ! তুমি যাচ্ছ,
আমি যাচ্ছি, আর শচীকে বরণ ক'রে আনবার জন্য গোটাকতক
সন্তিনী সেজে চলুক । তা হলেই—বস !—

শুক্র । যাও তবে বিলম্বিতে হবে কার্যা হানি
আমিও চলিছু যজ্ঞাগারে ।
যাও দানবেন্দ্র ! যাও যজ্ঞগৃহে
বাজ্ঞী সহ থাকহ সংযত ।

বলি । যে আজ্ঞে

[উভয়ের প্রস্থান ।

তারক । যাও কুন্তোদর ! সাজায়ে দানবীগণে—
সঙ্গে লও সবে ।

[প্রস্থান ।

মদন । মৃদুল বাতে, আঁচল পেতে, অলসে মেতে, ঢুল্ছ ?
(না) দানব কল্লনা, শচী ধরা কথা, কান্বেতে
কিছু শুনছ ?

রতি । শূণ্য পথে, আড়ি পেতে, শুন্তে পাচ্ছি সব,
ধ'রে শচীরে, বন্দী করে, রাখতে চায় দানব ।

মদন । মায়াম্বর্গ দিয়াছি রচি, সেই খানেতে আছেন শচী,
আপন জোরে, আন্বে ধ'রে, পারবে কি তা দেখতে ?

রতি । যাও না ভুলে ওসব কথা, কার ঘাড়ে দুটো মাথা,
শচীরে ধ'রে বন্দী করে, মদন রতি থাকতে ।



এই খানেতে স্বর্গ রচি, এই খানেতে বসাব শচী,

দানব যদি ধ'রতে পারে আসি ।

কুশুম্ব ধনু পুড়িয়ে ফেলে, দানবরাজের চরণতলে,

তুমি হবে দাস, মদন ! আমি হবে দাসী ।

মদন । ঐ দেখো না রতি ! দানব-রথী, সাজছে শচী ধরতে ।

রতি । আমি রথ, তুমি রথী, সাজ না দানব মারতে ।

মদন । তুমি যদি রথ, আমি যদি রথী,

বসন্তেরে তবে কর সেনাপতি ।

রতি । বসন্ত হবেন সেনাপতি, শোভা হবেন কি ? যুদ্ধের

দূতি ?—না—হাতী ধরা কুনকী হাতী ?

মদন । পরিহাস কেন রতি !

শোভাও ত মোদের সাথেই সাথি !

রতি । শোভা, বসন্ত, মলয় পবন,

আমের মুকুল লতার দোলন,

ফুলের হাওয়া কোকিল ভোঁমরা

আরও কত হোমরা চোমরা—

মদন । তবে কি ওদের নেবে না রতি ?

রতি । কেন নেবে না ? সাথেই সাথি,

কৈ লো শোভা কুনকী হাতী ।

কৈ—সেনাপতি বসন্ত কৈ ?

ফুল ফুটিয়েই মজুরা সৈ ।

শোভা ও বসন্তের প্রবেশ ।

বসন্ত । (কেবল) ফুল ফুটাব কেন রাণীজী ।

যা বলবেন তাতেই রাজি ।

শোভা । বল কি গা ? যা বলবেন তাতেই সৈ,

তবে আমিও একটু কষ্ট সহি ।

শেষে দুজনাতেই জল সহি

কি ছকুম রাণীজী ?

রতি । আয়না একটা খেলা করি ।

ফাঁদ পেতে হাতী ধার ।

আমরা দুজন ফাঁদ পাতি

তুই সাজ কুনকী হাতী !

শোভা । বুঝতে পারলেম না যে রাণীজী !

রতি । আয়, কানে কানে বলে দিই ! (কানে কানে কথন)

শোভা । এই কথা ! সন্তি নয়—দন্তি হাতী ?

কি করতে হবে রাণীজী ?

রতি । চল না এখন বুঝিয়ে দেব ।

[প্রস্থান ।

ভৌদার প্রবেশ ।

ভৌদা । এই এখন ভৌদাকে দরকার । শচীকে ধ'রে আনতে হবে কি না ? এখন চল ভৌদা চল, লম্বকর্ণ কৈ ? সে লম্বা শালা কোন্ দিকে লম্বা দিয়েছে । ঐ যে তারক মশায়া আসছেন ।

তারক । ভৌঁদা ! তুই আর লক্ষ্যকর্ণ সাবধানে আমার সঙ্গে
সঙ্গে থাকবি । তোরা দুজনেই বেশ চতুর ।

ভৌঁদা । আজ্ঞে এ ভৌঁদা শালাও যেমন চতুর সেই লক্ষ্য
শালাও তেমনি চতুর । আর আপনি——ও খুব চতুর ।

কুস্তোদকের প্রবেশ ।

কুস্তোদক । যত চতুর তত ফতুর ।

(আবার) বাধল রগড লাক্ তুডাতুড় ।

তারক । কুস্তোদক ! তুমি প্রস্তুত ?

কুস্তো । আমার আর প্রস্তুত অপ্রস্তুত কি দাদা ! শচীধরা
খেয়াল উঠেছে, তাতেও প্রস্তুত । যেতে বল্ছ তাতেও প্রস্তুত !
শচীকে বাঁধতে পার তাতেও প্রস্তুত, বাঁধা পড় তাতেও প্রস্তুত !
আমি কিন্তু ফাঁকে ।

তারক । ফাঁকে কিরূপ ! তবে যাচ্ছ কেন ?

কুস্তো । আমি আর কৈ যাচ্ছি দাদা ? যেতে তোমা-বাই
গাচ্ছ, আমি যেমন আছি তেমনিই আছি——এমনিই থাকব ।

(বতি ও শোভার প্রবেশ ।)

তারক । কে তোমরা অকস্মাৎ দিক আলো করি

শূণ্য হ'তে অবতীর্ণা অনিন্দ সুন্দরি ?

সাজায়ে কুসুম-সাজে কুসুমের দেহ

খেলিছ কুসুম-খেলা ?—দেহ পরিচয় ।

বতি । আমরা কত খেলা খেলি—

ধীর বাতাসে ফুটাই কলি !

সময় হ'লে যুটাই অলি,

পেলে বঁধু, লুটাই গধু—

হৃদয়-কমল খুলি !

তারক । তোমরা কোথায় থাকে ?

রতি । যেখানেতে ফুলের হাসি রূপের বাশি !

শোভা । আমিও ওঁর প্রতিবেশী,

তবে—কখনও পালাই কখনও আসি ।

তারক । কি মধুর কণ্ঠ ! যেন বীণার ঝঙ্কার !

বাণী কি অমিয়ময় !

প্রতি শব্দে—প্রতি বর্ণে বারিতেছে সুধা !

প্রেমের সাগর বিনা এত সুধা কোথা ?

জান যদি বল দেখি অমিয়ভাষিনি !

বুঝিব কেমন তুমি জগৎব্যাপিনী ।

বল দেখি কোথা আজ দেবেন্দ্র বাসব ?

কোথা দেবেন্দ্রানী শচী কোথা দেবগণ ?

শোভা । ইন্দ্র আদি দেবতারা, দানব ভয়ে স্বর্গ ছাড়া,

শূন্যে মায়াস্বর্গ রচি, সেই খানেতে আছেন শচী ।

তারক । মায়াস্বর্গ কোন্ স্থান জান কি ?

শোভা । জানুব না কেন ? জানি বৈকি,

সেই খানেতেই প্রায় থাকি ।

তারক । একবার দেখিয়ে দিতে পার কি ?

শোভা । যার কাছে এত প্রাণের কথা খুলতে পারলাম,
সুখের স্বর্গ দেখবার পথ ক'রলাম, তাকে আর মায়া-স্বর্গ দেখান
না ? সব স্বর্গ দেখান । তা সে মায়া-স্বর্গ দেখে কি হবে গা ?

তারক । শটীকে দেখবার সাধ ।

শোভা । কেন গা ?

তারক । এমন অতুলনীয়রূপা তোমরা যাঁর সহচরী, তাঁকে
দেখতে সাধ কার না হয় সুন্দরি ?

শোভা । তবে তাঁকে দেখে বুঝি আমাদের ভুলে যাবে ?

ভৌদা । দেখ আমি ভুল'ব না ! একবার ভালবেসে দেখ
তখন দেখবে ভদ্রজজ্ঞ কেমন ভদ্র ।

তারক । শুন বিধুমুখি ! প্রতিজ্ঞা আমার
পার যদি দেখাইতে মায়াস্বর্গ মোরে
চিরদিন স্বর্গ-সুখে রাখিব তোমায়,
যা চাহিবে তাই দিয়ে তুষিব তোমারে ।

শোভা । দেখো যেন ভুল না, দেখা আমাদের ছুটী ভূতা
আছে, তাদেরই সঙ্গে তোমরা যাবে, আমরা একটু আগে গিয়ে
শটীকে সাজাই গে । এস তাদের সঙ্গে দেব এখন ?

[প্রস্থান ।

কুন্তোদর । হাঁ, খপ্পর সাজাও গে ! দেখা যাক শ্রাদ্ধ কত
দূর গড়ায় ।

[প্রস্থান ।

(অপ্সরাগণ কর্তৃক বিবিধ ফলফুল-পল্লবে মায়াস্বর্গ নির্মাণ)

গীত ।

অপ্সরাগণ । দেখে অলি কলি ভয়ে কাঁপে ।

ভয়ে কাঁপে, ভয়ে কাঁপে ॥

ছলে হাওয়ায়, পাতার কোলে লুকায়,

যেন সরমে, মরি মরমে,

ধনি আঁখি কাঁপে ।

রতি ও শোভা । নবীনা অনুচা কুসুম-বালা ;

সরমে মরবে লো, দিলে জালা,

তাড়াও অলি সখি আছে বেলা ;—

মদন ও বসন্ত । ধরবে সময় হলে হিয়ায় চেপে ॥

(তারক ও ভৌদার প্রবেশ ও সবিস্ময়ে পশ্চাৎপদ হওন ।)

গীত ।

অপ্সরা । বঁধু এই যে এসেছ হেথা ।

যদি কাছে এলে, কেন সরে গেলে,

এস কও কও ছুট কথা ।

রতি ও শোভা । ঐ হয়ে দিশে হারা ঢালি স্নিগ্ধা প্রাণভরা,

উধাও আকাশে উড়িছে পাখিয়া,

পিয়া পিয়া দিয়া সারা—

অপ্সরাগণ । শুন কি মধুর তান,

কোকিল কুহরে, কুহ কুহ স্বরে,

হুহঃ হুহঃ করে প্রাণ ।

রতি ও শোভা । এস হে রসিয়া নিকটে বসিয়া,

হাসিয়া ঘুচাও ব্যথা ॥

(গীতের মধ্যে মধ্যে তারকের প্রতি মদনের শরক্ষেপ)

তারক । প্রাণ মন ভুলিল সকল,
 কি যেন বিছাৎ খেলা খেলিল হৃদয়ে !
 জীবন ধরিয়া যদি এ রূপের সেবা—
 না করিনু, না মজিনু হেন প্রেম-রসে,
 না যদি ভুলিনু হেন মধুর প্রণয়ে
 বিফল জীবন তবে— !
 গাও বিধুমুখি ! ঢাল সুধাধারা,
 দাও প্রেম দান, দাস আমি তব ।

শোভা । দিব প্রেম প্রাণভরা ! সত্য কর আগে,
 বল, বাঁধা রবে বাঁধিলে মোহাগে !

তারক । যে বন্ধনে আজ তুমি বাঁধিলে সুন্দরী
 কোটি কোটি মন্ত করী বন্ধন-নিগড়
 অতি তুচ্ছ এর কাছে, পুষ্পমালা সম ।
 এ হ'তে কঠিন বাঁধা কি আছে সুন্দরী !
 থাকে যদি—অবিবাদে বাঁধ সে বন্ধনে ।

রতি । আগরা ফুলের খেলা ভালবাসি,
 ফুল নিয়েই মেশামিশি ;
 হাতে পরাব ফুলের বালা,
 গলায় দিব ফুলের মালা,
 ফুলের নুপূর পরিয়ে পায়,
 দেখব কেমন শোভা পায় ।

শোভা । প্রাণমন আগে নিয়েছ কেড়ে,
 তাই তাড়াতাড়ি বাঁধবার তরে,
 দিব না যেতে, হৃদ মাঝেতে
 প্রেম ডুরিতে বাঁধব ।
 যাও দেখি চাঁদ ! কোথায় যাবে—
 পায়ে ধ'রে সাধব ।

শোভা । (ভেঁদার প্রতি) তুমি মালা প'রবে ভাই ?

ভেঁদা । হ্যাঁ ভাই ! পরব ভাই ! দাও না ভাই ! কি মিষ্টি
 কথা ভাই !

শোভা । এস আগে পরাই (গলায় দিয়া) হাতে পরবে
 না ভাই !

ভেঁদা । হ্যাঁ—পরব ভাই !

শোভা । আহা ! হাত দুখানি বেস নরম, মুখখানিও
 দিবিব ।

ভেঁদা । তেল মাখলে আরো ভাল দেখায়, ইস্ ! গা
 সিরসির্ ক'রছে—শীত ক'রছে—রোম খাড়া দিচ্ছে—গিরিণ্যি
 ক'রছে—ঘুম পাচ্ছে । কি মজা—কি মজা । কি সুখ—মাইরি ।

কুস্তোদর । আমাকে যেন চার খাইও না বাবা, তারক
 ভায়া যে, মালা প'রে অজ্ঞান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ? মনে মনে
 শচী ধ'রছে—না স্বর্গে যাচ্ছে ?

শোভা । কুসুম-সাজেতে বঁধু সাজায়ে তোমারে,
 খেলিব নূতন খেলা, ঘুচা'ব বিরহ জ্বালা,

ছেড়েত দিব না আর ক্ষণেকের তরে ।
 যাও দেখি প্রাণবঁধু যাইবে কি ক'রে ।
 তারক । যাব না—যাব না ফিরে কোথাও যাব না,
 হ'য়ে তব প্রেমাদীন, প'ড়ে রব চিরদিন,
 এ হৃদয়ে স্থান আর কারেও দিব না ।
 ত্যজিলাম অভিসন্ধি, শচীরে করিয়া বন্দী,
 আর না রাখিব ল'য়ে দৈত্য কারাগারে ।
 হই হব প্রতারক, আজ হ'তে এ তারক,

সকলই সহিবে শুধু তোমাদের তরে ॥
 শোভা । তারক ! কোন্ তারক ? তারক দত্তি ?
 হ্যাঁগা সতি ? ও রাণীজী । বলে কি ?
 রতি । ওলো সতি সতি দত্তি,
 বিশ্বাস নেই এক রত্তি,
 খুলে নিয়ে গালা,—
 পালা—পালা—পালা,—!!

[কোশলে গালা মধ্যস্থ শৃঙ্খল দ্বারা হস্তপদাদি বন্ধন পূর্বক পলায়ন ।

মদন । দৈত্যবীর ! মিটেছে কি প্রেমের পিপাসা ?
 জান মায়া, জান যুদ্ধ, বিবিধ কোশল,
 শমন, পবন, সূর্য্য, ইন্দ্র আদি সবে
 অবহেলে জিনিয়া সমরে,
 লভিলে যে, মশকীর্তি হে দানব-রণী !
 নারীচক্রে হারি আজ হারালে সে সব ?

অবহেলে ছিন্ন করি স্তূড় নিগড়—
পদ্মবনে বন্দী আজি হ'লে হে বারণ ?

তারক । শত উপহাস যোগ্য আমি ।
বুঝি নাই নারীর চাতুরী
বিষপূর্ণ হেম-কুন্ত বুঝি নাই আগে ।
ছাব ভাব কটাক্ষেতে করি আত্মহারা—
অনাধে করিল বন্দী প্রমত্ত বারণে !
ধন্যা মায়াবিনী নারী ধন্যা কুহকিনী !

কুন্তো । কুহকিনী নয় দাদা ! কুনকী হাতী, আদং হাতী,
ধরা হাতিয়ার ।

শোভার প্রবেশ ।

শোভা । আবার আপনার কাছে এসেছি ।

তারক । আর কেন মায়াবিনি ! যথেষ্ট অবমানিত ক'রেছ।

শোভা । এ বন্ধনে আর অপমান কি ? বীরদ্বেরই না
লাঘব কি ? ভ্রমর, অতি কঠিন বাহাদুরী কাঠে বিঁধ করে, কিন্তু
পদ্মদলে বদ্ধ হ'লে তাকে আর কেটে বেরতে পারে না । তাতে
কি ভ্রমরের গুমরের লাঘব হয় ? প্রেমের স্থলে সবই চলে ।
(মদন ও বসন্তের প্রতি) তোমাদের প্রতি আমাদের রাণীজীর
আদেশ—ইনি—তোমাদের নন, আমাদের বন্দী ! এঁকে যত্নের
সহিত কারাগারে বন্দী ক'রে রাখ গে ! যতদিন দেবতাদের
স্বর্গোদ্ধার না হয় ।

বসন্ত । (কুন্তোদরকে দেখাইয়া) এর প্রতি কি আদেশ ?
 কুন্তো । আমি তো ভগ্ন দূত বাবা । (স্মরে)
 ভগ্ন দূত ক'বে গিয়া বলির গোচর ।
 তোমার তারক ভৌদা, পড়ল বাঁধা,
 শুন দৈত্যেশ্বর — —

বেশ শচী ধরলি বাবা ! যাই খপর দিই গে । (পলায়ন)
 শোভা । যাও তোমাদের দানব-রাজকে সংবাদ দাও গে ॥
 যাও—নিয়ে যাও ।

[সকলের প্রস্থান ।





দশম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—কশ্যপাশ্রম ।

কশ্যপ ও অদিতি ।

কশ্যপ । কৈ পুরোহিত বৃহস্পতি মহাশয়ের যে এখনও দেখা নাই, বোধ হয় একেবারে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা ক'রে আসছেন । যাক্, তার জন্ত বাস্তব হবার প্রয়োজন নাই । অদিতি । কুটীরে আছে কি, সমস্ত আয়োজন হ'য়েছে ত ?

অদিতি । যেমন এনে দিয়েছ, বিধাতা যেমন জুটিয়েছেন, তেমনি আয়োজন ক'রেছি ।

কশ্যপ । তবে যাও, বামনকে স্নান করিয়ে লয়ে এস'গে ; বৃহস্পতি মহাশয় এলেন ব'লে ।

অদিতি । ব্রাহ্মণ বারটী নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে ত ?

কশ্যপ । তা—এক—রকম হয়েছে বৈ—কি । আমি আছি, বৃহস্পতি মহাশয় আছেন, আর সেই নিম্নাটে নারদদেটা—সেটা ত এসে জুটল ব'লে, এই তিন জন ; তার পর নিতাদাম প্রভৃতি শিষ্য সাত আটটী রয়েছে ; তার পর তুমি আছ—বামন আছে, এক রকম করে পূরণ হয়ে যাবে ! আয়োজন ত দেখতেই পা'চ্ছ । যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা ।

অদিতী । হা অদৃষ্ট ! আমার আশ্রমের সব ক'টা ব্রাহ্মণকেও নিমন্ত্রণ করতে পারলাম না । আজ আমার শেষের সম্বল বামনের উপনয়ন—আমার বড় আনন্দের দিন ! কিন্তু আজ কি আনন্দের দিনে কি আশ্রমে পু'ডতে হচ্ছে ! সেই একদিন—আমার স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের উপনয়নে জগতের লোক অন্ন পেয়েছে, আজ আমার মর্ত্যের ভিত্তারী উপেন্দ্রের উপনয়নে আমরা একমুষ্টি অন্নের কাজাল !

[চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান ।

নিতাদামের প্রবেশ ।

নিতা । প্রভু ! চারিদিক হ'তে যে পক্ষপাল ছুটেছে ! এতো লোকের স্থান হবে কোথায় ?

কশ্যপ । স্থান হবে চুলয় ।

নিতা । প্রভু রাগ ক'রবেন না ? আমি গিথ্যা বলি নাই, আশ্রমের বা'র হয়ে দেখুন, “ন স্থান তিল মা” —ঐ দেখুন এখান পর্য্যন্ত দর্শন দিয়েছে ।

কশ্যপ । তাইতো ! এ বিভ্রাট ঘটালে কে ?

সার্বভৌম ও তর্কসিদ্ধান্তের প্রবেশ ।

সার্বভৌম ও তর্কসিদ্ধান্ত । প্রজাপতি মহাশয় নমস্কার !

কশ্যপ । এখানে কি জন্ম ?

সার্বভৌম । মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন ।

কশ্যপ । উপনয়ন তা মহাশয়ের কি ?

সার্ব । আমাদের নিমন্ত্রণ !

কশ্যপ । আমার আশ্রমে উপনয়নও নাই, নিমন্ত্রণও নাই !
কে আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছে ?

সার্ব । আজ্ঞে, আপনার প্রতিনিধি স্বরূপে দেবর্ষি নারদ ।

কশ্যপ । তা হ'লে নারদের আশ্রমে যেতে পারেন ।

তর্কসিদ্ধান্ত । ওহে সার্বভৌম ভায়া । বুঝতে পারছ না,
কশ্যপ মহাশয়ের আশ্রমে স্থান সংকীর্ণ, সেই জন্মই বোধ হয়
উপনয়নের আয়োজনটা নারদের আশ্রমেই হ'য়েছে ।

সার্ব । না হে ভায়া ! তা হ'লে তো কতক লোক সে
পথেও গমন কর্ত, কশ্যপ মহাশয়ের ভ্রাস্তি উপস্থিত হ'য়েছে,
ইন্দ্রাদি পুত্রগণের ছুরবস্থা দর্শনে মস্তিষ্কও বিকৃত হয়েছে,
নারদের মুখেও শুনুলেম উপস্থিত অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্মাদগ্রাস্ত ।

কশ্যপ । জ্যাঁ, সে নারদে বেটা আমাকে পাগল ব'লে
পরিচিত করলে, কুচক্রী বেটা বলে গেল এক—করলে এক !
কি সর্ববিনশে লোক গা ? দাঁড়াও তো বেটার—(গমনে উদ্ভত) ।

সার্বব। মহাশয় কি চল্লেন, আগাদের বিশ্রামের স্থানটা কোথায় স্থির করেছেন ?

কশ্যপ। যমালয়ে !

[বেগে প্রস্থান।

সার্বব। কাণ্ডটা কিছু বুঝলে ভায়া ! কশ্যপ তো একরূপ উন্মাদগ্রস্ত।

তর্ক। কশ্যপ তো উন্মাদগ্রস্ত, আমরাও যে মহাপ্রমাদ-গ্রস্ত। এখন একটু বৃক্ষতলে বিশ্রাম করে কুটীরাভিমুখে ধাবমান হওয়া যাক—

নারদের প্রবেশ।

ঐ যে নারদ মহাশয়ের আগমন হ'চ্ছে, এখন একবার ঐর মুখে শেষ উত্তরটা পেলেই আপন আপন ভাগ্য-দেবতাকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে প্রস্থান করা যায়।

নারদ। এই যে মহাশয়দের আগমন হয়েছে ! উত্তম—উত্তম, নমস্কার।

তর্ক। তাতো বুঝলাম—নমস্কার “উত্তম উত্তম”, ওদিকে যে তিরস্কার উত্তম মধ্যম ! ব্যাপারটা কি বলুন দেখি ?

নারদ। তাতো পূর্বেই বলেছি কশ্যপের মস্তিষ্কের স্থিরতা নাই। আপনারা ওঁর কথায় কর্ণপাত করবেন না।

তর্ক। কর্ণপাত করা দূরে থাক, একবার পাত করে বসতে পেলে, পৃষ্ঠে যষ্টিপাত হলেও দৃষ্টিপাত ক'রব না। এখন ঐ নদীতীরে একটু বিশ্রাম করি গে। যেক্ষণ লোকের সমাগম

দেখছি, এর পব নদীকূলেও স্থান সঙ্কুলান হবে না, চল হে সার্বভৌম ।

[প্রস্থান ।

বান্ধযজ্ঞ সহ বাণকরগণের প্রবেশ ।

গোবর্দ্ধন । এই যে দিবুশী ঠাকুর । রবধান করি ! কচ্ছপ ঠাকুর কৈ ? ওপরলয়নের তো খুব ঘট। দেখছি ।

নারদ । বহুলোকের সমাগম হবে, তোরা নেচে নেচে খুব বাজা । বহু পুরস্কার পাবি ।

গোবর্দ্ধন । যে এজ্ঞে ! আপনি যা অনুমিষুতি করবেন, তাই করব । লে-রে—লক্ড়ে ! কৈশী লে । পেঁচো ডগড় লে ! আজ কচ্ছপ ঠাকুরের বাড়ী পেট ভরে পরেশ রস খাতে হবে ।

লক্ড়ে । মুচিরে পরেশ রস খেলে মবে যান লয় বাবা ?

পেঁচো । ওরে না-না তুই কৈশী বাজা ! কাঁই—কাঁই—কাঁই—কাকা কাঁই—কাকা কাঁই—বেতাল। করিসনে যেন (বাজ) ।

নারদ । ঐ যে কচ্ছপ বাটা রূদ্রমূর্তি ধরে এই দিকেই আসছে, আমি একটু অন্তরালে যাই ।

[প্রস্থান ।

কচ্ছপের প্রবেশ ।

কচ্ছপ । মজালে—পাজী বাটা আমাকে পাগল করলে ! আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন । কৈ সে নারদে—

গোবর্দ্ধন । এজ্ঞে । লদের চাঁদ আসতে পান নাই, তার

টোল ছিঁড়ে গিয়েছেন । আমি এয়েছি, পেঁচো এয়েচে, লক্ড়ে এয়েচে—লক্ড়েকে আপনি চেন না ? আমার মাইতর বেটা ! লক্ড়ে ! তোর মামা ঠাকুরকে রবদান কর ।

কশ্যপ । ওরে—গুথোগোর বেটা ! দূর হ—নৈলে সিদে করে দেব ।

গোবর্দ্ধন । সিদে দেবে ? সরপো ! লে—কাপড় পাত, সিদে লিতে হবে ।

কশ্যপ । এই যে সিদে দিই ! ওরে—ধামা ! ধামা !—

গোবর্দ্ধন । কচ্ছপ মশায় ধামা ভোরে সিদে দেবে, বড় করে কাপড় পাত । লক্ড়ে কৈলী পাত, তেল লে ।

কশ্যপ । আবার তেল রে বেটা । (যষ্টি উত্তোলন পূর্বক) দেখচিস্ সন্মুখে যষ্টি ।

লক্ড়ে । আবার এই সামনে জষ্টিতে আস্তে ব'ল্ছ ? সেবার বুঝি তোমার ওপর লয়ন ? লয় মামাঠাকুর ?

কশ্যপ । মামা ঠাকুর কিরে গুথোগোর ব্যাটা । দূর হ—(প্রহার) ওরে ধামা ! ধামা—ও—

গোবর্দ্ধন । ওরে সরপো ! আরে মাচ্ছেরে ! পেলিয়ে যা—পেলিয়ে যা ! কচ্ছপ ঠাকুর খেপেচে ।

লক্ড়ে । ও বাবা ! আমাকে কেম্ড়ে দিতে এয়েছ্যালো !

পেঁচো । ওরে শালার বেটা পেলিয়ে আয় ! কচ্ছপে কেম্ড়ে ধরলে ছাবতা না ডাকলে ছাড়বে না ।

[প্রস্থান ।

কশ্যপ। দূর হ—দূর হ— (যষ্টি উত্তোলন পূর্বক পশ্চাৎ ধাবন)

[কশ্যপের প্রস্থান।]

বামন ও নারদের প্রবেশ।

বামন। তুমি সবে এই কয়টা মাত্র লোক নিমন্ত্ৰণ করেছ নারদ!

নারদ। আজে এই কটা কি, কোটি কোটি লোক নিমন্ত্ৰণ করেছি, আপনার আত্মীয় ব'লে ব্রহ্মাণ্ড নিমন্ত্ৰণ করেছি।

বামন। ক-টা ব্রহ্মাণ্ড নিমন্ত্ৰণ করেছ নারদ? আমার যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আত্মীয়, সে সকল গুলির সংবাদ রাখ কি?

নারদ। (স্বগত) আমি “ব্রহ্মাণ্ড নিমন্ত্ৰণ করেছি” বলায়, দর্পহারী অমনি আমার দর্প চূর্ণ করলেন, ধন্য দর্পহারি! তোমার বামন লীলার কার্যাই যখন দর্প হরণ করা, তখন আমার দর্পই বা থাকবে কেন? (প্রকাশ্যে) প্রভু! আমি যতদূর তত্ত্ব রাখি তাই নিমন্ত্ৰণ করেছি, এখন যা হয় উপায় করুন।

বামন। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই, তুমি আমার কাছে ব'সো।

(বামনের ধ্যানে উপবেশন)।

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। বামন! আমি এসেছি।

নারদ। এই যে, মা আমার সকলের অগ্রোই এসেছেন।

এ ডাকে কি আর মুহূর্ত বিলম্ব করবার সাধ্য আছে, এ-তো আর নারদের চীৎকার নয়, এ বড় কঠিন ডাক মা ।—বড় কঠিন ডাক !

বামন । কে তুমি মা ?

নারদ । মা রাজরাজেশ্বরী এসেছেন ।

ভগবতী । আমি রাজরাজেশ্বরী নই বাপ, ভিখারিণী আমি । রাজরাজেশ্বরীর কি এই বেশ ! তুমি মা মা বলে ডেকেছ, তাই আর থাকতে না পেরে তোমাকে দেখতে এলাম । একবার আমার কোলে এস ।

(বামনকে অঙ্কে ধারণ)

নারদ । এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম ! এখন একটা ব্রহ্মাণ্ড কেন কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লোক আশ্রুক, আর নারদ ভয় করে না ! এখন কশ্যপ কৈ, একবার এসে দেখ, তোমার বামন আজ কেমন মাঝ কোল পেয়েছে !

কশ্যপের প্রবেশ ।

কশ্যপ । আজ সব গেল ! ব্রহ্ম শাপে সব গেল ! সর্বস্ব হারিয়ে এক তপজপ যোগধান নিয়ে ছিলাম, শেষ দশায় একটা বামন পুঞ্জের মায়ায় সে তপ গিয়েছে—জপ গিয়েছে—যোগ গিয়েছে—সে ধান—সে ধারণা—সব গিয়েছে, এখন দেহ পমাস্ত্র যায় ! ব্রহ্মশাপে অস্তিত্ব পর্যাস্ত লোপ হয়, ব্রহ্মশাপ ! কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মশাপ ! ভস্ম হয়েও পরিত্রাণ নাই । মরলেও আত্মার সদগতি নাই । অদিতি ! অদিতি ! যাও—বামনকে কোলে করে আশ্রম ত্যাগ কর ! আমি ব্রহ্মশাপে দগ্ধ

হই—ভস্ম হই—ভাগো যা আছে তাই হ'ক ! তুমি আমার বামনকে বাঁচাও ! নারদ ! তোমাকে আর অভিশম্পাও করেই না কি ক'রব, হ'ক তোমার বাসনাই পূর্ণ হ'ক ।

নারদ । উতলা হবেন না, স্থির হন ! প্রার্থনা করুন নারদের বাসনা যেন চিরদিনই এইরূপে পূর্ণ হয় ।

কশ্যপ । তুমি যে আমাব এমন পরম শত্রু ছিলে, তা পূর্বের জানতেম না, তুমি যে একজন ঘোর প্রতারক তা আজ নিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি ! এখনও প্রতারণা ?

নারদ । এ আমার প্রতারণা নয় প্রজাপতি । এসব তোমার বামনের প্রতারণা । প্রতারণাব জন্তই এ বামন লীলার অবতারণা ! এখন দেখ দেখি, তোমার বামন কার কোলে বসে আছে ।

কশ্যপ । কে তুমি মা ? আমার এ বিপদের সময়, আমার বামনকে কোলে করে আদর করছ ! এখনই যে আগাকে কোটি কোটি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মশাপ রূপ কোটি কোটি কালসর্পের অনিবার্য দংশনে সপরিবারে ভস্মে পরিণত হ'তে হবে । এ বিপদে উদ্ধারের যে আব কোনো উপায় নাই মা !

ভগবতী । ভ্রান্ত কশ্যপ ! চিন্তা ক'র না । কোটি কোটি ব্রাহ্মণ কেন, তোমার আশ্রমে আজ অনন্ত কোটি ব্রাহ্মণ এলেও অভুক্ত থাকবে না । আমি তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করলাম ! আর কি দুঃখে চক্ষের জলে ধরা সিক্ত ক'রছ কশ্যপ ?

গীত ।

কি জন্তু কশ্যপ তব ধারা নয়নে !

সমাপন করিব যজ্ঞ, সর্ব জবা আনয়নে ॥

নয় জবা রাশি রাশি, তব যজ্ঞ ত্রিলোকবাসী,

উপনীত হবে হে আসি, (তোমার) উপেন্দ্রের উপনয়নে ॥

কর বা না কর তুমি যজ্ঞে আবাহন,

আপ্নি এসে করবে সবে যজ্ঞ ভার বহন—

মোহ ভ্রান্তি কেন এমন,

একবার যোগে মঁপিয়ে মন,

দেখ ঐ ব্রহ্মাণ্ড রমণ, ব্রহ্ম-বামন নারায়ণে ॥

কশ্যপ । তুমি আমাকে এ প্রবোধ কেন দিচ্চ মা ? তোমার

* ত দেখছি আমাদেরই মত গরস্থাহীন অতি দীন দুঃখিনীর বেশ !

তুমি আমার এ গুরুভাব কেমন ক'রে গ্রহণ করবে মা ?

ভগবতী । কেমন করে জান্লে আমি দীন দুঃখিনী ?

তোমার বামন যাকে মা ব'লে ডাকে, সে যদি দীন দুঃখিনী, তবে
রাজরাজেশ্বরী কে প্রজাপতি ?

কশ্যপ । আমার বামন যাকে মা ব'লে, সে যে কি দুঃখিনী,
অদিতীর দশা দেখলেই তা বুঝতে পারবে ।

ভগবতী । অদিতীকে তুমি দীন দুঃখিনী ব'লেছ, কিন্তু
প্রজাপতি ! অদিতী হতে ভাগ্যবতী আর যে কেউ আছে
তাতে বোধ হয় না । তোমার অদিতীর গুণেই আজ এমন
বেশে বামনকে কোলে পেয়েছি, আর তোমার বামনের মা
হয়েছি ব'লেই আজ আমি রাজরাজেশ্বরী ।

কশ্যপ । রাজরাজেশ্বরীর কি এই বেশ মা ?

বামন । (সুরে) পিতারে আমার, স্বরূপ তোমার, দেখা
মা ভুবনেশ্বরী !

ভগবতী । (সুরে) যদি না হয় প্রতীতি, দেখ প্রজাপতি,
অমি রাজরাজেশ্বরী ! (বামনের কুপায়) (তোমার বামনের
কুপায়) আমি রাজরাজেশ্বরী ॥ (বেশ পরিবর্তন)

কশ্যপ । একি ! ত্রিলোক মাতা ত্রিনয়নী রাজরাজেশ্বরী
অম্লপূর্ণা ! মা ! তুমি আমার কুটীরে ! জয় মা জগজ্জননি !
তোমার জগদানন্দময়ী নামের মাহাত্ম্য আজ কশ্যপের পর্ণকুটীরেই
পূর্ণভাবে প্রকাশ করলে ! ধন্য মা, ধন্য তোমার দয়া “সর্বমঙ্গলা
মাঙ্গল্যো শিবো সর্ববার্থসাধিকে শরণ্যেত্যম্বকে গৌরী নারায়ণী
নমোহস্ততে” । (প্রণাম)

ভগবতী । প্রজাপতি ! গা তোল, একা আমি কেন,
তোমার বামনকে দেখতে আজ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের লোক
তোমার আশ্রমে আগমন করবে । আর তোমার তপোবনে সে
তৃণলতাপূর্ণ পর্ণ-কুটীর নাই, স্বর্ণ-সৌধমালায় পরিপূর্ণ হয়েছে !
ঐ দেখ—তোমার স্বর্গভ্রষ্ট বাসবাদি দেবপুত্রগণ আগমন
করেছে ।

ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । মা ! আর আগাকে স্বর্গভ্রষ্ট বলো না ! আজ আমি সপ্ত
স্বর্গের অধীশ্বর হ'তেও ভাগ্যবান । আজ আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর
দামোদরের সহোদর ! আমার ভাগ্যবৃক্ষে এমন মধুর ফল ধারণ

ক'রবে তা পূর্বের ভাবি নাই । বলি কর্তৃক স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে আপন
 ছুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, অতি নিকৃষ্ট প্রাণীর স্থায় ছদ্মবেশে
 মর্ত্যে বাস ক'রছিলাম ! আমার ভাগ্যতরুতে পরিণামে আশাতীত
 অমৃতময় ফল ধারণ ক'রবে জেনেই, গুরুদেব বৃহস্পতি আমাকে
 দানব যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়ে, শান্তভাবে সময় প্রতীক্ষা করতে আদেশ
 করেছিলেন ! কিন্তু তখন আমি সেই গুরুবাক্যের গুঢ় অর্থ
 হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হই নাই । ভাই জগদিন্দ্র ! আজ তুমি
 উপেন্দ্র রূপে এই ভিখারী ইন্দ্রের সহোদর ! জগদীশদেব হরি
 আজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ! আমার এ আনন্দের কি আর সীমা
 আছে ! এস ভাই একবার আমার কোলে এস ! (অন্ধে ধারণ
 পূর্বক) তুচ্ছ ! অতি তুচ্ছ স্বর্গের সম্পদ ! স্বর্গের সম্পদ—
 স্বর্গের ঐশ্বর্য্য—সব যাক ! ষড়ৈশ্বর্য্যোশ্বর হরি যার সহোদর,
 সে আর কি ঐশ্বর্য্য স্মৃখী হবে ! এইত কোটি ইন্দ্রের সম্পদ
 আমার হৃদয় ভাঙারে ! জগৎ ব্রহ্মাণ্ড দেখুক, আজ ইন্দ্রের
 কি আনন্দের দিন ! এ আনন্দের উপমা নাই—তুলনা নাই—
 সীমা নাই !

গীত ।

আনন্দের সীমা নাই ।

আজ পূর্ণ আমার সব বাসনাই,

আমার যে পূলকে নাচে হৃদয়,

প্রাণের এ সুখ আর কার কাছে জানাই ॥

হয়েছি রণে পরাভব,

হারিয়েছি অতুল বৈভব,

সে ছুঃখ না হয় অমুভব, দুর্লভ ধন তোয় পেয়ে ভাই,—
আমি সকল স্মৃতির শেষ জেনেছি, (কিন্তু) এ স্মৃতিব যে নাই তুলনাই ॥

তুচ্ছ ইঞ্জনের অভিমান, কত তুচ্ছ তার পরিমাণ,
দেখে এ অতুল্য সম্মান, স্মৃতি স্বর্গের সব জনাই,—
কীর্তি যশ-সৌরভ, তুচ্ছ সে খ্যাতিরব,
বাড়িল গৌরব সমাদর ।

দেখ আদিত্যচন্দ্র, দেখ অমরবৃন্দ,
ইন্দ্র আজ উপেন্দ্রের সহোদর ॥

জগতের রাজারে, গেলাম হৃদয়াবারে,
দেখুক বাসবের ভাগ্য সবে ।

আজ ইন্দ্রের কি আদর, বাড়ালিরে দামোদর,
সহোদর কেশবে বাসবে ॥

আর স্বর্গের সিংহাসন, চাইনারে পীতবসন,
সে আসন আর কে সমাদরে ।

কি তুচ্ছ সে রাজা সাজা, ভাই যার ব্রহ্মাণ্ডের বাজা,
ইন্দ্র কি তার মনে ধরে ॥

(সে সব চাইনে কেশব) (তোরে পেয়ে বাসব সব ভুলেছে)

এখন দাদা বোলে, আয়রে কোলে. ছোটো মর্মের কথা তোরে জানাই ॥

স্মৃতি থাকি পাই বা কষ্ট, তাতে ছুঃখ নাইরে কৃষ্ণ,

মার ছুঃখে প্রাণ আকৃষ্ট, কি অদৃষ্ট দেখে ভাই—

তুমি যার প্রাণকুমার, সেই ছুঃখিণী মার,

হৃদশার উপমার, কিছু নাই ভবে ।

এ কেমন তোর কৰ্ম্ম, মার মার অহি চৰ্ম্ম,

তোর ধৰ্ম্ম তোর কৰ্ম্ম তোতেই সমুবে ॥

যে অদিতী জননী, আনন্দের অশ্রুস্রাবী,
বহিবেরে যুগল আঁধারে ।

আজ তোর উপনয়নে সেই মার ছনয়নে
দুঃখের ধারা হোলোরে দেখিতে ॥

(কি আর বলব কেশব) (এ সব কি তোর অজানিত)

তুমি সব জান ভাই, জানি সবাই, কেবল প্রাণের আবেগ তাইতে জানাই ॥

অদিতীর প্রবেশ ।

অদিতী । কৈ প্রজাপতি কৈ ! কৈ আমার বামন কৈ !
কৈ আমাদের তপোবন কৈ ! আমি কোথায় ! একি স্বপ্ন
দেখছি ! এই কি আমাদের আশ্রম ! এ যে চারিদিকে মণিরাজে
সাজান সোণার অট্টালিকা ! রাশি রাশি মণি-কাঞ্চন দধি-সুগন্ধ
ক্ষীর-সর-পূর্ণ স্বর্ণ সোপানময় সরোবর ! অমৃতময় ফলমূল ! অন্ন
মিষ্টান্ন পূর্ণ শত শত স্বর্ণময় ভাণ্ডার ! চারিদিকে যেন আনন্দের
হাট বসেছে ! কোথাও অপ্সরার নৃত্য, কিস্করের গীত, যক্ষ
রাগসের আনন্দ-কোলাহল ! কোথাও দেব-মানবের হরিনাম
সঙ্কীৰ্ত্তন ! প্রজাপতি ! এস—দেখবে এস ! আমাকে বুঝিয়ে
দেবে এস ! এ সব স্বপ্নের মীমাংসা না মায়া'র খেলা ।

নারদ । দেবি অদিতি ! এ স্বপ্নের খেলা নয়, এসব তোমার
বামনের মায়া'র খেলা । সত্যই তোমার পূর্ণকুটীর স্বর্ণ ভবনে
পরিণত হয়েছে ! ওদিকে পূর্ণকুটীর স্বর্ণ ভবন—এদিকে
শুভযোগে মণি কাঞ্চনে যোগ ! যার জন্ম পরব্রত গ্রহণ, যার
রাজ্য রক্ষার জন্ম হরিতোষণ ব্রতানুষ্ঠান, তোমার সেই জ্যোতি

পুত্র বাসব এসে তোমার কেশবকে কোলে করেছে ! আর এসব উৎসবের মূলরূপিনী তোমার বামনের আর একটি জননী এসে তোমার তপোবর্ণা স্মরণ করি ঐ দেখ অন্নপূর্ণা রূপে অধিষ্ঠান হয়েছেন ! এখন যাও, আনন্দের সহিত উপনয়ন ক্রিয়া সমাধার উদ্যোগ করগে । যাও বাসব ! উপনয়নের উদ্যোগে যোগ দাওগে ! যাও না মা ! তোমার কর্তব্য তুমি করগে ।

কশ্যপ । দেবর্ষি ! আপনি আমার খুল্লতাত ! আমি চিন্তায়, উদ্বেগে, নিতান্ত আত্মহারা হয়ে মতিকে স্থির রাখতে না পেরে নিতান্ত নির্বোধের ন্যায় আপনাকে অনেক অসম্বন্ধ তিরস্কার করেছি । আপনি অনন্ত জ্ঞানের আধার । আপনি জগতের জ্ঞানদাতা, সেই জন্যই নারদ নাম ধারণ করেছেন । এক্ষণে আমাকে বুঝিয়ে দেন—আমাকে জ্ঞান দান করুন, আমার কি পুণ্যে বামন আমার, পূর্ণব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণার কুপার পাত্র হ'লো ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারলেম না ।

নারদ । সে কথা তোমার বামনই এক সময় তোমায় বুঝিয়ে দেবে । এখন উপনয়ন ক্রিয়া সমাধা হলো, অবশিষ্ট কার্য ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দান । ব্রহ্মাদি দেবপ্রধানগণ ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দান ক'রেই সকলে স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা প্রস্থান ক'রবেন । এক্ষণে তার আয়োজন করুন ।

কশ্যপ । আপনার কুপায় সমস্তইত অভাবনীয় আয়োজন । অভাব কিছুই নাই । এক্ষণে শালগ্রাম সম্মুখে রক্ষা ক'রে, ব্রহ্মচারীকে যথা বিধানে ভিক্ষা দানের ব্যবস্থা করুন । পুরোহিত

মহাশয় শালগ্রাম লয়ে আসুন, অদিতীকে বলুন বামনকে লয়ে আসুক, কিম্বা আমিই যাই ।

নারদ । আপনাকে যেতে হবে না, যারা শালগ্রামের সম্পূর্ণ সত্ত্বাধিকারী, ঐ দেখুন তাঁরাই একটী সচল শালগ্রামকে অগ্রে লয়ে, অচল শালগ্রাম সহ হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করতে করতে আগমন করছেন !

বামনকে অগ্রে লইয়া রাখালগণ, পশ্চাতে শালগ্রামসহ দেবগণের প্রবেশ ।

রাখাল বালকগণের নৃত্য ও গীত ।

গীত ।

গোলোক-আলোক, ত্রিলোক-পালক, লোকনাথ লোকজাতা হে ।

জয় জয়, হরির জয়, জয় জগদীশ বিশ্বপাতা হে ॥

পাতকীর সখা পতিত বান্ধব,

শ্রীমধুসূদন মুকুন্দমাধব,

জয় হরে, মুরারে, মনোমোহন মোক্ষদাতা হে ॥

ভক্তপালক ত্রিলোক ব্যাপী,

কভু নিরাকার সাকাররূপী,

ভক্তপ্রাণ, ভগবান্, জয় পাতকী-পালক, পাতা হে ॥

নারদ । আজ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেই কশ্যপ আশ্রমে উপস্থিত । ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র, ধনেশ্বর কুবের হ'তে মর্ত্যের ভিখারী পর্যন্ত নবব্রহ্মচারী দর্শনে সমাগত ! এক্ষণে কে অগ্রে ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দান করবেন করুন । উপনয়নান্তে নৃতন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দানের যে কি মহাফল সে মহাপুণ্যের কথা অন্ত্য এক

মুখে কেন, বেদবিধানকর্ত্তা বিধাতা চতুর্মুখে ব্যাখ্যা ক'রতে
অক্ষম ! কোটি কোটি বার কামনা পূর্বক কোটি কাম্যকূপে
জ্ঞান ক'রলে যে ফল লাভ হয় না, একটী নবীন ব্রহ্মচারীকে
ভিক্ষা দান করলে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে কাম্যফল লাভ হয়ে
থাকে ! কৈ কেউ যে কখনও ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দান ক'রলেন
না । বালকগণ ! তোমাদের ব্রহ্মচারী সখাকে তো এখনও কেউ
ভিক্ষা দান করলেন না ।

১ম রাখাল । আপনিই কেন ভিক্ষা দেন না মশায় !

নারদ । আমার কি আছে যে তোমাদের ব্রহ্মচারী সখাকে
ভিক্ষা দান ক'রব ।

২য় রাখাল । যার যা ইচ্ছা তাই দেন, আমাদের সখা তাই
গ্রহণ ক'রবেন ।

গীত ।

সকলে—

বামন ব্রহ্মচারী হরি ভিখারী প্রধান ।

ভিক্ষা যাচে সবার কাছে (ভিখারীরে) কর ভিক্ষা দান।

ভালবাসা ভক্তি স্নেহ, পাপ পুণ্য যে যা দেহ,

অকাতরে করবে গ্রহণ কি সন্দেশ,

সবে যার যা রুচি সে তাই দেহ, এবার ভিক্ষার তবে বামন দেহ—

বামন । হে সেবক পালক শিব ত্রিলোক ধাতা,

পালক তালক ভব ভক্ত ত্রাতা,

(ভবান্ ভিক্ষাং দেহি) (ভিখারী বামনে)

(ভবান্ ভিক্ষাং দেহি)

হে দীপ্ত তপন প্রায়, তপ্ত কনক কাশ, রক্ত বসন পরিহিত ।

ভিক্ষাং দেহি ধাতা হে বিশ্ব বিধাতা

বেদ বিধি বিধান বিহিত ॥ (বিধি হে)

স্বাকার কাছে আইনাম যেচ ভিক্ষা কেউ দিবে না মোরে ।

(মায়েব কাছে 'লেম)

ভগবতী । যদি ডেকছ মা বলে এস তবে কোণে'

আমি ভিক্ষা দিব তোরে ।

(অন্নপূর্ণা আমি) (হবি পূর্ণব্রহ্ম তোমাব কুপায়)

রাখালগণ । মায়েব কাছে ভিক্ষা যেচে' আয়েব বামন নেচে নেচে

গাইবে সবে মায়েব কাছে (নেচে নেচে) মায়েব গুণগান ॥

নারদ । মা, ব্রহ্মচাৰীকে কোলে ক'রে ব'সে কেন ? তুমি
জগতের জীবের বক্ষামাতা, আজ হ'তে হলে, জগৎপিতার
ভিক্ষামাতা ! দাও মা ' তুমিই আগে বামনকে ভিক্ষা দাও !
তোমার ভিক্ষা দেওয়াব অপেক্ষায় সকলেই তোমার মুখাপেক্ষা
করে বসে আছেন । তুমি আগে ভিক্ষা দান করলে, তার পর
সকলে আপন আপন ইচ্ছামত ভিক্ষা দান করবেন । অন্নপূর্ণা
ভিন্ন শূন্য ভিক্ষা ধারে অন্য কেউ ভিক্ষা দানে সক্ষম হবেন
না । দাও মা তুমিই আগে বামনকে ভিক্ষা দাও । আর নব
ব্রহ্মচাৰীকে ভিক্ষা দানের অনন্ত ফল জগতের সর্বজীবকে
বিতরণ ক'রে, অনন্ত মঙ্গলময়া সর্বমঙ্গলা নামের সার্থকতা
সম্পাদন কর ।

ভগবতী । ব্রহ্মচারী বামন ! কি বলে ভিক্ষা চাইবে
একবার চাও দেখি ।

বামন । ভগবতি ! ভবতি ভিক্ষাং দেহি ।

ভগবতী । ও ভিক্ষা চাওয়া তো তেঁা মধুর লাগল না ।

বামন । মাতর্ভগবতি, ভবতি ভিক্ষাং দেহি ! মা । আমাকে ভিক্ষা দাও ।

ভগবতী । হাঁ এইবার হয়েছে । কিন্তু আমি তোমায কি ভিক্ষা দেব বামন, তবে, পুত্র যেমন উপার্জিত ধন মায়েব হস্তে অর্পণ ক'বে, সময়ে প্রয়োজন মত আবার মায়েব কাছেই যাচুঁঞা ক'রে লয়, আজ সেই ভাবে তোমার ধন তোমাকেই অর্পণ করছি । আর এই ভিক্ষা দান সূত্রে যদি কিছু পুণ্যফল লাভ ক'রে থাকি, তা হ'লে সেই পুণ্য ফলের সহিত জগজ্জনকে এই বর প্রদান করছি—সাম্বিক, রাজসিক, তামসিক, যে ভাবে যে কেউ যে কামনা ক'রে নব ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাধাবে ভিক্ষা প্রদান করবেন, তিনি সেই কামাফল অনন্ত কালের জন্য অক্ষয় ভাবে সম্ভোগ কবতে পাবেন । এখন অন্য সকলের কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করগে ।

বামন (ইন্দ্রের প্রতি) ভবান্ ! ভিক্ষাং দেহি । দেব-রাজ দাদা ! আমাকে ভিক্ষা দাও ।

ইন্দ্র । বড়ই দুঃখের কথা ! ত্রৈলোক্যেশ্বর আজ দেবরাজ্য রক্ষার জন্য উপেন্দ্ররূপে ভিখারী ইন্দ্রের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী । ভাই উপেন্দ্র । আমার এমন কি ধন আছে যে তাই তোমাকে ভিক্ষা দেব । আমি এখন সর্ববাস্তু নিবাস্রায়, নিতাস্তু পথের ভিখারী । আর কিছুই নাই । আছে কেবল এই কঙ্কালসার

আর দানব-লাঞ্ছিত যজ্ঞণাময় জীবন ! সে জীবনের ভারও তোমাকেই অর্পণ করেছি । আর তুমি সে ভার গ্রহণ করেছ ব'লেই আজ উপেন্দ্ররূপে ইন্দ্রের সহোদর । ভিখারীর ভাই ভিখারী সেজেছ । একদিন স্বর্গের রাজদণ্ড যে হস্তে সঞ্চালিত হয়েছে, আজ সে ছত্রদণ্ড হারিয়ে—সে আশা ত্যাগ ক'রে— আশা দণ্ড ধারণ করেছি ! ধর ভাই ব্রহ্মচারী ! এই দণ্ড ধারণ কর । (দণ্ড প্রদান) আর আমার পূর্বসঞ্চিত এই অম্লান পারিজাত মালা গাছটী তোমার কণ্ঠে অর্পণ করলেম । (মালা অর্পণ ।)

নারদ । এখন ক্রমে ক্রমে সকলেই ভিক্ষাদানে অগ্রসর হবেন, কিন্তু অন্নপূর্ণার অগ্রো ভিক্ষা দানে কেউ সক্ষম হন নাই । এতে মা ! তোমার দ্বারায় জগতে এই একটী নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি হ'লো যে, আজ হ'তে অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদানের চিহ্ন স্বরূপ তণ্ডুল মুষ্টি ভিক্ষাধারে না দেখলে, কেউ ভিক্ষকের শূন্য ভিক্ষাধারে ভিক্ষা প্রদান করবে না ।

বামন । হে পাবকশিখাপ্রতিম দীপ্তকান্তি, রক্তবাস-পরিহিত পিতামহ বিধাতা ! ভবান্ ভিক্ষাং দেহি ।

ব্রহ্মা । অবশ্য আমি দেবব্রহ্মা । আর, তুমি তার রক্ষাকর্তা । আজ সেই বেদাচারের বশবর্তী হয়ে উপনয়ন উপলক্ষে অজীন দণ্ডধারী ব্রহ্মচারিরূপে ভিক্ষা গ্রহণ ছলে সেই বেদাচারের সন্মান রক্ষা করতে এসেছ ! এস ভিক্ষা প্রদান করি । তুমি ব্রহ্মচারী দণ্ডী, তোমাকে ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত ভিক্ষা দান করাই

কর্তব্য। দণ্ড লাভ করেছ, এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর। যে ভিক্ষার জন্য আজ দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী সেজেছ, এই কমণ্ডলু ধারণপূর্বক সেই ভিক্ষায় গমন কর ! (কমণ্ডলু দান)

বামন । (শিবের প্রতি) ভগবান্ ভব, ভবান্ ভিক্ষাং দেহি ।

শিব । এইবার বামন লীলার ভিক্ষার খেলা চরম সীমায় উঠল । উপযুক্ত পাত্রের কাছেই ভিক্ষা প্রার্থনা করা হয়েছে ! যার স্রজনের মধ্যে কতকগুলি প্রেত পিশাচ, সম্পদের মধ্যে একটা বৃদ্ধ বৃষ ! ঐশ্বর্যের মধ্যে অস্থিমালা আর ভিক্ষাপাত্র । বাসস্থান যার স্থান শূন্য-শিবা-সঙ্কুল শবাস্থি আর চিতা-ভস্মপূর্ণ শ্মশান ক্ষেত্র ! ভক্ষ যার ভিক্ষালব্ধ কদম্ব মুষ্টি ! পেয় যার সিদ্ধি ধূস্তর—কদাচিৎ হলাহল পযাস্ত ! যার মান নাই—স্থান নাই—আশ্রম নাই—আশ্রয় নাই ! আজ তারই কাছে ভিখারী সেজে ভিক্ষা করতে এসেছ ? তুমি যার ভিক্ষার ধন, তোমার হরিনাম যে ভিক্ষকের ভিক্ষার উপলক্ষ, আজ তুমি তারই কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী ! সে ভিখারী আর তোমাকে কি ভিক্ষা দেবে হরি ?

গীত ।

বলহে বামন ব্রহ্মচারী,

কি ধন ভিক্ষা দিব তোমায়, (আমার) ভিক্ষার ধন তুমি শ্রীহরি ॥

যার নাম ধ'রে অধরে

(আমি) ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে

সে আজ ভিক্ষা চায় আমারে, ধন্য হরির এ চাতুরি ॥

শিব । না, ভিক্ষুককে বিমুগ্ধ করা কর্তব্য নয়, ভিক্ষা দিতে হ'ল ! এস ব্রহ্মচারী ! ব্রহ্ম বামন নবীন ভিখারী ! এস ভিক্ষা গ্রহণ কব ! এই আগাব মণাসর্বদম্প -- নিজস্ব যা ছিল, তোমাকে অর্পণ করলাম । দণ্ড পেয়েছ, কমণ্ডলু পেয়েছ, এক্ষণে এই ভিক্ষার বুলিটী কক্ষে ধারণ ক'রে তোমার বামন লীলার ভিক্ষার সাধ পূর্ণ কর ।

নারদ । এইত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাদানের কাযা সমাধা হলো ! এক্ষণে একবার ঐ দণ্ডকমণ্ডলুধারী ব্রহ্মচারী বেশে ঐ ব্রহ্ম সনাতনীর কোলে ব'স ! আমরা তোমাকে প্রদক্ষিণ ক'রে তোমার নাম কীর্ত্তন করতে করতে সস্থানে প্রস্থান করি ।

(বামনকে ক্রোড়ে লইয়া ভগবতীর দণ্ডায়মান)

(নাবদাদি সকলোব হরিনাম সংকীৰ্ত্তন)

গীত ।

গোলোক আলোক ত্রিলোক পালক লোকনাথ লোকজাতা হে । ইত্যাদি
[সকলের প্রস্থান ।





একাদশ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—রাজপথ ।

জনৈক সৈনিক ও ঘোষণা প্রচারক এবং ভেবী বাদকের প্রবেশ ।

সৈনিক । ঘোষণা প্রচার কর ।

প্রচারক । স্বর্গ মর্ত্য বসাতল শূন্যবাসিগণ !

যক্ষ রক্ষ দেব নর, গন্ধর্ব্ব আদি কিন্নর,

যে যথায় আছ সবে শুন দিয়া মন ।

ভৃগুকচ্ছ বলি যজ্ঞে করিবে গমন ॥

শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ এ বৎসর ।

মহোৎসবে যাবে সবে, যে যা চাবে তাই পাবে,

কল্পতরু আজ বলি দানব-ঈশ্বর ॥

(ভেবী বাদন)

সৈনিক । পুনর্ব্বার ঘোষণা প্রচার কর ।

[পুনর্ব্বার ঘোষণা প্রচার । ভেবীবাদন ও সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—কশ্যপাশ্রম ।

অদিতী ও বামনের প্রবেশ ।

বামন । মা ! আমি যাব ।

অদিতী । ও কথা কি বলতে আছে বামন ! তুই ছেলে মানুষ, ভৃগুকচ্ছ কি এখানে ! সে দূর দূরন্ত পথে তুই কার সঙ্গে যাবি বামন ?

বামন । না মা আমি যাব, আমি খুব হাঁটতে শিখেছি ! মনে করলে এই পা খুব বড় করতে পারি ।

অদিতী । পাগল ছেলে ! পা বুঝি কখনও মনে করলেই বড় হয় । দেখ্ দেখি আমাদের দুঃখের দশা দেখে দয়া ক'রে মা অন্নপূর্ণা এসে তোকে ভিক্ষা দিয়ে গেলেন, কত ধন রত্ন এনে জগতের লোককে দান ক'রে, আমাদের মান রক্ষা ক'রে গেলেন । রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা যার ভিক্ষামাতা, তার আবার কিসের অভাব রে বামন ? তোকে পেয়ে আর ত আমার কোনও ধনের অভাব নাই, তুই যে আমার কোটি কুবেরের ধন ! আমি যে কত অনশনব্রতে সেই পীতবসন হরির আরাধনা করেছিলাম তুই যে আমার সেই হরিতোষণ ব্রতের ফল ।—তুই যে আমার ভিক্ষার ধন ! তোকে আবার কি ধন ভিক্ষার জন্ত, কার দ্বারে

পাঠাব রে বামন ? মাকে কাঁদিয়ে—মায়ের প্রাণে বাথা দিয়ে
কোথা যাবি রে বামন !

গীত ।

প্রাণে বাথা দিয়ে কোথা যাবি রে প্রাণের বামন ।

(আমি) কি ভিক্ষায় পাঠাব তোরে, তুই রে আমার ভিক্ষার ধন ॥

কি কব বাপ মর্শ্বের কথা,

(উপেক্ষরে) আমি সেই দেবেন্দ্রের মাতা,

বড় ছুঃখে প্রাণ বিদরে,

(আমার) প্রাণের ইন্দ্রের সহোদরে,

(যে জন স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী) (আমার সেই পুত্র পথের ভিখারী)

বড় ছুঃখে প্রাণ বিদরে,

(আমার) প্রাণের ইন্দ্রের সহোদরে,

হতাদরে কর্ব ভিক্ষায় প্রবেশ ॥ (কোন্ প্রাণে)

আমি হরিতোষণ ব্রত-ফলে,

(হরির কৃপায়) হরিদাস পেয়েছি কোলে,

কর্ব না আর হৃদয় ছাড়া,

তুই অদিতীর নয়ন-তারা,

(তোরে সদা রেখে বুকে বুক) (শুন্ব মা বুলি তোর বিধু মুখে)

কর্ব না আর হৃদয় ছাড়া,

তুই অদিতীর নয়ন-তারা,

বক্ষের নিধি, প্রাণ-ভরা রতন ॥ (বাপরে)

বামন । কেন মা, তুমি এত ভাবছ ? আমি ব্রহ্মচারী
ভিখারী, কা'ল কতজনের কাছে ভিক্ষা করেছি, ভিক্ষার জন্মই

এবেশ ধরেছি ! এই বেশেই ভিক্ষায় যাব—এই বেশেই তোমার বাসনা পূর্ণ করব । যিনি আমার দাদা, স্বর্গের রাজা—অনন্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ; তিনিও আজ আমারই মত ভিখারী ! তিনি ভিক্ষা দিলেন এই বিল্বদণ্ড, একজন দিলেন কমণ্ডলু, আর একজন দিলেন এই ভিক্ষার ঝুলিটি । আমি এই দণ্ড, এই কমণ্ডলু, এই ভিক্ষার ঝুলি আব ত্যাগ ক'রব না ! এই বেশেই বলির যজ্ঞে ভিক্ষায় গিয়ে তোমার বাসনা পূর্ণ ক'রব । আমার দাদা যেমন স্বর্গের রাজা ছিলেন আবার তেমনি রাজা হবেন, আমি ভিক্ষা করে তাকে সব এনে দেব ! দেখিস্ পারি কি না ।

অদিতী । আমার সে কপাল নয় বামন ! ইন্দ্র আমার, যে ভিখারী—সেই ভিখারী !

বামন । না মা ! তোর ইন্দ্র, যে ইন্দ্র সেই ইন্দ্র হবে—যে স্বর্গের রাজা, সেই স্বর্গের রাজা হবে ! আমি তোর কাছে সত্য করে বলছি মা ! দেখিস্ তোর বামন কেমন ছেলে ! ঐ দেখ্ মা কত লোক যা'চ্ছে আমি যা'ই সত্য করে বলছি তোর সাধ পূর্ণ করব—করব—করব ।

শূন্যবাণী ।

যুচিবে বিদ্যাদ, পূরাবেন সাধ,
ভিক্ষা গ্রহণের ছলে ।
ভেবনা মা মনে, বিদায় দাও বামনে,
যেতে বলির যজ্ঞস্থলে ॥

অদিতী । ও—কি শুনি ! কে আমাকে শূন্যবাণীতে বলির যজ্ঞে বামনকে বিদায় দিতে বলছে । বামন । আমি তোকে

গর্ভে ধরে পর্মান্ত কত কি আশ্চর্য্য অশ্রাবনীয় কথা শুনছি । কত
কি স্নেহে অতীত ঘটনা দেখছি ! হাঁরে মায়ার পুতলি ? এসব
কার মায়ার বামন ? আমি যে, আমার স্বরেশ্বর পুত্র বাসবের
দুর্দশা মোচনের জন্য হরিতোষণ ত্রত কবেছিলাম, তুই কি আমার
সেই মহাত্মতের ফল ? বামন ! অদিতী তোকে গর্ভের এক
কক্ষে স্থান দিয়েছে মাত্র , কিন্তু সেই অদ্বিতীয়া মাতা ত্রৈলো-
কেশ্বরী তোকে সকলের সমক্ষে বক্ষে ধরেছেন—ভিক্ষা দিয়ে
তোরা ভিক্ষামাতা হয়েছেন ! তোরা সেই ভিক্ষামাতা—সেই
ত্রিজগতের রক্ষামাতা ভগবতীই তোকে রক্ষা করবেন ! আয়
আমার কোলে আয় ! চল প্রজাপতির অনুমতি নিয়ে এখনি
তোকে বিদায় দেব ! মা জগদ্ধারিণী দুর্গে ! দেখো মা, তুমি
আমার বামনকে রক্ষা করো !

গীত ।

কাতরে, মা তোরে, ডাকি দয়াময়ি ! ও দীনতারিণী ।
শঙ্কটে শঙ্করী, রেখো কৃপা করি, কাতরা কিঙ্করীর কুমায়ে জননী ॥
মানে না প্রবোধ অবোধ শিশু বামন,
জানে না জগতে শত্রুমিত্র কেমন,
তাইতে ভিক্ষার তরে বলির যজ্ঞে গমন,
ভিখারিণীর ধনে দেখ দাক্ষায়ণি ।
ইন্দ্র সহোদর উপেন্দ্র আমার,
জানিলে সমাচার, দৈত্য ছরাচার,
না জানি ঘটাবে কি ঘোর অত্যাচার,
ভেবে অকুল পাথর আকুল পরাণী ॥
[বামনকে কোলে লইয়া অদিতীর প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ।

সৈনিক ও ভেরীবাদকের পুনঃ প্রবেশ।

সৈনিক। দ্বিতীয় আদেশ ঘোষণা দ্বারা প্রচার কর।

প্রচারক। শুন ক্ষেত্রস্বামিগণ! শুন আশ্রমধারী পান্থ-
জীবীগণ! শুন দক্ষিণাগ্রাহী নাবিকগণ! দানবেশ্বর বলির
আদেশ, তাঁর সংকল্পিত শত অশ্বমেধের শেষ যজ্ঞ পূর্ণ! এই যজ্ঞ
দর্শন উপলক্ষে—হৃত, অনাহৃত, রবাহৃত, যাচক, অযাচক যে কেহ
গমন ক'রবে তাঁরা গমন সময়ে যদি কোন কৃষকের শস্যপূর্ণক্ষেত্র
দলিত ক'রে গমন করে, যদি কোন পান্থাশ্রমজীবীর আশ্রমে
বিশ্রাম ক'রে, কিম্বা যদি কোন দানগ্রাহী নাবিকের তরণীতে
পার হয়ে গমন করে, তাহ'লে তাদের নিকটে কেহ যেন অর্থ
প্রার্থনা না করে। যজ্ঞ সমাধানান্তে যার যা ক্ষতি, সমস্তই
রাজকোষ হ'তে পূরণ করা হবে। এ আদেশের অমৃতাকারাগণ
বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হবেন। সকলে সাবধান!

ভেরী বাদন ও প্রস্থান।

দলুই, মারা, ও মীওতোপাধিক কৈবর্তগণের প্রবেশ।

দলুই। ও রাজবাড়ীর পোষাকপরা সেপায়ের সাথে মোকটা
কি বলে গেল মান্নার পো? ঐ যে কি বাদি বাজালে।

মারা। জানিস্ ওটা কি? রাজবাড়ীর ভেরী।

দলুই । মান্নি ভেঁড়ী আওলাতেই জ্বালালে ! আর ঘাটে টিপসোনার জো নাই ! যত বেটা ভেঁড়ী আওলা আসবে একটা ভেঁড়ীও লায়ে তুলবে না, একটা ভেঁড়ী বেগিয়ে যুগয়ে জলে নেগিয়ে দিতে পারলে, গেলি সব ভেঁড়ী বুপ্ বুপ্ ক'রে জলে লেফিয়ে পড়বে ! একটা পয়সার পিত্তেশা নেই ! এ আবার রাজবাড়ীর ভেঁড়ী, পয়সার ত পিত্তেশাই নেই, হয়ত আবার ভেঁড়ীর ঘাস জলও যোগাতে হবে ।

মান্না । দলুয়ের পো যেন লিতেন্তু অমুরুখ্য ! সে ভেঁড়ী লয় দলুয়ের পো—সে ভেঁড়ী লয় ! রাজবাড়ীর ভেরী ।

দলুই । রাজবাড়ীরই হ'ক, আর ভেঁড়ী আওলারই হ'ক, কেরেয়া দেবার নামটীত কোনো স্মুন্দিই ক'রবে না ।

মান্না । আরে ভেঁড়ীত ভেঁড়ী, মানুষের পর্য্যন্ত কেরেয়া বন্ধ । ঐ যে হাঁকার মেরে বলে গেল, দোকানী, পসারী, নেয়ে, সব রাজবাড়ীর যজ্ঞ শেষ হলেই পাওনাগণ্ডা বুঝে পাবে ।

দলুই । সে যত পাবে তা জানি, সেবারে ষোলগোণ্ডা টাকার মাছ দিয়েছেলাম, হিসাবের কালে লায়েব সোম্মুন্দি কেটে লিলে আদেক, খতেরো ইঞ্চি সোম্মুন্দি কেটে লিলে হিসেব আনা আদেকের আদেক, তারপর দেউড়িতে পাঁড়ে ঠাকুরদের গুঁতোর ভয়ে বাকী ক গোণ্ডা পয়সা তাদের চরণে লিবেদন করে দিয়ে আমড়া চুষতে চুষতে ঘরে এলাম । এবার এই যজ্ঞ মারতে যত সোম্মুন্দি যাচ্ছে, হামেসা ঘাটে হাজির থেকে পার ক'রে দাও, শেষটা রাজবাড়ী থেকে পয়সাব বেলায়

সেই আমড়া চোষা ! আমিত ঘাট ছেড়ে দিচ্ছি মাঝার পো !
বচ্ছরশাল ছুকুরি টাকা গুজোর ঘাটের মালগুজুরী দিয়ে মাংনা
পার ক'রতে হবে, তা হচ্ছে না । কেয়েরার কড়ি, কড়া বট
বুঝিয়ে লিয়ে তবে পার করব, নয় ঘাট ছেড়ে দেব । সাঁওতের
পো কি বলো ?

সাঁওত । আবে দলুয়ের পো ! তোর মত মেরজাদ যদি
সবাইকের হ'তো, বুকঠুকে দৌড়িয়ে এক কথা মুকফুটে বলতে
পারতো, তাহ'লে কোন্ স্মৃন্দির বেটা স্মৃন্দি কেয়েরা না
দিয়ে পার হয়ে যায় ?

মাঝা । বেড়ে বলেছিঁস মোর বাপ । লাগ দেখি বুকঠুকে ।
কিরে কর মাঝাল ঠাকুরের নামে ! কর কিরে মা কালীর নামে !
। কর ধম্মঘট ! এক কাট্টা হয়ে বল—পারের কড়ি ট্যাকে না
গুঁজে বামন বৈষ্ণব নাগা ফকির কোনো স্মৃন্দির বেটাকে পার
করব না !—কর ধম্মঘট ।

সকলে !—ধম্মঘট—ধম্মঘট—ধম্মঘট !!!

গীত ।

মাঝাল ঠাকুরের দোহাই ভাই মোদের ধম্মঘট ।
আজ হতে করলাম কিরে, সামনে রেখে কালীর মঠ ॥
কাণা খোঁড়া দীন দুখীরে, কাঞ্চাল নাগা ফকিরে,
সুধু পার কর না কারে, কোমর ধ'রে (সবশালার)
কোমর ধরে, বুঝে নেব কড়াবট ।
না দিয়ে কড়ি ঘাটে, যদি কেউ লায় উঠে,
করব তার বটেপিটে, বসিয়ে দিব (মাইরি ভাই) বসিয়ে দিব পটাপট ॥
[সকলের প্রস্থান ।

সার্কভৌম ও তর্কসিদ্ধান্তেব প্রবেশ ।

সার্ক । তর্কসিদ্ধান্ত ভায়া ! আকাশপানে চেয়ে কি চিন্তা কর্ছ বলো দেখি ? একটু দ্রুতপদে চল ।

তর্ক । ভায়াহে চিন্তাটা নিতান্ত সামান্য নয়, একটা রাজ-সভা—রাজসভা ব'লে বাজসভা ! ত্রিলোকেশ্বর মহারাজ বলির যজ্ঞ সভা । প্রবেশ মাত্রেইত একটা কিছু আশীর্বচন প্রয়োগ করা চাই । সেই জন্যই একটা আশীর্বচনপূর্ণ কবিতা প্রস্তুত করছিলাম । দেখো দেখি প্রথম চরণটা কিরূপ হলো ।

সার্ক । কৈ কি রচলে বলো দেখি ?

তর্ক । শ্রীদৈত্যরাজন ! ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্মিকং—

সার্ক । থাক আর ও বলতে হবে না । ওরূপ কবিতা আমার অনেক জানা আছে । এমন কবিতা রচা চাই—যাতে—মহাযোদ্ধা বলির যুদ্ধের কথা থাকবে,—বৃদ্ধ প্রহ্লাদের কথা থাকবে, এমন কবিতা না হলে কি বাজসভায় সম্মান পাওয়া যায় ভায়া ।

তর্ক । কৈ কিরূপ কবিতা বলো দেখি ?

সার্ক । অতি উপাদেয় কবিতা । প্রথমেই শুন যুদ্ধের কথা—“অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরঃ, যস্মিনদেশে যদাচার বৃদ্ধ বেস্তা তপস্বিনী” এই—বৃদ্ধ প্রহ্লাদের কথা এল । ভায়া ! একি তোমার “ত্রিভুবন-বিজয়ী ধার্মিকং” কবিতার কাজ ?

তর্ক । অতি মুখরোচক ! অতি মুখরোচক ! তোমার পিতা ব'লতেন, “চন্দ্রলগ্নে বৈশাখমাসে তোমার জন্ম” ।

সার্বব । তাতো হবই, শাস্ত্রেই বলেছে, “বৈশাখে নর বানর ।” এখন চলো—একটু দ্রুতপদে ! কিন্তু দেখো ভায়া ! তুমি যেন গিয়েই আমার কবিতাটা ধরে ফেলো না । তোমার কবিতার গোড়াটা হচ্ছে কি ?

তর্ক । “স্বস্তি শ্রীদৈত্যরাজ” আর আমার হচ্ছে “অজায়ুক্ষে ঋষিশ্রাদ্ধে” এখন চলো ।

সার্বব । ও ভায়া ! পথে যে বড়ই ভিঁড়, দেখো দেখো ! ওটা কি যাচ্ছে ভায়া ! ও যে বড়ই আশ্চর্য্য বাপার হে ! লোভ স্তম্ভ মানুষকে ধরে না, জড় পদার্থকেও ধরে ! ঐ দেখো বলির যজ্ঞে প্রচুর ভিক্ষা পাবার লোভে, এক ব্যাটা ছাতাও চলেছে ! আমি যে কোমাকুষী ফেলে এসেছি হে ভায়া ! তারা স্তম্ভ ছুটবে না ত ? দাঁড়াও একবার ছাতাটাকে ডাকি—ও ছাতা ! ছাতা হে ! ওহে ও—ছাতার পো ! কালা নাকি ! দাঁড়াওত ভায়া ! ছাতাটাকে ধরে আনি ।

তর্ক । ছাতাটার কি লোভ গো ! ভিঁড়ের ভিতর পড়লে যে আতপত্রের তালপত্র পর্য্যন্ত চূর্ণ হয়ে যাবে ! আহা হা ! এই জন্মই বলে, লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু ! এই যে, ভায়া ছাতা ধরেছে, ও ভায়া ! ছাতার মধো ও—কি ?

সার্বব । ইনি শঙ্খ অবতার ! জীবিত শঙ্খ দেখেছ কি ? উপরে হাড়ের পাহাড়, ভিতরে দুগাছি শুঁয়ো আর কিঞ্চিৎ মাংসপিণ্ড । এমন বাউনে ছেলেত কখনও দেখিনি ! তোমার নাম কি বাপু ?

বামন । আমার নাম উপেন্দ্র ।

সার্ববি । কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে ?

বামন । আপনারা কোথায় যাবেন ?

সার্ববি । আমরা যাব বলি রাজার যাজ্ঞে, নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ।

বামন । আমিও যাব নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ।

সার্ববি । তোমার নিমন্ত্রণ !— —পত্র আছেত ?

বামন । আমার পত্র হয় না ?

সার্ববি । সেখানে রবাহুতের ভাগো নবউদ্ধা । যরে ফিরে
যাও, নইলে পায়ের চাপনেই প্রাণ হারাবে !

বামন । ভিক্ষুকের আবার পদ-দলনের ভয় কি ? ভিক্ষুক
চিরকালই তৃণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ! তৃণ চিরকালই পদ-দলিত হ'য়ে
থাকে ।

সার্ববি । ও ভায়া । এ বড় সোজা ছেলে নয়,—এ ছেলে
যজ্ঞ-সভায় আগে গেলে, আমাদের বিদেয়ের ভাগে যা ঘটবে
বুঝতেই পারছ আর কি ! ওটাকে পাছে ফেলে খুব হন্ হন্
ক'রে চলো ! ওহে বাপু ছত্র অবতার ! যরে ফিরে যাও ।

বামন । আমি আপনাদের সঙ্গে যাব ।

সার্ববি । বলো কি ?—তোমাকে সঙ্গে ক'রে সমস্ত দিন
হাটি—হাটি, পা—পা, করি আর কি ! চলোহে ভায়া ! খুব
লম্বা চন্দে—আগে ভাগে পারটা হ'য়ে নিইগে চলো !

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

স্থান—নদীতীর ।

নাবিকের প্রবেশ ।

নাবিক । এই লা বাঁধলাগ, কোনো স্তম্ভুন্দির খাতির করুন না ! রোকা কড়ি—চোকা মাল, ফেলো কড়ি—মাথো তেল । যে স্তম্ভুন্দির ব্যাটা স্তম্ভুন্দি আশুক—লম্বা গলা ক'রে বলুন, ফেলো কড়ি—চড় লায়ে, চালাকিটি করবে তো বাঁটে পেটা । বাবা—আর অন্য ঘাটেও চালাকি খাটছে না,—একদম ধম্বাঘট ।

সার্বব । ওহে নাবিক ! শীঘ্র আমাদের পার করে দাও ।

নাবিক । শিশির—শিশির কড়ি গুণে দাও, লায়ে চড়ে ।

সার্বব । কড়ি ! কড়ি কিসের ? আমরা বলি মহারাজের যজ্ঞাগারে যাচ্ছি ।

নাবিক । যজ্ঞ গারেই যাও, আর যমের গারেই যাও, আর গোভাগাড়েই যাও, কড়ি দাও—লায়ে ওঠ—যাহা খুসী চলে যাও ।

তর্ক । কিরে ব্যাটা । অর্থগ্রাহী পাষণ্ড ! কৈবর্তদাসো ধীবরঃ ! ব্রাহ্মণের কাছে অর্থ গ্রহণ ?

সার্বব । ওহে ভায়া চটুও না, একটা লম্বা গোছের আশীর্ববাদী শ্লোক ছেড়ে দাও এখনই খুসী হ'য়ে পার ক'রে দেবে । দাঁড়াও আমি ওকে ঠিক ক'রে নিচ্ছি । ওহে বৎস নাবিক ! ব্রাহ্মণের কাছে কি পারের মূল্য গ্রহণ ক'রতে আছে ?

তোমরা হ'লে ব্রাহ্মণকুলের মাতামহ, বাসজননী মৎস্যগন্ধার
পিতৃকুলোদ্ভব । মহর্ষি পরাশরের শশুর-গোষ্ঠী । আগাদেরও
মাতামহ বংশ । শাস্ত্রেই ব'লেছে, “মাতা যন্ত গৃহে নাস্তি, নাস্তি
বারি চলাচলং ; যস্মিন্ দেশে যদাচার কৈবর্ত্ত দাসো ধীবরঃ” ।
আহা ! হা ! আপনার আত্মীয় কুটুম্বের কাছে কি অর্থ গ্রহণ
ক'রতে আছে বৎস ? দাও—পার ক'রে দাও ।

নাবিক । আরে রা'খ ঠাকুর তোমাব কুটুম্ব ! কড়ি ফেল
পার হও ।

তর্ক । দক্ষিণা দিয়ে পার হ'তে হ'বে ! অপমান ! ব্রাহ্মণের
অপমান !

নাবিক । ইস্ । দশ গোণ্ডা কড়ি দিতে ওনার অপমান
হলো, আর গুজর ঘাটের খাজানা যোগাতে না পা'রলে যে,
গরীবের পাচায় হুমুমান ঢোকাবে, তখন তুমি ঠে'কাতে আসবে—
কেমন ?

সার্ববি । আচ্ছা থাক বেটা তুমি, অন্য ঘাটে পার হ'য়ে যান ।
জান না বেটা “অসন্তুষ্টা দ্বিজা নম্ভা” ব্রাহ্মণকে অসন্তুষ্ট ক'রলে
সঙ্গে সঙ্গে নম্ভ হ'তে হ'বে । চলছে ভায়া অন্য ঘাটে যাই ।

[প্রস্থান ।

বামনের প্রবেশ ।

বামন । ভাই নাবিক ! আমাকে পার ক'রে দাও ।

নাবিক । কড়ি চুকিয়ে দাও, লায়ে ওঠ ।

বামন । ভাই নাবিক ! আমি ভিখারী—যাচ্ছিও ভিক্ষার

জন্ম ! দীন দরিদ্র কাজাল ভিখারী কি, কড়ি দিয়ে পার হ'তে পারে ।

নাবিক । তবে এক কাজ কর । তুমিও ঐ হাতে বহরে দেড় হাত, ওজনেও কাঁচি দশমোরের বেশী হ'বে না, কথাগুলিও একটু মিষ্টি আছে । তা যাও দশ কড়া কড়ি দাও গে ।

/ বামন । ভাই আমাব কিছুই নাই । আমি বড় কাজাল ! ঘাটের কড়ি বুঝে না নিয়ে, চিরকালটা যে ডেকেছে তা'কেই পার ক'রেছি ; নিজেব ভাবনা একদিনও ভাবি নাই । তাই আজ আমার এ দশা ।

নাবিক । ঠাকুর দশ কড়া কড়ির জন্ম মিছে কথা ! গলায় র'য়েছে পৈতে, পবিচয় দিচ্ছ পাটনী বলে । ধর্ম্মের মাথা খাওয়াটা তোমরাই শিখাতে এসেছ ।

বামন । না ভাই, সত্যি ব'লছি, আমার পৈতে ছিল না, কেবল এবার ভিক্ষা নে'বার ছলা ক'রে পৈতে প'রেছি । আমি তোমার স্বজাতি ।

নাবিক । ঠিক ব'লছ ঠাকুর ? তুমি আমার আপন জাত ?

বামন । নাবিক ! তুমিও পারঘাটের কাণ্ডারী, আমিও একটা পারঘাটের কাণ্ডারী, স্বজাতির কাছে, কি দক্ষিণা নে'বে ভাই ? তবে যদি নিতান্তই না ছাড়, তা'হলে তোমাকে যা'পারি কিছু দিয়ে যা'ব ।

নাবিক । না মশায় ! “কুটুম্ব লারায়ণ” তোমার কড়িতে ' কাজ নাই, এস লায়ে ওঠ, জেতের কাছে কড়ি নেওয়া আমাদের

সীতি নাই । তোমার কাছে এখানে দশ কড়া কড়ি নেব, ওদিকে ঘরে যেতে না যেতে দশজন জেতে শু'নবে আর জেতে ঠেলবে ; শেষ গুরু পুরুত্ পূরাত্ পর্যন্ত বন্ধ হ'বে । কাজ নাই তোমার কড়িতে, আগি জেতের কাছে পারের কড়ি নিয়ে জেতের বার হ'তে পারব না ।

গীত ।

জেতের কাছে নিতে কড়ি নয় বিধি বিহিত ।

শুনলে জেতে, ঠেলবে জেতে, সমাজেতে হ'ব রহিত ॥

কুটুপতে কুটুপতে, দেখাশুনা আচম্বিতে ।

না রাখিলে কুটুপিতে, পাব না গুরু পুরহিত ॥

নাবিক এসো না কুটুপ লারায়ণ, লায়ে ওঠ না !

(সার্কভোম ও তর্কালঙ্কার প্রত্যাবর্তন পূর্বক)

তর্ক । তখনিতো ব'লেছিলাম ভায়া, সব শেয়ালের এক ডাক, দে'খু'চ না ধর্মঘট ।

সার্ক । নাবিক মহাশয় । ওহে মাতামহ-বংশধর । আমরাও তোমাদের সজাতি, শাস্ত্রেই ব'লেছে—হালিক, জালিকশৈচব, কৈবর্ত্তং দ্বিজমুচ্যতেঃ ।

তর্ক । ঠিক ঠিক ! “জালিকঞ্চ গত্র জালে, হালিক হল চালনে, কালে মাহিমাতাং গতং কৈবর্ত্তঞ্চ কলৌযুগে” বুঝলে বাপু, দাও পার করে দাও ।

নাবিক । রও ঠাকুর রও, লায়ে পা দিও না, লেমো দাঁড়াও । এসোনাগো পুঁটে কুটুপ লারায়ণ ।

বামন । ভাই আমাকে নায়ে তুলে নাও, আমি তো জলে নেমে নৌকায় উঠতে পারব না, আমাকে কোলে ক'রে তুলে নাও ।

নারিক । ভাল, একটা কথা রাখি, এস কুটুম্ব নারায়ণ ! কোলে করে লায়ে তুলে নিই । (ক্রোড়ে করিয়া) বা ! পা ছুটিতো বেশ রাঙা টুক টুকে ! এই যে পায়ের তলায় লাও লেখা রয়েছে ? সতাই তুমি কুটুম্ব নারায়ণ ! না না এ আমি কাকে কোলে করলাম কুটুম্ব নারায়ণ—না সাক্ষাৎ নারায়ণকে বক্ষে ধারণ করলাম ! স্পর্শগণি ! তোমার স্পর্শে যে লোহাও কাঞ্চন হলো ! হৃদয়ের প্রেমসাগর যে ঝললে উঠল ! চক্ষের উপর হ'তে কি যেন একটা আবরণ সরে গেল ! কুটুম্ব ! নারায়ণ ! এতক্ষণে আকার লক্ষণে তোমাকে চিন্তে পারলাম । সতাই তুমি আমার স্বজাতি—সতাই তুমি আমার সমব্যবসায়ী । তবে পৃথকের মধ্যে এই, আমি ক্ষুদ্র নদীর নারিক—আর তুমি, ভবসাগরের কর্ণধার ! চলো কুটুম্ব—চলো নারায়ণ ! চলো ভবসাগরের কর্ণধার ! চলো পারে লায়ে যাই । আর তোমার কাছে দক্ষিণা চাইব না ! আমি আত্মীয় ছাড়লাম—স্বজন ছাড়লাম—ধর্মঘট ত্যাগ করলাম । আজ হ'তে তুমিই আত্মীয়—তুমিই বন্ধু—তুমিই স্বজন—তুমিই আমার ধর্মঘট ! এখন আর তোমাকে পার করে কি দক্ষিণা গ্রহণ করব ! আজ তুমি আমার এই সামান্য নদীর ঘাটে পার হচ্ছ, আমিও একদিন তোমার সেই অকূল ভবসাগরের ঘাটে গিয়ে দাঁড়াব, যদি স্বজাতির,

ঋণ পরিশোধ করতে চাও তবে সেই দিনে— ভবসাগরের নাবিক
হরি ! সেই দিনে স্বজাতির ঋণ পরিশোধ ক'রো । যদি
আপনি এসে পরিচয় দিলে—আপনি এসে অধমের বন্ধু হ'লে,
তবে হে অদিনের বন্ধু ! সে দিনে যেন ভুলে থেকে না ।

গীত ।

যা দিলে পরিচয় হরি, বুঝিলাম তা এতক্ষণে ।
তুমি যে স্বজাতি আমার চিনেছি আকার লক্ষণে ।
এস এস তরীতে এক্ষণে, যদি পেলেম দেখা শুভক্ষণে ॥

(প্রাণের বন্ধু তুমি ।)

আমি লয়ে ক্ষুদ্র তরী, ক্ষুদ্র নদীতে পার করি,
তুমি জীবে তার হরি, অকুল ভাবাকি জীবনে ।
(কিছু চাও না চাও না) (পারের দক্ষিণা)
অন্তে ঐ পদ তরী দানে, কুলে তুলে দাও সংগতিহীনে ।

(এমনি দয়াল তুমি)

পার হ'য়ে ক্ষুদ্র নদীতে, চাও যদি দক্ষিণা দিতে,
স্বজাতির ঋণ সেহ দিনেতে, শোধ কবে সাধ পূরায়ো হরি ।

(তখন ভুলো না ভুলো না) (কর্ণধার হরি)

আমি দিলাম এই সামান্য তরী, তুমি চরণতরী দিয়ে হরি,
পার ক'রো এ পাতকী জনে ॥

(ও পাতকীর সখা)—পার করো এ পাতকী জনে ॥

[বামনকে কোলে লইয়া নাবিকের প্রস্থান ।



দ্বাদশ অঙ্ক ।

—০০৩০৫০—

প্রথম দৃশ্য ।

—০০৩০৫০—

স্থান—ভৃগুকচ্ছ যজ্ঞস্থল ।

শুক্লাচাৰ্য্য ও নরকাসুরের প্রবেশ ।

শুক্ল । যাক, তারকের উদ্ধারের সঙ্কল্প ভাগ করলাম, সেজন্ত আর তোমাদের অপরাধী করতে চাঠিনে । যে আত্ম-সংযম-নিহান, ইন্দ্রিয়ের দাস । সে মহারণী মহাবীর হলোও ঘৃণিত কাপুরুষ ! কারাগারই তার উপযুক্ত স্থান । কিন্তু এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ।

নরক । আত্মা করুন ।

শুক্ল । ধনাগার এরূপ ভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো কেন ?

নরক । মহারাজের আদেশ ।

শুক্রে । আমার বিনা অনুমতিতে এরূপ আদেশ প্রদান !
বলি, তোমাদের মহারাজ—তোমাদের নেতা, আমার নয় ! আমার
কাছে যে বলি দানব—সেই বলি দানব !—সেই ইন্দ্র-বজ্রাহত
বিরোচন-পুঞ্জ ! কৈ তোমাদের মহাবাজ ?

নরক । তিনি ধনাধ্যক্ষগণের সহিত ধনাগার সকল পর্য্য-
বেক্ষণে বহির্গত হ'য়েছেন ! ঐ আগমন কর্ণেচেন ।

পট্টবজ্রপরিহিত বলির প্রবেশ ।

বলি । দাও ধনাধ্যক্ষগণ ! দাও একবারে,
মুক্ত করে শত শত ধনাগার-দ্বার !
যে ত্রাতে হইয়া ত্রতী বহু দিন হ'তে,
বহু অর্থ, বহু রক্ত, বহু সৈন্যক্ষয়ে,
উদযাপন করিয়াছি এক উনশত,
সাগ্র আজ সেই মম শত অশ্বমেধ !
মুক্ত করি আরও শত শত ধনাগার,
দাও প্রবেশিতে দীন দরিদ্র ভিক্ষুকে ।
যার যা বাসনা তবে করুক গ্রহণ,
কেহ যেন নিবারণ না করে কাহারে ।

শুক্রে । অতি চমৎকার ব্যবস্থা ! একবারে মুক্তহস্ত হয়ে
সমস্ত ধনাগার দ্বার মুক্ত করে দাও ! আর যত দেশের দীন দুঃখী
দরিদ্র ভিক্ষুককে ইচ্ছামত প্রবেশের এবং যদৃচ্ছা ধন রক্ত
গ্রহণের অনারিত আদেশ প্রদান কর, তাহ'লে মুহূর্তের মধ্যে

দেখ্বে সাগর শুকিয়ে বালি উড়ছে ! তুমি মনে কর, আমার অক্ষয় ভাণ্ডার—ধনের সাগর ! কিন্তু ঐ যে এক একটা ভিক্ষুক দেখ্ছ, ওঁরা ধন-সাগরের পক্ষে এক একটা অগস্ত্য ! ও দরিদ্রের অতৃপ্ত আশাও পূর্ণ ক'রতে পারবে না, কল্লতরুও হ'তে পারবে না, পূর্ণ ধনাগার দেখতে দেখতে শূন্য হ'বে, কল্লতরুও শুকিয়ে নীরস তরুবার হ'য়ে উঠবে, দরিদ্রের হৃদয়—যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই থাকবে, মাঝে হ'তে তুমিও দারিদ্র্যকে ডেকে আনবে ।

বলি । চিরকালই দরিদ্র ত আমি !

আবার, কি দরিদ্র হ'ব গুরুদেব ?

শুক্র । দরিদ্র ! দরিদ্র তুমি দানব-ঈশ্বর ? তুমি যদি দরিদ্র তবে রাজরাজেশ্বর কা'র নাম ? বিরোচন-কুমার ! এখনো আমার কথা শুন ! বহু যুদ্ধে—বহু সংগ্রামে—বহু রক্তপাতে উপার্জিত ধনরাশি এমন ধারা মুক্তহস্তে ব্যয় ক'রে পরের দারিদ্র্য মোচন ক'রতে গেলে, নিজে দরিদ্র হ'বে—নিজে দরিদ্র হ'বে ।

বলি । পুনর্ব্বার ঐ কথা বলো গুরুদেব,

পুনঃ বলো দরিদ্র হইবে,

আমিও প্রার্থনা করি ঐ আশীর্ব্বাদ ।

দীন দরিদ্রের ছুঃখ বুঝাতে আগারে,

দরিদ্রতা রহে যেন নিত্য সহচর ।

নাহ'লে ভিখারী দীন দরিদ্র কাজাল,

দীনের প্রাণের ব্যথা বুঝিব কেমনে ।

চিরদিন থাকি যেন দীনের অধীন ।—

দীনের প্রাণের সনে মিলাইয়া প্রাণ,
 দীনের দুঃখের ভাগ পারি যেন নিতে,
 রাজরাজেশ্বর নাম চাহি না কিনিতে ।
 কেবা রাজা, কা'র রাজ্য কে কা'র ঈশ্বর,
 রাজা প্রজা প্রভু ভূত সঙ্ঘাত গরিমা
 ছায়াবাজী গুরুদেব ! ছায়াবাজী সব !
 জীব-লীলা রঙ্গক্ষেত্রে পুতুলের খেলা,
 আসা যাওয়া সং সাজা সংসারের রীতি ।
 বহু যুদ্ধে বহু শ্রমে বহু রক্তপাতে,
 পে'য়েছি বিপুল ধন ত্রিলোক জিনিয়া
 বঞ্চিত করিয়া কত যক্ষ রক্ষ দেবে ।
 স্বর্গ হ'তে বিতারিত করিয়া বাসবে,
 আজ এ বিপুল ধনে আমি অধিকারী ।
 বহু জীব-রক্ত-শ্রোত, শ্রম বিনিময়ে,
 যে বিপুল ধন রত্ন করিষু অর্জন,
 সে অর্জিত ধন রত্নে দীন দুঃখী জনে—
 যদি না করিষু তৃপ্ত, হায় গুরুবেদ !
 নিরন্তর দুঃখ যদি না করিষু দূর,
 দুঃখীর দুঃখের ভাগ লইয়া হৃদয়ে,
 না যদি করিষু ধন রত্নের সদ্ব্যয়,
 কিমে তবে এ ধনের হ'বে সার্থকতা ?
 এই রত্ন, এই ধন, এই অর্থ রাশি,—

পরিপূর্ণ আজ যাহা বলিব ভাঙাবে,
বল দেখি দেব !

এ ধনের পূর্ব পূর্ব অধিকারিগণ,
যক্ষবৎ সঞ্চিত রাখিয়া ধনাগাবে,
কি ক'বেছে সার্থকতা সঞ্চিত অর্থের ?
ধন বড় রাজ্য পদ ঐশ্বর্য্য বিভব,
কাহারও নহে দেব ! কেহ নহে রাজা,
এক মাত্র রাজা সেই বিশ্বরাজ্যেশ্বর,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধার ব্রহ্মময় হরি ।

তঁারি ধন তঁারি অর্থ, তঁারি এ বিভব,
তঁারি কার্য্যে মুক্তহস্ত করিব সদ্ব্যয়,
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম শুভাশুভ ফল,
যা ফলিবে এক মাত্র ফলভাগী তিনি,
আমার কামনা মাত্র করুণা তাঁহার ।
যাও গুরু । অকাতরে খুলিয়া ভাণ্ডার,
দেখাও জগতে আজ দানের গৌরব ।
রাজ্য ধন মণি বড় ঐশ্বর্য্য বিভব,
এক মাত্র সাধবী পত্নী বিদ্যাবলী ছাড়া,
আছে মম দান স্বত্ব যে সকল ধনে,
অকাতরে যাচকেরে করিবে অর্পণ ।
প্রচারো আদেশ মম ত্রিলোক মাঝারে,
দান-ব্রতে কল্লতরু দানবেস্ত্র বলি ।

শুক্র । কেন তবে কল্পতরু নাম,
এ নামের পরিণাম বুঝিবে সত্ত্বরে !
যে বিঘম দানগর্ভের গর্ভিত এখান,
এ দানেরও প্রতিদান পাইবে স্বরায় ।

বলি । কি প্রতিদান গুরুদেব ।

শুক্র । অধঃপাত ।

বলি । হউক দানের ফলে অনন্ত নরক ।
ক্ষতি নাই যাই অধঃপাতে ।
হরির নূতন খেলা দেখিতে দেখিতে,
অকাতরে স্মিতমুখে যাইব নরকে ।

শুক্র । নরক নয় মহারাজ নরক নয় । কল্পতরু হয়ে
দান ক'রতে বসার ফলতো অতি অল্প দিন হ'লো তোমার পিতা
বিরোচনকে দিয়েই প্রত্যক্ষ ক'রেছ । ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্রের
হস্তে জীবনটী অর্পণ ক'রতে হ'লো ।

বলি । ইচ্ছাপূর্বক ব্রাহ্মণবেশধারী ভিক্ষুককে জীবন অর্পণ
ক'রেছেন, বীর-বেশধারী, অস্ত্রধারী শত্রুকে তো দেন নাই ।

শুক্র । তবে নিতান্তই এ দান-ত্রতের সংকল্প ত্যাগ
ক'রবে না ?

বলি । সংকল্প ত্যাগ ? গুরুদেব ! এই কি স্থিরপ্রতিজ্ঞ
দানব-কুলের ইন্দ্ৰদেব শুক্রাচার্য্যের উপযুক্ত বাক্য হ'লো !—

সংকল্প প্রতিজ্ঞা পণ মন্ত্রের সাধন,
এক মাত্র মূল মন্ত্র এ দৈত্যকুলের ।

রীতি নীতি ক্রিয়া কৰ্ম্য দানবকুলের,
 কিছুমাত্র অগোচর নাহি তব কাছে ।
 মম পিতৃপিতামহ হিরণ্যকশিপু
 ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী বীর, শিষ্য তব, দেব ।
 বল দেখি গুরু ! কি দৃঢ় কল্পনা তাঁর,
 কি সিদ্ধি সাধনা !

ভ্রাতৃঘাতী ভগবানে ভাবি বৈরী ভাবে,
 উঠাইয়া হরিণাম দৈতা রাজা হ'তে,
 প্রচারিলা নিভীক হৃদয়ে ;—

বিশ্ব গাবো “কৃষ্ণদেবী হিরণ্যকশিপু ।”

শুক্র । জানি সব, প্রতিজ্ঞাও জানি, সংকল্পও জানি ।
 সিদ্ধিও জানি, সাধনাও জানি । কেউ বরাহ রূপী ভগবানের
 দশনে বিদীর্ণ হ'য়ে পাতালে গিয়ে প্রাণ হারালেন, কেউ নরসিংহ-
 রূপী নারায়ণের নখরে নিহত হ'লেন । অসম্ভব প্রতিজ্ঞার—
 অসম্ভব পণের পরিণাম তো অনেকই প্রত্যক্ষ ক'রেছি ।

বলি । কেন ? এ কি অসম্ভব প্রতিজ্ঞার অশুভ পরিণাম ?
 অসম্ভব প্রতিজ্ঞা কা'র নাম গুরুদেব ! অনন্ত শক্তিমান ভগ-
 বানের সঙ্গে বৈরতা—হরির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ, এ প্রতিজ্ঞা—
 এ নিভীকতা, অন্যের পক্ষে অসম্ভব হ'তে পারে, নিতা নীরব্রতা-
 চারী স্থিরপ্রতিজ্ঞ দৈত্যকুল-কেশরী হিরণ্যকশিপুর পক্ষে অসম্ভব
 নয় । বীরধর্ম্মী কখনও বিপক্ষের বলাবল্য বিবেচনা ক'রে যুদ্ধে
 ব্রতী হয় না, বীর-ধর্ম্মাচারী কখনও জীবনের গমতা রাখে না ।

বীরের কামনা, রণ-বিজয়ে ঐহিকে রণকীর্তি লাভ, অন্যথা—
সম্মুখযুদ্ধে দেহপাতে বীরগতি প্রাপ্তি ! আমার পিতৃপিতামহ
হিরণ্যাকশিপু সেই বীর-ব্রতের চরম সীমা দেখিয়ে, ভগবানের
যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে নির্বান-পদ লাভ ক'রেছেন ! তাঁর
প্রতিজ্ঞার—তাঁর সংকল্পের পরিণাম ফল ত্রিলোকচূড়ান্ত, বহু
ভাগবানের প্রার্থনীয় ।

রোগগ্রাস্তে নয়, অশ্রুর হস্তে নয়, সশস্ত্রে ভগবানের অনন্ত
শান্তিময় অঙ্কে বীরক্রোড়া দেখাতে দেখাতে কালের অধিকারের
অতীত অনন্ত ধামে চ'লে গিয়েছেন । যে ব্রাহ্মাণ্ডবিজয়ী বীর,
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যাকশিপুর কঠোর প্রতিজ্ঞার দায়ে, ভগবানকে
দুটী অবতার গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে ; স্বয়ং নারায়ণের নরসিংহ
আর বরাহ মূর্তি যা'দের অনন্ত কালের কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ,
তাঁদের তুল্য ভাগবান আর কে আছে প্রভু । যত দিন এ জগৎ
ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মময় হরির বরাহ আর নরকেশরী মূর্তির নাম
থা'কবে, তত দিন হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যাকশিপুর বীরজ্যোতির্ময় নাম
হিরণ্য অক্ষরে এই ব্রহ্মাণ্ডফলকে লিখিত থা'কবে । সে
নাম চিরদিন এই ব্রহ্মাণ্ড-আকাশে মধ্যাহ্ন মার্গশ্রবণে বিরাজিত
থা'কবে । এইত গেল প্রপিতামহদের কথা, তার পর অটল-
প্রতিজ্ঞ—শ্বরসংকল্প আমার পিতামহ প্রহ্লাদ, যিনি পঞ্চম বর্ষ
বয়সেই শ্বরকল্পে ব্রতনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, হরিসাধন
মহাব্রতে শ্বরপ্রতিজ্ঞ হয়ে, যিনি গুরুপুত্রদ্বয়, যশু অমর্কের
তীব্র তাড়না, পিতার কঠোর পীড়ন অকাতরে উপেক্ষা করেছেন ।

অম্লানমুখে জ্বলন্ত পাবকে প্রবেশ ক'রেছেন, হস্তপদাদি বন্ধনাবস্থায় হস্তি-পদতলে নিপাতিত হ'য়েছেন । সাধনাসিক্তির মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়িয়ে অটলভাবে কত কঠোর পীড়ন সহ্য ক'রেছেন, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করে পিতৃদত্ত তীত্র হলাহল অম্লানমুখে পান ক'রেছিলেন, তথাপি যিনি হরিনাম পরিত্যাগ করেন নাই, সেই প্রহ্লাদ—সেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধর্মবীর প্রহ্লাদ আমার পিতামহ ! তারপর আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতা বিরোচনের ত কথাই নাই ; সেই দান-বীর, রণবীর, ধর্মবীর বিরোচনের তুলনামূলক ত্রিজগতে আছে কিনা সন্দেহ, যিনি ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণবেশী বাসবের বাসনা পূর্ণ করবার জন্ত, তার প্রার্থনা মাত্রে অম্লানমুখে প্রাণত্যাগ ক'রে দান-কল্পতরু নাম সার্থক ক'রে গিয়েছেন । নিকাম-ব্রত দধীচি, জগতের শান্তি স্থাপনের জন্ত, স্বজন বন্ধুর উপকারের জন্ত প্রাণত্যাগ করেছিলেন । আমার পিতা শত্রুর সাধ পূর্ণ করবার জন্ত—শত্রুর হৃদয়ে শান্তি দেবার জন্ত শত্রুর প্রার্থনায় অকাতরে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সহস্র দধীচিকে নিকাম ব্রত, দান-ধর্ম শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন । আমি সেই স্থিরসঙ্কল্প কল্পতরু পিতার পুত্র । আমি সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রব ? গুরুদেব ! আপনার প্রসাদে—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সহস্র সহস্র ভাণ্ডার পূর্ণ, কিছুই অভাব নাই । যে যা ভিক্ষা চাবে, যে যা প্রার্থনা ক'রবে, সেই প্রার্থিত বস্তু তাকে অকাতরে সহস্র হস্তে দান করুন ।

দান ধর্ম, দান কর্ম, দান তপ, জপ ।

দান যজ্ঞ, দান ব্রত, দান রূপ হরি,
এই মহা মূলমন্ত্র অপিয়া অন্তরে
যে যা চাহে, অকাতরে কর বিতরণ ।
আমার আমার ভাবি দিনকত কাল,
এই ধন কত জন্ম গিয়াছে ফেলিয়া,
আমিও ফেলিয়া যাব সেই মত ভাবে ।
আসে নাই সঙ্গে কিছু যাইবে না সাথে,
দানে কর গুরুদেব ধনের সার্থক ।

শুক্র । জানি আমি সব জানি হবে না বুঝাতে ।
দান ধর্ম্য দান কর্ম্ম দান পুণ্যব্রত ।
অতি দান কিন্তু সর্বদা অনর্থের মূল ।
অতি শব্দ অতি মন্দ জান তো এ কথা ।

বলি । অতি মন্দ শুভকরী এ কথাও জানি ।

শুক্র । (সক্রোধে) অধঃপাত ! পধঃপাত ! অনিবার্য
অধঃপাত,—

বলি । শিরোধার্য্য ! শিরোধার্য্য ! গুরুদেব-আলীর্ব্বাদ ।

প্রহরীর প্রবেশ ।

প্রহরী । দানবেশ্বর ! অভিবাদন করি ।

বলি । কি সংবাদ প্রহরি !

প্রহরী । দানক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ বালক, দানপ্রার্থী
হ'য়ে দণ্ডায়মান ।

বলি । এ সংবাদ ল'য়ে এখানে আসবার প্রয়োজন ৭, মন্ত্রী এবং পিতামহ প্রহ্লাদ তো দানকার্য্যে লতী আছেন । তাঁরা কি কোনোরূপ বায়কুষ্ঠতা প্রকাশ ক'রছেন ?

প্রহরী । তাঁরা দান কর্ণে মুক্তহস্ত, আশাতীত দান ক'রছেন ।

বলি । তবে ব্রাহ্মণ বালকের প্রার্থনা মত অর্থ প্রদান করা হয় নাই কেন ?

প্রহরী । ব্রাহ্মণশিশু অন্নের নিকট দান গ্রহণে অসম্মত, স্বয়ং মহারাজের স্বহস্তপ্রদত্ত দান গ্রহণই তাঁর ইচ্ছা । সেই জন্য মন্ত্রী মহাশয় সংবাদ দিতে পাঠালেন ।

বলি । বালক মনে ক'রেছে, স্বয়ং রাজার নিকট বাতীত আশানুরূপ দান প্রাপ্ত হ'বো না ! যাও প্রহরি, শীঘ্র বালককে ল'য়ে এস ! আমি স্বহস্তে তাঁকে দান ক'রব ।

প্রহরী । যে আজ্ঞা !

শুক্র । আরে রও হে রও । যে আজ্ঞা ব'লেই চলে যেও না, দশ বেটাতেই মাটি করলে দেখছি । দাঁড়াও আমিই যাচ্ছি, যা চাইবে তাই দেওয়া যাবে, এখানে আনবার প্রয়োজন নাই ।

বলি । নিশ্চয়—নিশ্চয় কিছু আছে প্রয়োজন ।

সন্তুষ্ট হইত যদি অন্ন-দত্ত দানে,

চাহিত না বিপ্র-শিশু আসিতে হেথায় ।

যাও দূত । শীঘ্র আন ব্রাহ্মণ-বালকে ।

প্রহরী । যে আজ্ঞে মহারাজ !

[প্রহরীর প্রস্থান ।

শুক্র । আরে না, যে আত্মা নয়, যেও না, একটু দাঁড়িয়ে
যাও ! শোনো, শোন, আঃ—কি আপদ, একদিক বাঁধতে
আর একদিক ফস্কে যায় ।

শুক্রাচার্য বেগে প্রস্থানোদ্যত এবং বামন
ও প্রহরীর প্রবেশ ।

শুক্র । চল হে বাপু ফিরে চল, আর আসতে হবে না, কথা
মিটে গিয়েছে, চল সব দিয়ে দিচ্ছি ।

বলি । গুরুদেব ! বার বার নাহি দেহ বাধা,
দাও দেব ! প্রবেশিতে ব্রাহ্মণ বালকে !
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-শিশু,
আসিয়াছে কতদূর হ'তে,
আহা মরি ! দেখ গুরুদেব
কি সুন্দর ব্রাহ্মণ-কুমার !
নব জন্মধর অঙ্গ নব ব্রহ্মচারী !
মরি যেন ব্রহ্মজ্যোতি মাথা ।
এহেন সুপাত্রে যদি না করিনু দান,
না যদি পূরানু হেন যাচকের আশা,
কিসে তবে হবে ধনরত্নের সদায়
এসেহ ব্রাহ্মণ-শিশু করি প্রণিপাত ।

বামন । দান ধর্ম্মে বাড়ুক সুমতি !

বলি । কি মানসে আগমন দাসের ভবনে ?

বামন । ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি,
আসিয়াছি রাজবারে ভিক্ষার প্রত্যাশে ।

বলি । সফল সংকল্পতার ধন্য দানব্রত,
যার দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থী হেন ব্রহ্মচারী !
বলো বলো ব্রহ্মচারি কি তব প্রার্থনা ?
রাজ্য, ধন, রত্ন-রাক্ষী, বস্ত্র, অলঙ্কার
যা চাহিলে তাই দিয়া ওপদ যুগলে,
সার্থক করিব আজ দান-ব্রত মম ।

বামন । অতিথি ব্রাহ্মণ আমি, চির ব্রহ্মচারী
রাজ্য, ধন, রত্নে মোহ কি কাজ রাজন্ !
ক্ষুদ্র আমি—ক্ষুদ্র আশা—ক্ষুদ্র ভিক্ষা মম,
ক্ষুদ্র দানে পূর্ণ কর ক্ষুদ্রের বাসনা ।

বলি । নহ ক্ষুদ্র তুমি,
একেতো ব্রাহ্মণ, তাহে নব ব্রহ্মচারী ।
ব্রাহ্মণ বিয়ুর মূর্তি, বিয়ুরূপী তুমি ।
বলো শিশু কি তব প্রার্থনা ।

বামন । হও রাজা সন্তোষ নন্দ আগে ।

শুক্র । আরে রাখো তোমার সত্যবন্ধ ! ভারী ত দান
নেবেন, তার জন্ম আবার সত্যবন্ধ !

বলি ।—ক্ষমা কর গুরুদেব,
বালকেরে করো না তাড়না ।

এস শিশু জন্মাটতে বিশ্বাস তোমার,
করিব প্রতিজ্ঞা, দাও প্রতিজ্ঞা-সলিল ।

এস যজ্ঞগৃহে—

[বলি ও বামনের প্রস্থান এবং তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গুক্রাচার্য্যের প্রস্থান ।





ত্রয়োদশ অঙ্ক ।

— ৩০১ —

প্রথম দৃশ্য ।

— ১৪২ —

স্থান—অন্তঃপুর ।

বিক্র্যাবলী ও সুরভী ।

বিক্র্যা । এতো আনন্দের কথা সুরভি ! চিরদিন কেবল যুদ্ধ নিয়ে থাকাই কি ভাল ? জানি—যুদ্ধ বীরের ধর্ম, কিন্তু পরস্পর হরণ, পরপীড়ন কি অধর্ম নয় ? সে তো নিষ্ঠুরের কাজ,—দস্যুর বৃত্তি ! যদিও বাহুবলে তুলাবলশালী রাজার রাজ্যহরণ বীরধর্মীর পক্ষে অধর্ম নয়, কিন্তু সেই অপহৃত রাজ্যধন কি আপনার ভোগ বিলাসের জন্য অথবা ভাবে অপব্যয় করা বা যক্ষের মত ধনাগারে সঞ্চিত রাখা উচিত ? সে অর্থে আর্তের উপকার, প্রার্থীর অভাব পূরণ, দরিদ্রের দুঃখ দূর করাই কর্তব্য । মহারাজের দানধর্মের মতি হয়েছে—কঠোর বীরধর্ম ভুলে সাম্বিক ধর্মের মন গিয়েছে, এ তো সুরের কথা সুরভি ! জগতে দান

হ'তে আর ধর্ম্য কি আছে ! শুনেছি দানরূপী ভগবান ; দানে মতি হ'লেই ভগবানের প্রতি মতি হয় । একথা কি কখনো শোন নাই ?

স্বরতী । সেতো শুনেছি গো ! তোমার মুখে শুনেছি, কত পণ্ডিতের মুখে শুনেছি, কত কত কথক ঠাকুরের মুখেও শুনেছি । এ তো সে রকম দান নয় ।

বিষ্ণা । দানের আবার এ রকম সে রকম কি আছে, সৎকায়া যেকপেই কর, তাই মঙ্গলময় ।

স্বরতী । আর আঁধারে ব'সে আদং মৌচাকে কামড় দিলে যদি ছটার গণ্ডা মৌগাচ্ছিতে ছল্ ফুটুয়, তাহ'লে যে মধু খেতে গিয়ে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িয়ে তবে ছাড়ে ।

বিষ্ণা । এ কথার ভাব যেভাল বুঝতে পারলেম না স্বরতি ।

স্বরতী । শুক্ল ঠাকুরের মুখে যেমন যেমন শুনলেম, তেমনি তেমনি বলতে এলেম ।

বিষ্ণা । শুক্রাচার্য্য ঠাকুর কি বল্লেন ?

স্বরতী । যা বল্লেন তাঁর মুখেই শোন । ঐ—তিনি, যেন কত বেয়াকুল হয়ে আসছেন ।

বিষ্ণা । এতে ব্যাকুল হবার কারণ ত কিছুই দেখিনে ।

শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ ।

শুক্র । মা ! তুমি রাজমহিষী, অবশ্য জ্ঞানবতী, যথেষ্ট বুদ্ধিমতীও বটে ; কিন্তু মা তথাপি দ্রষ্টাতি ! ততটা স্বদূর পরিণাম চিন্তায় তোমাদের অধিকার অতি সামান্য ! সেই জন্যই

বল্ছ, “বাকুল হবার তো কোনই কারণ নাই”, কিন্তু মা ! কারণ যথেষ্টই আছে । দানব্রতের পরিণাম মঙ্গলময়, একথা সকলেই জানে, তুমিও বোবা, অন্তোও বোবো, আমিও যে না বুঝি তা নয়, কিন্তু মা একথা নিশ্চয় জেনো, সকল কার্যেরই একটা পরিমাণ আছে । পরিমাণের অধিক কিছুই ভাল নয় । মহারাজের এ মহাদানের পরিণাম যে মহা অনর্থ, সে একেবারে ধ্রুবনিশ্চয় ।

বিন্ধ্যা । কি অনর্থ গুরুদেব ?

শুক্ৰ । প্রথমতঃই তো সর্বস্বান্ত, তেমন ধনরত্নপূর্ণ অসংখ্য ধনাগার, একেবারে শূন্যপ্রায় । তেমন কমলার অটল সিংহাসন আজ যেন অলক্ষ্যের আবাসভূমি হ’য়ে উঠেছে ।

বিন্ধ্যা । কমলার যে অটল সিংহাসন, তাকি কখনো অলক্ষ্যের আবাসভূমি হয় ? যে ধনাগার শূন্য হয়, সে কি অটলা কমলার আসন গুরুদেব ? আমার দানবেশ্র দান-বীর পাতক বাহ্যিক ধনাগার শূন্য হচ্ছে সত্য, কিন্তু তিনি হৃদয়-রত্নাগারে অপার্থিব অক্ষয়রত্ন সঞ্চয় ক’রে, তার উপর চির-অচঞ্চলা কমলার যে অক্ষয় অটল সিংহাসন স্থাপন করছেন, ত্রিসংসারে তেমন আর কে পারবে প্রভু ? এ তো একা লক্ষ্মীর আসন নয়, চিরদিন লক্ষ্মীনারায়ণ অবিচ্ছেদরূপে সে রত্নাসনে বিরাজ করবেন ! আমার পতির তুল্য ভাগ্যবান আর কে আছে প্রভু ?

শুক্ৰ । ভাগ্যবান ?—কিসে তোমার পতি ভাগ্যবান ?

বিন্ধ্যা । কিসেইবা নন, যিনি আজ বাহুবলে ত্রিলোক-বিজয়ী, ইন্দ্রের অধিকারী, আপনার অনুগৃহীত শিষ্য, দানব্রতে

কল্পতরু ! যিনি আজ রণবীরকে—দানবীরকে—ধর্মবীরকে
জগতের আদর্শ, তিনি কি ভাগ্যবান নন ?

শুক্র । জগতের ভাগ্যবিধানকারী ভগবান যাঁর প্রতি
অকুপাবান, তাঁকে ভাগ্যবান বলতে তো আমার যুক্তিতে কুলায়
না মা ।

বিন্ধ্যা । আমার পতির প্রতি ভগবান অকুপাবান, একথার
ভাব যে ভাল বুঝতে পারলেম না প্রভু ?

শুক্র । এখনো বুঝতে পার নাই, কিছুক্ষণ পরেই পারবে,
বেশী বিলম্ব নাই । ঐ যে বামন ব্রহ্মচারিটী ভিক্ষার্থে তোমার
পতির যজ্ঞাগারে এসেছেন, ওটীকে কি চিন্তে পেরেছ মা !
উনিই সেই ভবভাগ্যবিধাতা ভগবান, ঐ বামন ব্রহ্মচারীই
সেই ব্রহ্মসনাতন হরি ! তোমার দান-বীরত্বাভিমানী দান্তিক
পতির দর্প হরণের জন্ত—তাঁর দান-গর্ব খর্ব করবার জন্তই
খর্বরূপে আগমন করেছেন । ঐ ছলনা-পটু ব্রাহ্মণ-বটু হতেই
সর্বস্বাস্ত হতে হবে ! এখনো সাবধান ।

/ বিন্ধ্যা—আ মরি মরি ! কি শুভসংবাদ ! এ যে আরও
আনন্দের কথা গুরুদেব ! জগৎপালক হরি আজ নালকবেশে
আমার পতির দ্বারে দান-ভিখারী । যোগী ঋষিগণ মহাযোগে
ধ্যান ধারণায় যাঁকে লাভ ক'রতে পারে না, সেই ব্রহ্মসনাতন
হরি আজ ভিখারীবশে আমার পতির দ্বারে দ্বারস্থ ! আমরা
বিনা যোগে—বিনা তপস্যায়, আজ গৃহে বসে হরিদর্শন ক'রতে
পাব, এ হ'তে আর ভাগ্যের কথা কি আছে গুরুদেব !

ছলনাময়ের ঢলে সর্ববিশ্বাস্ত হ'তে হবে বলুছেন, তাতেই বা খেদ কি, তাতেই বা দুঃখ কি ? এ সর্ববিশ্ব কার প্রভু ! এ তো দৈত্য-কুলের নিজস্ব সম্পদ নয়, এ স্বর্গের ঐশ্বর্য্য, স্বর্গের বিভব, ইন্দ্রের সম্পদ ! আজ বাহুবলে দানবেন্দ্র তার অধিকারী । সেই সর্ববিশ্বক্ৰিয় হরি তাঁর বাহুতে বাসব-বিজয়যোগ্য বল দিয়েছেন, সেই ভগবানই তাঁকে বলবান ক'রেছেন, সেই ভগবানের বলে বলী হয়েই দানবেন্দ্র বলি ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত ক'রে স্বর্গের সম্পদ লাভ ক'রেছেন, এ সবই সেই হরির খেলা, তিনি যাকে যা দেন, সে তাই পায় ! এ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিভব, সম্পদ, সবই তাঁর দেওয়া, সব তাঁর দত্তা ধন । আজ যদি তাঁর ধন তিনি গ্রহণ করেন, যাঁর ধন তাঁকে দিয়ে—হরির ধন হবিকে অর্পণ ক'রে যদি সংসারের ভার হ'তে অবসর গ্রহণ করতে পারি, সে তো প্রভু দানব-জীবনের সৌভাগ্যের কথা । এ আনন্দের দিনে এ সুমঙ্গলের কালে চিন্তাকুল হচ্ছেন কেন গুরুদেব ! এ তো আমাদের বিপদ নয় !

শুক্র । না মা তা'নয় । তুমি অতি সরল, তাই সরল-প্রাণে সরলভাবে সরল পথই দেখছ ! কিন্তু মা, চক্রীর এ চক্র-পথের শেষ সীমা বড়ই কুটিল । এখন একবার যজ্ঞাগারে চল—চক্রীর চক্র হ'তে মহারাজকে উদ্ধার কর, আমার কথা রাখ !

বিন্ধ্যা । আপনি গুরু, আপনার কথা অমান্য ক'রতে পারিনে, চলুন যাই, কিন্তু তাঁকে বুঝাবার সাধ্য আমার নাই,

পাঁতি দেবতা, দেবতার দেবকার্যো বাধা দিতে আমার গায়
অবলার সাধা কি !

[শুক্রাচার্য্য ও রাণীর প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—প্রহ্লাদের কক্ষ ।

প্রহ্লাদের প্রবেশ ।

প্রহ্লাদ । মহাচক্রী তুমি ! ঘোর চক্রাস্ত তোমার ।
এ বিশ্বচক্রের তুমি চালক একাকী ।
ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড-চক্র তোমারি কৌশলে,
বদ্ধ তাহে জীবমাত্র কৰ্ম্মসূত্র-পাশে
নিরন্তর, সে আবর্ত চক্রনেমী সনে ।
উঠিছে—নামিছে, কভু হতেছে পেষিত,
চক্রনেমী আবর্তনে কৰ্ম্মবদ্ধ জীব !
ধন্য হে চক্রচালক চক্রী হরি তুমি !
এই আমি কাণচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে,
শৈশব-যৌবন সীমা করি অতিক্রম,
বার্দ্ধক্যেতে উপনীত জরার আশ্রিত,
তথাপি এখনো যেন বর্তমান সম,

অতীত শৈশব স্মৃতি জাগিছে অন্তরে ।
 তোমারি চক্রেতে হরি, পিতার পীড়নে,
 পড়েছি অনলে জলে হস্তি-পদ-তলে,
 উচ্চ শৈল হ'তে ভূমে হয়েছি পাতিত,
 করেছি গরল পান পীড়নে পিতার !
 তোমারি পরম শত্রু সাজায়ে পিতারে,
 কতই যাতনা কৃষ্য দিয়াছ আমায় ।
 সাগর সলিলে, শৈলে, অনলে, গরলে,
 তুমিই সঁপেছ, পুনঃ তুমিই রেখেছ ।
 বিপদে অনাথবন্ধু ডেকেছি যখন,
 তুমিই করেছ কোলে কব প্রসারিয়া ।
 শৈশবে সশ্লেহে যাবে কবিয়াছ কোলে,
 জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ আজি আমি সে প্রহ্লাদ ।
 যৌবনেতে বীর-ধর্ম করিতে পালন,
 সাজিয়া সমর সাজে, এই ধরিত্রীরে,
 প্লাবিত ক'রেছি কত জীব-রক্তস্রোতে !
 এখন বার্কিক্যে পড়ি জরার আশ্রয়ে,
 কতই বিচিত্র লীলা দেখিতেছি তব ।
 হরেছ পিতার প্রাণ নরসিংহরূপে,
 ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবেশে সাজায়ে বাসবে,
 লয়েছ পুঞ্জের প্রাণ ভিক্ষা ছলে মম,
 অম্লানবদনে প্রাণ দিয়াছে কুমার,

দান-কল্পতরু পুত্র বীর বিরোচন,
আবার কি ছলে প্রভু ছলিবে বলিরে,
না পারি বুঝিতে কিছু ছলনা তোমার,
এ দৈত্যকুলের সনে নিত্য ছলা তব ।

বাণের প্রবেশ ।

বাণ । আঘা ! আচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুন্লেম, আজ আমাদের বড় বিপদ ঘটবে ! কোথা থেকে একটা বামন ব্রহ্ম-চারী আমাদের যজ্ঞস্থলে ভিক্ষা করতে এসে, পিতাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্ব ক'রে, তিন পদ ভূমি ভিক্ষা চেয়েছে ! পিতাও প্রতিজ্ঞা ক'রে দিতে সম্মত হ'য়েছেন, এখন কি হবে আমাদের !

প্রহ্লাদ । তোমাদের আর কি হবে, এখন দানবেশ্বর বলির পুত্র—দৈত্যরাজকুমার বাণ আছ, কাল নয় সর্বস্বচ্যুত ভিখারীর পুত্র হবে ! এখন রাজকুমারযোগ্য মণিরত্নখচিত পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করে, শত শত দাস দাসীর স্নেহের কোলে প্রতিপালিত হচ্ছ, তখন নয় ভিখারীর যোগ্য চৌরবাস মাত্র সন্মল করে, তরুতলে বাস করবে, রাজ-ভোগের পরিবর্তে নয় ভিক্ষাম্নে জীবন ধারণ করবে ! রাজা সাজা—ভিখারী সাজা, ধনী হওয়া, নির্ধন হওয়া এ তো তোমার আমার ইচ্ছাধীন নয়, এ সকলই সেই ঈচ্ছাময়ের ইচ্ছা ! সকলই তাঁর খেলা, আমরা তাঁর খেলার পুতুল হয়ে এসেছি, সে যা খেলাচ্ছে—আমরা তাই খেলছি ; যা সাজাচ্ছে,—তাই সাজছি ! যদি তোমাদের

রাজবেশ কেড়ে নিয়ে দীন হোন ভিখারীর বেশে সাজাতে তাঁর ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, তুমি আমি তার কি উপায় করব বাপ !

বাণ । কেন ? আমরা তাঁর কাছে এমন কি অপরাধ করেছি যে, সেই দোষে আমাদের উপর এত নির্দয় হবেন, আমি যে আপনাদের মুখেই শুনেছি, দানের তুল্য ধর্ম্য নাই, হারিই স্বয়ং দানরূপী ! দানের ফলেই তাঁর দয়া লাভ হয়, তবে আমার পিতার প্রতি তাঁর এত নিগ্রহ কেন ! আমি একবার হরিকে ডাকি, দেখি তিনি কি উত্তর দেন !

প্রহ্লাদ । হরিকে ডাকবে ? ডাক ! কিন্তু তাঁর দর্শন পাওয়া বড়ই কঠিন, সহজে তাঁর দয়া হয় না !

বাণ । তবে আপনি দেখা পেয়েছিলেন কেন ? আমি ত সব শুনেছি, হরি আপনার সঙ্গে বিষ খেয়েছেন, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে আপনাকে কোলে করে বসেছেন, তবে আমাকে দেখা দেবেন না কেন ? যিনি ভক্তের পুত্রকে কোলে করেছেন, তিনি কি ভক্তের পুত্রকে দেখা দেবেন না ?

প্রহ্লাদ । এ কথার উত্তর আমি কি দেব, হরি ! তুমিই এ অবোধ বালকের কথার উত্তর দাও ! তোমার চলনাবর্ত্তময় লীলা-সাগরের ঘূর্ণিত স্রোতে পড়ে দিশেহারা—কুলহারা হয়ে অকূল প্রাণে তোমাকে ডাকছে, অবোধ বালককে আর এ অকূল স্রোতে ডুবিও না ! অদিনের বন্ধু—অনাথ-পালক ! একবার দেখা দিয়ে তোমার তত্ত্ব বালক বাণের মনের আগুণ নির্বাপন

করো, দাও—একবার দেখা দাও ! অবোধ বালককে আর কেন
কাঁদাও হরি ।

গীত ।

দাও দেখা দাও, আর কেন কাঁদাও, দেখা দাও এ সময় ।

কোথায় ত্রিলোক-ভিলক, হরিভক্ত-পালক,

অনাথ ভক্ত-বালক ডাকিছে তোমায় ॥

হরিনামে জীবের বিপদ সর্ব্ব নাশে,

তাই ভাবি, এই ভাবী সর্ব্বনাশে,

বিপদবারি তোমায় ডাকিছে উদ্দেশে,

কাতরে করুণা কর কৃপাময় ।

শৈশবে সঙ্কটে এ দাস প্রহ্লাদে,

স্থান দিয়ে হরি, ঐ রাজ্যপদে, রেখেছ বিপদে—

সাগর সলিলে,

অনলে গরলে,

মন্তহস্তি-পদতলে, রেখেছ জীবন,

কোথা বিগ্নমূল্যধার,

সঙ্কটের কর্ণধার,

এ বিপদে উদ্ধার কর নারায়ণ ।

রাখিতে ভক্তের প্রাণ,

করেছ হে বিষপান,

এ দীনে বন্ধনে জাগ করেছ একদিন ।

অবোধ বালক বাণ,

ডাকে তোমায় ভগবান্,

ভক্তের প্রতি কৃপাবান হও ভক্তাধীন ॥

বামন ব্রাহ্মণে,

ত্রি-পদ ভূমি দানে,

বিপদ ভাবি মনে, কাঁদিছে কুমার ।

দেখে বটু ত্রাস্কণে,

বাকুল পূরজনে,

এ বিপদে রক্ষণে, ভরসা তোমার ॥

কারো কুচিন্তা উদয়,

কারো পুলকিত হৃদয়,

মরুক্ষেত্রে মেঘোদয় দেখে অকস্মাৎ ।

এ মেঘেতে কেহ ভাবে,

স্বরূপে সন্তবে,

কেউ ভাবে প্রাণ যাবে হবে বজ্রপাত ॥

যে ভাবুক যে বিধান,

হরি কৃপানিধান,

(ভবে) তোমার বিধান প্রধান, নাহি তায় সংশয় ॥

বাণ । কৈ হরি তো দেখা দিলেন না ! তবে আমাদের
উপায় কি হবে ?

প্রহ্লাদ । দেখা দিলেন না ব'লে দুঃখিত হ'য়ো না, তিনি
সর্বদায় অস্তুর্যামী ! তোমার সকল কথাই তিনি শুনাতে পাচ্ছেন,
মঙ্গলময়ের কার্যো কখনই অমঙ্গল ঘটবে না ! এখন চলো
দেখি একবার যজ্ঞাগারে যাউ, যজ্ঞেশ্বরের কার্যের পরিণাম
কি দেখিগে ।

বাণ । চলুন ! আপনি গেলেই হরি আমাদের সকল
বিপদের শান্তি করবেন, হরি আপনাকে বড় ভালবাসেন, আপনি
ডাকলেই তাঁর দয়া হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—বজ্রাগার

বলির প্রবেশ ।

বলি ।

দেখিয়া মোহনমূর্তি বামন ব্রাহ্মণে
 ভাবিলু দানের সাধ করিব পূরণ !
 মণি রত্ন রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্য বিভব—
 প্রেমাম্বুজে সমর্পিব ব্রাহ্মণ বালকে,
 হলো না দানের সাধ পূরণ আমার !
 ক্ষুদ্র আশা ক্ষুদ্রতম বালকের হৃদে !
 অতুল বিভব ধন ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
 অকাতরে দিতে চাই, লয় না বালক,
 তিন পদ ভূমি মাত্র প্রার্থনা তাহার !
 ঐ বুঝি আসিছে বালক—

বামনের প্রবেশ ।

বামন ।

কৈ মহারাজ !
 দাও ভূমি ত্রিপাদ প্রমাণ !
 প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ তুমি দানব-ঈশ্বর,
 কারো না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ভেবে দেখ মনে—
 পুরাতন শত্রুর সাধ অমানবদনে

দিল প্রাণ অকাতরে বার বিরোচন,
সে পিতার পুত্র হ'য়ে ভূমি দৈতানাথ,
ভিক্ষুকে ত্রিপাদ ভূমি অর্পিতে কাতর ?
সার্থক করিছ বুঝি কল্পতরু নাম !

বলি ।

অবোধ ব্রাহ্মণ-শিশু !
বুঝ নাই মনোভাব মম,
এখনও বলিতেছি, তাজি ক্ষুদ্র আশা,
চাও রাজা ধনৈশ্বর্য্য সম্পদ বিত্তব,
অর্পিয়া তোমায় করি দানের সার্থক !

বামন ।

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি,
রাজ্য-ধনে নাহি প্রয়োজন,
পাইলে ত্রিপাদ ভূমি, বসিয়া তথায়,
করিব তপস্যা, এই বাসনা আমার ।

বলি ।

নারিলাম এ বেগ ফিরাতে,
এস শিশু, কৈ পুত্র বাণ !
আন বারি স্তব্ধ ভূঙ্গারে,
পরশি প্রতিজ্ঞা বারি, করি অঙ্গীকার,
অর্পিতে ত্রিপাদ ভূমি বামন ব্রাহ্মণে !

বামন ।

নানা কার্য্যে বাস্তব সবে, কেহ নাহি হেথা,
আমিই দিতেছি আনি স্তব্ধ ভূঙ্গার,

(ভূঙ্গার অর্পণপূর্ব্বক)

ধর রাজা, লও এই স্তব্ধ ভূঙ্গার !

দ্রুতপদে শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ ।

- শুক্র । ক্ষান্ত হও মহারাজ ।
অর্পিতে ত্রিপাদ ভূমি করো না শপথ,
এখনোও বলি ——— সাবধান !!
- বলি । বংশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তুমি গুরুদেব—
জানি আমি চিরদিন, কি কারণে তবে,—
মঙ্গল কার্য্যোতে মম বাধা দেহ আজ ।
- শুক্র । মঙ্গলের কার্য্যো তব দেই নাই বাধা,
অমঙ্গল নাচিছে শিয়রে !
- বলি । দানে অমঙ্গল !
- শুক্র । অতি দান অনর্থের মূল ।
- বলি । তিন পদ ভূমি মাত্র অর্পিব ব্রাহ্মণে
এরই নাম অতিদান ? হাসিবার কথা !
- শুক্র । ত্রিপাদ ভূমিই তব অনর্থের মূল !
এখনও গেল না ভ্রান্তি ?
- বলি । ভ্রান্তি ?
গুরুদেব ! তব আশীর্ব্বাদে
বহুদিন হতে ভ্রান্তি খুচেছে আমার ।
- শুক্র । অভ্রান্ত তুমি !
মম বাক্য তুচ্ছ ভাব তবে !
নিতান্তই দুর্ন্যতি তোমার !
- বলি । হউক দুর্ন্যতি,

দানকার্য্যে বলিরে যে দিতে চায় বাধা,
শতবার বলি, তুচ্ছ—তুচ্ছ তার কথা ।

শুক্ৰ ।

শুন নির্বোধ দানব !
বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতাম তোরে,
কিন্তু আজ বুঝিনু নিশ্চয়
নাচিতেছে অমঙ্গল ভাগ্যপটে তব,
তাই মম হিতবাক্য করিলে হেলন,
কিন্তু বলি ! জানিও নিশ্চয়,
এই দানে অধঃপাত ঘটবে তোমার ।

বলি ।

দানধর্ম্মে অধঃপাত হয় হউক গুরু ।
দায়ী নহি তাহে আমি,
দায়ী তার ধর্ম্মরূপী ভগবান হরি ।

শুক্ৰ ।

দায়ী তার ধর্ম্মরূপী ভগবান হরি ?
ঐ দেখ ! ঐ তব ভগবান হরি
এসেছেন সর্বনাশ করিতে তোমার ।

বলি ।

হরি ! কৈ হরি ।
কৈ মোর উপাস্ত দেবতা ?
এস হরি ! এস কৃষ্ণ ! এস যজ্ঞেশ্বর !
অর্পিয়া ত্রিপাদ-ভূমি ত্রীপদপল্লবে
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করি গম ।
একি কথা গুরুদেব ! শুনি তব মুখে,
সর্বনাশ করিবারে এসেছেন মম

সর্বশক্তিময় হরি সর্বফলদাতা !

ধন্য ! ধন্য ! ধন্যভাগ্য পুত্র পরিজন

ভব-ভাগ্যদাতা হরি যাহার ভবনে !

এস হরি ! এস তব ধোয়াইয়া পদ

মস্তকে ধারণ করি বিয়ুপাদোদক ।

(ভৃঙ্গার ধারণপূর্বক বামনের পদধৌতকরণ)

বামন । মস্তক হইলু মহারাজ !

লও হস্তে প্রতিজ্ঞা-সলিল ।

শুক্র । আহাঃ ক্ষান্ত হও ! কি কর মহারাজ !

বলি । যাড্ধেশ্বর হরির পদে, ত্রিপাদ-ভূমি দান ক'রে
আমার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করছি ।

শুক্র । আরতো কোনরূপেই রাখতে পারি না, দেখি
যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ ! বজ্রকীট রূপে ভৃঙ্গার মধ্যে প্রবেশ
ক'রে প্রতিজ্ঞা-সলিল গ্রহণের ব্যাঘাত জন্মান ভিন্ন উপায় নাই,
ভাল, তাই ক'রেই দেখি । (অন্তর্দান)

বলি । একি ভৃঙ্গার জলশূন্য নাকি ? না তাওত নয়,
তবে জল নিঃসরণ হয় না কেন ?

বামন । (স্বেগত) দাতার দানকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মান হেতু
শুক্রাচার্য্য অপরাধী, এ পাপের প্রতিবিধান এখনই কর্তব্য !
উনি বজ্রকীটরূপে ভৃঙ্গার মধ্যে প্রবেশ ক'রে জল নিঃসরণ-পথ
রোধ করলেন, আমি এই তৃণখণ্ডের উপর বজ্ররূপে আবির্ভূত
হলেম, দেখি, এ বজ্রে এ বজ্রকীটের ধ্বংসের প্রতিবিধান হয়

কি না ? (বলির প্রতি) দানকল্পতরু মহারাজ দানবেন্দ্র বলি !
ভৃঙ্গার জলপূর্ণই আছে, বোধ হয় কোনরূপ মৃত্তিকা খণ্ড বা
অন্য বস্তু দ্বারায় ভৃঙ্গারের জল নিঃসরণ-মুখ রুদ্ধ হয়েছে । এই
ঈষিকা খণ্ড গ্রহণ ক'রে এরই দ্বারায় জলনিঃসরণরুদ্ধ মুখ
পরিষ্কার করুন ।

শুক্রে । (রক্তাক্ত চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া পুনঃ
প্রবেশপূর্বক) গিয়েছি—গিয়েছি—একেবারে গিয়েছি ! জন্মের
মত গিয়েছি ।

বামন । কি গিয়েছে আচার্য্য ?

শুক্রে । আর আমার মাথা গিয়েছে, দক্ষিণ চক্ষুটা একে-
বারেই কাণা !

বামন । কিসে চক্ষু গেল মহাশয় ?

শুক্রে । ভৃঙ্গারে ।

বামন । ভৃঙ্গারে ? ভৃঙ্গার চক্ষুতে প্রবেশ করলে কেমন
ক'রে মহাশয় ?

শুক্রে । আরে না ভৃঙ্গার চক্ষুতে প্রবেশ করে নাই, আমি
ভৃঙ্গারে প্রবেশ ক'রেছিলাম ।

বামন । অসঙ্গত কার্য্য করাটা ভাল হয় নাই ।

শুক্রে । আহাঃ চক্ষুর মাথাটা একেবারে খেয়ে দিয়ে এখন
ব'ল্লেচেন ভাল হয় নাই । আগে বল্লেই ত হ'তো ।

বামন । আগে নিষেধ ক'রলে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত
হতো না ! দাতার দানকার্য্যে ব্যাঘাত দিলে সেই দান-কণ্টকের

যে কিরূপে কুশ-কণ্টকে চক্ষু যায়, জগতে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ
দেখাবার জন্য শুক্রাচার্য্য তুমি বর্ত্তমান থাকলে । জগতে আর
যেন কখনও কেহ দাতার দান-কণ্টক না হয় ।

শুক্র । শতবার—সহস্রবার আমিও বলি, এ মহাপাপ
কখনও কেউ যেন সংগ্রহ না করে । দাতার দানকার্য্যে ব্যাধাত
দেওয়া যে কি মহাপাপ, তা আমি জান্লেম ! আর তার প্রমাণ-
স্বরূপও থাক্লেম আমি—কাণা শুক্রাচার্য্য । বলি ! তোর জন্য
চক্ষু গেল—কাণা হ্লেম ! তুমি অধঃপাতে যাও ।

বলি । গুরুবাক্য শিরোধার্য্য ! প্রণাম করি ।

[বলির প্রণাম ও শুক্রাচার্য্যের গ্রহণ ।

বামন । মহারাজ !

বলি । ভুলি নাই বামনরূপী যজ্ঞেশ্বর ! এস প্রতিজ্ঞা-সলিল
গ্রহণ করো ।

বামন । আহা ! দানকল্পতরু তুমি ! তোমার জয় হউক ।

বলি । হে বামন ব্রহ্মচারী ! আমি তোমার প্রার্থনা মত
তোমার প্রার্থিত ত্রিপাদ ভূমি তোমাকে অর্পণ কর্লেম ।

বামন । মহারাজ ! আমিও পূর্ণানন্দে আমার প্রার্থিত
ত্রিপাদভূমি দান গ্রহণ কর্লেম ।

বলি । কৃতার্থং কৃতার্থং কৃতার্থং ।

বামন । স্তুতি স্তুতি স্তুতি ।

(নেপথ্যে) শুন দানকল্পতরু দানবেশ্বর বলি ! তোমার

প্রদত্ত ত্রিপাদ ভূমির দ্বিপাদ মাত্র প্রাপ্ত হলাম, একপদে আকাশ-
 আদি সপ্তস্বর্গ অধিকার কর্লাম, দ্বিতীয়পদে পৃথিব্যাদি সপ্ত-
 পাতাল গ্রহণ কর্লাম, আর এক পদ মাত্র অবশিষ্ট ! দাও—
 দানকল্পতরু দানবেন্দ্র মহারাজ ! এই খর্ব্ব বামনের খর্ব্ব পদের
 পরিমিত ভূমি দান কর, দাও মহারাজ ! শীঘ্র—

বলি । (শূন্যে দৃষ্টিপাতপূর্বক সন্নিহ্নে) ও কি ! 'ও কি
 অদ্ভুত দৃশ্য ! কি ভয়ঙ্কর রূপ ! কি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী
 বিরাটমূর্তি !!

পদতলে স্তরে স্তরে পতিত পাতাল,
 জঘনে মর্হীমণ্ডল, নান্নি নভঃস্থল,
 কুক্ষিতলে সপ্তসিন্ধু বক্ষে লক্ষ্মীদেবী
 জ্যোতির্ময় মণ্ডল মাঝারে, জ্যোতির্ময়ী !
 গ্রীবায় ললাটে শিরে বিরাজিত ঐ—
 জনলোক তপোলোক সত্যলোক আদি !
 চক্ষুর্দয় চন্দ্র সূর্য্য মহা জ্যোতির্ময় !
 দিবা আর রাতে শোভে চক্ষু-পক্ষদ্বয়,
 বিরাজিত সপ্তস্বর্গ সে অক্ষিগোলকে !
 বিরাজে নির্বাণপদ জুগল মাঝে ।
 আবার—আবার একি ? দেখিতে দেখিতে
 পূর্ব্ব মূর্তি আরও যে ভীষণ—
 আরও যে ভীষণতরে হ'য়ে পরিণত
 আকাশ পাতাল বিশ্ব জগৎ ব্যাপিল ।

ভাবিলাম নাহিক ত্রিপদ, কিন্তু এ কি ?

অসংখ্য—অংসখ্য পদ হস্ত সংখ্যাতীত !

সংখ্যাতীত চক্ষু শির, সব সংখ্যাতীত !

লোমকূপে—লোমকূপে—প্রতি লোমকূপে

বিরাজিত সংখ্যাতীত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল !

কত শির—কত সূর্য—বিধি বিমুণ্ড আদি

অনন্ত সমাধিমগ্ন সে বিরাট দেহে !

ঘুরিছে বিশাল চক্র তীব্রতর বেগে

কত শত গ্রহ তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল

উঠিছে ফুটিছে কভু হতেছে পেষিত

মহাবেগে ঘূর্ণিত সে চক্র-নেমি মুখে !

ওকি ! ও আবার ওকি ! ভীম শঙ্খনাদ !

গেল ! গেল ! সব গেল ! গেল রসাতলে !

ঘুরিছে—ঘুরিছে—ঐ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিছে ।

গেল সৃষ্টি ! রাখ হরি ! রাখ দয়াময় !

হরিতে বলির দর্প করো না প্রলয় ।

বুঝিয়াছি দর্পহারি ! হলো ভ্রান্তি দূর

ভাবিতাম মনে আমি ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী

ত্রিলোকের অধীশ্বর আমি বলিরাজ !

কিন্তু দেব ! দর্পহারি ! বুঝিলু এখন

অনন্ত জলধি জলে জলবিশ্ব আমি

বিস্তৃত সিঞ্চ-সৈকতে ক্ষুদ্র বালুকণা,

অনন্ত জগদাধার তুমি বিশ্বরূপ ।

ও আবার কি ?

জগৎ প্রতিধ্বনিত করে ও আবার কি শব্দ !

(নেপথ্যে শূন্যবাণী)

ও সকল স্তোত্র বাক্য রাখ মহারাজ,

দাও মোরে অঙ্গীকৃত ভূমি তিনপদ ।

বলি ।

কি দিব তোমায় হরি ! নাহি স্থান আর,

দুই পদে সর্বস্থান লইয়াছ তুমি ।

বামন ।

কেন তবে প্রতিজ্ঞা করিলে মহারাজ,

ভোগ কর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফল তব ।

বলি ।

কি ফল ভুগিতে হবে দাও সেই ফল,

চতুর্বর্গ ফলদাতা দয়াময় হরি !

বামন ।

নাহি ফলদাতা আমি, কর্ম্য অনুসারে—

ধর্ম্য করে ফল দান ! কোথা ধর্ম্যরাজ !

বন্ধ কর সত্যত্যাগী দৈত্য কুলাধমে !

(নাগপাশ হস্তে ধর্ম্যের প্রবেশ)

ধর্ম্য ।

এস দান্তিক দানব !

কালরূপী ধর্ম্য আমি কর্ম্যফলদাতা

এই লও ভোগ কর নিজ কর্ম্যফল

(বলিকে নাগপাশে বন্ধন)

বলি । বন্ধন । কি অপরাধে হরি ?

বামন । প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপের দণ্ড ! এক্ষণে বন্ধন—পরে
নরকভোগ ।

বলি । হরিদর্শনে জীবের নরকভোগ ? নরকাস্তকারী হরি ।
এ সংবাদ যে, হরিভক্তের পক্ষে বড়ই সুসংবাদ হরি ।

ধর্ম্য । দানবহৃদয় কি নির্ভীক । কালের হস্তে কঠোর
নাগপাশে বন্ধ হয়েছেন, তথাপি মুখে আনন্দের হাসি, হৃদয়ে
ভয়ের সঞ্চারমাত্র নাই ।

বলি । ভয়ের সঞ্চার ! শুন কাল ! আমি বাহুবলে জগৎকে
পরাস্ত করেছি, শত শত বজ্রপাত, বৃষ্টিধারার ন্যায় মস্তকে ধারণ
করেছি, তাতে ভয়ের সঞ্চার হওয়া দূরে থাক, কখনো ভ্রক্ষেপও
করি নাই । জগতের সকলকেই বাধ্য করেছি, কিন্তু তোমার
শক্তি অতিক্রম করা কারও সাধ্য নাই ব'লে, আজ কালবশে
কালের হস্তে বন্ধনগ্রস্ত হয়েছি ; এতে আর ভয়ের সঞ্চার হবে
কেন ? বরং অভয়দাতাকে সম্মুখে পেয়ে সকল ভয়ে অভয়
পেয়েছি, হৃদয় পূর্ণানন্দে পূর্ণ হয়েছে । আর কাকে ভয় দেখাও
কাল ?

প্রহ্লাদের প্রবেশ ।

প্রহ্লাদ । আহা ! অতি আনন্দময় দৃশ্য । এই তো হরি-
ভক্তের প্রকৃত পুরস্কার, আর হরির ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা,
একচিত্রে ছুটিই প্রতিফলিত ! ধন্য হরি ! ধন্য তোমার লীলা !
তোমাকে প্রণাম করি, আর তোমার জগৎব্যাপিনী মায়ার পদেও

কোটি কোটি নমস্কার করি ! (বলির প্রতি) একি ভ্রাতঃ !
দানব্রতের কি এই ফল ?

বলি । কি ফল ?

প্রহ্লাদ । উপস্থিত ফলতো দেখছি বন্ধন ।

বলি । কার বন্ধন ?

প্রহ্লাদ । যাব হস্তপদ নাগপাশে বন্ধ !

বলি । নাগপাশে বন্ধ ! একি আপনি অশুভ ফল মনে
করছেন, আমি নাগপাশে বন্ধ হয়েছি বটে, কিন্তু আগে কঠোর
কর্মপাশ হ'তে মুক্ত হয়ে শেষে কালরূপী ধর্মকর্তৃক সামান্য
নাগপাশে বন্ধ হয়েছি মাত্র । সামান্য নাগপাশ বন্ধনের যন্ত্রণা
সহ্য করে, যদি কর্মপাশ বন্ধনের ভরযন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভ
করতে পারি, তাহতে আর আনন্দের কথা কি আছে দাদা
মহাশয় ? তবে যে, এ সামান্য নাগপাশ বন্ধনে যন্ত্রণা ভোগ
করছি, এ কেবল আপনার পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধের জন্য !
আপনি একদিন হরিকে যন্ত্রণা দিয়েছেন, হরিও আজ আমার
কাছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করছেন । আমি আপনার পৌত্র,
সুতরাং পিতামহের ঋণ পরিশোধ করতেই তো হবে ।

বামন । প্রহ্লাদ পরম হরিভক্ত । প্রহ্লাদ হরিকে যন্ত্রণা
দিয়েছে একথা কে বলে বলিরাজ ?

বলি । যে আপনার সম্মুখে বন্ধনগ্রস্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান,
সেই অভক্ত বলিই বলছে ।

বামন । কিসে জানলে প্রহ্লাদ হরিকে যন্ত্রণা দিয়েছে ?

বলি । স্মার্থপর কপট ভক্তের কোন্ কথাটাইবা বলব ? যে তোমাকে আগুনে পুড়িয়েছে, জলে ডুবিয়েছে, বিষ খাইয়েছে, সে তোমার কেমন ভক্ত হরি ? তুচ্ছ প্রাণের জন্য জগৎপ্রাণ ! তোমাকে যে যাতনা দিতে পারে, সে ভক্ত নয়, ঘোর স্মার্থপর, শতবার বলি ঘোর স্মার্থপর ।

গীত ।

ভক্ত নয়, দয়াময়, ঘোর নিদয় সে জনা ।
 তুচ্ছ স্মার্থ সাধনে, যে দেয় কষ্ট তোমায়, সে কি ভক্তি জানে,
 ভক্তে দেখতে কি পারে তোমার যন্ত্রণা ॥
 ফুটিলে কণ্টক ওপদে, বজ্রপাত হয় ভক্তের হৃদে,
 ভক্ত সুখী ঐ পদ সেধে,—
 সেইত ভক্ত প্রকৃত, হরিসাধন যার জীবনের ব্রত,
 সুখে কিম্বা থাকি দুঃখে, যেন হরিপদে মতি থাকে,
 এই কামনা যার অবিরত ॥
 শুনেছি মাদব তব, প্রাণাধিক ভক্ত ঐব,
 ডেকেছিল রাজ্য লাভ আশে ।
 আর এক ভক্তের কথা, আছে হে মরমে গাঁথা,
 বিষ দিয়াছিল অনায়াসে ।
 অলস অনলে পড়ি প্রাণের দায়ে প্রাণের হরি,
 ডেকেছিল তোমারে কাতরে ।
 যে তুচ্ছ প্রাণের তরে, অনলে ডাকে তোমারে,
 ধিক্ হরি ধিক্ সে ভক্তরে,

(যদি ভক্ত সে ত শত্রু কে হে)

নিষ্কাম ভক্ত যে দয়াময়, সেকি চায় সেবার বিনিময়,

সেবকের প্রাণে সেবাতেই তন্ময়,

(নৈলে) আদান প্রদান, স্বার্থের বিধান,

ভক্তি দিয়ে মুক্তি কেনা ।

প্রহ্লাদ । ধন্য ভ্রাতা । তুমিই হরির প্রকৃত ভক্ত ! ধন্য
তোমার হরিভক্তি ! তোমার এ ভক্তি-পূর্ণ উপহাস বাক্যোও স্মৃখী
হলাম ।

(নেপথ্যে গম্ভীর শব্দে) .

মহারাজ ! বাক্ বিস্তারছলে ভুলিয়ে রাখলে চম্বে না !
দাও—অঙ্গীকৃত ত্রিপাদ ভূমি দাও ! নতুবা ধর্ম্মরাজ । বন্ধন
দৃঢ় কর ।

ধর্ম্ম । শুন্ছ দানবরাজ ! ঐ শুন, বন্ধন আরও দৃঢ় করবার
আদেশ ।

বলি । কর, বন্ধন দৃঢ় কর, ধর্ম্মের বন্ধন যত দৃঢ় হয় ততই
মজল ।

বাণের প্রবেশ ।

বাণ । একি পিতঃ, একি পিতঃ, একি ভাব তব ।

কত বিঘ্ন, কত বাধা, করি অতিক্রম—

উদয়াপিয়ে মহাযজ্ঞ শত অশ্বমেধ—

অকাতরে মুক্তহস্তে সর্বস্বাস্ত্র হয়ে—

দানধর্ম্ম, দানব্রত দেখায়ে জগতে—

এই কি লভিলে তার পরিণাম ফল !

আচরিয়া ধর্মব্রত থাকি ধর্ম পথে,

শত ধিক্ ধিক্ সেই ধর্মের বিচারে !!

পাই যদি দেখিতে তাহারে—

অজ্ঞাঘাতে বুঝি সেই পশু কি পিমাচ !

ধর্ম্য । নির্বেদাধ দানব শিশু !

প্রগল্ভতা কর পরিত্যাগ ।

শুনিয়াছ পাপে দণ্ড পুণ্যে পুরস্কার !

কিন্তু তার গুণতত্ত্ব তুমি কি বুঝিবে ।

দণ্ড পুরস্কার বুঝি বড়ই কঠিন ।

কালরূপী ধর্ম্য আমি, আমি মহাকাল

আমিই করেছি তব পিতারে বন্ধন ।

বাণ । তুমি ! তুমিই বেঁধেছ পিতারে আমার ?

কাল—ধর্ম্য—মহাকাল যে-ই হও তুমি

এ বাঁধার প্রতিশোধ এখনি লইব ।

ধর্ম্য । ভাল ভাল ! বলিরাজকুমারের উপযুক্ত বাক্য বটে ।

বলি । অবোধ বালক ! কার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করছ ।

আমি আত্মকৃত কর্মের ফলাভোগ করছি, ধর্মের দোষ কি ।

বাণ । কি পাপে এ দণ্ডভোগ পিতঃ !

বলি । প্রতিজ্ঞাভঙ্গপাপের ফলাভোগ । বল প্রকাশে এ
কর্মপাশ হ'তে মুক্তি পাব না ! যাতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে
মুক্তিলাভ করতে পারি তার উপায় বল, নতুবা নিরুপায় ।

বিষ্ণাবলীর প্রবেশ ।

বিষ্ণা । কিসে নিরুপায় মহারাজ !

বলি । সকলদিকেই নিরুপায় ! আমি সপ্ত স্বর্গ, সপ্তপাতাল
প্রদান করেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলেম না । আমার দান-
গর্ব্ব, মান-দর্প সব খর্ব্ব হলো । সর্ব্বশেষে কিনা প্রতিজ্ঞার দায়ে
নাগপাশে বন্দী হলেম, এহতে গার বলির ভাগ্যে অধিক কি
হ'তে পারে ?

বিষ্ণা । যে বন্ধন করেছে সেই মুক্ত করবে । মুক্তিদাতা
সম্মুখে থাকতে মুক্তির চিন্তা কেন নাথ ?

বলি । বিষ্ণাবলি বলি নাগপাশে বন্ধ হয়েছে ব'লে কোন-
রূপ যাতনানুভব করে নাই, বরং এ নাগপাশ বন্ধন যে তার কস্মী-
পাশ বন্ধনমোচনের পূর্ব্বসূত্র, তা বুঝতে পেরে আনন্দে
হৃদয় নৃত্য করছে । তবে কি জান রাজা ! আমি বাহুবলে
ব্রহ্মাণ্ড করতলগত ক'রে, ব্রহ্মাণ্ডের নিকট প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সমর্থ
হলেম না, পবিত্রাপ এই জন্মই । চিরঅটল—স্থিরপ্রতিজ্ঞ
দৈতাকুলে জন্ম গ্রহণ করে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপে পতিত হলেম ।
মহাবংশে কলঙ্কার্পণ ক'রলাম ! আমার বীরত্ব গেল—অভিমান
গেল—মান গেল—দর্প গেল—সত্য ধর্ম্ম সব হারিয়ে অগতির
চক্রে অসত্যবাদী হ'লেম । এতুংখ রাখবার আর কি স্থান আছে ।

বিষ্ণা । কেন নাথ তুমি অসত্যবাদী হবে ? তুমি চিরদিন
কর্ত্তব্যের দাস—সত্যের সেবক—ধর্ম্মের আশ্রিত । তোমার
মান—তোমার সত্য, সত্যের আশ্রয় ভগবানই রক্ষা করবেন ।

বলি । আমি যে ভগবানের কাছেই সত্যভঙ্গ অপরাধে
অপরাধী, ত্রিপদভূমি দানে অসমর্থ ।

বিষ্ণু । অসমর্থ হবে কেন ? ভগবানের পদে ত্রিপদভূমি
দান ক'রে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর ।

বলি । আর কি দিয়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব রাজি ! আর যে
আমার, আমার বলতে তিলপ্রমাণ স্থানও নাই, আমি যে এক-
বারে সর্বস্বাস্ত্র !

বিষ্ণু । কেন কাস্ত্র ! হরির চক্রাস্ত্র-জালে পড়ে এত ভ্রাস্ত্র
হচ্ছে, কে বলে তুমি সর্বস্বাস্ত্র ! অনস্ত কোটি কুবেরের সর্বস্ব
নীলকাস্ত্র গনি হরি যার গৃহে উদয়, সে যদি সর্বস্বাস্ত্র, তবে
ভবের মাতা ভাগ্যবস্ত্র কে নাথ ! দাসীর কথা শোন, অবলার
কথা বলে অবহেলা ক'র না, তুমি সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল সমর্পণ
করেছ সত্য, কিন্তু স্বর্গ হতেও উচ্চ—স্বর্গ হতেও পবিত্র ক্ষেত্র
এখনও তোমার আত্মা অধিকারে রয়েছে, সেই পবিত্র ক্ষেত্রে—
সেই শিরশ্ব সহস্রদল পাদ্ম হরি-পাদপদ্ম স্থাপন করে প্রতিজ্ঞা
পূর্ণ কর ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ । ধন্যা ধন্যা ধন্যা !! ধন্যা বুদ্ধিমতী জ্ঞানবতী মহিষী
বিষ্ণাবলী ! শৈব্যা সার্বভৌম বেদমতী অরক্ষিতী প্রভৃতি বিদুষী
সত্যব্রত আজ দৈত্যোন্মাদী বিষ্ণাবলীর ধর্ম্মানুমোদিত অ্যায়
বুদ্ধির নিকট পরাস্ত্র ! সতীত্ব-সৌরভময়ী রমণী-কুসুম মধো,
ভক্তি-মকরন্দ পূর্ণা, বিষ্ণাবলীরূপা ফুল কমলের পবিত্র গন্ধে

আজ জগৎ পরিপূর্ণ । ধন্য সতী বিদ্যাবলী । জগতে সহস্রাঙ্গিনী
 নামের সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই বোধ হয় তোমার শ্যাম
 জ্ঞানবতী সতীর জন্ম পরিগ্রহ ! (বলির প্রতি) আর কেন
 দানবেন্দ্র ! ভগবানের তৃতীয় পদ মস্তকে ধারণ করে প্রতিজ্ঞা
 পূর্ণ কর । দৈত্য-কুল-রত্ন ভাগাধর বলি ! দানব বংশধরগণের
 মধ্যে ভক্ত চূড়ামণি মহাত্মা প্রহ্লাদ অপেক্ষাও তুমি উচ্চস্থান
 অধিকার করলে । তাই বলি তুমি ধন্য, ততোধিক ধন্য সতী-
 কুলের আদর্শ প্রতিমা বিদ্যাবলী !

বামন । আমিও বলি — বিদ্যাবলী ধন্য ! আজ তোমার
 ধর্ম্যানুগত যুক্তি বলেই বলির মুক্তিলাভ । দাও ধর্ম্যরাজ ! দানব-
 রাজের বন্ধন মোচন করে দাও ।

ধর্ম্য । তথাস্তু ! (বলির বন্ধন মোচন)—

প্রহ্লাদ । আর কেন ভাই বিলম্ব করছ ! ঐ দেখ হরির
 ত্রিবিক্রম মূর্তি ! ঐ নাভিপদ্ম-উদ্ভূত পাদপদ্ম সহস্রদল-পদ্ম
 স্থাপন করে, হৃদপদ্মে পদ্মালয়া সহ, পদ্মনাভের যুগলরূপ দর্শন
 কর, আমরাও দর্শন করে ধন্য হই । শমনদমন হরি ! আর ও
 বামন মূর্তিতে কেন ? একবার সেই গোলোক আলোকরা ধড়া-
 চূড়া মুরলীধর মূর্তিতে তোমার ভক্তদম্পতিকে দেখা দাও, আজ
 কুলতিলক বলি আর কুলপাবনী বিদ্যাবলী পুনো আমরাও
 ধন্য হই !

বিদ্যা । একা দেখা দিলে ত সাধ পূর্ণ হবে না হরি ।
 যুগল বেশ দর্শনে কি তোমার এ দাস দাসীর অধিকার নাই ?

নারদ । আর ভাবলে কি হবে ? মূর্ত্তিমতি হরিভক্তি বিদ্যা-
বলীর নামনা অপূর্ণ রাখতে পারবে না । একবার গোলোক-
লক্ষ্মীকে স্মরণ কর, অনিচ্ছেদ লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে বলি-বিদ্যা-
বলীর সম্মুখে দাঁড়াও—ভক্তবৎসলোর পরীক্ষা দাও ! ভক্তের
সাম পূর্ণ কর । আমরাও দর্শন ক'রে পূর্ণানন্দ তোমার গুণ
কীৰ্ত্তন করতে করতে স্বস্থানে প্রস্থান করি । মহিষী বিদ্যাবলি,
তুমি হরি-পাদপদ্ম-তলে পতির বামপার্শ্বে উপবেশন কর ।

বামন । এস ভক্তদম্পতি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করি ।
কৈ গোলোকলক্ষ্মি ! আমার বামে এস ।

(ত্রিঙ্গারো বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধড়াচূড়া-ধর মূর্ত্তি ধারণ ।)

রাধিকার প্রবেশ ।

রাধিকা । সতি বিদ্যাবলি ! তুমি আমার অংশরূপিণী
মথী । আমি তোমাদের দেখ'বার জন্য পূর্ব্ব হ'তে প্রস্তুত হয়ে
ছিলাম । এস তোমাদের সাধ পূর্ণ করি ।

(ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির পদতলে বলি উপবিষ্ট ; বামভাগে বিদ্যাবলী, উভয় পার্শ্বে
প্রহ্লাদ ও বাণ বোড়করে, সম্মুখে—রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি)

নারদ । জয় ভক্তবৎসল হরির জয় ।

সকলে । ঐ—

নারদ । জয় ত্রিবিক্রমরূপী দর্পহারী হরির জয় ।

সকলে । ঐ—

নারদ । জয়, বলি, বিদ্যাবলীর জয় ।

সকলে । ঐ—

নারদ । দানবেন্দ্র । তুমি ত হরির পদারবিন্দ মস্তকে ধারণ করে, দানধর্ম্যের পরাকাষ্ঠা দেখালে ! এখন একবার তোমার উপদেষ্টা শুক্রাচার্য্য মহাশয়কে এনে জগতের লোককে দেখাও, দাতার দানকার্য্যের প্রতিরোধ ক'রলে কিরূপে তার দৃষ্টি রোধ হয়, কিরূপে সে দানকণ্টকের কুশ-কণ্টকে চক্ষু যায় । একবার দেখিয়ে দাও ।

শিবের সহিত ইন্দ্রের প্রবেশ ।

শিব । মরি মরি ! কি আনন্দময় নূতন দৃশ্য ! হরিপদ ত অনেক ভক্তেই লাভ করেছে ! প্রহ্লাদ পেয়েছে, ধ্রুব পেয়েছে, গয়াসুর ঐ পদ মস্তকে ধারণ করে, স্বয়ং ধন্য হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে জগজ্জনের নিস্তারের পথ বিস্তার করে রেখেছে ! প্রহ্লাদ, ধ্রুব, গয়াসুর যে কোনও ভক্তই হ'ক, হরির দুটি পদ নিয়েই তাদের অধিকার সাব্যস্ত ; কিন্তু বলির জন্ম সে অচ্যামিকৃত স্বত্বাস্বত্বের বিবাদী পদ না রেখে, হরি একটা নূতন পদের সৃষ্টি করলেন । যে পদ কেউ দেখে নাই—শুনে নাই—পায় নাই, বলির জন্ম সেই অতুল নূতন পদের সৃষ্টি । এ পদ—এ সম্পদ, বলির নিজস্ব সম্পদ । ধন্য দানবকুল ! ধন্য বলি ! ধন্য বিষ্ণা-বলী ! (ইন্দ্রের প্রতি) বাসব ! আজ তোমার ইচ্ছাসাধক কনিষ্ঠভ্রাতা কেশবের কার্য্য দর্শন কর । দানবেন্দ্র বলি । দৈত্যো-দ্ভাণী রাজ্ঞী বিষ্ণাবলি ! উভয়ে গাত্রোত্থান করে, সাফটাঙ্গে ভগবানের পদে প্রণাম কর ।

(বলি বিষ্ণাবলীর গাত্রোত্থান এবং প্রহ্লাদাদির সহিত সকলের প্রণাম)

কৃষ্ণ । প্রিয় ভক্ত দানবেন্দ্র বলি ! সতী বিদ্যাবলি ! আমি তোমাদের ভক্তিগুণে বাধ্য হয়েছি, তবে বলিরাজ । তোমাকে যে বন্ধনগ্রস্ত হ'তে হয়েছে, সে কেবল তোমার দানাভিমান দর্প হেতু ! এক্ষণে বল দানবেন্দ্র ! যদি আমার কাছে কোনো বরগ্রহণে ইচ্ছা থাকে, বল, আমি তোমায় সেই বরদানে প্রস্তুত ।

বলি । বর দান করবে হরি । দাও, যে বর প্রদান করবে তাই গ্রহণে প্রস্তুত ।

কৃষ্ণ । তুমি আপন ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর ।

বলি । ইচ্ছাময় ! আমি আপন ইচ্ছামত বর গ্রহণ করব, ভাল, দাও—দাসকে দয়া করে এই বর প্রদান কর যেন তুমি আমার হৃদয় ছাড়া হয়ো না !

কৃষ্ণ । দানবেন্দ্র ! সে বর তো তুমি বিনা প্রার্থনাতেই লাভ করেছ ; এক্ষণে আমি ইচ্ছাপূর্বক তোমাকে এই বর প্রদান করছি, তুমি বর্তমান ইন্দ্রের অধিকারকাল গতে ইন্দ্রত্ব লাভ কর'রে ! আজ আমি সহস্রো আছতি দান করে তোমার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করছি । তুমি এই শতশ্বমেধ যজ্ঞফলে ইন্দ্রত্ব লাভ করবে ! এক্ষণে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র বাণকে রাজ্যাভিষেক করে, বর্তমান ইন্দ্রের অধিকাল কাল পয়ান্ত, রাজ্যী বিদ্যাবলী আর আমার প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদের সহিত স্নাতলে অবস্থিতি কর, স্নাতলপুরে তোমার জন্ম স্নান-সৌধ নির্মিত হয়েছে, মণিময় সিংহাসন স্থাপিত হয়েছে, তুমি সেট মণিমাণিকা-খচিত সিংহাসনে রাজা হবে, রাজ্যী বিদ্যাবলী তোমার বামে উপবেশন

করবেন, আর আমি অষ্ট প্রহরই তোমার দ্বারে প্রহরী হয়ে
কালযাপন কর'ব ।

বলি । তুমি একা গেলেত হবে না হরি !। যেক্ষেপে জগৎ
যুদ্ধ, ভক্ত পাগল, সেই অবিচ্ছেদ যুগলরূপটী না দেখতে পোলে,
কেবল প্রহরী রূপ দেখে ত তোমার প্রহ্লাদের প্রেমলহরী
উচ্ছ্বসিত হবে না, পূর্ণানন্দময়ী তোমার বামে না থাকলে
আমরাও পূর্ণানন্দ লাভ করতে পারব না, আর মা কমলালয়ে !
তোমাকে না লয়ে গেলে ত তুমি পৃথগালয়ে স্থির থাকতে পারবে
না, যখন ভক্তের সাধ পূর্ণ করতেই এ বামনলীলার অবতারণা,
তখন আর প্রতারণা কেন মা চল. পতিতপাবনি ! পতিতের সাধ
পূর্ণ করতে অবিচ্ছেদরূপে স্তূলপুরে চল ।

গীত ।

রমা চলো মা পাতাল পুরে ।

আর শুনুবো নাকো বাধা, যুগলরূপে সদা,

থাকতে হবে বাঁধা, এই বলির দ্বারে ॥

স্বর্গের সম্পদে করি না দৃকপাত, যুগে যুগে হবে কত ইন্দ্রপাত

বলির ভাগ্যে আজ যুচল সে উপপাত,

অচলা কমলা পেয়ে মা তোমারে ॥

কে আছে তার সম ভাগ্যের অধিকারী,

যার দ্বারে হবেন ত্রীহরি প্রহরী,

ছুটিল হৃদয়ে আনন্দলহরী, (হরি হরি বলে)

(হরিধনে লয়ে যবে) স্বর্গে কাজ কি বা তার)

(যার, ঘারে চতুর্দ্বারের নিধি)—

আনন্দ সাগরে আমার কি স্নেহ লহরী, হরিধনে লয়ে যাব সাজিয়ে প্রহরী,

(যবে দেখুব হরি) (আঁখি ভরে অষ্ট প্রহরী)

(পাপ দানবজনম সফল হবে)—

নয়ন ভরে দেখুক আসি জগৎবাসিগণে,

কি সম্পদ পেয়েছে বলি ত্রিপদ ভূমি দানে,

(এমন কে পেয়েছে) (ত্রিপদ মাত্র ভূমি দানে এপদ কে পেয়েছে)

(এখন) যতদিন ভবে, চন্দ্র সূর্য্য রবে,

বলির কীর্তিধ্বজা উড়বে জগৎ যুড়ে ॥

(বলি কৃষ্ণকে, বিষ্ণাবলী লক্ষ্মীকে কোলে লইয়া)

বলি । পিতামহ প্রহ্লাদ ! সেনাপতি তারক, আমাদের
ভৃগুকেছর যজ্ঞ পূর্ণ হয়েছে ! এই দেখ সে মহাযজ্ঞের যজ্ঞফল
স্বরূপ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞেশ্বরীকে বক্ষে ধারণ করেছি, আমার ত
কর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্য সমাধা ! এক্ষণে রাজধানীতে চল, আমার
বীরপুত্র বাণকে দৈত্যরাজ্যের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে,
নির্ব্বাণদাতার সঙ্গে সূতলপুরে মহাপ্রস্থান করি । পিতামহ
এক্ষণে অস্ত্রাচল শিখরে দানব রাজধানীতে চলুন ! আমি সমস্ত
দেবতা ঋষিগণকে প্রণাম করে, বিদায় প্রার্থনা করছি ।

শিব । যাও । দানবেশ্বর ! পরমানন্দে সূতলপুরে গমন
কর, ~~সেই~~ সাধক দৈত্যবংশকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক আমরাও
প্রস্থান করি ।

[সকলের প্রস্থান ।

পরিশিষ্ট ।

—৩৯৩—

স্থান—সুতলপুরী ।

বল্লসিংহাসনে বলি ও বামে বিষ্ণাবলী উপরিষ্টে, দক্ষিণপার্শ্বে
পশ্চিমমণ্ডলী ও প্রহ্লাদ, বামপার্শ্বে অঙ্গবাগণ, সম্মুখে
দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরিতরশে নাচায়ণ ।

৫
৫১

গীত ।

সকলে ।— সুতল ভুবনে কিবা অতুল শোভা মরিরে ।
দেখরে ভবের ভাবী ইন্দ্র দানবেন্দ্র বলিরে ॥
প্রহ্লাদাদি ।— বল্লসিংহাসনে কিবা মণি-মুক্তাবলিরে—
অঙ্গাসনে, পতিসনে সতী বিষ্ণাবলীরে ।
নর্তকীগণ ।— তোরণদ্বারে নীবদবরণ শ্রীহরি প্রহরীরে ॥

(নৃত্যকরণ)



